সিডনি শেলডন

নাথিং লাস্টস ফরএভার

অনুবাদ | অনীশ দাস অপু



সিডনি শেলডনের ইন্টারন্যাশনাল বেস্টসেলার

নাথিং লাস্টস ফর এভার

মূল : সিডনি শেলডন

অনুবাদ : অনীশ দাস অপু


অনিন্দ্য প্রকাশ

প্রথম প্রকাশ
ফাল্গুন ১৪১৭, ফেব্রুয়ারি ২০১১

প্রকাশক
আফজাল হোসেন
অনিন্দ্য প্রকাশ
৩০/১ক হেমেন্দ্র দাস রোড, ঢাকা-১১০০
ফোন : ৭১৭ ২৯ ৬৬, ০১৭১১ ৬৬৪৯৭০

বিক্রয় কেন্দ্র
৩৮/৪ বাংলাবাজার
মান্নান মার্কেট (৩য় তলা) ঢাকা-১১০০
ফোন : ৭১২ ৪৪০৩, মোবাইল : ০১১৯৫ ৩৯৮০৩৯

বর্ণবিন্যাস
কলি কম্পিউটার
৪৫ বাংলাবাজার ঢাকা-১১০০
মোবাইল ০১৭১২ ৭৬৬৬৫৩

প্রচ্ছদ : ধ্রুব এষ

বানান সমন্বয় : সেলিম আলফাজ
মোবাইল : ০১৭১৮ ১৮৯৪৯৪

মুদ্রণে
অনিন্দ্য প্রিন্টিং প্রেস
৩০/১ক হেমেন্দ্র দাস রোড, ঢাকা-১১০০
ফোন : ৭১৭ ২৯ ৬৬, ০১৭১১ ৬৬৪৯৭০

মূল্য : ৩৬০.০০ টাকা

NOTHING LAST FOR EVER
by Sidney Sheldon Translated by Anish Das Apu
Published by Afzal Hossan, Anindya Prokash
30/1/Kha Hamandro Das Road Dhaka-1100
Phone 717 29 66, 01711 664970
email : anindya.prokash@yahoo.com
First Published : February 2011

Price : Taka 360.00
US $ 12

ISBN 978-984-414-202-2

উৎসর্গ

প্রতি বছর শীতের সময়টাতে আমি ভীত এবং শংকিত হয়ে উঠি। কারণ আমার বিশ্রীরকম *cold allergy* আছে। কিন্তু যিনি গত বেশ কয়েক বছর ধরে ডিসেম্বর ও জানুয়ারি মাসটি আমাকে মোটামুটি সুস্থ রাখার ব্যবস্থা করেন তিনি হলেন–

অধ্যাপক (ডা.) শেখ আকবর হোসেন

ভূমিকা

মেডিকেল থ্রিলার নিয়ে অনেকেই লিখেছেন। তবে সিডনি শেলডন-এর *নাথিং লাস্টস ফর এভার*-এর মতো রোমাঞ্চকর কাহিনী খুব কম লেখকই লিখতে পেরেছেন। স্রেফ একটি মেডিকেল হাসপাতাল এবং তাঁর স্বল্প কজন বাসিন্দাকে নিয়ে এমন টানটান উত্তেজনাকর গল্প রচনা বোধ করি শেলডনের পক্ষেই সম্ভব! বিশ্বখ্যাত এ লেখকটির অন্যান্য বইয়ের মতো এ বইটিও অনুবাদ করতে গিয়ে আমি যুগপৎ শিহরিত ও রোমাঞ্চিত। শেলডনের ভক্তদের তো বটেই, যারা মেডিকেল থ্রিলার পছন্দ করেন তাদের খুবই ভালো লাগবে *নাথিং লাস্টস ফর এভার*। এ গ্যারান্টি রইল!

অনীশ দাস অপু
০১৭১২ ৬২৪৩৩৬

পূর্বাভাস

স্যানফ্যান্সিসকো
বসন্তকাল, ১৯৯৫

রাগে গজগজ করছেন ডিস্ট্রিক্ট অ্যাটর্নি কার্ল অ্যান্ড্রুজ। 'এখানে এসব ঘটছেটা কী?' হুংকার ছাড়লেন তিনি। 'তিনজন ডাক্তার একসঙ্গে থাকছে, কাজও করছে একই হাসপাতালে। এদের একজনের কারণে গোটা একটি হাসপাতাল প্রায় বন্ধ হবার জোগাড়, দ্বিতীয়জন কোটি টাকার লোভে একজন রোগীকে হত্যা করেছে আর তৃতীয়জন খুনই হয়ে গেছে।'

গভীর দম নিতে ক্ষণিক বিরতি নিলেন কার্ল। 'আর তারা সকলেই নারী! তিন গডড্যাম মহিলা ডাক্তার। আর মিডিয়া তাদেরকে সেলিব্রিটি বানিয়ে দিয়েছে। টিভিতে তাদের চেহারা *সিক্সটি মিনিটস* এদেরকে নিয়ে পর্ব করেছে। বারবারা ওয়াল্টার্স এদের ওপর বিশেষ অনুষ্ঠান করিয়েছেন। যে কাগজ বা পত্রিকাই হাতে নিই না কেন সবকিছুতেই ওদের ছবি। শুধু কি তাই! হলিউড ওদেরকে নিয়ে ছবি বানানোরও ঘোষণা দিয়েছে। চেমনিগুলোকে নায়িকা বানিয়ে ছাড়বে! সরকার যদি এলভিস প্রিসলির মতো এদেরকে নিয়ে বাজারে ডাকটিকেট ছাড়ে তাতেও আমি অবাক হবো না। ওয়েল, বাই গড, এ সত্যি সহ্যের সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছে!' *টাইম* সাময়িকীর প্রচ্ছদে ছাপা হওয়া এক মহিলার মুখে ঘুসি মারলেন তিনি। প্রচ্ছদের ক্যাপশনে লেখা : ডা. পেগি টেলর—*ফমার দেবী নাকি শয়তানের শিষ্য?*

'ডা. পেগি টেলর,' ডিস্ট্রিক্ট অ্যাটর্নির কণ্ঠে তীব্র ঘৃণা। তিনি চিফ প্রসিকিউটিং অ্যাটর্নি সাস ভেনাবেলের দিকে ফিরলেন।

'এ মামলা চালানোর দায়িত্ব তোমাকে দিচ্ছি, গাস। আই ওয়ান্ট আ কনভিকশন। মার্ডার ওয়ান। দ্য গ্যাস চেম্বার।'

'চিন্তা করবেন না,' শান্ত গলায় বললেন গাস ভেনাবল। 'আমি দেখছি কী করা যায়।'

আদালতকক্ষে বসে ডা. পেগি টেলরকে দেখতে দেখতে গাস ভাবছিলেন *এ মেয়ে জুরি-প্রুফ। জুরিরা এর কিছু করতে পারবে না।* আপন মনে হাসলেন তিনি। *কেউই*

জুরি-প্রুফ নয়। পেগি টেলর দীর্ঘাঙ্গিনী এবং সুতন্বী। ফ্যাকাশে মুখে আশ্চর্য গাঢ় বাদামি চোখ। শাদা চোখে তাকে অপূর্ব সুন্দরী আখ্যা দেয়া যাবে না। তবে খুঁটিয়ে দেখলে তার চেহারার কিছু বিশেষত্ব নজর এড়ায় না। তাকে দেখলে মনে হয় তার জীবনের বিভিন্ন পর্যায়গুলো তার সঙ্গে সহাবস্থান করছে। তার ভেতরে রয়েছে শিশুসুলভ উত্তেজনা, কৈশোরের লজ্জা এবং একজন নারীর জ্ঞান ও বেদনা। তার চাউনিতে রয়েছে শিশুর সারল্য।

এ এমন এক মেয়ে, ভাবছেন নাস, যাকে পুরুষ তার মায়ের কাছে নিয়ে যেতে গর্ববোধ করবে। অবশ্য সে মা'র যদি শীতল রক্তের কোনো খুনিকে পুত্রবধূ হিসেবে মেনে নেয়ার রুচি থাকে।

পেগির চোখে কেমন গা-ছমছমে একটা শূন্যতা রয়েছে। তার দৃষ্টি দেখে মনে হয় সে যেন নিজের মধ্যে নেই, নেই বাস্তবতার মাঝে, চলে গেছে অন্য কোথাও অন্য কোনোখানে, ভিন্ন এক সময়ে, শীতল ফাঁদের এ আদালত থেকে অনেক দূরে কোথাও।

বিচার অনুষ্ঠিত হচ্ছে ব্রায়ান্ট স্ট্রিটে। দেখলেই মনে শ্রদ্ধা জাগে, সেই প্রাচীন স্যানফ্রান্সিসকো হল অব জাস্টিস-এ। এ ভবনটি ব্যবহার করা হয় সুপিরিয়র কোর্ট এবং কাউন্টি জেল হিসেবে। এ যেন নিষিদ্ধ চেহারার এক অট্টালিকা, সাততলা উঁচু, চৌকোনা ধূসর পাথরে তৈরি। কোর্ট হাউসে আসা দর্শনার্থীদেরকে ইলেকট্রনিক সিকিউরিটি চেকপয়েন্ট থেকে ঢুকতে হয়। তিনতলায় সুপিরিয়র কোর্ট। ১২১ নম্বর কক্ষে, এখানে হত্যামামলার বিচার চলে, বিচারপতির বেঞ্চ পেছনের দেয়ালের সঙ্গে লাগোয়া, ওটার পেছনে একটি আমেরিকান পতাকা ঝুলছে। বেঞ্চের বামে জুরি-বক্স, মাঝখানে একটি আইল দ্বারা বিচ্ছিন্ন দুটি টেবিল। একটি প্রসিকিউটিং অ্যাটর্নির জন্য, অপরটি ব্যবহার করেন ডিফেন্স অ্যাটর্নি।

আদালতকক্ষ পূর্ণ সাংবাদিক এবং দর্শকে। এসব দর্শক ভয়াবহ হাইওয়ে অ্যাক্সিডেন্ট এবং মার্ডার ট্রায়াল দেখতে খুব পছন্দ করে। আর এ মার্ডার ট্রায়ালটিতে উপভোগ করার মতো অনেক কিছুই আছে। প্রসিকিউটিং অ্যাটর্নি গাস ভেনাবল স্বয়ং দর্শনীয় একটি বস্তু। ভদ্রলোক স্থূলকায় এবং প্রকাণ্ডদেহী, মাথাভর্তি সিংহের কেশরের মতো ধূসর কেশ, মুখে ছাগুলে দাড়ি, আদালতে তাঁর আচরণ দক্ষিণী প্ল্যান্টেশনের মালিকদের মতো। অবশ্য তিনি কোনোদিন দক্ষিণে যাননি। চেহারায় সবসময় বোকা-বোকা, বিভ্রান্তির একটা ভাব ফুটিয়ে রাখেন, যদিও তাঁর মস্তিষ্ক চলে কম্পিউটারের গতিতে। তাঁর ট্রেডমার্ক হল, শীত কিংবা গ্রীষ্ম, সকল সময়ই শাদা একটি সুট এবং ওল্ড ফ্যাশানের শক্ত কলারের শার্ট।

পেগি টেলরের আইনজীবী অ্যালান পেন, ভেনাবেলের একদম বিপরীত। তিনি একজন কমপ্যাক্ট, অ্যানার্জেটিক হাঙর বিশেষ, মক্কেলদেরকে বেকসুর খালাস করার বিষয়ে তাঁর বিশেষ সুখ্যাতি রয়েছে।

এ দুজন এর আগেও একে অন্যের মুখোমুখি হয়েছেন, তাঁদের সম্পর্কটা সম্মান এবং পুরোপুরি অবিশ্বাসের। বিচার শুরু হবার আগের হপ্তায়, ভেনাবেলকে অবাক করে দিয়ে অ্যালান পেন তাঁর সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন।

'আমার একটা উপকার করতে হবে, গাস।'

বিবাদীপক্ষের আইনজীবীর উপহার থেকে সাবধান! 'ব্যাপারটা কী, অ্যালান?'

'বিষয়টি নিয়ে আমার মক্কেলের সঙ্গে এখনও কথা বলিনি, তবে ধরো—জাস্ট প্রপোজ—অভিযোগ হ্রাস এবং রাষ্ট্রের মামলার খরচ কমানোর জন্য আমি যদি ওকে অপরাধ স্বীকার করতে বলি?'

'তুমি কি আমাকে প্লী-বার্গেইন করার জন্য বলছ?'

'হ্যাঁ।'

ডেস্কে হাত বাড়ালেন গাস ভেনাবল, কী যেন খুঁজছেন।

'আমার ক্যালেন্ডারটা খুঁজে পাচ্ছি না। আজ কয় তারিখ জানো?'

'জুনের এক তারিখ। কেন?'

'আমি ভাবলাম নিশ্চয় ক্রিসমাস এসে গেছে, নইলে তুমি আমার কাছে অমন একটা উপহার চাইতে আসতে না।'

'গাস...'

ভেনাবেল ঝুঁকে এলেন সামনে। 'একটা কথা কী জানো, অ্যালান, তোমার প্রস্তাবটা মেনে নিতে পারলে ভালোই হত। এ মুহূর্তে আলাস্কায় মাছ ধরতে যেতে পারলে মজা হত। কিন্তু তা হবার নয়। তুমি ঠাণ্ডা মাথার এক খুনিকে বাঁচানোর চেষ্টা করছ যে কিনা টাকার লোভে তার এক অসহায় রোগীকে হত্যা করেছে। আমি ওর মৃত্যুদণ্ড দেখতে চাই।'

'আমার ধারণা ও নিরপরাধ এবং আমি—'

হাসির স্বল্প একটা বিস্ফোরণ ঘটল, হাসতে হাসতে গাস বললেন, 'নো, ইউ ডোন্ট। এবং ওকে অন্য কেউও নিরপরাধ ভাবছে না। এটা হল ওপেন অ্যান্ড শাট কেস। তোমার মক্কেল দোষী।'

'জুরিরা রায় না-দেয়া পর্যন্ত একথা তুমি বলতে পারো না, গাস।'

'ওরা রায় দেবেন,' বিরতি দিলেন তিনি। 'ওরা বলবেন মেয়েটা অপরাধী।'

এরপর চলে গেলেন অ্যালান। গাস ভেনাবল তাঁদের কথোপকথন নিয়ে ভাবছিলেন। পেন-এর তাঁর কাছে আসাটা দুর্বলতার লক্ষণ। পেন জানেন এ মামলায় তাঁর জেতার কোনো সম্ভাবনা নেই। নিজের অকাট্য প্রমাণাদি এবং যারা এ মামলায় সাক্ষ্য দেবে তাদের কথা স্মরণ করে সন্তুষ্ট বোধ করলেন গাস। কোনো সন্দেহ নেই যে পেগি টেলরের গ্যাসচেম্বার কেউ ঠেকাতে পারবে না।

জুরিদের নিয়ে প্যানেল তৈরি করা সহজ কাজ ছিল না। মাসের পর মাস ধরে এ কেস সংবাদপত্রের হেডলাইন হয়ে থেকেছে। ঠাণ্ডা মাথার এ খুন সৃষ্টি করেছে তীব্র ক্রোধের ঢেউ।

প্রিসাইডিং জাজ হলেন ভ্যানেসা ইয়ং, কৃষ্ণাঙ্গী অত্যন্ত কঠিন চিত্তের এবং প্রতিভাময়ী। এ জুরি সম্পর্কে গুজব আছে তিনি মার্কিন সুপ্রিমকোর্টের আগামী নমিনি হতে চলেছেন। আইনজীবীদের সঙ্গে সবসময় ধমকের সুরে কথা বলেন, রেগে ওঠেন যখন-তখন। স্যানফ্রান্সিসকো ট্রায়াল ল ইয়ারদের মধ্যে প্রচলিত প্রবচন : *তোমার মক্কেল যদি অপরাধী হয় এবং তুমি ক্ষমা পাবার আশা করছ তাহলে বিচারপতি ইয়ং-এর আদালতকক্ষের ধারেকাছেও ঘেঁষো না।*

বিচার শুরু হবার আগের দিন জাজ ইয়ং দুই আইনজীবীকে নিজের চেম্বারে তলব করেছিলেন।

'আমরা কিছু গ্রাউন্ড রুল পেশ করতে যাচ্ছি, ভদ্রমহোদয়গণ। এ মামলার গুরুত্ব বিবেচনায় আমি চাই বিবাদী একটি ফেয়ার ট্রায়াল পাবে এবং এজন্য আমি কিছু ছাড়ও দেব। তবে আপনাদের দুজনকেই সতর্ক করে দিচ্ছি এ থেকে যেন কোনো সুবিধে নেয়ার চেষ্টা করা না হয়। ইজ দ্যাট ক্লিয়ার?'

'ইয়েস, ইয়োর অনার।'

'ইয়েস, ইয়োর অনার।'

ওপেনিং স্টেটমেন্টের শেষপর্যায়ে চলে এসেছেন গাস ভেনাবেল। 'তো জুরির ভদ্রমহিলা এবং ভদ্রমহোদয়গণ; রাষ্ট্র প্রমাণ করবে—হ্যাঁ, সন্দেহাতীতভবে প্রমাণ করে ছাড়বে যে ডা. পেগি টেলর তাঁর রোগী জন ক্রনিনকে হত্যা করেছেন। আর খুনটা তিনি করেছেন টাকার জন্য...অনেকগুলো টাকার জন্য। তিনি জন ক্রনিনকে এক মিলিয়ন ডলার পাবার লোভে হত্যা করেছেন। বিশ্বাস করুন, সকল প্রমাণ শোনার পরে ডা. পেগি টেলরের বিরুদ্ধে ফার্স্ট ডিগ্রি মার্ডার চার্জ আনতে, আপনাদের কোনোই অসুবিধা হবে না। ধন্যবাদ।'

জুরিরা চুপচাপ বসে রইলেন।

গাস ভেনাবল ফিরলেন জাজের দিকে। 'আপনার অনুমতি পেলে রাষ্ট্রপক্ষের প্রথম সাক্ষী হিসেবে আমি গেরি উইলিয়ামসকে আহ্বান করতে চাই।'

সাক্ষী শপথ নেয়ার পরে গাস ভেনাবল বললেন, 'আপনি এমবারকাডেরো কাউন্টি হাসপাতালের একজন পরিচারক?'

'জি।'

'গত বছর জন ক্রেনিনকে যখন এ হাসপাতালে ভর্তি করা হয় সেসময় আপনি তিন নম্বর ওয়ার্ডে কাজ করতেন?'

'জি।'

'ওই সময় তাঁর চিকিৎসা করতেন কোন্ ডাক্তার?'

'ডা. টেলর।'

'ডা. টেলর এবং জন ক্রনিনের মধ্যে কীরকম সম্পর্ক ছিল?'

'অবজেকশন!' লাফ মেরে দাঁড়িয়ে গেলেন অ্যালান পেন। 'উনি সাক্ষীর কাছ থেকে সিদ্ধান্ত নেয়ার চেষ্টা করছেন।'

'সাসটেনড।'

'আচ্ছা অন্যভাবে প্রশ্নটা করছি। ডা. টেলর এবং জন ক্রনিনের মধ্যেকার কোনো কথাবার্তা আপনি কখনও শুনেছেন কি?'

'জি, শুনেছি। আমি ওই ওয়ার্ডে সবসময়ই কাজ করতাম।'

'তাঁদের মধ্যেকার কথোপকথন কি বন্ধুত্বপূর্ণ ছিল?'

'না, স্যার।'

'তাই নাকি! আপনার এ কথা বলার কারণ?'

'ওয়েল, মি. ক্রনিন প্রথম যেদিন হাসপাতালে এলেন সেদিনকার কথা পরিষ্কার মনে আছে আমার। ডা. টেলর যেন...' ইতস্তত করল সে। 'কথাটা সরাসরি বলা ঠিক হবে কিনা বুঝতে পারছি না।'

'বলুন, মি. উইলিয়ামস। এখানে অপ্রাপ্তবয়স্ক কেউ নেই।'

'ওয়েল, তিনি বলছিলেন ডা. টেলর যেন তাঁর বালের হাত দিয়ে তাঁকে স্পর্শ না করেন।'

'তিনি ডা. টেলরকে একথাটাই বলেছিলেন?'

'জি, স্যার।'

'আপনি আর কী দেখেছেন বা শুনেছেন তা দয়া করে আদালতকে জানান।'

'ওয়েল, তিনি সবসময় ডা. টেলরকে 'ঢেমনি মাগি' বলে সম্বোধন করতেন। টেলর তাঁর যেন কাছে না ঘেঁষেন সেটাই সবসময় চাইতেন। ডা. টেলর তাঁর ঘরে ঢুকলেই তিনি বলতেন, "ওই যে ঢেমনি মাগিটা এল" কিংবা "মাগিকে বলো আমাকে যেন একটু একা থাকতে দেয়", আবার কখনও বলতেন, "ওরা আমাকে সত্যিকারের একজন ডাক্তার দেখাচ্ছে না কেন?" '

ডা. টেলরের দিকে তাকালেন গাস ভেনাবল। জুরিদের চোখ অনুসরণ করল তাঁকে। মুখ করুণ করে মাথা নাড়লেন ভেনাবল, ফিরলেন সঙ্গীর দিকে। 'মি. ক্রনিনকে দেখে কি আপনার মনে হয়েছিল তিনি ডা. টেলরকে এক মিলিয়ন ডলার দান করে দিতে পারেন?'

আবার ঝট করে সিধে হলেন অ্যালান পেন। 'অবজেকশন! আবারও উনি মতামত নেয়ার চেষ্টা করছেন।'

জাজ ইয়ং বললেন, 'ওভাররুলড। সাক্ষী ইচ্ছে করলে এ প্রশ্নের জবাব দিতে পারেন।'

পেগি টেলরকে একবার দেখে নিয়ে অ্যালান পেন বসে পড়লেন নিজের আসনে।
'হেল, নো। তিনি ডা. টেলরকে ঘৃণা করতেন।'

সাক্ষীর কাঠগড়ায় এসে দাঁড়ালেন ডা. আর্থার কেন।
গাস ভেনাবল বললেন, 'ডা. কেন, আপনি স্টাফ ডাক্তারের চার্জে ছিলেন যখন জানা যায় যে জন ক্রনিন খুন—' জাজ ইয়ং-এর দিকে তাকালেন তিনি, '...হাতে ইনসুলিন দেয়ার কারণে তিনি মারা গেছেন। এ কথা কি সত্য?'
'হ্যাঁ।'
'আপনি জানেন যে ডা. টেলর ওই ইনসুলিন ক্রনিনের শরীরে পুশ করেছিলেন?'
'জি, জানি।'
'ডা. কেন, আপনাকে আমি ডা. টেলরের দস্তখতকৃত অফিশিয়াল ডেথ সার্টিফিকেটটি দেখাচ্ছি।' তিনি একখণ্ড কাগজ নিয়ে কেনের হাতে দিলেন। 'আপনি কি লেখাটি জোরে পড়ে শোনাবেন, প্লিজ?'
কেন পড়তে লাগলেন। 'জন ক্রনিন। মৃত্যুর কারণ : রেসপাইরেটরি অ্যারেস্ট অকারড অ্যাজ আ কমপ্লিকেশন অব মাইয়োকার্ডিয়াল ইনফাকশন অকারিং অ্যাজ আ কমপ্লিকেশন অব পালমোনারি এম্বোলাস।'
'এর অর্থ কী?'
'রিপোর্ট বলছে রোগী হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে মারা গেছেন।'
'আর এ কাগজে ডা. টেলরের সই আছে?'
'জি।'
'ডা. কেন, জন ক্রনিনের মৃত্যুর কি ওটাই আসল কারণ?'
'না। ইনসুলিন ইনজেকশনের কারণে তাঁর মৃত্যু হয়েছে।'
'তার মানে, ডা. টেলর প্রয়োজনের অতিরিক্ত ইনসুলিনের ডোজ দিয়ে পরে ভুয়া একটা রিপোর্ট তৈরি করেছেন।'
'জি।'
'তারপর আপনি হাসপাতালের প্রশাসনিক কর্মকর্তা ডা. ওয়ালেসের কাছে রিপোর্ট করেন এবং তিনি রিপোর্ট করেন কর্তৃপক্ষের কাছে?'
'জি। আমার মনে হয়েছে কাজটা করা আমার কর্তব্য।'
তাঁর কণ্ঠ ঘৃণায় কাঁপছে। 'আমি একজন ডাক্তার। আমি কোনোভাবেই অপর একজন মানুষের জীবন ছিনিয়ে নিতে পারি না।'

পরবর্তী সাক্ষী হিসেবে আহ্বান করা হল জন ক্রনিনের বিধ্বা স্ত্রী হ্যাজেল ক্রনিনকে। হ্যাজেলের বয়স ৩৭/৩৮, আগুনের মতো লাল চুল, দুর্ধর্ষ দেহবল্লরীর যৌবনবার্তা শোকের কালো পোশাক ঢেকে রাখতে ব্যর্থ হয়েছে।

গাস ভেনাবল বললেন, 'আমি জানি ব্যাপারটা আপনার জন্য কতটা বেদনাদায়ক, মিসেস ক্রনিন, তবু জিজ্ঞেস করতে বাধ্য হচ্ছি প্রয়াত স্বামীর সঙ্গে আপনার সম্পর্ক কীরকম ছিল তা যদি জুরিদেরকে একটু বলতেন।'

লেসঅলা বড় রুমাল দিয়ে চোখ মুছল হ্যাজেল। 'জনের সঙ্গে আমার দাম্পত্যজীবন ছিল চমৎকার। ও খুব ভালোমানুষ ছিল। আমাকে প্রায়ই বলত আমিই ওর জীবনে প্রকৃত সুখ নিয়ে এসেছি যে সুখের কথা ওর জানা ছিল না।'

'জন ক্রনিনের সঙ্গে আপনার দাম্পত্যজীবন কতদিনের?'

'দুবছর, তবে জন প্রায়ই বলত ও নাকি এ দুবছর স্বর্গে কাটিয়েছে!'

'মিসেস ক্রনিন, আপনার স্বামী কি ডা. টেলরকে নিয়ে আপনার সঙ্গে কখনও কথা বলেছেন? বলেছেন কি ডা. টেলর খুব ভালো ডাক্তার কিংবা তিনি আপনার স্বামীকে অনেক সহযোগিতা করেন? অথবা তিনি ডা. টেলরকে পছন্দ করতেন?'

'ও ডা. টেলর সম্পর্কে কক্ষনো কিছু বলেনি।'

'কক্ষনো না?'

'কক্ষনো না।'

'জন কি কখনও আপনাকে কিংবা আপনার ভাইদেরকে তাঁর উইল থেকে বাদ দেয়ার কথা বলেছেন?'

'কখনোই বলেনি। ওর মতো হৃদয়বান মানুষই হয় না। ও সবসময় আমাকে বলত এমন কিছু নেই যা আমার ধরাছোঁয়ার বাইরে থাকতে পারে এবং ও যখন মারা গেল...' কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হয়ে এল... 'ও বলত ও মারা গেলে আমি অনেক ধন-সম্পত্তি পেয়ে যাব এবং...' আর বলতে পারল না সে।

বিচারপতি ইয়ং বললেন, 'আমরা এখন পনেরো মিনিটের জন্য একটি বিরতি নেব।'

আদালতকক্ষের পেছনে বসে আছে ম্যালোরি কার্টিস। রাগে ফুঁসছে। পেগি সম্পর্কে সাক্ষীরা যেসব মন্তব্য করছে তা নিজের কানে শুনেও বিশ্বাস হচ্ছে না তার। *এ মহিলাকেই কিনা আমি ভালোবাসি,* ভাবছে সে। *এ মহিলাকে কিনা আমি বিয়ে করব!*

পেগি গ্রেপ্তার হওয়ার পরপরই তার সঙ্গে দেখা করতে জেলে গিয়েছিল ম্যালোরি কার্টিস।

'আমরা এ ব্যাপারটা নিয়ে লড়াই করব,' আশ্বস্ত করেছিল সে প্রেমিকাকে। 'দেশের সর্বশ্রেষ্ঠ ক্রিমিনাল ল ইয়ারকে নিয়ে আসব তোমার জন্য।' সাথে সাথে তার মাথায় খেলে গিয়েছিল একটি নাম *অ্যালান পেন।* ম্যালোরি তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিল।

'কাগজে কেসটার সব খবরই পড়ছি আমি,' বলেছিলেন পেন। 'জন ক্রনিনকে হত্যার সমস্ত দায় পেগির ওপর চাপিয়ে দেয়ার চেষ্টা করছে প্রেস। পেগি তো স্বীকার করে বসে আছে সে ওই লোককে হত্যা করেছে।'

'আমি ওকে চিনি,' বলেছিল ম্যালোরি কার্টিস। 'বিশ্বাস করুন, টাকার জন্য ও এমন কাজ করতেই পারে না।'

'যেহেতু হত্যাকাণ্ডের কথা সে স্বীকার করেছে,' বলেছিলেন পেন, 'কাজেই তার জন্য অপেক্ষা করছে মৃত্যু। ক্যালিফোর্নিয়ার আইনে হত্যাকারীকে ক্ষমা করার বিধান নেই। তবে বেশিরভাগ রাজ্যে এ বিষয়টি নিয়ে রয়েছে মিশ্র প্রতিক্রিয়া। সমস্যা হল আপনার প্রেমিকা এমন একজন পেশেন্টকে খুন করেছে যে কিনা নিজের উইলে পেগির জন্য মিলিয়ন ডলার রেখে গেছে। তো এখানে সে প্রশ্নটা এসে যায়—ডিম আগে না মুরগি আগে? রোগীকে হত্যা করার আগেই সে মিলিয়ন ডলারের উইলের কথা জানত নাকি খুন করার পরে জেনেছে?'

'পেগি টাকা-পয়সার ব্যাপারে কিছুই জানত না,' দৃঢ় গলা ম্যালোরির।

পেনের কণ্ঠ ভাবলেশশূন্য। 'রাইট। এটা স্রেফ একটা কাকতালীয় ঘটনা। ডিস্ট্রিক অ্যাটর্নি এটাকে এক নম্বর হত্যাকাণ্ড বলে অভিহিত করেছেন। তিনি ওর মৃত্যুদণ্ড চাইছেন।'

'আপনি কি কেসটা নেবেন?'

ইতস্তত করছিলেন পেন। ম্যালোরি কার্টিসের চেহারা দেখে বোঝা যাচ্ছিল প্রেমিকার ওপরে তার অগাধ বিশ্বাস। *যেভাবে স্যামসন বিশ্বাস করত ডিলায়লাকে।*

জবাবের অপেক্ষা করছিল ম্যালোরি।

'আমি কেসটা নেব, যদিও জানেন এটা ভয়ানক দুরূহ একটি কেস। এ কেসে জেতা খুবই কঠিন।'

অ্যালান পেন-এর কথাই ফলতে যাচ্ছে।

পরদিন সকালে আবার শুরু হল বিচার। গাস ভেনাবেল বেশ কয়েকজন সাক্ষীকে জেরা করলেন।

এক নার্স বলল, 'আমি শুনেছি জন ক্রনিন বলছিলেন, "আমি জানি অপারেটিং টেবিলেই আমার মৃত্যু হবে। তুমি আমাকে মেরে ফেলবে। ওরা তোমাকে ঠিকই পাকড়াও করবে"।'

রডরিক পেলহ্যাম নামে এক আইনজীবী দাঁড়ালেন সাক্ষীর কাঠগড়ায়। গাস ভেনাবল জিজ্ঞেস করলেন, 'আপনি যখন ডা. টেলরকে জানালেন জন ক্রনিন তাঁর নামে এক মিলিয়ন ডলার দান করে গেছেন, শুনে তিনি কী বললেন?'

'শুনে তিনি বলেছিলেন, "কাজটা করা ঠিক হয়নি। উনি আমার পেশেন্ট ছিলেন"।'

'তিনি বলেছিলেন কাজটা করা ঠিক হয়নি?'

'জি।'

'তারপরও তিনি টাকাটা নিতে রাজি হলেন?'

'জি।'

অ্যালান পেন পাল্টা জেরা করছেন।

'মি. পেলহ্যাম, ডা. টেলর কি আপনাকে আশা করছিলেন?'

'কেন? না, আমি...'

'আপনি নিশ্চয় তাঁকে ফোন করে বলেননি যে, "জন ক্রনিন আপনার নামে এক মিলিয়ন ডলার রেখে গেছেন?' "

'না। আমি...'

'তো কথাটা আপনি তাঁকে মুখোমুখি বলেছিলেন?'

'জি।'

'খবরটা শুনে তাঁর প্রতিক্রিয়া কী হয় দেখার জন্য?'

'জি।'

'টাকার কথা বলার পরে তাঁর প্রতিক্রিয়া কীরকম হয়েছিল?'

'ইয়ে—তিনি—তাঁকে বিস্মিত মনে হয়েছিল, তবে...'

'ধন্যবাদ, মি. পেলহ্যাম। দ্যাটস অল।'

চার সপ্তাহ গড়িয়ে চলল মামলা। বাদী বনাম বিবাদী পক্ষের দুই আইনজীবীর লড়াই বেশ উপভোগ করছে দর্শক এবং প্রেস। গাস ভেনাবল শাদা পোশাক পরে আসেন, অ্যালান পেন কালো। দুজনে সারা আদালতে এমনভাবে ঘুরে বেড়ান যেন তাঁরা ভয়ংকর এক দাবাখেলায় শামিল হয়েছেন, নেচে নেচে চাল দিচ্ছেন। পেগি টেলর তাদের ঘুঁটি, বলির পাঁঠা।

গাস ভেনাবল রশির আলগা মাথাগুলো একত্রে বাঁধার চেষ্টা করছেন।

'আদালতের অনুমতি সাপেক্ষে আমি আলমা রজার্সকে সাক্ষীর কাঠগড়ায় হাজির করতে চাই।'

সাক্ষীর শপথ গ্রহণ শেষে ভেনাবল জিজ্ঞেস করলেন, 'আপনার পেশা কী, মিসেস রজার্স?'

'আমি মিস রজার্স।'

'দুঃখিত।'

'আমি করোনিস ট্রাভেল এজেন্সিতে কাজ করি।'

'আপনার এজেন্সি আপনাদের মক্কেলদের জন্য বিভিন্ন দেশে সফর এবং হোটেল রিজার্ভেশনসহ অন্যান্য নানান সেবা দিয়ে থাকে, তাই না?'

'জি, স্যার।'

'বিবাদীর দিকে একবার তাকান। ওঁকে আগে কখনও দেখেছেন কি?'

'জি, দেখেছি। দুই/তিন বছর আগে উনি আমাদের ট্রাভেল এজেন্সিতে এসেছিলেন।'

'কীজন্য গিয়েছিলেন তিনি?'

'বলেছিলেন তিনি লন্ডন, প্যারিস এবং ভেনিসে ঘুরতে যেতে চান।'

'উনি কি প্যাকেজ ট্যুরের কথা বলেছিলেন?'

'না, না। বলেছিলেন তাঁর জন্য সবকিছু যেন প্রথমশ্রেণীর আয়োজন করা হয়—প্লেন, হোটেল। উনি ইয়ট ভাড়া করার কথাও বলেছিলেন।'

কোর্টরুমে ফিসফিস গুঞ্জন উঠল। গাস ভেনাবল প্রসিকিউটরের টেবিলে গিয়ে একতাড়া ফোল্ডার তুলে নিলেন।

'পুলিশ এ ব্রুশিয়ারগুলো পেয়েছে ডা. টেলরের বাড়িতে। এতে প্যারিস, লন্ডন এবং ভেনিসের ভ্রমণবৃত্তান্ত রয়েছে, আছে বিলাসবহুল হোটেল এবং এয়ারলাইনের ব্রুশিয়ার এবং এর মধ্যে একটিতে রয়েছে প্রাইভেট ইয়ট ভাড়া করতে কত খরচ হবে তার বৃত্তান্ত।'

কোর্টরুমে গুঞ্জনধ্বনি এবারে বেড়ে গেল।

প্রসিকিউটর একটি ব্রুশিয়ার খুললেন।

'এখানে ভাড়া করার জন্য কিছু ইয়টের তালিকা রয়েছে।' জোরে জোরে পড়ে শোনালেন তিনি। *'দ্য ক্রিশ্চিয়ানা ও...* এক হপ্তার ভাড়া ছাব্বিশ হাজার ডলার, সেসঙ্গে শিপের খরচ... *দ্য রেজোলিউট টাইম,* সাপ্তাহিক ভাড়া চব্বিশ হাজার পাঁচশো ডলার... *দ্য লাকি ড্রিম,* সাপ্তাহিক ভাড়া সাতাশ হাজার তিনশো ডলার।' মুখ তুলে চাইলেন। *'লাকি ড্রিম*-এর নিচে টিক চিহ্ন দেয়া। পেগি টেলর সাতাশ হাজার তিনশো ডলারে আগেই একটি ইয়ট ভাড়ার সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছিলেন। তবে তাঁর ভিক্টিমকে তখনও টার্গেট করেননি।

'এগুলোকে Exhibit A হিসেবে চিহ্নিত করা হোক,' অ্যালান পেনের দিকে ঘুরে তাকিয়ে হাসলেন ভেনাবল। অ্যালান পেন চাইলেন পেগির দিকে। টেবিলে তার স্থিরদৃষ্টি, মুখখানা শুকনো। 'ইয়োর উইটনেস।'

আসন ছাড়লেন পেন, ঝড়ের গতিতে চলছে মস্তিষ্ক।

'আজকাল ট্রাভেল ব্যবসা কেমন চলছে, মিস রজার্স?'

'মানে?'

'মানে জানতে চাইছি ট্রাভেল বাণিজ্য কেমন যাচ্ছে। কোর্নিশ কি বড় ট্রাভেল এজেন্সি?'

'বেশ বড়, হ্যাঁ।'

'অনেক লোক নিশ্চয় কোথায় বেড়াতে যাওয়া যায় সে-ব্যাপারে খোঁজখবর নিতে আসে?'

'তা তো আসেই।'

'দিনে পাঁচ/ছজন লোক আসে?'

'ওহ্, নো!' তাচ্ছিল্য প্রকাশ পেল মেয়েটির কণ্ঠে। 'ট্রাভেল অ্যারেঞ্জমেন্ট নিয়ে

প্রতিদিন কমপক্ষে পঞ্চাশ জন লোকের সঙ্গে আমাদের কথা বলতে হয়।'

'প্রতিদিন পঞ্চাশ জন?' শুনে অবাক হওয়ার ভান করলেন পেন। 'আর আমরা দুই/তিন বছর আগের কথা বলছি। আপনি নয়শো দিনকে পঞ্চাশ দিয়ে গুণ করলে সংখ্যাটা দাঁড়াবে পঁয়তাল্লিশ হাজারে।'

'তেমনই হবে।'

'অথচ এতগুলো লোকের ভিড়ে ডা. টেলরের কথা আপনার মনে আছে। কারণটা কী?'

'কারণ হল তিনি এবং তাঁর দুই বন্ধু ইউরোপ-ভ্রমণে যাওয়ার ব্যাপারে খুব উত্তেজনা প্রকাশ করছিলেন। স্কুলছাত্রীদের মতো আচরণ ছিল তাঁদের। হ্যাঁ, ওদেরকে পরিষ্কার মনে আছে আমার, মনে থাকার বিশেষ কারণ হল ওদেরকে দেখে মনে হয়েছিল ইয়ট ভাড়া করার সামর্থ্য তাঁরা রাখেন।'

'ও আচ্ছা। যারা আপনাদের ট্রাভেল এজেন্সিতে আসে তারা সবাইকে ভ্রমণে যাওয়ার জন্য ব্রুশিয়ার চায়?'

'অবশ্যই না। তবে—'

'ডা. টেলর নিশ্চয় ঘুরতে যাননি, নাকি গিয়েছিলেন?'

'না, আমাদের সঙ্গে যাননি। উনি—'

'অন্য আর কারও সঙ্গেও যাননি। তিনি এমনিই কিছু ব্রুশিয়ার দেখতে চেয়েছিলেন?'

'জি। তিনি—'

'ব্রুশিয়ার দেখতে চাওয়া আর প্যারিস কিংবা লন্ডনে বেড়াতে যেতে চাওয়া নিশ্চয় এক জিনিস নয়?'

'তা তো নয়ই। তবে—'

'ধন্যবাদ। আপনি কাঠগড়া থেকে নেমে আসতে পারেন।'

জাজ ইয়ংকে ভেনাবল বললেন, 'আমি ডা. বেনজামিন ওয়ালেসকে সাক্ষীর কাঠগড়ায় আহ্বান করতে চাই...'

'ডা. ওয়ালেস, আপনি এমবারকাডেরো কাউন্টি হাসপাতাল-এর প্রশাসনিক দায়িত্বে রয়েছেন?'

'জি।'

'আপনি নিশ্চয় ডা. টেলরকে চেনেন এবং তাঁর কাজ সম্পর্কেও অবগত আছেন?'

'জি, অবগত আছি।'

'ডা. টেলরের বিরুদ্ধে হত্যার অভিযোগ আনা হয়েছে শুনে আপনি কি বিস্মিত হয়েছিলেন?'

দাঁড়িয়ে গেলেন পেন। 'অবজেকশন, ইয়োর অনার। ডা. ওয়ালেসের উত্তর এখানে অপ্রাসঙ্গিক।

'বিষয়টি আমাকে ব্যাখ্যার সুযোগ দিলে,' বাধা দিলেন ভেনাবল, 'এটা যে যথেষ্ট প্রাসঙ্গিক তা প্রমাণ করা যাবে...'

'আচ্ছা, দেখি উনি কী বলতে চাইছেন,' বললেন জাজ ইয়ং। 'তবে কোনো আজেবাজে কথা নয়, মি. ভেনাবল।'

'আমি প্রশ্নটি অন্যভাবে উত্থাপন করতে চাই,' বলে চললেন ভেনাবল। 'ডা. ওয়ালেস, প্রতিটি ডাক্তারকে হিপোক্রেটিক শপথ গ্রহণ করতে হয়, তাই নয় কি?'

'জি।'

'এবং শপথের একটি অংশ হল...' হাতে ধরা একটি কাগজ থেকে পড়ে শোনালেন আইনজীবী, 'যে আমি সবরকমের দুর্নীতি থেকে বিরত থাকব।'

'জি।'

'ডা. টেলর কি অতীতে এমন কোনো কাজ করেছিলেন যাতে আপনার মনে হয়েছে উনি হিপোক্রেটিক শপথ মেনে চলছেন না?'

'অবজেকশন।'

'ওভাররুলড।'

'হ্যাঁ, করেছিলেন।'

'দয়া করে বিষয়টি আমাদেরকে জানান।'

'আমাদের কাছে এক রোগী এসেছিল, ডা. টেলর তার ব্লাড ট্রান্সফিউশন করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু তার পরিবার অনুমতি দেয়নি।'

'তারপর কী ঘটল?'

'ডা. টেলর আপত্তি না মেনে রোগীর রক্ত সঞ্চালন করেন।'

'ওটা কি বৈধ কাজ ছিল?'

'একদমই না। আদালতের হুকুমনামা ছাড়া কেউ এ কাজ করতে পারে না।'

'তারপর ডা. টেলর কী করলেন?'

'তিনি পরে আদালত থেকে অর্ডার নিয়ে আসেন এবং দিন-তারিখ বদলে দেন।'

'তার মানে তিনি একটি অবৈধ কাজ করেছেন এবং ঘটনা আড়াল করতে ভুয়া হাসপাতাল রেকর্ড দিয়েছেন?'

'জি।'

অ্যালান পেন ক্রুদ্ধদৃষ্টিতে পেগিকে এক ঝলক দেখলেন। *ও কেন এ বিষয়টি আমার কাছে লুকিয়ে গেল?* ভাবছেন তিনি।

পেগির চেহারায় অপরাধের ছায়া দেখে হতাশ হল দর্শক।

এ বরফের মতো শীতল, মনে মনে বলল জুরিদের ফোরম্যান।

গাস ভেনাবল বেঞ্চে তাকালেন। 'ইয়োর অনার, আপনি জানেন, আমি ডা. লরেন্স বার্কার নামে একজন সাক্ষীকে হাজির করতে চেয়েছিলাম। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনকভাবে তিনি এখনও স্ট্রোকের ধাক্কা সামলে উঠতে পারেননি বলে সাক্ষী দিতে আদালতে আসতে পারেননি। তাঁর বদলে আমি এখন ডা. বার্কারের সঙ্গে কাজ করেছেন এমন কয়েকজন হাসপাতাল স্টাফকে জেরা করব।'

পেন উঠে দাঁড়ালেন। 'আমি আপত্তি জানাচ্ছি। আমি এর কোনো প্রাসঙ্গিকতা দেখতে পাচ্ছি না। ডা. বার্কার এখানে নেই, তিনি এখানকার ট্রায়ালেও অনুপস্থিত। যদি...'

ভেনাবল বললেন, 'ইয়োর অনার, আমি আপনাকে নিশ্চয়তা দিয়ে বলছি আমার জেরার প্রশ্নগুলো আমরা যে সাক্ষ্য শুনলাম তার সঙ্গে যথেষ্ট সম্পর্কযুক্ত এবং প্রাসঙ্গিক থাকবে। বিবাদী ডাক্তার হিসেবে কতটুকু যোগ্য তা-ও এর মাধ্যমে প্রমাণ হয়ে যাবে।'

সন্দিগ্ধসুরে জাজ ইয়ং বললেন, 'তা দেখা যাবে। এটা আদালত, নদী নয়। এখানে মাছ ধরার চেষ্টা যেন করা না হয়। আপনি আপনার সাক্ষীদেরকে ডাকতে পারেন।'

'ধন্যবাদ।'

গাস ভেনাবল নাজিরকে বললেন, 'ডা. ম্যাথিউ পিটারসনকে ডাকুন।'

ষাটের কোঠায় বয়স, অভিজাত চেহারার এক ভদ্রলোক এগিয়ে এলেন কাঠগড়ায়। শপথগ্রহণ শেষে চেয়ারে বসলেন তিনি। গাস ভেনাবল প্রশ্ন করলেন, 'ডা. পিটারসন, আপনি এমবারকাডেরো কাউন্টি হাসপাতালে কতদিন কাজ করেছেন?'

'আট বছর।'

'আপনার পেশা কী?'

'আমি একজন কার্ডিয়াক সার্জন।'

'এমবারকাডেরো কাউন্টি হাসপাতালে থাকাকালীন ডা. লরেন্স বার্কারের সঙ্গে কখনও কাজ করেছেন?'

'জি, জি, বহুবার।'

'তাঁর ব্যাপারে আপনার অভিমত কী?'

'সবার মতো আমারও একই অভিমত। ডিবেবি এবং কুলির পরে ডা. বার্কারই বিশ্বের সেরা হার্ট সার্জন।'

'ডা. টেলর ল্যান্স কেলি নামে এক রোগীর অপারেশনের সময় কি আপনি অপারেটিং রুমে হাজির ছিলেন?'

সাক্ষীর গলার স্বর বদলে গেল। 'জি, ছিলাম।'

'সেদিন সকালে কী ঘটেছিল বলবেন কি?'

বিতৃষ্ণার গলায় ডা. পিটারসন জবাব দিলেন, 'পুরো ব্যাপারটাই লেজে-গোবরে

হয়ে গিয়েছিল। আমরা পেশেন্টকে হারাতে চলছিলাম।'

'"রোগীকে হারাতে চলছিলাম" কথার মানে কী?'

'তার হৃদস্পন্দন বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। আমরা তাকে বাঁচিয়ে রাখার প্রাণপণ চেষ্টা করছিলাম এবং...

'ডা. বার্কারকে কি খবর দেয়া হয়েছিল?'

'জি।'

'এবং তিনি অপারেটিং রুমে ঢুকে দেখেন তখনও অপারেশন চলছে?'

'অপারেশন তখন শেষের দিকে। হ্যাঁ। তবে তখন করার কিছুই ছিল না। আমরা রোগীকে বাঁচাতে পারিনি।'

'ডা. বার্কার কি ওই সময় ডা. টেলরকে বকাঝকা করছিলেন?'

'আমরা সবাই খুব আপসেট ছিলাম এবং...'

'আমি জানতে চেয়েছি ডা. বার্কার ডা. টেলরকে বকাঝকা করছিলেন কিনা?'

'হ্যাঁ।'

'ডা. বার্কার কী বলেছিলেন?'

বিরতি। আর বিরতির মাঝখানে বাইরে সশব্দে কোথাও বজ্রপাত হল। যেন ঈশ্বরের কণ্ঠ। এক মুহূর্ত বাদেই শুরু হয়ে গেল ঝড়, আদালতের ছাদে বড়বড় ফোঁটায় পড়তে লাগল বৃষ্টি।

'ডা. বার্কার বলেছিলেন, "তুমি ওকে খুন করেছ"।'

গর্জে উঠল দর্শককুল। জাজ ইয়ং হাতের হাতুড়ি দিয়ে ঠকাশ করে বাড়ি মারলেন টেবিলে। 'যথেষ্ট হয়েছে! আপনারা কি গুহায় বাস করেন? আবার চিৎকার চেঁচামেচি করেছেন কি সবাইকে ঘর থেকে বের করে দেব।'

হল্লা থামার জন্য অপেক্ষা করলেন গাস ভেনাবল। ফিসফাস শব্দের মধ্যে তিনি জিজ্ঞেস করলেন, 'আপনি ঠিক শুনেছিলেন তো ডা. বার্কার ডা. টেলরকে বলছেন "তুমি ওকে খুন করেছ"?'

'জি।'

'এবং আপনি সাক্ষি দিচ্ছেন যে ডা. বার্কার এমন একজন মানুষ যার মেডিকেল বিষয়ক মতামতের যথেষ্ট দাম রয়েছে?'

'অবশ্যই।'

'ধন্যবাদ। দ্যাটস অল, ডক্টর।' তিনি ঘুরলেন অ্যালান পেনের দিকে। 'আপনি এবারে প্রশ্ন করতে পারেন।'

পেন চেয়ার ছেড়ে এগিয়ে গেলেন সাক্ষির কাঠগড়ায়।

'ডা. পিটারসন, আমি কখনও অপারেশন দেখিনি। তবে ধারণা করতে পারি হার্ট অপারেশনের মতো সিরিয়াস কোনো অপারেশন হলে নিশ্চয় আপনারা অনেক টেনশনে থাকেন।'

'হ্যাঁ, প্রচুর টেনশন থাকে।'

'এরকম কোনো অপারেশনে ঘরে কজন লোক থাকেন? তিন বা চারজন?'

'আরে না। কমপক্ষে আধডজন কিংবা তারচেয়েও বেশি।'

'তাই নাকি!'

'জি। সাধারণ দুজন সার্জন, একজন সহকারী, মাঝে মাঝে দুজন অ্যানেসথেসিওলজিস্ট, একজন স্ক্রাব নার্স এবং কমপক্ষে একজন সার্কুলেটিং নার্স থাকেন।'

'ও আচ্ছা। তারমানে ওখানে অনেক কথাবার্তা, শব্দ হয়। লোকজন এটা-ওটা চায়, কী করবে তার পরামর্শ চায় ইত্যাদি ইত্যাদি।'

'জি।'

'শুনেছি অপারেশনের সময় নাকি মিউজিকও চালানো হয়।'

'ঠিকই শুনেছেন।'

'ডা. বার্কার এসে যখন দেখলেন ল্যাঙ্গ কেলি মারা যাচ্ছেন, তখন বোধকরি বেশ একটা বিশৃঙ্খল অবস্থা বিরাজ করছিল।'

'পেশেন্টকে বাঁচানোর জন্য সবাই ভীষণ ব্যস্ত হয়ে উঠেছিল।'

'অনেক হট্টগোল হচ্ছিল?'

'হ্যাঁ, অনেক হট্টগোল হচ্ছিল।'

'অথচ অমন হৈহল্লা এবং হট্টগোল, বিশৃঙ্খল একটা অবস্থা, মিউজিক বাজছে, তার মধ্যে আপনি শুনতে পেলেন ডা. বার্কার বলছেন ডা. টেলর রোগীকে মেরে ফেলেছেন। অমন পরিস্থিতিতে আপনি তো ভুলও শুনতে পারেন, নাকি?'

'না, স্যার, আমি ভুল শুনিনি।'

'এত নিশ্চিত হন কী করে?'

দীর্ঘশ্বাস ফেললেন ডা. পিটারসন। 'কারণ ডা. বার্কার যখন কথাটা বলছিলেন আমি তখন ঠিক তাঁর পাশেই দাঁড়িয়ে ছিলাম।'

'আর কোনো প্রশ্ন নেই।'

কেসের বারোটা বেজে যাচ্ছে, অ্যালান পেনের কিছু করার নেই। পরিস্থিতি ক্রমে আরও বাজে দিকে মোড় নিচ্ছে।

ডেনিস বেরি সাক্ষীর কাঠগড়ার চেয়ারে বসল।

'আপনি, এমবারকাডেরো কাউন্টি হাসপাতালে নার্সের কাজ করেন?'

'জি?'

'কদিন ধরে ওখানে কাজ করছেন?'

'পাঁচ বছর।'

'ওই সময় কখনও ডা. টেলর এবং ডা. বার্কারের মধ্যে কথা বলতে শুনেছেন?'

'অবশ্যই। বহুবার।'

'কী বলতে শুনেছেন?'

নার্স বেরি ডা. টেলরের দিকে তাকাল। ইতস্তত গলায় বলল, 'উনি বলতেন ডা. বার্কার খুব তীক্ষ্ণধী...'

'আমি আপনার কাছে তা জানতে চাইনি, নার্স বেরি। আমি জানতে চাইছি ডা. বার্কার ডা. টেলর সম্পর্কে কী বলতেন সেকথা।'

দীর্ঘ বিরতি। 'একবার উনি মন্তব্য করেছিলেন ডা. টেলর একজন অযোগ্য ডাক্তার এবং...'

চেহারায় বিস্ময় ফোটালেন গাস। 'আপনি শুনেছেন ডা. বার্কার অযোগ্য ডাক্তার বলেছেন ডা. টেরলকে?'

'জি, স্যার। তবে তিনি সবসময়...'

'ডা. টেলর সম্পর্কে ওকে আর কী মন্তব্য করতে শুনেছেন?'

কথা বলতে অনিচ্ছা দেখা গেল সাক্ষীর মাঝে। 'আমার ঠিক মনে পড়ছে না।'

'মিস বেরি, আপনি কিন্তু সত্যকথা বলার শপথ নিয়েছেন।'

'আচ্ছা, বলছি। একবার শুনলাম উনি বলছেন...' বাকি কথাগুলো বিড়বিড় করে বলার কারণে শোনা গেল না।

'আপনার কথা আমরা শুনতে পাচ্ছি ন। জোরে বলুন, প্লিজ। উনি কী বলেছিলেন।'

'উনি বলেছিলেন উনি...উনি ডা. টেলরকে দিয়ে তাঁর কুকুরের অপারেশনও করাবেন না।'

আদালতে বিলাপের মতো একটা ধ্বনি উঠল।

'তবে আমার ধারণা উনি কথার কথা...'

'আমার ধারণা ডা. বার্কার যে মন্তব্য করেছেন তা বুঝেশুনেই করেছিলেন।'

সবার চোখ স্থির হল পেগি টেলরের ওপর।

প্রসিকিউটর ক্রমে কোণঠাসা করে ফেললেন পেগি টেলরকে। তবে অ্যালান পেন কোর্টরুমে জাদু দেখাতে পারেন বলে একটা কথা প্রচলিত আছে। বিবাদীর কেস এখন তাঁর উপস্থাপনার পালা। তিনি কি আবার জাদু দেখাতে পারবেন?

পেগি টেলর সাক্ষীর কাঠগড়ায় দাঁড়িয়েছে, তাকে প্রশ্ন করছেন অ্যালান পেন। এ মুহূর্তটির জন্যেই সকলে অপেক্ষা করছিল।

'জন ক্রনিন আপনার একজন পেশেন্ট ছিলেন, ডা. টেলর?'

'জি, ছিলেন।'

'তাঁর প্রতি আপনার অনুভূতি কী?'

'আমি তাঁকে পছন্দ করতাম। তিনি জানতেন তিনি কতটা অসুস্থ, তবু বুকে অনেক সাহস ছিল তাঁর। তাঁর কার্ডিয়াক টিউমার অপারেশন করা হয়।'

'আপনি হার্টের অপারেশন করেছিলেন?'

'জি।'

'অপারেশনের সময় কী দেখলেন?'

'তাঁর বুক কাটার পরে দেখলাম সারা শরীরে ছড়িয়ে পড়েছে ক্যান্সার।'

'তার মানে তাঁর বেঁচে থাকার কোনো আশাই ছিল না?'

'নাহ্।'

'জন ক্রনিনকে কি লাইফ-সাপোর্ট সিস্টেমে রাখা হয়েছিল?'

'জি।'

'ডা. টেলর, আপনি কি জন ক্রনিনের জীবনাবসানের জন্য অতিরিক্ত ইনসুলিন তাঁকে দিয়েছিলেন?'

'জি, দিয়েছিলাম।'

কোর্টরুমে গুঞ্জন উঠল।

মেয়েটার মধ্যে কোনো ভাবান্তরই নেই, ভাবছেন গাস ভেনাবল। *এমনভাবে বলছে যেন ক্রনিনকে এক কাপ চা খেতে দিয়েছিল।*

'জুরিদেরকে কি বলবেন কেন আপনি জন ক্রনিনের মৃত্যু ত্বরান্বিত করেছিলেন?'

'কারণ তিনি মরতে চাইছিলেন। তাঁকে মেরে ফেলার জন্য কাকুতি-মিনতি করছিলেন। প্রচণ্ড ব্যথা সহ্য করতে না পেরে মাঝরাতে তিনি আমাকে ডেকে পাঠান। আমরা তাঁকে যে ওষুধ দিচ্ছিলাম তা আর কাজ করছিল না।'

পেগির গলার স্বরে কোনো ওঠানামা নেই। 'বলছিলেন তিনি আর কষ্ট সহ্য করতে চান না। কয়েকদিনের মধ্যেই তিনি মারা যেতেন। তিনি আমাকে অনুনয় করেন আমি যেন তাকে তাড়াতাড়ি মেরে ফেলি। আমি তা-ই করেছি।'

'ডক্টর, ওঁকে মেরে ফেলার জন্য আপনার ভেতরে কি কোনো অপরাধবোধ কাজ করছে?'

মাথা নাড়ল ডা. পেগি টেলর। 'না। আপনি যদি দেখতেন... ওভাবে কষ্ট নিয়ে বেঁচে থাকার চেয়ে মরে যাওয়াই ভালো ছিল।'

'আপনি কীভাবে ইনসুলিন দিয়েছিলেন?'

'তার iv-তে আমি ইনজেকশন দিই।'

'এর ফলে কি তাঁকে ব্যথা সহ্য করতে হয়েছে?'

'না। তিনি ঘুমিয়ে পড়েন।'

লাফিয়ে উঠলেন গাস ভেনাবল। 'অবজেকশন! আমার ধারণা বিবাদী এখানে ক্রনিনের মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ার কথা বলছেন! আমি—'

জাজ ইয়ং টেবিলে ঠকাশ করে হাতুড়ির বাড়ি মারলেন। 'মি. ভেনাবল।

উত্তেজিত হবেন না। সাক্ষীকে পাল্টা জেরা করার সুযোগ আপনি পাবেন। কাজেই বসে পড়ুন।'

প্রসিকিউটর জুরিদের দিকে তাকালেন, তারপর মাথা নেড়ে বসে পড়লেন নিজের আসনে।

'ডা. টেলর, আপনি যখন জন ক্রনিনকে ইনসুলিন ইনজেকশন দেন ওই সময় কি জানতেন উনি আপনার জন্য তাঁর উইলে এক মিলিয়ন ডলার দান করেছেন?'

'না, কথাটা শুনে আমি খুব অবাক হয়ে যাই।'

'আপনি জন ক্রনিনের কাছে কখনও টাকা-পয়সা কিংবা উপহার চাননি?'

পেগির গালে সামান্য রক্তিম আভা। 'কক্ষনো না।'

'তবে ওঁর সঙ্গে আপনার বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল?'

'জি। একজন রোগী যখন প্রচণ্ড রকমের অসুস্থ হয়ে পড়ে, ডাক্তার-রোগীর সম্পর্কটা বদলে যায়। আমরা তাঁর ব্যবসায়িক এবং সাংসারিক নানান সমস্যা নিয়ে আলোচনা করতাম।'

'কিন্তু তাঁর কাছ থেকে কিছু পাবার আশা করতেন না?'

'না।'

'তিনি আপনাকে টাকা দিয়েছেন কারণ আপনাকে উনি সম্মান করতেন এবং বিশ্বাস করতেন। ধন্যবাদ, ডা. টেলর।' পেন ঘুরলেন গাস ভেনাবলের দিকে। 'ইয়োর উইটনেস।'

পেন বিবাদীর টেবিলে ফিরে যাচ্ছেন, পেগি টেলর কোর্টরুমের পেছনের দিকে একনজর বুলিয়ে নিল। ওখানে বসে আছে ম্যালোরি, চেহারায় সাহস ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করছে। তার পাশে হানি। হানির পাশে অচেনা এক লোক। ওখানটাতে অবশ্য ক্যাটের বসার কথা ছিল। *অবশ্য ও যদি বেঁচে থাকত। কিন্তু মারা গেছে ক্যাট,* ভাবছে পেগি। *আমি ওকেও খুন করেছি।*

গাস ভেনাবল চেয়ার ছাড়লেন, ধীরেসুস্থে কদম বাড়ালেন সাক্ষীর কাঠগড়ায়। আড়চোখে দেখলেন প্রেসবক্স। প্রতিটি আসন পূর্ণ, সাংবাদিকরা নোটবুকে লিখতে ব্যস্ত। *আমি তোমাদেরকে লেখার মতো মাল দেব।* মনে মনে বললেন গাস।

বিবাদীর সামনে দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলেন তিনি, ওকে লক্ষ করছেন। তারপর ক্যাজুয়াল ভঙ্গিতে প্রশ্ন করলেন, 'ডা. টেলর...এমবারকাডেরো কাউন্টি হাসপাতালে শুধু জন ক্রনিনকেই কি আপনি হত্যা করেছেন?'

রাগের চোটে লাফিয়ে উঠলেন অ্যালান পেন। 'ইয়োর অনার। আমি—'

জাজ ইয়ং তার আগেই দুড়ুম করে হাতুড়ির বাড়ি মেরেছেন টেবিলে। 'অবজেকশন সাসটেইনড!' দুই আইনজীবীর দিকে তাকালেন। 'পনেরো মিনিটের জন্য একটা মুলতবি ঘোষণা করা হল। আপনারা দুজন আমার চেম্বারে আসুন।'

দুই আইনজীবী বিচারপতির চেম্বারে ঢোকার পরে ইয়ং তাকালেন গাস ভেনাবলের দিকে। 'আপনি ল স্কুলে পড়াশোনা করেছেন, তাই না, গাস?'

'আমি দুঃখিত, ইয়োর অনার, আমি—'

'ওখানে কোনো তাঁবু দেখেছেন?'

'ঠিক বুঝলাম না!'

চাবুকের মতো ঝলসে উঠল বিচারকের কণ্ঠ। 'আমার আদালত কোনো সার্কাস নয় এবং একে সার্কাসের তাঁবুতেও পরিণত হতে দেব না। ওরকম গা-জ্বলা প্রশ্ন করার সাহস আপনি পেলেন কোত্থেকে?'

'আমি ক্ষমা চাইছি, ইয়োর অনার। আমি প্রশ্নটি বদলে অন্যভাবে—'

'ইউ উইল ডু মোর দ্যান দ্যাট!' খেঁকিয়ে উঠলেন জাজ।

'নিজের অ্যাটিটিউডটাও বদলান। আপনাকে সাবধান করে দিচ্ছি, ওধরনের আর কোনো প্রশ্ন করেছেন কি আপনাকে বাতিল ঘোষণা করতে বাধ্য হব।'

'জি, ইয়োর অনার।'

কোর্টরুমে ফিরে এসে জাজ ইয়ং জুরিদেরকে বললেন, 'প্রসিকিউটরের শেষ প্রশ্নটিকে আপনারা আমলে নেবেন না।' আইনজীবীর দিকে ফিরলেন তিনি। 'আপনি চালিয়ে যেতে পারেন।'

গাস ভেনাবল ফিরে এলেন সাক্ষীর কাঠগড়ায়।

'ডা. টেলর, আপনি নিশ্চয় শুনে খুব অবাক হয়েছিলেন যখন জানলেন যে মানুষটিকে আপনি হত্যা করেছেন সেই তিনি আপনার জন্য এক মিলিয়ন ডলার রেখে গেছেন।'

লাফিয়ে উঠলেন অ্যালান পেন, 'অবজেকশন!'

'সাসটেইনড,' জাজ ইয়ং তাকালেন ভেনাবলের দিকে।

'আপনি কিন্তু আমার ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে দিচ্ছেন।'

'আমি এজন্য ক্ষমা প্রার্থনা করছি, ইয়োর অনার।'

তিনি সাক্ষীর দিকে ফিরলেন। 'রোগীর সঙ্গে নিশ্চয় আপনার খুব ভালো সম্পর্ক ছিল। না হলে অচেনা-অজানা একজন লোক কী করে এক মিলিয়ন ডলার দান করে দেয়?'

হালকা বিব্রতভাব ফুটল পেগির চেহারায়। 'আমাদের সম্পর্ক ডাক্তার-রোগীর বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কের বেশি ছিল না।'

'তাই কি? কারও প্রতি বিশেষ সহমর্মিতা না থাকলে কোনো মানুষ তার স্ত্রী এবং পরিবারকে বঞ্চিত করে ওই লোককে এক মিলিয়ন ডলার দেয় না। আপনি নিজেই বলেছেন জন ক্রনিনের সঙ্গে তার ব্যবসা-বাণিজ্য-বিষয়ক সমস্যা নিয়ে কথা বলতেন...'

জাজ ইয়ং সামনে ঝুঁকে এলেন, সতর্ক করে দেয়ার ভঙ্গিতে বললেন, 'মি ভেনাবল...' আইনজীবী সারেন্ডার করার ভঙ্গিতে হাত তুললেন। ফিরলেন বিবাদীর দিকে।

'তাহলে আপনার সঙ্গে জন ক্রনিনের বন্ধুসুলভ কথাবার্তা হয়েছিল। তিনি নিজের ব্যক্তিগত কথাবার্তা আপনাকে বলতেন এবং আপনাকে তিনি পছন্দ করতেন এবং সম্মান করতেন। শুধু এই-ই তো, ডক্টর?'

'জি।'

'আর এটুকুর জন্য তিনি আপনাকে এক মিলিয়ন ডলার দিয়ে দিলেন?'

পেগি মুখ ঘুরিয়ে অন্যদিকে তাকাল। কিছু বলল না। কারণ কিছু বলারও নেই।

ভেনাবল প্রসিকিউটরের টেবিলে পা বাড়িয়েছেন, থেমে গেলেন মাঝপথে, আবার বিবাদীর কাছে ফিরে এলেন।

'ডা. টেলর, এর আগে আপনি সাক্ষ্য দিয়েছিলেন যে নিজের পরিবারকে বঞ্চিত করে জন ক্রনিন আপনাকে কোনো টাকা দেবেন বলে আপনার কোনো ধারণাই ছিল না।'

'জি, বলেছিলাম।'

'এমবারকাডেরো কাউন্টি হাসপাতালে একজন আবাসিক ডাক্তার বছরে কত উপার্জন করেন?'

দাঁড়িয়ে গেলেন অ্যালান পেন। 'অবজেকশন! আমি মনে করি না—'

'এটি একটি প্রাসঙ্গিক প্রশ্ন। সাক্ষী জবাব দিতে পারেন।'

'আটত্রিশ হাজার ডলার।'

সহানুভূতির গলায় বললেন গাস ভেনাবল। 'খুব বেশি টাকা নয়, কী বলেন? তার ওপর আবার এ আয় থেকে আয়কর কেটে নেয়া হয়। কাজেই এত অল্প টাকা দিয়ে লন্ডন, প্যারিস কিংবা ভেনিসের মতো জায়গায় বিলাসবহুল সফরে যাওয়ার কথা ভাবাই যায় না, তাই না?'

'হুঁ।'

'তাই আপনি ওভাবে ছুটি কাটানোর প্ল্যান করেননি, কারণ জানতেন খরচ কুলিয়ে উঠতে পারবেন না।'

'ঠিক বলেছেন।'

আবার খাড়া হলেন অ্যালান পেন। 'ইয়োর অনার...'

জাজ ইয়ং ফিরলেন প্রসিকিউটরের দিকে। 'আপনি আসলে কী বলতে চাইছেন, মি. ভেনাবল?'

'আমি বলতে চাইছি কারও কাছ থেকে টাকা না পেলে বিবাদীর পক্ষে লাক্সারি ট্রিপের প্ল্যান করা সম্ভব হত না।'

'এ প্রশ্নের জবাব ইতিমধ্যে তিনি দিয়েছেন।'

অ্যালান পেন জানেন তাঁকে কিছু একটা করতে হবে। মন সায় না দিলেও তিনি উইটনেস বক্সে পা বাড়ালেন হাসিমুখে, যেন এইমাত্র লটারি জিতেছেন।

'ডা. টেলর, ট্রাভেল ব্রুশিয়ার নেয়ার কথা আপনার মনে আছে?'

'আছে।'

'আপনি কি ইউরোপে যাওয়ার পরিকল্পনা করেছিলেন কিংবা ইয়ট ভাড়া করতে চেয়েছিলেন?'

'অবশ্যই না। এটা পুরোটাই একটা মজা ছিল, এক অসম্ভব স্বপ্ন। আমার বন্ধুরা এবং আমি ভেবেছিলাম ঘুরতে যেতে পারলে মানসিক শক্তি ফিরে আসবে। আমরা প্রচণ্ড ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলাম এবং...ওই সময় ঘুরতে যাওয়ার পরিকল্পনাটি যথার্থই মনে হয়েছিল।' তার কণ্ঠ ক্রমে অস্পষ্ট হয়ে এল।

অ্যালান পেন আড়চোখে জুরিদেরকে দেখলেন। তাঁদের চেহারায় অবিশ্বাসের ছাপ। পেগির কথা তাঁরা বিশ্বাস করেননি।

গাস ভেনাবল বিবাদীকে রি-এক্সামিনেশনে জেরা করছেন। 'ডা. টেলর, আপনি কি ডা. লরেন্স বার্কারকে চেনেন?'

মনের মণিকোঠায় ঝিলিক দিল স্মৃতি। *আমি লরেন্স বার্কারকে খুন করব।* কাজটা ধীরে ধীরে। আগে ওকে যন্ত্রণা দেব...তারপর ওকে হত্যা করব। 'হ্যাঁ, আমি ডা. বার্কারকে চিনি।'

'কীভাবে চেনেন?'

'ডা. বার্কার এবং আমি গত দুবছরে প্রায়ই একসঙ্গে কাজ করেছি।'

'উনি কি একজন দক্ষ ডাক্তার?'

অ্যালান পেন লাফিয়ে উঠলেন চেয়ার ছেড়ে। 'আই অবজেক্ট, ইয়োর অনার, সাক্ষী...'

কিন্তু তিনি কথাটা শেষ করার আগে কিংবা জাজ ইয়ং কিছু বলার আগেই জবাব দিয়ে দিল পেগি। 'উনি শুধু দক্ষই নন, উনি একজন ব্রিলিয়ান্ট ডাক্তার।'

পেন ধপাশ করে বসে পড়লেন চেয়ারে, এমন হতভম্ব হয়ে পড়েছেন, হারিয়ে ফেলেছেন।

'বিষয়টি একটু বিস্তারিত বলবেন কি?'

'ডা. বার্কার বিশ্বের অন্যতম সেরা কার্ডিওভাসকুলার সার্জন। প্রাইভেট প্রাকটিসে তাঁর বিপুল পসার ছিল কিন্তু তিনি ওদিকে না তাকিয়ে হপ্তায় তিনটি দিন দান করে দিতেন এমবারকাডেরো কাউন্টি হাসপাতালে।'

'তার মানে চিকিৎসা-সম্পর্কিত বিষয়ে আপনি তাঁর মতামতকে যথেষ্টই মূল্য দিয়ে থাকেন?'

'জি।'

'উনি কি অন্য কোনো ডাক্তারের দক্ষতা ও যোগ্যতা সম্পর্কে অভিমত দেয়ার যোগ্যতা রাখেন?'

পেন মনে মনে চাইলেন পেগি যেন এ প্রশ্নের জবাবে বলে, '*আমি জানি না।*'

ইতস্তত গলায় জবাব দিল পেগি। 'হ্যাঁ।'

গাস ভেনাবল জুরিদের দিকে ফিরলেন। 'আপনারা শুনেছেন বিবাদী সাক্ষ্য দিয়েছেন যে ডা. বার্কারের চিকিৎসাবিষয়ক মতামতের বিষয়ে তাঁর যথেষ্ট শ্রদ্ধাবোধ রয়েছে। আশা করি তিনি শুনেছেন ডা. বার্কার তাঁর যোগ্যতা সম্পর্কে কী মন্তব্য করেছিলেন... কিংবা বলা যায় অযোগ্যতা সম্পর্কে কী বলেছিলেন।'

রাগে তিড়বিড় করে জ্বলতে জ্বলতে লাফিয়ে উঠলেন পেন।' 'অবজেকশন!'

'সাসটেনড।'

কিন্তু ততক্ষণে দেরি হয়ে গেছে। ক্ষতি যা হওয়ার হয়ে গেছে।

পরবর্তী মূলতবির সময় ম্যালোরিকে মেন'স রুমে টেনে নিয়ে এলেন অ্যালান পেন।

'আপনি এ কিসের মধ্য আমাকে ঢুকিয়েছেন?' ক্রুদ্ধ গলায় বললেন তিনি। 'জন ক্রনিন ওকে ঘৃণা করত, বার্কার ঘৃণা করতেন। আমি মক্কেলকে সত্যিকথা বলতে বলেছি। পুরো সত্যি কথা। শুধু তাহলেই তাকে সাহায্য করতে পারতাম। কিন্তু এখন আর সাহায্য করারও অবস্থা নেই। আপনার বান্ধবীটি আমাকে এমন গভীর বরফের মধ্যে ঠেলে ফেলেছেন যে বরফ ঠেলে এগোতে আমার স্কি লাগবে। যতবার উনি মুখ খুলছেন, নিজের কফিনে একটি করে পেরেক গাঁথছেন। এ ফাকিং কেসটার বারোটা বেজে যাচ্ছে!'

সেদিন বিকেলে ম্যালোরি কার্টিস গেল পেগির সঙ্গে দেখা করতে।

'আপনার একজন ভিজিটর এসেছেন, ডা. টেলর।'

ঘুরল সে, চোখের অশ্রু ঠেকাতে প্রাণপণ চেষ্টা করছে।

'অবস্থা খুব খারাপ, না?'

জোর করে মুখে হাসি ফোটাল ম্যালোরি। 'লোকে কী বলে জানো তো—শেষ হইয়াও হয় না শেষ।'

'ম্যালোরি, তুমি নিশ্চয় বিশ্বাস করো না যে, জন ক্রনিনকে আমি টাকার জন্য খুন করেছি? আমি যা করেছি তা শুধু ওকে সাহায্য করার জন্যই করেছি।'

'আমি তোমাকে বিশ্বাস করি,' শান্ত গলায় বলল ম্যালোরি।

'আমি তোমাকে ভালোবাসি।'

ওকে বাহু ডোরে বাঁধল ম্যালোরি। *আমি ওকে হারাতে চাই না,* মনে মনে বলল সে। *আমি ওকে হারিয়ে বাঁচতে পারব না। ও আমার জীবনের শ্রেষ্ঠ সম্পদ।*

'সব ঠিক হয়ে যাবে। তোমাকে কথা দিয়েছি না আবার আমরা একত্রিত হব। চিরদিনের জন্য।'

পেগি ওকে জড়িয়ে ধরে রেখে ভাবল, '*কোনো কিছুই চিরস্থায়ী নয়। কিছু নয়। কীভাবে সবকিছু এমন এলোমেলো হয়ে গেল...*'

প্রথম খণ্ড

এক

স্যানফ্রান্সিসকো
জুলাই, ১৯৯০

'হান্টার, কেট।'

'হাজির।'

'ট্যাফট, বেটি লু।'

'উপস্থিত।'

'টেলর, পেগি।'

'হাজির।'

এমবারকাডেরো কাউন্টি হাসপাতালের বিশাল পরিসরের, নিষ্প্রভ চেহারার অডিটরিয়ামে প্রথম বর্ষের রেসিডেন্টদের বিরাট দলটির মধ্যে ওরাই একমাত্র নারী।

এমবারকাডেরো কাউন্টি স্যানফ্রান্সিসকোর সবচেয়ে পুরনো এবং দেশের অন্যতম প্রাচীন হাসপাতাল। ১৯৮৯ সালের ভূমিকম্পের সময় স্যানফ্রান্সিসকোর অধিবাসীদের সঙ্গে ঈশ্বর একটি ঠাট্টা করেছিলেন এবং তিনশো স্কয়ার ব্লক নিয়ে গড়ে ওঠা ওটা একটা কুৎসিত চেহারার কমপ্লেক্স, ভবনগুলো ইট এবং পাথরের তৈরি, বছরের-পর-বছর ঝুলকালি আর ময়লার পলেস্তারা জমে হাসপাতলের চামড়ার রঙ ধূসর ধারণ করেছে।

মূল ভবনের সামনের দিককার প্রবেশপথ দিয়ে ঢুকলেই বড়সড় একটি ওয়েটিং রুম, রোগী এবং ভিজিটরদের জন্য কাঠের শক্ত বেঞ্চ। দেয়ালের রঙ করা আস্তরণ জায়গায় জায়গায় খসে পড়েছে, হাজার হাজার রোগীর হুইলচেয়ারের চাকার ঘষা এবং ক্রাচ ও জুতোর আঘাতে করিডরের চলটা বহু স্থানে উঠে গিয়ে দাঁত বের করে আছে সিমেন্ট। গোটা কমপ্লেক্সে স্যাঁতসেঁতে, ম্লান এবং বিষণ্ন একটা ভাব।

এমবারকাডেরো কাউন্টি হাসপাতালকে বলা যায় শহরের ভেতর শহর। হাসপাতালে কর্মরত লোকের সংখ্যা নয় হাজারেরও বেশি। এরমধ্যে চারশো স্টাফ ফিজিশিয়ান, দেড়শো খণ্ডকালীন স্বেচ্ছাসেবক ডাক্তার, আটশো রেসিডেন্ট এবং তিন হাজার নার্স। সেসঙ্গে আছে টেকনিশিয়ান, ইউনিট এইড এবং অন্যান্য টেকনিকাল পারসোনেল। আপার ফ্লোরগুলোতে রয়েছে বারোটি অপারেটিং রুমসহ একটি

কমপ্লেক্স, সেন্ট্রাল সাপ্লাই, একটি বোন ব্যাংক, সেন্ট্রাল শেডুলিং, তিনশো ইমার্জেন্সি ওয়ার্ড, একটি এইডস ওয়ার্ড এবং দু হাজারের বেশি বেড।

এখন, জুলাইয়ের প্রথম দিনে আসা নতুন রেসিডেন্টদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দেয়ার জন্য চেয়ার ছেড়ে সিধে হলেন হাসপাতালের প্রশাসনিক কর্মকর্তা ডা. বেনজামিন ওয়ালেস। ওয়ালেস একজন রাজনীতিবিদের উৎকৃষ্ট নিদর্শন। তিনি বেশ লম্বা, ব্যক্তিত্বসম্পন্ন চেহারা। বর্তমান অবস্থানে পৌঁছাতে নানাজনের অনুগ্রহভাজন হয়েছেন, এতে নিজের যোগ্যতা ও দক্ষতার চেয়ে মানুষকে খুশি করার গুণটিই বেশি কাজে লাগিয়েছেন।

'তোমরা, নতুন যারা রেসিডেন্ট ডাক্তার, তাদের সবাইকে স্বাগতম। মেডিকেল স্কুলের প্রথম দুটি বছর তোমরা মরা মানুষ নিয়ে কাজ করেছ। শেষের দুবছর তোমাদেরকে সিনিয়র ডাক্তারদের তত্ত্বাবধানে হাসপাতালের রোগী দেখতে হয়েছে। এখন থেকে তোমরা নিজেরাই তোমাদের রোগীদের সমস্ত দেখভাল করবে। এ এক অসাধারণ সুযোগ। তবে এজন্য চাই একাগ্রতা এবং দক্ষতা।'

অডিটরিয়ামে তীক্ষ্ণ নজর বুলালেন তিনি। 'তোমাদের কেউ কেউ সার্জারি বিভাগে যোগ দেবে। অন্যরা ইন্টারনাল মেডিসিন বিভাগে ঢুকবে। প্রতিটি দলকে একজন সিনিয়র রেসিডেন্ট অ্যাসাইন করবেন, তিনি তোমাদের দৈনন্দিন রুটিন বলে দেবেন। এখন থেকে তোমরা যা করবে তার সঙ্গে জীবন-মৃত্যুর প্রশ্নটি জড়িত থাকবে।'

ওরা অত্যন্ত মনোযোগ দিয়ে ডাক্তার ওয়ালেসের কথা শুনছে, প্রতিটি শব্দ গিলছে।

'এমবারকাডেরো একটি কাউন্টি হসপিটাল। এর মানে হল আমাদের দরজায় যে-ই ভর্তি হতে আসুক, আমরা তাকে ফিরিয়ে দিই না। বেশিরভাগ রোগীই দরিদ্র। তারা এখানে আসে, কারণ প্রাইভেট হাসপাতালে যাওয়ার সামর্থ্য তাদের নেই। আমাদের ইমার্জেন্সি রুমগুলো দিনরাত চব্বিশঘণ্টা ব্যস্ত থাকে। তোমাদেরকে অতিরিক্ত পরিশ্রম করতে হবে কিন্তু বেতন পাবে কম। প্রাইভেট হাসপাতালে তোমাদেরকে প্রথমবর্ষে হাবিজাবি কাজ করতে হত। দ্বিতীয় বছরে সার্জনের হাতে স্কালপেল তুলে দেয়ার অনুমতি পেতে, আর তৃতীয় বছরে কিছু মাইনের সার্জারি ডাক্তারের তত্ত্বাবধানে অপারেশন করার অনুমতি মিলত। ওয়েল, ওসব কথা ভুলে যাও। এখানে আমাদের মূলমন্ত্র হল : 'দ্যাখো, করো এবং শেখাও'। আমাদের এখানে যন্ত্রপাতিরও যথেষ্ট অভাব রয়েছে, আর আমরা তোমাদেরকে যত তাড়াতাড়ি অপারেটিং রুমে ঢোকাতে পারব ততই মঙ্গল। কোনো প্রশ্ন?'

নতুন আবাসিক ছাত্রছাত্রীদের মনে হাজারও প্রশ্ন। কিন্তু কেউ কোনো প্রশ্ন করল না কিংবা সাহস পেল না।

'কোনো প্রশ্ন নেই? বেশ। তোমাদের প্রথমদিন অফিশিয়ালি আগামীকাল থেকে শুরু হবে। কাল সকাল সাড়ে পাঁচটায় তোমরা মেইন রিসেপশন ডেস্কে রিপোর্ট করবে। গুড লাক!'

ব্রিফিং শেষ। সবাই গুনগুন করতে করতে হুড়মুড়িয়ে ছুটল দরজার দিকে। শুধু ওরা তিনটি মেয়ে একত্রে দাঁড়িয়ে রইল।

'অন্য মেয়েরা কোথায়?'

'মনে হয় না আমরা ছাড়া আর কোনো মেয়ে আছে।'

'এর নাম মেডিকেল স্কুল, হাহ্? এ হল ছেলেদের ক্লাব। জায়গাটা যেন মধ্যযুগের।'

কথাটি যে বলল সে সুন্দরী এক কৃষ্ণাঙ্গী যুবতী, ছয় ফুটের কাছাকাছি লম্বা, শরীরের হাড়গুলো চওড়া, তবে তার নড়াচড়ায় রয়েছে চমৎকার ছন্দ। তার সবকিছু হাঁটাচলা, দেহভঙ্গিমা, লঘু পরিহাসমূলক চাউনি, চোখের ভাষা ইত্যাদিতে ফুটে থাকে উদাসীন একটা ভাব।

'আমি কেট হান্টার। লোকে ডাকে ক্যাট বলে।'

'পেগি টেলর,' তরুণী, বন্ধুসুলভ, বুদ্ধিমতী এবং আত্মসচেতন।

তৃতীয় নারীর দিকে তাকাল ওরা।

'বেটি লু ট্যাফট। ডাক নাম হানি।' উচ্চারণে মৃদু দক্ষিণী টান। শাদামাটা একটি চেহারা, নরম, ধূসর চোখ, উষ্ণ হাসি।

'তোমার বাড়ি কোথায়?' জানতে চাইল ক্যাট।

'মেমফিস, টেনেসি।'

পেগির দিকে ফিরল ওরা। সংক্ষেপে জবাব দিল ও, 'বোস্টন।'

'মিনিয়াপোলিস,' বলল ক্যাট। *যথেষ্ট বলা হয়েছে,* ভাবল সে।

পেগি বলল, 'বাড়ি থেকে অনেক দূরে চলে এসেছি আমরা। তোমরা উঠেছ কোথায়?'

'আমি একটা নোংরা হোটেলে উঠেছি,' জানাল ক্যাট। 'ভালো হোটেল খোঁজার সময় পাইনি।'

হানি বলল, 'আমিও।'

পেগির চেহারা উজ্জ্বল দেখাল। 'আমি আজ সকালে কয়েকটা অ্যাপার্টমেন্ট দেখে এসেছি। এর মধ্যে একটা তো খুবই চমৎকার। কিন্তু আমার একার পক্ষে খরচ কুলানো সম্ভব নয়। ওই অ্যাপার্টমেন্টে তিনটে বেডরুম...

ওরা একে অন্যের দিকে তাকাল।

'আমরা তিনজনে যদি শেয়ার করি...' বলল ক্যাট।

অ্যাপার্টমেন্টটি ফিলবার্ট স্ট্রিটের ম্যারিনা ডিস্ট্রিক্টে। ওদের থাকার জন্য চমৎকার একটি বাড়ি। আসবাব দিয়ে সাজানো, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন।

তিন নারী অ্যাপার্টমেন্ট ঘুরেফিরে দেখছে, হানি বলল, 'খুব সুন্দর অ্যাপার্টমেন্ট। আমার পছন্দ হয়েছে।'

'আমারও,' বলল ক্যাট।

ওরা তাকাল পেগির দিকে।

'ঘরটা নিয়ে নাও।'

ওরা সেদিন বিকেলেই উঠে এল অ্যাপার্টমেন্ট। দারোয়ান ওদের মালপত্র ঘরে তুলে দিল।

'আপনারা তাহলে হাসপাতালে কাজ করেন,' বলল সে। 'নার্স?'

'অ্যাঁ?' ডাক্তার শুধরে দিল ক্যাট।

ক্যাটের দিকে সন্দেহের চোখে তাকাল দারোয়ান। 'ডাক্তার? সত্যিকারের ডাক্তার?'

'হ্যাঁ, আমরা সত্যিকারের ডাক্তার,' বলল পেগি।

ঘোঁত ঘোঁত করে লোকটা বলল, 'সত্যি কথাই বলি, আমার কখনও চিকিৎসার দরকার হলেও মহিলা ডাক্তারের কাছে যাব না। একজন মহিলা আমার শরীর পরীক্ষা করছে, ভাবতেও পারি না!'

'কথাটা আমরা মনে রাখব।'

'টিভি কোথায়?' জিজ্ঞেস করল ক্যাট। 'ঘরে টিভি দেখছি না যে!'

'টিভি দেখতে হলে কিনে দেখতে হবে। আশা করি ঘর আপনাদের পছন্দ হয়েছে, আপামণিরা—ইয়ে ডাক্তার আপামণি।' খিকখিক হাসল সে।

চলে গেল দারোয়ান।

ক্যাট লোকটার গলা অনুসরণ করল, 'নার্স, অ্যাঁ?' নাক সিঁটকাল। 'ব্যাটা পুরো নারীবিদ্বেষী। যাক গে, এসো কে কোন্ বেডরুম নেবে ঠিক করে ফেলি।'

'আমার যে-কোনো একটা হলেই হল,' মৃদু গলায় বলল হানি।

ওরা বেডরুম তিনটে দেখল। মাস্টার বেডরুম বাকি দুটোর চেয়ে বড়।

ক্যাট বলল, 'তুমি এটা নিয়ে নাও, পেগি। শত হলেও বাড়িটি তুমিই খুঁজে বের করেছ।'

মাথা দোলাল পেগি। 'আচ্ছা।'

যে যার ঘরে ঢুকে মালপত্র খুলতে লাগল ওরা। পেগি নিজের সুটকেস থেকে বাঁধাই-করা একটি ছবি বের করল সযত্নে। ২৭/২৮ বছরের এক যুবকের ছবি। সুদর্শন। চোখে কালো ফ্রেমের চশমা চেহারায় পণ্ডিতি একটা ভাব এনে দিয়েছে। পেগি ছবিটি একতাড়া চিঠির পাশে, বেডসাইড টেবিলে রেখে দিল।

ক্যাট এবং হানি একসঙ্গে ঘরে ঢুকল। চলো, বাইরে থেকে ডিনার সেরে আসি।'

'আমি রেডি,' বলল পেগি।

ক্যাটের নজরে পড়ল ছবিটি। 'কার ছবি?'

হাসল পেগি। 'ওই লোকটিকে আমি বিয়ে করব। ও পেশায় ডাক্তার, বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থায় কাজ করে। নাম আলফ্রেড টার্নার। এ মুহূর্তে কাজ করছে আফ্রিকায়, তবে স্যানফ্রান্সিসকো আসবে শীঘ্রি। তখন আমরা মিলিত হব।'

'তুমি ভাগ্যবতী,' চোখ টিপল হানি। 'খুব সুদর্শন তোমার প্রেমিক।'

পেগি ওর দিকে তাকাল। 'তুমি কারও সঙ্গে প্রেম করছ না?'

'না রে ভাই, প্রেম আমার বরাতে নেই।'

ক্যাট মন্তব্য করল, 'এমবারকাডেরোতে তোমার বরাত খুলেও যেতে পারে।'

অ্যাপার্টমেন্ট ভবন থেকে অদূরে, ট্যারানটিনোতে ওরা ডিনার করল। খেতে খেতে নিজেদের জীবনের গল্প বলল ওরা, তবে কেউই নিজেদের ব্যাকগ্রাউন্ড সম্পর্কে পরিষ্কার কোনো ধারণা দিল না। ওরা তিন অচেনা যুবতী, সতর্কতার সঙ্গে একে অন্যকে জানার চেষ্টা করছে।

হানি কথা বলল সবচেয়ে কম। *মেয়েটা লাজুক,* ভাবছে পেগি। *ভালনেরাবল। হয়তো মেমফিসের কোনো পুরুষ ওর হৃদয় ভেঙে দিয়েছে।*

ক্যাটের দিকে তাকাল পেগি। *আত্মবিশ্বাসী। গ্রেট ডিগনিটি। ওর কথা বলার ভঙ্গিটি আমার পছন্দ। দেখলেই বোঝা যায় এ ভালো কোনো পরিবার থেকে এসেছে।*

ওদিকে ক্যাট লক্ষ করছিল পেগিকে। বড়লোকের মেয়ে। *কোনোদিন কোনো কাজ করেনি, চেহারা দেখেই বোঝা যায়।*

হানি দেখছে ওদের দুজনকে। *ওরা দুজন খুব কনফিডেন্ট, নিজেদের প্রতি দৃঢ় আস্থা রয়েছে। ওরা জানে জীবনটাকে কীভাবে উপভোগ করতে হয়।*

একে অন্যের প্রতি ওদের এ অনুমান পুরোটাই ছিল ভুল।

নিজেদের অ্যাপার্টমেন্টে ফিরে এসেছে তিনজন। উত্তেজনায় ঘুম আসছে না পেগির। বিছানায় শুয়ে নিজের ভবিষ্যৎ নিয়ে চিন্তা করছে। ওর জানালার বাইরে থেকে একটা কার ক্রাশের শব্দ শোনা গেল, তারপর ভেসে এল লোকজনের হৈ-হল্লা, চিৎকার। শব্দগুলো পেগিকে মনে করিয়ে দিল আফ্রিকান নেটিভদের স্মৃতি। তারা চিৎকার-চেঁচামেচি করছে, সুর করে মন্ত্র পড়ছে, গুলির আওয়াজ...পূর্ব আফ্রিকার খুদে একটি গাঁয়ে এক লহমার জন্য ফিরে গেল ও। উপজাতিদের ভয়ংকর যুদ্ধ চলছে।

আতঙ্কিত পেগি, 'ওরা আমাদেরকে মেরে ফেলবে।'

ওর বাঁধা ওকে কোলে টেনে নিলেন। 'ওরা আমাদের কোনো ক্ষতি করবে না, সোনা। আমরা এখানে এসেছি ওদেরকে সাহায্য করতে। ওরা জানে আমরা ওদের বন্ধু।'

এমন সময় এক উপজাতি সর্দার ঝড়ের গতিতে ঢুকে পড়ল ওদের কুটিরে...

হানি শুয়ে শুয়ে ভাবছে, *টেনেসির মেমফিস থেকে সত্যি অনেক দূরে এসে পড়েছ তুমি, বেটি লু। আমি আর কোনোদিন ওখানে ফিরে যেতে পারব বলে মনে হয় না। কোনোদিন না।* শেরিফের কণ্ঠ এখনও বাজছে কানে, 'ওঁর পরিবারের প্রতি সম্মান দেখাতে রেভারেন্ড ডগলাস লিপটনের মৃত্যুকে 'অজ্ঞাত কারণে আত্মহত্যা' বলে চালিয়ে দিচ্ছি, তবে তোমাকে পরামর্শ দিচ্ছি যত তাড়াতাড়ি পারো এ শহর ছেড়ে ভাগো, অনেক দূরে কোথাও পালিয়ে যাও...'

নিজের বেডরুমের জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে আছে ক্যাট। নানান শহুরে শব্দ ঢুকছে কানে। ওর মস্তিষ্কের ভেতরে কেউ ফিসফিস করে উঠল, *'তুমি পেরেছ...তুমি পেরেছ...আমি ওদেরকে দেখিয়ে দিয়েছি ওরা সবাই ভুল ধারণা করেছিল। তুমি ডাক্তার হতে চাও? একজন কালো নারী ডাক্তার হবে? আর মেডিকেল স্কুল থেকে তোমাকে প্রত্যাখ্যান করা হয়েছিল। ওরা চিঠিতে লিখেছিল, 'আবেদনপত্র পাঠানোর জন্য ধন্যবাদ। কিন্তু দুঃখের বিষয় এবারে আমাদের ছাত্রভর্তির কোটা পূর্ণ হয়ে গেছে। তোমার ব্যাকগ্রাউন্ড অনুযায়ী আমরা তোমাকে পরামর্শ দিচ্ছি ছোট কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়ে যাও।'*

ওর রেজাল্ট খুব ভালো ছিল, কিন্তু পঁচিশটি মেডিকেল স্কুলে আবেদন করার পরে মাত্র একটি স্কুল ওর অ্যাপ্লিকেশন গ্রহণ করে। স্কুলের ডিন বলেছিলেন, 'আজকাল ভদ্র, সভ্য পরিবার থেকে মেয়েরা মেডিকেলে পড়তে আসছে। এটি একটি শুভ লক্ষণ।'

উনি যদি সেই ভয়ংকর সত্যটা জানতেন!

দুই

পরদিন সকাল সাড়ে পাঁচটায় নতুন রেসিডেন্ট ডাক্তাররা আসার পরে দেখল হাসপাতাল স্টাফরা ওদেরকে কাজ বুঝিয়ে দেয়ার জন্য দাঁড়িয়ে আছে। এত সকালেও শুরু হয়ে গেছে হৈ-হল্লা-চিৎকার-চেঁচামেচি।

সারারাত ধরেই হাসপাতালে রোগী আসে, কেউ অ্যাম্বুলেন্সে চড়ে, কেউ পুলিশের গাড়িতে, আবার কেউবা হেঁটে। হাসপাতালের কর্মচারীরা এদেরকে 'বানভাসা মাল' বলে সম্বোধন করে। এরা একের-পর-এক ইমার্জেন্সি রুমে আসতেই থাকে, কারও হাত ভেঙে গেছে, কারও গা বেয়ে রক্ত ঝরছে, কেউবা গুলি খেয়েছে কিংবা ছুরিকাঘাতে আহত হয়েছে অথবা চাপা পড়েছে গাড়ির নিচে। এদের অনেকেরই ঘরবাড়ি নেই, কেউবা লাওয়ারিশ সন্তান। প্রতিটি বড় শহরে অন্ধকার কোণ এদের আবাস।

চিৎকার-চেঁচামেচি, ছোটাছুটির শব্দ, হাঁকডাক সব মিলে নরক গুলজার। নতুন রেসিডেন্ট ডাক্তাররা দলবেঁধে গা-ঘেঁষাঘেঁষি করে দাঁড়িয়ে আছে, নতুন পরিবেশ বুঝে উঠতে চাইছে, শুনছে তাদের চারপাশের বিচিত্র সব শব্দাবলি।

পেগি, ক্যাট এবং হানি করিডরে দাঁড়িয়ে আছে, এক সিনিয়র রেসিডেন্ট এগিয়ে গেল ওদের দিকে। 'তোমাদের মধ্যে ডা. ট্যাফট কে?'

মুখ তুলল হানি। 'আমি।'

রেসিডেন্ট হেসে বাড়িয়ে দিল হাত। 'তোমার সঙ্গে পরিচিত হয়ে সম্মানিত বোধ করছি। আমাকে তোমার সঙ্গে দেখা করতে বলা হয়েছে। আমাদের চিফ অব স্টাফ বলেছেন তুমি নাকি এ হাসপাতালের মধ্যে সবচেয়ে বেশি নম্বর পেয়ে পরীক্ষায় পাস করেছ। আমাদের হাসপাতাল তোমাকে পেয়ে ধন্য বোধ করছে।'

হানি হাসল, বিব্রতবোধ করছে। 'ধন্যবাদ।'

ক্যাট এবং পেগি বিস্ময় নিয়ে তাকাল হানির দিকে।

আমি তো কল্পনাই করিনি মেয়েটি এত ব্রিলিয়ান্ট, মনে মনে বলল পেগি।

'তুমি ইন্টারন্যাল মেডিসিনে যোগ দিতে চাইছ, ডা. ট্যাফট!'

'জি।'

রেসিডেন্ট ঘুরল ক্যাটের দিকে। 'ডা. হান্টার?'

'জি।'

'তুমি নিউরোসার্জারির ব্যাপারে আগ্রহী?'

'জি।'

রেসিডেন্ট একটি তালিকায় চোখ বুলিয়ে নিল। 'তুমি ডা. লুইসের সঙ্গে কাজ করবে।'

রেসিডেন্ট তাকাল পেগির দিকে। 'ডা. টেলর?'

'জি।'

'তুমি কার্ডিয়াক সার্জারিতে যাচ্ছ।'

'ঠিক বলেছেন।'

'বেশ। তোমাকে এবং ডা. হান্টারকে সার্জিকাল রাউন্ডে পাঠানো হবে। হেড নার্স মার্গারেট স্পেন্সারের সঙ্গে দেখা করো। উনি হলরুমে বসেন।'

'ধন্যবাদ।'

পেগি অন্যদের দিকে তাকিয়ে বুক ভরে একটা দম নিল।

'হিয়ার আই গো! আমাদের সকলের ভাগ্য সুপ্রসন্ন হোক।'

মার্গারেট স্পেন্সারকে দেখলে মহিলা নয়, যুদ্ধজাহাজ বলে মনে হয়। ইয়া লম্বা-চওড়া, কঠিন চেহারা, আচরণও ভব্য নয়। পেগি এসে দেখল মহিলা কাজে ব্যস্ত।

'এক্সকিউজ মি...'

মুখ তুলে চাইল নার্স স্পেন্সার। 'কী?'

'আমাকে এখানে রিপোর্ট করতে বলা হয়েছে। আমি ডা. টেলর।'

নার্স স্পেন্সার একটি কাগজে চোখ বুলাল। 'এক মিনিট।'

একটা দরজা দিয়ে ভেতরে ঢুকে গেল সে, ফিরল প্লাস্টিকের একটি ম্যাকিনটশ এবং শাদা একটি কোট নিয়ে।

'অপারেশন থিয়েটার এবং রাউন্ডে যাওয়ার সময় ম্যাকিনটশ পরে নেবে। আর রাউন্ড দেয়ার সময় ম্যাকিনটশের ওপর কোট পরবে।'

'ধন্যবাদ।'

'আর এটা নাও,' সে পেগিকে ধাতব একটা ট্যাগ এগিয়ে দিল। ওতে লেখা 'পেগি টেলর, এম.ডি., এটা তোমার নেমট্যাগ, ডক্টর।'

পেগি ওটা হাতে নিয়ে অনেকক্ষণ তাকিয়ে রইল নামের ফলকের দিকে। *পেগি টেলর, এম.ডি.।* যেন ওকে মেডেল অব অনার দেয়া হয়েছে। এতদিনকার পড়াশোনা আর কঠিন পরিশ্রমের সমস্ত ফলাফল ছোট্ট এই শব্দগুলোর মধ্যে জড়িয়ে আছে। *পেগি টেলর, এম.ডি.।*

নার্স স্পেন্সার ওকে লক্ষ করছিল। 'কোনো সমস্যা?'

'না, কোনো সমস্যা নেই,' হাসল পেগি। 'আমি ঠিক আছি। ধন্যবাদ। আমি কোথায়...?'

'ডক্টরস ড্রেসিং রুম করিডরের বামে দেখতে পাবে। তোমাকে রাউন্ডে যেতে হবে, কাজেই কাপড় পাল্টে নাও।'

'থ্যাংক ইউ।'

পেগি করিডর ধরে হাঁটা দিল। চারপাশের কর্মচাঞ্চল্য বিস্ময় নিয়ে লক্ষ করছে। করিডরে গিজগিজ করছে ডাক্তার, নার্স, টেকিনিশিয়ান এবং রোগী। নানান দিকে গন্তব্য তাদের। পাবলিক অ্যাড্রেস সিস্টেমে ক্রমাগত ঘোষণা করা হচ্ছে : 'ডা. কিনান... অপারেশন রুম নম্বর তিন...ডা. কিনান...অপারেশন রুম নম্বর তিন।'

'ডা. ট্যালবট...ইমার্জেন্সি রুম এক। স্টাট...ডা. ট্যালবট...ইমার্জেন্সি রুম এক।'

'ডা. ইংগেল...রুম ২১২...ডা. ইংগেল...রুম ২১২।'

পেগি **ডক্টরস ড্রেসিংরুম** লেখা একটি দরজার দিকে এগোল। খুলল কপাট। ভেতরে ডজনখানেক পুরুষ-ডাক্তার কাপড় বদলাচ্ছে। কেউ নগ্ন, কেউ অর্ধনগ্ন। এদের মধ্যে দুজন পুরো ন্যাংটো। পেগি দরজা খুলতে তারা ওর দিকে ট্যারা চোখে তাকাল।

'ওহ্! আ...আমি দুঃখিত,' বিড়বিড় করল পেগি, দ্রুত বন্ধ করে দিল দরজা। দাঁড়িয়ে রইল ওখানে, কী করবে বুঝতে পারছে না। করিডরের কয়েক হাত দূরে একটি দরজায় লেখা : **'নার্সেস ড্রেসিংরুম**। পেগি ওদিকে পা বাড়াল। খুলল দরজা। ভেতরে বেশ কয়েকজন নার্স তাদের ইউনিফর্ম বদলাতে ব্যস্ত।

একজন ওর দিকে মুখ তুলে তাকাল। 'এই যে, তুমি কি নতুন নার্স?'

'না,' আড়ষ্ট গলায় জবাব দিল পেগি। 'আমি নতুন নার্স নই।'

দরজা বন্ধ করে ডাক্তারদের ড্রেসিংরুমের সামনে চলে এল। দাঁড়িয়ে রইল এক মুহূর্ত, তারপর গভীর একটা দম নিয়ে ঢুকে পড়ল ভেতরে। সাথে সাথে ভেতরের কথাবার্তা বন্ধ হয়ে গেল।

এক লোক বলল, 'সরি, হানি। এটা ডাক্তারদের ঘর।'

'আমি একজন ডাক্তার,' বলল পেগি।

লোকগুলো পরস্পরের মুখ চাওয়াচাওয়ি করল। 'আচ্ছা! ঠিক আছে, ইয়ে...আসুন।'

'ধন্যবাদ।' একটু ইতস্তত করে খালি একটি লকারে ঢুকে পড়ল পেগি। পুরুষ ডাক্তাররা দেখছে পেগি তার হাসপাতালের জামাকাপড় লকারে রাখল। লোকগুলোর দিকে একবার নজর বুলাল পেগি, তারপর ধীরে ধীরে ব্লাউজের বোতাম খুলতে লাগল।

ডাক্তাররা ওখানে দাঁড়িয়ে আছে, কী করবে বুঝে উঠতে পারছে না। তারপর একজন বলে উঠল, 'ভাইয়েরা, আমাদের উচিত—ইয়ে এই লিটল লেডিকে একটু প্রাইভেসি দেয়া।'

লিটল লেডি! 'ধন্যবাদ,' বলল পেগি। ও দাঁড়িয়ে রইল, ডাক্তাররা জামাকাপড়

পরে ঘর ছেড়ে বেরুনো পর্যন্ত অপেক্ষা করল। ভাবল, *প্রতিদিন কি আমাকে এর মাঝ দিয়ে যেতে হবে?*

•

হাসপাতালের রাউন্ডের মধ্যে ঐতিহ্যগত একটি কাঠামো আছে যা কখনও বদলায় না। অ্যাটেন্ডিং ফিজিশিয়ান সবসময় দলের সামনে থাকেন, তাঁর পেছনে থাকেন সিনিয়র রেসিডেন্ট, তারপর অন্যান্য রেসিডেন্ট এবং এক/দুজন মেডিকেল ছাত্র। পেগির অ্যাটেন্ডিং ফিজিশিয়ান ডা. উইলিয়াম র‍্যাডনর। পেগি আরও পাঁচজন রেসিডেন্টসহ র‍্যাডনরের জন্য হলওয়েতে অপেক্ষা করছিল।

এ দলে এক তরুণ চাইনিজ ডাক্তার আছে। সে হাত বাড়িয়ে দিল। 'টম চ্যাং,' বলল সে। 'আশা করি তোমরা সবাই আমার মতোই নার্ভাস।'

ছেলেটাকে তক্ষুনি পছন্দ হয়ে গেল পেগির।

এক লোক দলটির দিকে এগিয়ে এলেন। 'গুড মর্নিং,' বললেন তিনি। 'আমি ডা. র‍্যাডনর।' ভদ্রলোক মৃদুভাষী, ঝিকমিকে নীল চোখ। রেসিডেন্টরা যে যার পরিচয় দিল।

'আজ তোমাদের রাউন্ডের প্রথম দিন। তোমরা যা দেখবে বা শুনবে, সবকিছুতে পূর্ণ মনোযোগ থাকা চাই। তবে একইসঙ্গে রিল্যাক্স মূডে থাকাও কিন্তু যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ।'

পেগি কথাটা মাথায় গেঁথে নিল : *পূর্ণ মনোযোগ থাকবে তবে একইসঙ্গে রিল্যাক্স মূডেও থাকতে হবে।*

'রোগী যদি দেখে তোমরা আড়ষ্ট হয়ে আছ, তারাও আড়ষ্ট হয়ে যাবে, ভাববে ওরা বোধহয় কোনো রোগে মরতে বসেছে যে রোগের কথা তোমরা বলতে চাইছ না।'

রোগীদেরকে স্নায়বিক চাপে রাখা যাবে না।

'মনে রেখো, আজ থেকে তোমরা অন্য মানুষদের জীবন-মৃত্যুর জন্য দায়ী থাকবে।'

এখন থেকে অন্য মানুষদের জীবন-মৃত্যুর জন্য দায়ী থাকতে হবে। ওহ্, মাই গড!

ডা. র‍্যানডর যত কথা বলতে লাগলেন, পেগি ততই নার্ভাস হতে লাগল। তিনি যখন বক্তৃতা শেষ করলেন, ততক্ষণে ওর সমস্ত আত্মবিশ্বাস উধাও হয়ে গেছে। *আমি এর জন্য রেডি নই!* ভাবছে ও। *আমি জানি না আমি কী করছি। কে বলেছে আমি ডাক্তার হতে পারব? যদি কেউ আমার কারণে মারা যায় তখন কী হবে?*

আবার ভাষণ শুরু করেছেন ডা. র‍্যানডর, 'তোমাদের রোগীদের বিষয়ে সমস্ত বিস্তারিত নোট আমি চাই—ল্যাব ওঅর্ক, ব্লাড, ইলেকট্রোলাইট, সবকিছু। ইজ দ্যাট ক্লিয়ার?'

গুঞ্জন উঠল, 'ইয়েস, ডক্টর।'

'এখানে একসঙ্গে সবসময় ত্রিশ থেকে চল্লিশজন সার্জিকল পেশেন্ট থাকে। তাদের জন্য সবকিছুর যথাযথ ব্যবস্থা করে দেয়া তোমাদের দায়িত্ব। এখন আমরা সকালের রাউন্ড শুরু করব। বিকেলে আবার একই রাউন্ডে যাব।'

মেডিকেল স্কুলে সবকিছু খুব সহজ লাগত। মেডিকেল স্কুলে চার বছরের পড়াশোনার কথা ভাবছে পেগি। ওখানে ছাত্রছাত্রী ছিল দেড়শো, এদের মধ্যে মাত্র পনেরো জন মেয়ে। গ্রস অ্যানাটমি ক্লাসের প্রথমদিনের কথা ও কোনোদিন ভুলবে না। ছাত্ররা শাদা টাইলসের বড় একটি ঘরে ঢুকেছিল। ঘরে সারবাঁধা কুড়িটি টেবিল, প্রতিটি টেবিল হলুদ চাদরে ঢাকা। পাঁচজন ছাত্রের একেকটি দলের জন্য একেকটি টেবিল বরাদ্দ।

প্রফেসর বলেছিলেন, 'এবারে চাদরগুলো তুলে ফেলো।' ওই প্রথম পেগি লাশ দেখে চোখের সামনে। এমন ভয় পেয়ে গিয়েছিল, মনে হয়েছিল অজ্ঞান হয়ে যাবে কিংবা অসুস্থ হয়ে পড়বে। তবে আশ্চর্যরকম স্থির থেকেছে ও।

শুরুতে ছাত্ররা অ্যানাটমি ল্যাবরেটরিতে ফিসফাস করে কথা বলত। কিন্তু এক হপ্তার মাথায়, পেগি অবাক হয়ে লক্ষ করে তারা স্যান্ডউইঁচ খেতে খেতে লাশ কাটাছেঁড়া করছে এবং বিশ্রী সব ঠাট্টা-মশকরা করছে। ওরা লাশের নাম রাখত এবং লাশগুলোকে উদ্দেশ্য করে এমন সব কথা বলত যেন ওগুলো ওদের জিগরী দোস্ত। পেগি অন্য ছাত্রদের মতো ক্যাজুয়াল হওয়ার চেষ্টা করেও পারেনি। সে লাশ কাটাছেঁড়ার সময় ভাবত : *এ লোকটির একসময় বাড়ি ছিল, ছিল পরিবার-পরিজন। সে প্রতিদিন অফিসে যেত, বছরে একবার ছুটি নিত স্ত্রী এবং সন্তানদের জন্য। সে হয়তো খেলাধুলা পছন্দ করত, ভালোবাসত সিনেমা এবং নাটক দেখতে, সে হাসত এবং কাঁদত, তার সামনে তার সন্তানরা বড় হয়ে উঠছিল, সে তাদের সুখ-দুখের ভাগীদার হত এবং তার বড়বড় সুন্দর স্বপ্ন ছিল। আশা করি তার সবগুলো স্বপ্ন সত্যি হয়েছে...*

অদ্ভুত এক বিষণ্নতা গ্রাস করত পেগিকে। কারণ লোকটি ছিল মৃত এবং ও জীবিত।

তবে একসময় পেগির কাছেও লাশের শরীর কাটাছেঁড়া রুটিনে পরিণত হয়। *বুক ফেঁড়ে ফেলো, পরীক্ষা করো পাঁজর, ফুসফুস, হৃৎপিণ্ড ঘিরে থাকা পেরিকার্ডিয়াল স্যাক, শিরা, ধমনি এবং নার্ভ।*

মেডিকেল স্কুলের ছাত্রদের প্রথম দুবছর বেশিরভাগ সময় কেটে গেছে অর্গান রিসাইটাল নামে হাতে ধরিয়ে দেয়া একটি তালিকা মুখস্থ করতে। দ্বিতীয় দুবছর তাদেরকে ইন্টারন্যাল মেডিসিনের বিষয়গুলো শিখতে হয়েছে।

ওরা শিখেছে সার্জারি, পেডিয়াট্রিক, অবসটেট্রিক্স এবং স্থানীয় হাসপাতালে কাজ করেছে। *আমার মনে আছে...* ভাবছিল পেগি।

'ডা. টেলর...' সিনিয়র রেসিডেন্ট ওর দিকে তাকিয়ে আছে।

একটা ঝাঁকি খেয়ে ভেঙে গেল চমক। অন্যরা ইতিমধ্যে অর্ধেকটা রাস্তা চলে গেছে।

'আসছি,' ব্যস্তসমস্ত সুরে বলল পেগি।

ওরা এসে থামল আয়তাকার, বড়সড় একটি ওয়ার্ডের সামনে। ঘরের দুপাশে সারবাঁধা বিছানা। প্রতিটি বিছানার সঙ্গে একটি করে ছোট স্ট্যান্ড। পেগি ভেবেছে গোপনীয়তা রক্ষার জন্য বেডগুলো পর্দা দিয়ে আড়াল করা থাকবে। কিন্তু সেরকম কোনো ব্যবস্থা নেই।

ওরা প্রথম যে রোগীটি দেখল সে বুড়ো, গায়ের রঙ ফ্যাকাশে। ঘুমাচ্ছিল বৃদ্ধ। জোরে জোরে শ্বাস করছে। ডা. র‍্যাডনর বিছানার পায়ের কাছে গিয়ে দাঁড়ালেন, চার্ট দেখলেন, তারপর রোগীর পাশে চলে এলেন। আলতো স্পর্শ করলেন কাঁধ। 'মি. পটার?'

চোখ খুলে গেল রোগীর। 'হাহ্?'

'গুড মর্নিং। আমি ডা. র‍্যাডনর। আপনার শারীরিক অবস্থা চেক করে দেখছিলাম। গত রাতে ভালো ঘুম হয়েছিল তো?'

'হুঁ।'

'শরীরে কোনো ব্যথা অনুভব করেন?'

'হ্যাঁ। আমার বুক জ্বলে।'

'দেখি তো একবার।'

পরীক্ষা শেষ করে ডাক্তার বললেন, 'সব ঠিক আছে। আমি আপনার নার্সকে বলে দেব ব্যথা কমানোর ওষুধ যেন দেয়।'

'ধন্যবাদ, ডক্টর।'

'আজ বিকেলে আবার এসে আপনাকে দেখে যাব।'

ওরা রোগীর বেড থেকে সরে এল। ডা. র‍্যাডনার রেসিডেন্টদের দিকে ফিরলেন, 'সবসময় এমনভাবে প্রশ্ন করবে যার জবাব 'হ্যাঁ' কিংবা 'না'-তে সীমাবদ্ধ থাকে, দীর্ঘ জবাব দিতে গিয়ে রোগীকে যেন ক্লান্ত হয়ে পড়তে না হয়। আর তার শারীরিক সুস্থতার ব্যাপারে আশ্বাসবাণী শোনাবে। তোমরা ওই রোগীর চার্ট পড়ে নোট করবে। আজ বিকেলে আবার আসব রোগীর অবস্থা দেখতে। প্রতিটি রোগীর প্রধান সমস্যাসহ বর্তমান অসুস্থতা, অতীতে তার কী কী রোগ হয়েছিল, পারিবারিক ইতিহাস, সামাজিক ইতিহাস ইত্যাদি সবকিছুর চলতি রেকর্ড রাখবে। সে কি মদ খায় কিংবা সিগারেটের অভ্যাস আছে কিনা ইত্যাদি। আবার যখন আমরা রাউন্ড দিতে বেরুব, আশা করি প্রতিটি রোগীর শারীরিক উন্নতির ব্যাপারে একটি করে রিপোর্ট পাব।'

ওরা পরের রোগীর কাছে গেল। এর বয়স চল্লিশের কোঠায়।

'গুড মর্নিং, মি. রলিংস।'

'গুড মর্নিং, ডক্টর।'

'আজ কেমন বোধ করছেন?'

'তেমন ভালো ঠেকছে না শরীরটা। গত রাতে ঠিকমতো ঘুম হয়নি। পেট ব্যথা করছে।'

ডা. র‍্যাডনর সিনিয়র রেসিডেন্টের দিকে ফিরলেন।

'প্রোটোসকপি কী বলছে?'

'বলছে কোনো সমস্যা নেই।'

'ওঁকে একটি ক্যারিয়াম এনিমা এবং আপার GI দেবে।'

স্টাট।

সিনিয়র রেসিডেন্ট নোট করে নিল।

পেগির পাশে দাঁড়ানো রেসিডেন্ট তার কানে কানে বলল, 'স্টাট কথার অর্থ আশা করি তুমি জানো। এর মানে হল 'Shake that ass, Tootsie।'

কথাটা কানে গেছে ডা. র‍্যানডরের, 'স্টাট' কথাটা ল্যাটিন 'Statem' থেকে এসেছে। এর মানে হল এক্ষুনি।'

সামনের বছরগুলোতে এ শব্দটি বহুবার শুনতে হবে পেগিকে।

পরবর্তী রোগিণী এক বৃদ্ধা মহিলা, তাঁর বাইপাস অপারেশন হয়েছে।

'গুড মর্নিং, মিসেস টারকেল।'

'আর কতদিন আমাকে এখানে থাকতে হবে?'

'বেশিদিন নয়। আপনার অপারেশন সফল হয়েছে। আপনি শীঘ্রি বাড়ি ফিরতে পারবেন।'

এরপরে আরেক পেশেন্টের কাছে গেল ওরা।

রুটিনটির পুনরাবৃত্তি হতে লাগল, সকালটা কেটে গেল চটজলদি। ওরা ত্রিশজন রোগী দেখল। প্রতিটি রোগী দেখার পরে রেসিডেন্টরা উন্মাদের মতো নোট নিল। অত্যন্ত দ্রুত লেখার কারণে ওগুলো স্রেফ কতগুলো হিজিবিজি আঁচড়ে পরিণত হয়েছে। ওরা প্রার্থনা করল পরে যেন লেখাগুলোর মর্মোদ্ধার করা যায়।

একজন রোগীকে দেখে ধন্ধে পড়ে গেল পেগি। একে তার পুরোপুরি সুস্থ মনে হয়েছে।

রোগিণীর কাছ থেকে চলে আসার পরে পেগি জানতে চাইল, 'মহিলার কী সমস্যা, ডক্টর?'

দীর্ঘশ্বাস ছাড়লেন ডা. র‍্যাডনর। 'মহিলার কোনো সমস্যা নেই। সে একজন gomer. এরা অদ্ভুত চিড়িয়া। গোমাররা হাসপাতালে খামোকাই ভর্তি হতে ভালোবাসে। ভাবে তারা অসুস্থ। গত বছর অন্তত ছয়বার ওই মহিলাকে আমি হাসপাতালে ভর্তি করেছি।'

শেষ রোগীর কাছে গেল ওরা, এক বৃদ্ধা, নাকে শ্বাসযন্ত্র লাগানো। ভদ্রমহিলা কোমায় আছেন।

'ওঁর ম্যাসিভ হার্ট অ্যাটাক হয়েছে,' রেসিডেন্টদেরকে জানালেন ডা. র‍্যাডনর। 'ছয় হপ্তা ধরে উনি কোমার মধ্যে আছেন। তার ভাইটাল সাইনগুলো দ্রুত পড়ে যাচ্ছে। ওনার জন্য আমাদের আর কিছু করার নেই। আজ বিকেলে প্লাগ খুলে ফেলব।'

ডাক্তারের দিকে তাকিয়ে শিউরে উঠল পেগি, 'প্লাগ খুলে ফেলবেন?'

মৃদু গলায় জবাব দিলেন ডা. র‍্যাডনর। 'আজ সকালে হাসপাতালের এথিকস কমিটি এ সিদ্ধান্ত নিয়েছে। ভদ্রমহিলা ভেজিটেবলে পরিণত হয়েছেন। ওনার বয়স সাতাশি। উনি ব্রেন-ডেড। তাঁকে বাঁচিয়ে রাখাটা নিষ্ঠুরতা হয়ে যাচ্ছে। তাঁর পরিবারও চিকিৎসা খরচ চালাতে গিয়ে সর্বস্বান্ত। তোমরা আজ বিকেলের রাউন্ডে এলেই সব দেখতে পাবে।'

চলে গেলেন ডাক্তার। পেগি পেশেন্টের দিকে আবার তাকাল। মানুষটা জ্যান্ত। *কয়েক ঘণ্টা পরে উনি মরে যাবেন। আমরা আজ বিকেলে প্লাগ খুলে ফেলব। এ স্রেফ মানুষহত্যা!* ভাবল পেগি।

তিন

সেদিন বিকেলে, রাউন্ড শেষ হওয়ার পরে নতুন রেসিডেন্টরা ওপরতলার খুদে লাউঞ্জে জড়ো হল। ঘরে আটটি টেবিল, পুরনো আমলের একটি শাদা-কালো টেলিভিশন এবং দুটো ভেন্ডিং মেশিন যা থেকে বাসি গন্ধের স্যান্ডউইচ এবং বিস্বাদ কফি বের হয়।

প্রতিটি টেবিলে রোগীদের নিয়ে মশকরা হচ্ছে। আলোচনার বিষয়বস্তু প্রায় একইরকম।

একজন রেসিডেন্ট বলল, 'আমার গলার দিকে একবার তাকাও। মনে হচ্ছে না ফুলে গেছে?'

'আমার মনে হয় আমার জ্বর হয়েছে। শরীরটা কেমন ম্যাজম্যাজ করছে।'

'আমার তলপেট ফুলে আছে। আমার নির্ঘাত অ্যাপেন্ডিসাইটিস হয়েছে।'

'আমার বুকে খুব ব্যথা করছে। হার্ট অ্যাটাক-ফ্যাটাক না হয়ে যায়!'

পেগি এবং হানিকে নিয়ে একটি টেবিল দখল করেছে ক্যাট। 'কেমন গেল দিন?' জিজ্ঞেস করল সে।

জবাব দিল হানি, 'মন্দ নয়।'

দুজনে তাকাল পেগির দিকে। 'আমি খানিকটা ভয়ে ভয়ে ছিলাম বটে তবে রিল্যাক্সও ছিলাম। নার্ভাস লাগছিল তবে শান্ত থাকার চেষ্টা করেছি।' ফোঁস করে শ্বাস ফেলল। 'লম্বা একটা দিন গেল বটে। রাতে কোথাও থেকে একটু ঘুরে আসা দরকার।'

'আমারও একটু রিল্যাক্স করা দরকার,' বলল ক্যাট। 'ডিনার করে চলো না সিনেমা দেখে আসি।'

'মন্দ হয় না।'

এক আর্দালি এগিয়ে এল ওদের টেবিলে। 'ডা. টেলর?'

মুখ তুলে চাইল পেগি। 'আমি পেগি টেলর।'

'ডা. ওয়ালেস তাঁর অফিসে আপনাকে দেখা করতে বলেছেন।' হাসপাতালের প্রশাসনিক কর্মকর্তা! *আমি আবার কী করলাম?* শঙ্কিত হল পেগি।

ওর জবাবের অপেক্ষা করছে আর্দালি। 'ডা. টেলর...'

'আমি আসছি।' গভীর একটা দম নিয়ে চেয়ার ছাড়ল পেগি। 'পরে তোমাদের সঙ্গে দেখা হবে।'

'এই পথে, ডক্টর।'

আর্দালির পেছন পেছন চলল পেগি। লিফটে চড়ে উঠে এল পাঁচতলায়। এখানে ডা. ওয়ালেসের অফিস।

বেনজামিন ওয়ালেস ডেস্কের পেছনে বসে আছেন। পেগিকে ঘরে ঢুকতে দেখে ওর দিকে তাকালেন। 'গুড আফটারনুন, ডা. টেলর।'

'গুড আফটারনুন।'

কেশে গলা পরিষ্কার করে নিলেন ডা. ওয়ালেস, 'ওয়েল। আজ তোমার প্রথম দিন আর শুরুতেই দেখছি সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করে বসে আছ!'

ভড়কে গেল পেগি। 'আ...আমি ঠিক বুঝলাম না।'

'শুনলাম সকালে ডাক্তারদের ড্রেসিংরুমে ঢুকে নাকি ওদেরকে বিব্রত অবস্থায় ফেলে দিয়েছ।'

'ওহ্,' তাহলে এই ব্যাপার!

ওয়ালেস ওর দিকে তাকিয়ে হাসলেন। 'তোমার এবং অন্যান্য মেয়েদের পোশাক বদলানোর জন্য আলাদা একটা ব্যবস্থা করতে হবে দেখছি।'

'তাহলে তো ভালোই হয়,' বলল পেগি।

'তবে এ ক'টা দিন যদি তুমি নার্সদের ড্রেসিংরুমে ড্রেস বদলাতে না চাও...'

'আমি নার্স নই,' দৃঢ় গলায় বলল পেগি। 'আমি একজন ডাক্তার।'

'নিশ্চয়, নিশ্চয়। ওয়েল, তোমার ড্রেস বদলানোর জন্য একটা ব্যবস্থা আমরা করে দেব, ডক্টর।'

'ধন্যবাদ।'

পেগিকে এততাড়া কাগজ দিলেন তিনি। 'এগুলো তোমার শিডিউল। আগামী চব্বিশ ঘণ্টা তোমার ডিউটি। শুরু হবে ছ'টা থেকে।' ঘড়ি দেখলেন ওয়ালেস। 'আর আধঘণ্টা সময় আছে হাতে।'

বিস্মিত দৃষ্টিতে তাঁর দিকে তাকাল পেগি। তার সকাল শুরু হয়েছে আজ ভোর সাড়ে পাঁচটায়। 'চব্বিশ ঘণ্টা?'

'আসলে, ছত্রিশ ঘণ্টা। কারণ সকালে তোমার আবার রাউন্ড আছে।'

ছত্রিশ ঘণ্টা! পারব তো এতটা সময় কাজ করতে!

পারবে কিনা শীঘ্রি দেখতে পাবে পেগি।

ক্যাট এবং হানির কাছে ফিরল পেগি।

'ডিনার আর সিনেমা দেখার কথা আমি ভুলে যাচ্ছি,' বলল ও। 'আমাকে ছত্রিশ ঘণ্টা ডিউটি দিতে হবে।'

মাথা ঝাঁকাল ক্যাট। 'আমরাও দুঃসংবাদ পেয়েছি। কাল থেকে আমার ডিউটি, হানির ডিউটি বুধবার থেকে।'

'যতটা খারাপ ভাবছ ততটা কঠিন হবে না ডিউটি,' স্বতঃস্ফূর্ত গলায় বলল পেগি। 'একটা অন-কল রুম আছে ঘুমানোর জন্য। আমি কাজটা উপভোগই করব।'

ওর ধারণা ছিল ভুল।

এক আর্দালি লম্বা করিডর ধরে পথ দেখিয়ে নিয়ে চলছে পেগিকে।

'ডা. ওয়ালেস বললেন আমাকে টানা ছত্রিশ ঘণ্টা ডিউটি করতে হবে,' বলল পেগি। 'সকল রেসিডেন্টই কি এতটা সময় কাজ করে?'

'প্রথম তিন বছর,' ওকে আশ্বস্ত করার সুরে বলল আর্দালি,' *বেশ!*

'তবে আপনি বিশ্রাম নেয়ার অনেক সুযোগ পাবেন,' ডক্টর, 'আচ্ছা!'

'এখানে। এটা হল অন-কল রুম,' সে একটি দরজা খুলল, পেগি পা রাখল ভেতরে। ঘরটি দারিদ্র্যপীড়িত কোনো মঠের সন্ন্যাসীর কক্ষের মতো। শুধু একখানা খাটিয়া আর তার ওপরে একখণ্ড ম্যাট্রেস, একটি ভাঙা ওয়াশ বেসিন এবং বেডসাইড স্ট্যান্ডে একটি ফোন ছাড়া আর কিছু নেই ঘরে। 'এখানে ডিউটি করার ফাঁকে ঘুমিয়ে নিতে পারবেন।'

'ধন্যবাদ।'

কফি শপে, মাত্র ডিনার খেতে বসেছে পেগি, এমন সময় ডাক এল। ইমার্জেন্সি রুম নম্বর তিন...

'ডা. টেলর... ডা. টেলর... ইমার্জেন্সি রুম নম্বর তিন...'

তারপর সারাটা সময় নার্সরা ওর গায়ের সঙ্গে সেঁটে রইল।

'বুকের পাঁজর-ভাঙা এক রোগী এসেছে...'

'মি. হেনেগান বলছেন তাঁর বুক ব্যথা করছে...'

'দুই নম্বর ওয়ার্ডের রোগীর মাথাব্যথা। ওকে কি অ্যাসিটামিনোফেন দেব...?'

গভীর রাতে, ঘুমাবার একটা সুযোগ করে নিয়েছে পেগি, নিদ্রা টুটে গেল টেলিফোনের ঝনঝনানিতে।

'রিপোর্ট টু ই আর ওয়ান।' ছুরি খেয়েছে একজন। পেগি রোগী দেখতে গেল। তখন রাত দেড়টা বাজে। সোয়া দুটোর সময় আবার জাগিয়ে তোলা হল ওকে।

'ডা. টেলর...ইমার্জেন্সি রুম দুই। স্টার্ট।'

ঘুমঘুম গলায় পেগি বলল, 'যাচ্ছি।' জোর করে শরীরটাকে খাটিয়া থেকে তুলল ও, করিডর ধরে এগোল ইমার্জেন্সি কক্ষ অভিমুখে। ভাঙা পা নিয়ে ভর্তি হয়েছে এক রোগী। ব্যথায় চিল্লাচ্ছে।

'এক্সরে করাও,' হুকুম দিল পেগি, 'আর ৫০ মিলিগ্রামের ডেমেরোল খাইয়ে দেবেন,' রোগীর বাহুতে হাত রাখল। 'আপনি ঠিক হয়ে যাবেন। একটু রিল্যাক্স করার চেষ্টা করুন।'

PA সিস্টেমে ধাতব খনখনে গলা ভেসে এল, 'ডা. টেলর... ওয়ার্ড তিন। স্টাট।'

পেগি যন্ত্রণায় কাতরাতে থাকা রোগীটির দিকে তাকাল। একে ছেড়ে যেতে ইচ্ছে করছে না।

আবার শোনা গেল কণ্ঠ। 'ডা. টেলর... তিন নম্বর ওয়ার্ড। স্টাট।'

'আসছি,' বিড়বিড় করল পেগি। দ্রুতপায়ে এগোল দরজায়, করিডর ধরে হনহন করে এগিয়ে চলল তিন নম্বর ওয়ার্ডে। এক রোগী বমি করেছে, বুক দিয়ে ঘরঘর আওয়াজ হচ্ছে, নিশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছে তার।

'উনি শ্বাস নিতে পারছেন না,' জানাল নার্স।

'ওকে অক্সিজেন দাও,' নির্দেশ দিল পেগি। পেশেন্ট অক্সিজেন-মাস্ক মুখে দিয়ে শ্বাস করছে, আবার PA সিস্টেমে ওর নাম ধরে ডাকা হল। 'ডা. টেলর... চার নম্বর ওয়ার্ড।' পেগি মাথা নাড়তে নাড়তে ছুটল চার নম্বর ওয়ার্ড অভিমুখে। এক রোগীর পেটে খিঁচুনি ধরেছে। ব্যথায় ঘর ফাটিয়ে চিৎকার করছে। পেগি দ্রুত পরীক্ষা করল তাকে। 'এর ইনটেস্টিনাল ডিসফাকশন হয়েছে। আলট্রাসাউন্ড করতে হবে।'

ঠ্যাংভাঙা রোগীর কাছে আবার ফিরে এল পেগি। পেইন কিলার খেয়ে ব্যথা কমেছে তার। অপারেটিং রুমে রোগীকে নিয়ে গেল ও ভাঙা পা জোড়া লাগাতে। কাজটা মাত্র শেষ হয়েছে, আবার ওর ডাক পড়ল। 'ডা. টেলর, দুই নম্বর ইমার্জেন্সি রুমে রিপোর্ট করুন। স্টাট।'

'চার নম্বর ওয়ার্ডের আলসার রোগীর পেটে ব্যথা উঠেছে...'

রাত সাড়ে তিনটা : 'ডা. টেলর, রুম নম্বর ৩১০-এর রোগীর রক্তক্ষরণ শুরু হয়েছে।'

এক ওয়ার্ডের রোগীর হার্ট অ্যাটাক হয়েছে, পেগি নার্ভাস ভঙ্গিতে পেশেন্টের হার্ট বিট শুনছে, বাদ সাধল PA সিস্টেম : ডা. টেলর...ই আর দুই। স্টাট...ডা. টেলর ই আর দুই। স্টাট।

ভয় পেলে চলবে না, নিজেকে বোঝাল পেগি। *মাথা ঠাণ্ডা রেখে কাজ করতে হবে।* কিন্তু ও ভয় পেয়েছে। কে বেশি গুরুত্বপূর্ণ—ও যে-রোগীকে পরীক্ষা করে দেখছে সে, নাকি পরের পেশেন্টটি? 'আপনি থাকুন,' ফাঁকা গলায় বলল পেগি। 'আমি আসছি এখুনি।'

পেগি দ্রুত কদমে দুই নম্বর ইমার্জেন্সি রুমে যাচ্ছে, আবার ওর নামটা ঘোষিত হতে শুনল। 'ডা. টেলর...ই আর এক। স্টাট... ডা. টেলর.. ই আর এক। স্টাট।'

ওহ্, মাই গড! গুঙিয়ে উঠল পেগি। মনে হচ্ছে ও সীমাহীন কতগুলো দুঃস্বপ্নের মাঝে হাবুডুবু খাচ্ছে।

বাকি রাতটুকু কেটে গেল ফুড পয়জনিং-এর শিকার এক রোগী, ভাঙা হাতের পেশেন্ট, হার্নিয়া আক্রান্ত ব্যক্তি এবং পাঁজরের হাড়ে ফাটল ধরা এক লোকের সেবা

পড়ে। ও যখন টলতে টলতে অন-কল রুমে ঢুকল, এমনই ক্লান্ত এবং বিধ্বস্ত হয়ে পড়েছে, নড়াচড়ার শক্তিটুকুও নিঃশেষিত প্রায়। হামাগুড়ি দিয়ে উঠে এল ক্ষুদ্র খাটিয়ায়, মাত্র চোখটা লেগে এসেছে, চিৎকার দিল টেলিফোন।

চোখ বুজে হাত বাড়িয়ে রিসিভার তুলে নিল পেগি। 'হ্যালো...'

'ডা. টেলর, আমরা তোমার জন্য অপেক্ষা করছি।'

'ক্-কী?' শুয়ে শুয়ে মনে করার চেষ্টা করল পেগি ও কোথায় আছে।

'তোমার রাউন্ড শুরু হতে যাচ্ছে, ডক্টর।'

'আমার রাউন্ড?' *এ কোন্ ধরনের রসিকতা?* ভাবছে পেগি। *এ স্রেফ অমানবিক। এভাবে কাজ করা যায় না।* কিন্তু ওঁরা ওর জন্য অপেক্ষা করছেন।

দশ মিনিট পরে পেগির রাউন্ড শুরু হল আবার। আধো ঘুমন্ত ও ধাক্কা খেল ডা. র‍্যাডনরের গায়ে। 'এক্সকিউজ মি,' থিড়বিড় করল, 'সারারাত একফোঁটা ঘুমাতে পারিনি...

ডাক্তার সহানুভূতির চাপড় দিলেন পেগির কাঁধে। 'তুমি এতে অভ্যস্ত হয়ে যাবে।'

অবশেষে যখন ডিউটি থেকে মুক্তি মিলল, টানা চোদ্দ ঘণ্টা ঘুমাল পেগি।

প্রচণ্ড চাপ এবং অতিরিক্ত খাটুনি সহ্য করতে না পেরে বেশ কয়েকজন রেসিডেন্ট কেটে পড়ল হাসপাতাল থেকে। *কিন্তু আমি পালাব না,* শপথ নিল পেগি।

চাপটা অবিশ্রান্ত। ভয়ংকর ছত্রিশ ঘণ্টার ডিউটি শেষে প্রচণ্ড বিপর্যস্ত পেগির অনেক সময় মনেই থাকে না সে কোথায় আছে। টলমল পায়ে এগিয়ে যায় লিফটের দিকে, দাঁড়িয়ে থাকে ওখানে, ভোঁতা মন কাজ করে না।

টম চ্যাং এগিয়ে এল ওর কাছে। 'তুমি ঠিক আছ তো?'

'হুঁ,' বিড়বিড় করল পেগি।

মুচকি হাসল চ্যাং, 'তোমাকে ঝড়ো কাকের মতো লাগছে।'

'ধন্যবাদ। ওরা আমাদের সঙ্গে এরকম করছে কেন?' প্রশ্ন করল পেগি।

কাঁধ ঝাঁকাল চ্যাং। 'এরকম করার উদ্দেশ্য হল পেশেন্টদের সঙ্গে সবসময় যেন আমরা থাকি। আমরা যদি ওদেরকে ছেড়ে বাড়ি চলে যাই তাহলে জানতে পারব না ওদের ভাগ্যে কী ঘটল।'

মাথা ঝাঁকাল পেগি। 'তা অবশ্য ঠিক।' যদিও কথাটা নিজেরই বিশ্বাস হল না। 'দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঘুমাতে থাকলে ওদের সেবা করব কীভাবে?'

আবার শ্রাগ করল চ্যাং। 'আমি আইনপ্রণেতা নই। সকল হাসপাতালই এ নিয়মে চলে।' পেগির দিকে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তাকাল। 'তুমি একা বাড়ি ফিরতে পারবে তো?'

ওর দিকে তাকাল পেগি, গলায় জোর এনে বলল, 'অবশ্যই।'

'সাবধানে যেয়ো।' করিডরে অদৃশ্য হয়ে গেল চ্যাং।

এলিভেটর আসার জন্য অপেক্ষা করতে লাগল ও। যখন এলিভেটর এল, ও দাঁড়িয়ে থেকেই ঘুমিয়ে পড়েছে।

দুই দিন পরে ক্যাটের সঙ্গে নাশতা করছে পেগি।

'একটা সত্যি কথা বলি শুনবে?' বলল পেগি। 'মাঝে মাঝে ওরা যখন ভোর চারটার সময় আমাকে ঘুম থেকে তুলে দেয় কাউকে অ্যাসপিরিন খাওয়ানোর জন্য, আমি তখন অর্ধসচেতন অবস্থায় হলওয়ে ধরে টলতে টলতে ছুটছি, রোগীদের ঘরের পাশ দিয়ে যাচ্ছি, ভেতরে সবাই গভীর ঘুমে অচেতন, তখন আমার ইচ্ছে করে প্রতিটি দরজায় বাড়ি মেরে চিৎকার করে বলি, "সবাই উঠে পড়ো!"'

হাত বাড়িয়ে দিল ক্যাট। 'আমারও তেমনই ইচ্ছে করে।'

রোগীদের একেকজনের চেহারা, বয়স, আকার, গায়ের রঙ একেক রকম। এদের মধ্যে কেউ উজবুক, কারও বুকে আছে সাহস, কেউ বা বিনয়ী, কারও আচরণ উদ্ধত, তারা হুকুমের সুরে কথা বলে। তবে এরা সকলেই শারীরিক যন্ত্রণায় কাতর।

বেশিরভাগ ডাক্তার রোগীর সেবায় আত্মনিবেদিত প্রাণ। তবে আর সব পেশার মতো এখানেও রয়েছে ভালো এবং খারাপ ডাক্তার। কেউ তরুণ বয়সী, কেউবা বৃদ্ধ, কেউ সদয় আচরণ করে, আবার কারও আচরণ খুবই কুৎসিত। এদের কেউ কেউ মাঝে মাঝে পেগিকে আকারে-ইঙ্গিতে যৌনপ্রস্তাব দেয়। কারও ব্যবহার ভব্যতার সীমা ছাড়িয়ে যায়।

'রাতের বেলা তোমার একা লাগে না? আমি জানি লাগে। তাই ভাবছিলাম...'

'ওই সময়গুলো খুব ক্লান্তিকর, তাই না? জানো, এসব সময়ে কী করলে আমি শক্তি ফিরে পাই? আমার তখন দরকার হয় সেক্স। চলো না আমরা দুজনে...'

'আমার বউ ক'দিনের জন্য শহরের বাইরে গেছে। কারমেলের কাছে আমার একটি কেবিন আছে। এবারের ছুটির দিনে তুমি আর আমি...'

আর রোগীরাও কম যায় না।

'তুমি তাহলে আমার ডাক্তার, অ্যাঁ? জানো কী করলে আমি সুস্থ হয়ে উঠব...?'

দাঁতে দাঁত ঘষে এসব সহ্য করে যায় পেগি, অগ্রাহ্য করে। *আলফ্রেডের সঙ্গে আমার বিয়ে হয়ে গেলেই ওরা আর আমাকে এসব কথা বলার সাহস পাবে না।* আলফ্রেডের কথা ভাবলে মুখ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে পেগির। ও শীঘ্রি আফ্রিকা থেকে ফিরে আসছে।

একদিন সকালে, রাউন্ডের আগে, পেগি এবং ক্যাট ওদের যৌন-হয়রানির অভিজ্ঞতা নিয়ে কথা বলছিল।

'বেশিরভাগ ডাক্তারই ভালো কিন্তু কয়েকজন খুবই খারাপ। তারা ভাবে আমরা তাদের সম্পত্তি। এবং যখন-তখন আমাদেরকে ব্যবহার করা যাবে,' বলল ক্যাট।

'মাত্র হপ্তাখানেক আগে এক ডাক্তার আমাকে প্রস্তাব দিয়েছে, "আমার বাড়িতে এসো। এক সঙ্গে ড্রিংক করব। আমার কাছে দারুণ কিছু সিডি আছে।" অপারেশন রুমে কাজ করছি, সার্জন ইচ্ছে করে আমার বুকে হাতের ঘষা লাগায়।'

দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল পেগি। 'ওরা আমাদেরকে সেক্স-পুতুল বলে মনে করে। ডাক্তার বলে পাত্তাই দেয় না।'

'অনেকে আমাদেরকে রাউন্ডে পর্যন্ত যেতে দিতে চায় না। আমাদেরকে সবসময় বিছানায় নিয়ে যাওয়ার ধান্ধা করে। কাজটা মোটেই ঠিক হচ্ছে না। আমরা নিজেদের যোগ্যতা প্রমাণ না করা পর্যন্ত ওরা আমাদেরকে সবসময় ছোট করেই দেখবে।'

'এটা যুগযুগ ধরে চলে আসছে,' বলল পেগি। 'আমরা মেয়েরা সংখ্যায় বেশি হলে এর একটা প্রতিবাদ করতে পারতাম।'

আর্থার কেনের নাম শুনেছিল পেগি। হাসপাতালের বিরামহীন গুঞ্জনের অন্যতম উপাদান এ লোক। তাকে সবাই ডা. ০০৭ নামে ডাকে—লাইসেন্সড টু কিল। যে-কোনো সমস্যা নিয়েই তার কাছে যাওয়া যাক, সবকিছুর সমাধান—অপারেশন। এ হাসপাতালের সর্বাধিক অপারেশনের রেকর্ড রয়েছে তার। আর তার হাতে রোগীও মারা পড়েছে সবচেয়ে বেশি।

মানুষটার মাথায় চুলের বালাই নেই, খাটো, বাজপাখির মতো খাড়া নাক, তামাকের দাগ-লাগা দাঁত এবং ভয়ানক মোটা। যদিও নিজেকে সে রমণীমোহন পুরুষ বলে কল্পনা করতে ভালোবাসে, সে নতুন নার্স এবং মহিলা রেসিডেন্টদেরকে 'তাজা মাংস' বলে অভিহিত করে।

পেগি তার চোখে তাজা মাংস। পেগিকে সে দোতলার লাউঞ্জে দেখতে পেল। বিন্দুমাত্র দ্বিধা না করে পেগির টেবিলে বসে পড়ল আর্থার কেন।

'তুমি আমার নজর কেড়েছ।'

চমকে উঠল পেগি, মুখ তুলে চাইল, 'কী বললেন?'

'আমি ডা. কেন। বন্ধুরা ডাকে আর্থার বলে।' গলার স্বরে ঝরে পড়ল লালসা। 'এখানে কাটছে কেমন?'

পেগি প্রশ্নটার মাজেজা বুঝতে না পেরে সরল গলায় জবাব দিল, 'আ...ইয়ে, খারাপ না।'

সামনে ঝুঁকল কেন। 'এটা বিশাল হাসপাতাল। এখানে হারিয়ে যাওয়া খুব সহজ। আমি কী বলতে চাইছি বুঝতে পেরেছ?'

মাথা নাড়ল পেগি। 'না, ঠিক বুঝলাম না।'

'তোমার মতো সুন্দরী মেয়ের ভিড়ের মধ্যে হারিয়ে যাওয়া মানায় না। এখানে কোথাও পৌঁছাতে হলে কারও-না-কারও সাহায্য দরকার হয় যে কিনা রশিটা চেনে।'

লোকটার সঙ্গে কথা বলতে ভালো লাগছে না পেগির।

'আর আপনি আমাকে সে সাহায্যটা করতে চাইছেন?'

'ঠিক ধরেছ,' কুচকুচে কালো দাঁত বের করে হাসল সে। 'বিষয়টি নিয়ে ডিনারে বসে আলোচনা করি না কেন?'

'এ নিয়ে আলোচনা করার কিছু নেই, ডা. কেন।' বলল পেগি। 'আমি আগ্রহী নই।'

আর্থার কেন্ দেখল টেবিল ছেড়ে উঠে গেল পেগি। তার মুখে কুটিল একটা ভাব ফুটল।

প্রথম বর্ষের সার্জিকাল রেসিডেন্টদেরকে দু মাসের রোটেশন শিডিউল পালন করতে হয়। অবসটেট্রিক্স, অর্থোরপেডিক্স, ইউরোলজি এবং সার্জারি বিভাগ নিয়ে ঘোরাঘুরি করে তারা।

পেগি শুনেছে গরমের সময় কোনো ট্রেনিং হাসপাতালে কাজ করতে যাওয়া খুবই বিপজ্জনক, কারণ ওই সময় বেশিরভাগ স্টাফ ডাক্তাররা ছুটি কাটাতে যান, রোগীদের ভাগ্যনির্ধারক হয়ে ওঠে অনভিজ্ঞ তরুণ রেসিডেন্টরা।

প্রায় সকল সার্জনই অপারেটিং রুমে মিউজিক চালিয়ে কাজ করতে পছন্দ করেন। গান চালিয়ে অপারেশন করতে ভালোবাসেন বলে দুজন ডাক্তারের নামই হয়ে গেছে মোৎসার্ট এবং অ্যাক্সল রোজ।

কোনো বিচিত্র কারণে অপারেশনের সময় সবাই কেন জানি ক্ষুধার্ত থাকে এবং তারা শুধু খাবার নিয়ে কথা বলে। এক ডাক্তার এক রোগীর গ্যাংগ্রিন হওয়া ব্লাডার কাটছেন, অপারেশনের মাঝপাথে বলে উঠলেন, 'গত রাতে বার্ডেল্লিতে দারুণ ডিনার খেয়েছি। গোটা স্যান ফ্রান্সিসকোতে সবচেয়ে ভালো ইটালিয়ান খাবার ওরাই রান্না করে।'

'সাইপ্রেস ক্লাবে কাঁকড়ার কেক খেয়েছেন কখনও?'

'ভালো গরুর মাংস খেতে চাইলে ভ্যান নেসের তীরে, হাউজ অফ প্রাইম-এ চলে যাবেন।'

অথচ ওই সময় কোনো নার্স পেশেন্টের গায়ের রক্ত মুছছে।

যখন খাওয়ার আলোচনা হয় না, ওই সময় চলে বেসবল কিংবা ফুটবলের স্কোর নিয়ে গল্প।

'গত রোববারে ফোর্টি নাইনদের খেলা দেখেছ? ওরা জো মন্টানাকে খুব মিস করছিল। সে সবসময় খেলা শেষ হওয়ার দু মিনিট আগে হাজির হত।'

ওই সময় হয়তো তারা অ্যাপেনডিক্স অপারেশন করছে।

অন-কল রুমে, রাত তিনটার দিকে অঘোরে ঘুমাচ্ছে পেগি, ফোনের শব্দ জাগিয়ে দিল ওকে।

ঘ্যাসঘেঁসে একটি কণ্ঠ বলল, 'ডা. টেলর—রুম নম্বর ৪১৯-এ চলে যান—ওখানে এক রোগীর হার্ট অ্যাটাক হয়েছে। জলদি যান!' কেটে গেল লাইন।

বিছানার কোণে বসে রইল পেগি, ঘুম তাড়ানোর প্রাণপণ চেষ্টা করছে, টলমলে পায়ে সিধে হল। চলে এল করিডরে। ওকে জলদি যেতে বলা হয়েছে। কাজেই এলিভেটরের জন্য অপেক্ষা করার অবকাশ নেই। ও দ্রুত সিঁড়ি বাইতে লাগল, ছুটতে ছুটতে চলে এল চতুর্থ তলার ৪১৯ নম্বর রুমে। ওর পাঁজরের গায়ে দড়াম দড়াম বাড়ি খাচ্ছে হৃৎপিণ্ড। ধাক্কা মেরে খুলল দরজা এবং হতবুদ্ধি হয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

৪১৯ নম্বর কক্ষ একটি স্টোরেজ রুম।

ডা. রিচার্ড হাটনের সঙ্গে রাউন্ড দিচ্ছে ক্যাট হান্টার। ডা. হাটনের বয়স চল্লিশের কোঠায়, রূঢ় এবং সবসময় তাড়াহুড়োর মধ্যে থাকেন। কোনো রোগীকেই দু মিনিটের বেশি সময় দেন না, চার্টে দ্রুত একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে সার্জিকাল রেসিডেন্ট মেশিনগানের গুলি ছোড়ার গতিতে নির্দেশ দিয়ে যান।

'ওর হেমোগ্লোবিন চেক করবে এবং কাল অপারেশনে নিয়ে যাবে...'

'টেম্পারেচার চার্টে তীক্ষ্ণ নজর রাখবে...'

'চার ইউনিট রক্তের জন্য ক্রস-ম্যাচ খুঁজে বের করো...'

'সেলাইগুলো খুলে ফেলো...'

'কতগুলো চেস্ট ফিল্ম নিয়ে এসো...'

ক্যাট এবং অন্যান্য রেসিডেন্টরা ডাক্তারের সঙ্গে তাল মিলিয়ে তাঁর সমস্ত হুকুমনামা লিপিবদ্ধ করার চেষ্টা করে।

এক রোগীর কাছে গেল ওরা। সে সাতদিন আগে ভর্তি হয়েছে হাসপাতালে, তীব্র জ্বরের কারণে তারা এককাদা টেস্ট করা হয়েছে। কিন্তু কোনো ফলাফল পাওয়া যায়নি।

ওরা করিডরে বেরিয়ে এসেছে, জানতে চাইল ক্যাট, 'এর ব্যাপারটা কী?'

'এ হল GOK কেস,' জবাব দিল এক রেসিডেন্ট। 'গড ওনলি নোজ। শুধু ঈশ্বর জানেন। আমরা এ লোকের এক্সরে করিয়েছি, CAT স্ক্যান করেছি, MRI, স্পাইনাল ট্যাপ লিভার বায়োপসিসহ, কোনোরকম পরীক্ষাই বাদ দিইনি। জানি না এর কী হয়েছে।'

একটি ওয়ার্ডে ঢুকল ওরা। এক তরুণ রোগীর মাথায় অপারেশন হয়েছে, ব্যান্ডেজ বাঁধা, ঘুমাচ্ছে। ডা. হাটন ছেলেটার মাথার ব্যান্ডেজ খুলতে শুরু করেছেন, জেগে গেল সে। উঠে বসল ধড়মড়িয়ে। 'ক্-কী হয়েছে?'

'চুপচাপ বসে থাকো,' ধমক দিলেন ডা. হাটন। ছেলেটি বসে বসে কাঁপতে লাগল।

আমি আমার কোনো রোগীর সঙ্গে এরকম আচরণ কোনোদিন করব না, মনে মনে বলল ক্যাট।

এরপরের রোগী স্বাস্থ্যবান চেহারার এক বৃদ্ধ। বয়স সত্তরের কোঠায়। ডা. হাটন তার বিছানার দিকে এগিয়েছেন, রোগী চেঁচিয়ে উঠল, '*গনজো!* আমি তোমার বিরুদ্ধে মামলা করব। ইউ ডার্টি সন অভ আ বিচ।'

'শুনুন, মি. স্পারোলিনি...'

'আমাকে মি. স্পারোলিনি বলবে না। তুমি আমাকে খোজা বানিয়ে দিয়েছ।'

'মি. স্পারোলিনি, আপনি নিজেই কিন্তু ভ্যাসেকটমি করতে রাজি হয়েছিলেন এবং—'

'সব আমার স্ত্রীর ষড়যন্ত্র। জাহান্নামে যাক মাগী! দাঁড়াও একবার বাসায় ফিরে নিই।'

ওরা ওখান থেকে বেরিয়ে এল। লোকটা গালিগালাজ করেই চলেছে।

'এর সমস্যাটা কী?' কৌতূহল এক রেসিডেন্টের।

'সমস্যা হল বুড়ো ভাম এ বয়সেও সেক্সের খিদেয় অস্থির। তার তরুণী স্ত্রীর ছয়টা বাচ্চা এবং সে আর সন্তান নিতে চাইছে না।'

এরপরে দশ বছরের একটি বাচ্চা মেয়ে। ডা. হাটন মেয়েটির চার্টে চোখ বুলালেন। 'তোমাকে একটা ইনজেকশন দিলেই সুস্থ হয়ে যাবে।'

সিরিঞ্জে ওষুধ ভরে এক নার্স এগিয়ে গেল মেয়েটির দিকে।

'না!' চিৎকার দিল মেয়েটি। 'তুমি আমাকে ব্যথা দেবে!'

'ব্যথা পাবে না, খুকি,' ভরসা দিল নার্স।

শব্দগুলো কুৎসিত একটি স্মৃতি মনে করিয়ে দিল ক্যাটকে।

'তুমি ব্যথা পাবে না, খুকি...' ভীতিকর আঁধারে কানের কাছে ফিসফিস করে এ কথাগুলোই বলছিল ওর সৎবাপ।

'মজা পাবে তুমি। পা দুটো ফাঁক করো। এসো, ইউ লিটল বিচ! সে পা-জোড়া দুপাশে ফাঁক করে লৌহ কঠিন পুরুষাঙ্গ ঢুকিয়ে দিয়েছিল ওর শরীরে এবং ব্যথায় যাতে চিৎকার করতে না পারে সেজন্য ক্যাটের মুখ চেপে ধরেছিল হাত দিয়ে। তখন ক্যাটের বয়স তেরো। তারপর থেকে সৎবাপ প্রায়ই আসত ওর কাছে। ভয়ংকর দুঃস্বপ্নের মতো ছিল রাতগুলো। 'তুমি ভাগ্যবতী, কারণ কীভাবে 'ফাঁক' করতে হয় তা শেখার জন্য আমার মতো একজন লোককে পেয়েছ।' বলত সে ক্যাটকে। 'ক্যাট নামের অর্থ জানো? ছোট্ট যোনি। আর এ জিনিসটি আমার চাই।' বলেই সে চিৎ করে শুইয়ে ফেলত ক্যাটকে, উঠে আসত গায়ের ওপর। কান্নাকাটি কাকুতি-মিনতি কিছুই তাকে বিরত করত না।

ক্যাটের মা ছিল কাজের বুয়া। ওরা ইন্ডিয়ানার গ্যারিতে থাকত। ওর মা ওদের খুদে অ্যাপার্টমেন্টের কাছের একটি অফিসভবনে রাতে ধোয়ামোছার কাজ করত। ক্যাটের সৎবাপ ছিল বিশালদেহী, ইস্পাতের কারখানায় কাজ করতে গিয়ে দুর্ঘটনায় আহত হয়। বেশিরভাগ সময়ে বাড়িতে বসে মদ গিলত। রাতের বেলা, যখন ক্যাটের মা কাজে যেত, সে ওর ঘরে এসে ঢুকত। 'তুমি তোমার মা কিংবা ভাইকে কিছু বলেছ কী? তোমার ভাইকে আমি খুন করব।' ভয় দেখাত সে ক্যাটকে। *মাইককে আমি খুন হতে দেব না,* মনে মনে বলত ক্যাট। তার ভাই তার চেয়ে পাঁচ বছরের ছোট। আর ভাইকে সে খুবই ভালোবাসত। মায়ের আদরে ভরিয়ে দিত ভাইকে, ওকে সবসময় সবরকম বিপদ থেকে আগলে রাখ, ভাইয়ের ওপরের সমস্ত ঝড়ঝাপটা নিজের গায়ে নিত। ক্যাটের জীবনের একমাত্র অবলম্বন ছিল ভাইটি।

একদিন সকালে, ক্যাট সিদ্ধান্ত নিল মাকে বলে দেবে তার সৎবাপের কুকীর্তি। মা নিশ্চয় এর একটা বিহিত করবে।

'মা, তুমি যখন রাতের বেলা কাজে যাও, তোমার স্বামী এসে আমার ওপর চড়াও হয়।'

মা মেয়ের দিকে এক মুহূর্ত স্থিরদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল, তারপর চড়াৎ করে চড় বসিয়ে দিল গালে।

'নোংরা মেয়ে, সাহস তো কম না, বানিয়ে কথা বলিস!'

ক্যাট এ নিয়ে মাকে আর কোনোদিন অভিযোগ করেনি। ও বাড়ি ছেড়ে পালায়নি শুধুমাত্র মাইকের জন্য। *আমি চলে গেলে ওকে কে দেখবে?* ভাবত ক্যাট। কিন্তু যেদিন ও অন্তঃসত্ত্বা হয়ে পড়ল, পালিয়ে গেল মিনিয়াপলিসে এক খালার বাড়িতে। তারপর থেকে ওর জীবন পুরোটাই বদলে যায়।

'কী ঘটেছে তা আমাকে ব্যাখ্যা করার দরকার নেই,' বললেন সোফি খালা। 'সিসেম স্ট্রিট-এর গানটার কথা মনে আছে? "ইটস নট ইজি বিয়িং গ্রিন?" কালো হয়ে জন্মানোও একটা অপরাধ। তুই দুটো জিনিস করতে পারিস। এক—নিজের সমস্যার কারণে পালিয়ে বেড়িয়ে আর লুকিয়ে থেকে নিজের নিয়তির জন্য পৃথিবীকে দুষতে পারিস। অথবা মেরুদণ্ড খাড়া করে দাঁড়িয়ে গুরুত্বপূর্ণ মানুষ হওয়ার শপথ নিতে পারিস।'

'কিন্তু কাজটা আমি করব কীভাবে?'

'নিজেকে জানতে হবে। জানতে হবে যে তুই একজন গুরুত্বপূর্ণ মানুষ। প্রথমে মনের মধ্যে একটি ছবি খাড়া করাতে হবে যে আসলে তুই কী হতে চাস। তারপর কাজে নেমে পড়বি ওই ব্যক্তিটি হওয়ার জন্য।'

'আমি ওই লোকটার সন্তানের মা হতে চাই না,' বলল ক্যাট। 'আমি অ্যাবরশন করাতে চাই।'

এক হপ্তার মধ্যে, চুপচাপ সব ব্যবস্থা হয়ে গেল, গর্ভপাতের দায়িত্ব নিলেন সাফি খালার এক ধাত্রী বান্ধবী। অ্যাবরশন করানোর পরে রাগে ফুঁসতে ফুঁসতে ক্যাট সিদ্ধান্ত নিল *আর কোনোদিন কোনো পুরুষকে আমার শরীর স্পর্শ করতে দেব না। কোনোদিন না!*

মিনিয়াপোলিস ক্যাটের জন্য যেন এক রূপকথার রাজ্য। অল্প কয়েকটি ব্লকের মধ্যে প্রায় প্রতিটি বাড়ির সামনে ঝলমল করছে লেক, ঝর্না এবং নদী। দৃষ্টিনন্দন পার্ক রয়েছে আট হাজার একর জুড়ে। ও নৌকা চড়ে লেক-ভ্রমণে গেল, মিসিসিপি ঘুরল বোট নিয়ে।

সোফি খালার সঙ্গে গ্রেট জু ঘুরে এল ক্যাট, রোববারগুলো কাটল ভ্যালিফেয়ার অ্যামিউজমেন্ট পার্কে। সিডার ক্রিক ফার্মে খড়ের কাদায় উঠল, শাকোপি রেনেসাঁ ফেস্টিভ্যালে বর্ম-পরা নাইটদের যুদ্ধ উপভোগ করল।

সোফি খালা ক্যাটের উচ্ছ্বাস দেখে মনে মনে ভাবেন, *বেচারির জীবনে শৈশব বলে কিছু ছিল না।*

নিজেকে নিয়ে বিনোদিত হতে শিখছিল ক্যাট, তবে সোফি খালা বুঝতে পারছিলেন তার ভাগ্নির ভেতরে এমন একটি জায়গা আছে যেখানে কারও পৌঁছানোর সাধ্য নেই। সে এমন এক বাধার প্রাচীর তুলে রেখেছে যাতে কেউ আর তাকে আঘাত করতে না পারে।

স্কুলে বন্ধু বানিয়ে ফেলল ক্যাট। তবে ছেলেবন্ধু নয়, মেয়েবন্ধু। তার বান্ধবীরা সবাই ডেটিং করে, ক্যাট ছাড়া। কেন সে ডেটিং করে না তা গলা উঁচিয়ে বলতে বরং গর্বই অনুভব করে ক্যাট।

স্কুল কিংবা বইপড়ার প্রতি তেমন একটা আগ্রহ ছিল না ক্যাটের। সোফি খালা ওর ভেতরে বইয়ের প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি করলেন। তাঁর ঘরভর্তি বই। বইগুলো কিশোরী মেয়েটিকে দেখিয়ে বললেন, 'এখানে দারুণ একটি জগৎ আছে। বই পড়ো, তাহলে জানতে পারবে তুমি কোত্থেকে এসেছ এবং কোথায় যাচ্ছ। আমার মনে হচ্ছে একদিন তুমি খুব বড় হবে, সোনা। তবে সেজন্য আগে পড়াশোনাটা শেখা চাই। এ হল আমেরিকা। এখানে তুমি যা হতে চাও তাই হতে পারবে। তুমি কালো এবং গরিব হতে পারো, কিন্তু আমাদের কয়েকজন কংগ্রেস সদস্যও তো কৃষ্ণাঙ্গি, বিখ্যাত কালো মানুষদের তালিকার মধ্যে আছেন মুভি তারকা, বিজ্ঞানী এবং খেলোয়াড়। একদিন আমাদের দেশের প্রেসিডেন্ট হবেন একজন কৃষ্ণাঙ্গ মানুষ। তুমি যা-খুশি হতে চাও তা-ই হতে পারবে। তবে পুরো ব্যাপারটাই নির্ভর করছে তোমার নিজের ওপর।'

ওটা ছিল শুরু।

ক্লাসের সেরা ছাত্রীর জায়গাটা দখল করল ক্যাট। সে একজন বুভুক্ষু পাঠিকা। একদিন স্কুল লাইব্রেরিতে ঘটনাক্রমে ওর হাতে উঠে এল সিনক্লেয়ার লুইসের *অ্যারোস্মিথ* বইখানা। নিবেদিতপ্রাণ এক তরুণ ডাক্তারের গল্প পড়ে রীতিমতো অভিভূত হয়ে গেল সে। পড়ল অ্যাগনেস কপারের *প্রমিজেস টু কিপ* এবং ডা. এলসি রো'র *উওম্যান সার্জন।* শেষের বইটি তার জন্য নতুন একটি ভুবন উন্মোচন করে দিল। সে আবিষ্কার করল এ পৃথিবীতে অনেক মানুষ আছে যারা অন্যদেরকে সাহায্য করার জন্য, অন্যদের জীবন বাঁচাতে নিজেদেরকে উৎসর্গ করেছে।
একদিন ক্যাট স্কুল থেকে বাড়ি ফিরে সোফি খালাকে বলল, 'আমি ডাক্তার হব। খুব বিখ্যাত ডাক্তার।'

চার

সোমবার সকালে, পেগির তিনজন রোগীর চার্ট অকস্মাৎ উধাও হয়ে গেল। এজন্য দোষারোপ করা হল ওকে।

বুধবার ভোর চারটার সময় অন-কল রুমে টেলিফোনের শব্দে জেগে গেল পেগি। ঘুমজড়িত কণ্ঠে ফোন তুলল সে। 'ডা. টেলর বলছি।'

নীরবতা।

'হ্যালো...হ্যালো।'

লাইনের অপর প্রান্তে নিশ্বাস ফেলার শব্দ শুনল পেগি। তারপর ক্লিক আওয়াজ। রেখে দেয়া হয়েছে ফোন।

বাকি রাতটা আর ঘুম হল না ওর।

সকালে ক্যাটকে পেগি বলল, 'হয় আমি পাগল হয়ে যাচ্ছি নতুবা কেউ আমার প্রতি প্রবল ঘৃণায় এসব কাণ্ড ঘটাচ্ছে।' কী ঘটেছে সব ব্যাখ্যা করল ক্যাটকে।

'রোগীরা মাঝে মাঝে ডাক্তারদের প্রতি প্রতিহিংসাপরায়ণ হয়ে ওঠে,' বলল ক্যাট। 'তোমার কি মনে হয় যে এরকম...?'

দীর্ঘশ্বাস ফেলল পেগি, 'এরকম রোগীর অভাব নেই।'

'এ নিয়ে চিন্তা করার কিছু নেই।'

ক্যাটের কথাটা বিশ্বাস করতে চাইল পেগি। কিন্তু পারল না।

গ্রীষ্মের শেষাশেষি চলে এল জাদুর টেলিগ্রামটি। গভীর রাতে পেগি বাড়ি ফিরে দেখল ওর জন্য অপেক্ষা করছে টেলিগ্রাম। ওতে লেখা : 'রোববার দুপুরে স্যানফ্রান্সিসকো পৌঁছাচ্ছি। তোমাকে দেখার তর সইছে না। ভালোবাসা, আলফ্রেড।'

অবশেষে ও পেগির কাছে আসছে! বারবার টেলিগ্রামটি পড়ল পেগি, প্রতিবারই বৃদ্ধি পেল উত্তেজনা। *আলফ্রেড!* ওর নামটা মনে করিয়ে দিল অনেক উত্তেজক স্মৃতি...

পেগি এবং আলফ্রেড একসঙ্গে বড় হয়ে উঠেছিল। ওদের বাবারা WHO'র ডাক্তার ছিলেন। তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোতে তাদেরকে যেতে হত, নানান মারাত্মক রোগের চিকিৎসা করতেন। পেগি এবং তার মা ডা. টেলরের সঙ্গে সব জায়গায় যেত। চিকিৎসক দলের নেতৃত্ব দিতেন তিনি।

পেগি এবং আলফ্রেডের শৈশব চমৎকার কেটেছে। ভারতে গিয়ে হিন্দি শিখেছিল পেগি। দুবছর বয়সে সে জেনে যায় বাঁশের যে কুটিরে ওরা বসবাস করে তার নাম 'বাসা'। তার বাবা হলেন 'গোরা সাহেব' বা শাদা মানুষ আর সে 'নানি' বা ছোট বোন। ওরা ওর বাবাকে 'আবাধান', নেতা বা 'বাবা' (পিতা) বলে সম্বোধন করত।

বাবা-মা কাছে-পিঠে না থাকলে পেগি ভাংরা পান করত। হাশিসের পাতা দিয়ে তৈরি দেশী মদ। সঙ্গে ঘিয়ে ভাজা চাপাতি খেত।

এরপরে ভারত থেকে ওরা চলে আসে আফ্রিকায়। সে আরেক অ্যাডভেঞ্চার!

কুমির আর জলহস্তিতে ভরা নদীতে সাঁতার কাটত পেগি এবং আলফ্রেড। ওরা পুষত জেব্রা শিশু, চিতাবাঘের বাচ্চা আর সাপ। জানালাবিহীন বাঁশের কুটিরে থাকত ওরা। কুটিরের মেঝে নোংরা, ছাদ ছিল মোচাকৃতির। *একদিন,* মনে মনে বলত পেগি, *আমি সত্যিকারের একটি বাড়িতে থাকব, একটি সুন্দর কটেজে যেখানে থাকবে চমৎকার সবুজ লন এবং চারপাশটা শাদা রঙের বেড়া দিয়ে ঘেরা।*

ডাক্তার এবং নার্সদের জন্য আফ্রিকার জীবন ছিল নিরানন্দ, হতাশার। কিন্তু ওই দুই শিশুর জন্য জীবন ছিল নিরন্তর অ্যাডভেঞ্চারের। তারা বাস করত সিংহ, জিরাফ এবং হাতি-পরিবেষ্টিত একটি দেশে, যেখানে রোমাঞ্চের কোনো কমতি নেই। ওরা প্রাগৈতিহাসিক চেহারার স্কুলে যেত, তা-ও যাওয়ার সুযোগ না হলে বাড়িতে গৃহশিক্ষক রেখে পড়াশোনা করত।

পেগি ছাত্রী হিসেবে খুবই ভালো ছিল, ওর মন যেন স্পঞ্জের মতো, শুষে নেয় সবকিছু। আলফ্রেড ওকে খুব পছন্দ করত।

'আমি বড় হয়ে তোমাকে বিয়ে করব, পেগি,' বলেছিল আলফ্রেড। তখন তার বয়স চোদ্দ, পেগি বারো।

'আমিও তোমাকে বিয়ে করব, আলফ্রেড।'

নিজেদের সম্পর্কের ব্যাপারে খুব সিরিয়াস ছিল ওরা, একত্রে বাকি জীবন কাটাতে ছিল সংকল্পবদ্ধ।

বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার ডাক্তাররা ছিলেন নিঃস্বার্থ সেবক, নিজেদের কাজে মনপ্রাণ উৎসর্গ করে দিয়েছিলেন। হামেশাই প্রায় অসম্ভব পরিস্থিতির মধ্যে তাঁদের কাজ করতে হত। আফ্রিকায় *ওগেশাদের* সঙ্গে তাঁদের প্রতিযোগিতা করতে হতো। ওগেশারা হল স্থানীয় ওঝা বা বৈদ্য, তরা বংশপরম্পরায় প্রাগৈতিহাসিক চিকিৎসা করে আসছে। আর এদের চিকিৎসা প্রায়ই মারাত্মক বিপর্যয় ডেকে আনত। মাংসের ক্ষত নিরাময়ের জন্য মাসাইদের ঐতিহ্যগত চিকিৎসা ছিল গরুর রক্ত, কাঁচা মাংস এবং রহস্যময় গাছের শিকড়ের নির্যাস দিয়ে তৈরি ওষুধ।

কিব্যুউরা স্মলপক্সে আক্রান্ত বাচ্চাদের গুটিবসন্তের চিকিৎসা করত তাদের গায়ে ঝাড়ু মেরে।

‘এসব বন্ধ করো,’ ডা. টেলর বলতেন ওদেরকে। ‘এরকম চিকিৎসা করে কোনো লাভ হবে না।’

‘আমাদের চামড়ায় আপনারা যে ধারালো সুঁই ঢুকিয়ে দেন তারচেয়ে এ চিকিৎসা অনেক ভালো।’ বলত তারা।

সার্জারির জন্য গাছের নিচে পাতা হত টেবিল। ডাক্তাররা একদিনে শতাধিক রোগী দেখতেন, আর রোগীদের লম্বা লাইন থাকত সবসময়ই। এদের মধ্যে ছিল কুষ্ঠ রোগী, যক্ষ্মা রোগী, হুপিং কাশি, গুটিবসন্ত এবং ডিসেন্ট্রির রোগী।

পেগি এবং আলফ্রেড ছিল অবিচ্ছেদ্য। বড় হওয়ার পরে তারা গ্রাম থেকে মাইল দূরে বাজারে যেত একসঙ্গে। নিজেদের ভবিষ্যৎ নিয়ে কথা বলত।

পেগির শৈশব এবং কৈশোরের সঙ্গে জড়িয়ে ছিল ওষুধের গন্ধ। সে ছোটবেলা থেকেই অসুস্থ মানুষের সেবা করতে শিখেছে, জানত কীভাবে ইনজেকশন দিতে হয়, খাওয়াতে হয় ওষুধ। সে তার বাবাকে নানানভাবে সাহায্য করত।

পেগি তার বাবাকে খুব ভালোবাসত। কুট টেলরের মতো হৃদয়বান, নিঃস্বার্থ মানুষ জীবনে দেখেনি সে। তিনি আক্ষরিক অর্থেই মানুষজন পছন্দ করতেন। তাঁকে যাদের প্রয়োজন, সেই লোকগুলোর জন্য নিজেকে উৎসর্গ করে দিয়েছিলেন ডা. টেলর। আর এ প্যাশনটা গেঁথে দিয়েছিলেন পেগির মাঝে। দীর্ঘসময় কাজ করার পরেও মেয়েকে সঙ্গ দিতেন ডা. টেলর। জরাজীর্ণ বাড়ির আরাম ও স্বাচ্ছন্দ্যহীন জীবনটাকেও মজায় ভরিয়ে দিতে কসুর করতেন না।

পেগির সঙ্গে তার মায়ের সম্পর্ক বাপের মতো অতটা ঘনিষ্ঠ ছিল না। ওর মা ছিলেন বড়লোকের সুন্দরী মেয়ে। নিজের ঔদাসীন্য তাঁর কাছ থেকে মেয়েকে দূরে সরিয়ে দিয়েছিল। একজন ডাক্তার যিনি দূরদূরান্তে কাজ করেন, তাঁকে বিয়ে করাটা পেগির মা’র কাছে শুরুতে রোমান্টিক মনে হলেও কর্কশ বাস্তবতা তাঁর মন তিক্ত করে তোলে। পেগির মা’র মধ্যে আন্তরিকতা ছিল না, ছিল না উষ্ণতা, বরং সারাক্ষণ স্বামীকে নানান অনুযোগে ত্যক্ত-বিরক্ত করে তুলতেন।

‘তুমি ঈশ্বর পরিত্যক্ত এ জায়গায় মরতে কেন এলে, কুট?’

‘এখানকার মানুষজন জানোয়ারের মতো বাস করে। কবে না-জানি ওদের ভয়ংকর রোগগুলোয় আমরা আক্রান্ত হয়ে পড়ি!’

‘আমেরিকায় অন্যান্য ডাক্তারদের মতো প্র্যাকটিস করে টাকা কামাচ্ছ না কেন তুমি?’

এরকম অভিযোগ চলত নিরন্তর।

মা বাবার যত সমালোচনা করতেন, নিন্দা করতেন; বাবার প্রতি পেগির ভালোবাসা ততোই বৃদ্ধি পেত।

পেগির বয়স যখন পনেরো, তার মা ব্রাজিলের এক কোকো-ব্যবসায়ীর হাত ধরে পালিয়ে গেলেন।

'মা আর ফিরছে না, তাই না বাবা?' জিজ্ঞেস করল পেগি।

'না, সোনা। এজন্য আমি দুঃখিত।'

'তবে আমি খুশি!' একথাটা ঠিক বলতে চায়নি পেগি, কিন্তু মুখ ফস্কে বেরিয়ে এসেছিল। মা তার বাবা এবং তাকে ভালোবাসত না এবং ওদেরকে ছেড়ে চলে গেছে, এ ব্যাপারটা খুব আঘাত করেছিল ওকে।

মা বাড়ি ছেড়ে চলে যাওয়ার পরে আলফ্রেডের দিকে আরও বেশি ঝুঁকে পড়ল পেগি। ওরা সারাক্ষণ একত্রে থাকে, খেলা করে, ঘুরতে যায়, নিজেদের স্বপ্নগুলো শেয়ার করে।

'বড় হয়ে আমিও ডাক্তার হব,' বলে আলফ্রেড।

'আমরা বিয়ে করব এবং একসঙ্গে কাজ করব।'

'আমাদের অনেকগুলো বাচ্চা হবে।'

'নিশ্চয়। তুমি যদি চাও।'

পেগির ষোড়শতম জন্মদিনের রাতে, ওদের তীব্র আবেগী অন্তরঙ্গতায় এক নতুন মাত্রার বিস্ফোরণ ঘটল। পূর্ব আফ্রিকার এক ক্ষুদ্র গাঁয়ে, ডাক্তাররা জরুরি কলে দূরে গিয়েছিলেন, কারণ ওখানে মহামারীর মতো ছড়িয়ে পড়ছিল রোগ। তাঁবুতে ছিল শুধু পেগি, আলফ্রেড এবং এক রাঁধুনি।

ডিনার শেষে যে-যার বিছানায় শুতে গেল ওরা। মাঝরাতে পশুর পদভারে কম্পিত মাটি আর খুরের দূরাগত শব্দ ঘুম ভাঙিয়ে দিল পেগির। ও বিছানায় শুয়ে রইল, খুরের আওয়াজ ক্রমে কাছিয়ে আসছে, ভয়ে বুক ধড়ফড় শুরু হয়ে গেল। নিশ্বাস পড়তে লাগল দ্রুত। বাবা তাঁর সঙ্গীসাথিদের নিয়ে কখন ফিরবেন তার ঠিক নেই।

বিছানায় উঠে বসল পেগি। আলফ্রেডের তাঁবু কয়েক হাত দূরেই। ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে সিধে হল ও, তাঁবুর পর্দা তুলে একছুটে চলে এল আলফ্রেডের তাঁবুতে।

ঘুমাচ্ছে আলফ্রেড।

'আলফ্রেড!'

চকিতে জেগে গেল আলফ্রেড। 'পেগি! কী হয়েছে?'

'আমার ভয় লাগছে। তোমার কাছে একটু শুই?'

'অবশ্যই।' ওরা পাশাপাশি শুয়ে থাকল, শুনছে জঙ্গলে জানোয়ারদের ছোটাছুটির শব্দ।

কিছুক্ষণ পরে মিলিয়ে গেল আওয়াজ।

এতক্ষণে আলফ্রেড সচেতন হয়ে উঠল। ওর পাশে উষ্ণ, নরম, তুলতুলে শরীর নিয়ে শুয়ে আছে পেগি।

'পেগি, এখন তোমার তাঁবুতে যাও।'

পেগি টের পেল ওর শরীরে শক্ত হয়ে ঠেকে আছে আলফ্রেডের পুরুষাঙ্গ।

শারীরিক যে তৃষ্ণাটা জেগে উঠেছিল ওদের মাঝে, এবারে সেটা তীব্রতর হয়ে উঠল।

'আলফ্রেড।'

'উঁ,' ওর কণ্ঠ খসখসে।

'আমরা তো বিয়ে করব, তাই না?'

'হ্যাঁ।'

'তাহলে সব ঠিক আছে।'

ওদেরকে ঘিরে থাকা জনভূমির সমস্ত শব্দ অদৃশ্য হয়ে গেল, ওরা একে অন্যকে আবিষ্কার করতে শুরু করল, এমন এক জগতে প্রবেশ করল যেখানে ওরা দুজন ছাড়া আর কেউ বা কারও অস্তিত্ব নেই। ওরা যেন পৃথিবীর প্রথম প্রেমিক-প্রেমিকা, আর এ অসাধারণ ঘটনাকে ওরা স্মরণীয় করে রাখতে চাইছে।

ভোরবেলায় তৃপ্ত ও সুখী মনে তাঁবুতে ফিরে এল পেগি। *আমি এখন একজন পূর্ণাঙ্গ নারী,* মনে মনে বলল ও।

কুট রাসেল মাঝে মাঝেই মেয়েকে আমেরিকা চলে যেতে পরামর্শ দেন। শিকাগোর উত্তরে, ডিয়ারফিল্ডে কুটের ছোটভাই থাকেন চমৎকার একটি বাড়ি নিয়ে।

'কেন যেতে বলছ?'

'তাহলে তুমি পড়ালেখা শিখে পারফেক্ট একজন তরুণী হতে পারবে।'

'আমি পারফেক্ট একজন তরুণীই আছি।'

'পারফেক্ট তরুণীরা বানরদের ভ্যাংচায় না কিংবা জেব্রাশিশুদের পিঠে চড়ার চেষ্টা করে না।'

বরাবরের মতো একই জবাব দিল পেগি। 'আমি তোমাকে ছেড়ে কোথাও যাব না।'

পেগির বয়স তখন সতেরো, বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার দলটি দক্ষিণ আফ্রিকার জঙ্গলাকীর্ণ এক গাঁয়ে গেল টাইফয়েড রোগীদের চিকিৎসা করতে। ওখানে মহামারীর আকারে ছড়িয়ে পড়েছিল রোগটি। ডাক্তাররা ও গাঁয়ে আসার কিছুদিন পরে, স্থানীয় দুই উপজাতির মধ্যে সংঘর্ষের কারণে পরিস্থিতি আরও জটিল হয়ে উঠল। কুট টেলরকে গাঁ ছেড়ে চলে আসার পরামর্শ দেয়া হল।

'ঈশ্বরের দোহাই বলছি পারব না। এখানে এমন সব রোগী আছে যাদেরকে ছেড়ে চলে গেলে তারা মারা যাবে।'

চারদিন পরে পেগির গাঁ আক্রান্ত হল। পেগিকে নিয়ে তার বাবা কুটিরে গুটিশুটি মেরে বসে রইলেন, বাইরে থেকে ভেসে আসছে রণহুংকার আর গুলির আওয়াজ।

ভয়ে মুখ শুকিয়ে গেছে পেগির। 'ওরা আমাদেরকে মেরে ফেলবে।'

বাবা মেয়েকে জড়িয়ে ধরলেন। 'মারবে না, সোনা। আমরা এখানে এসেছি ওদেরকে সাহায্য করতে। ওরা জানে আমরা ওদের বন্ধু।'

তিনি ঠিক কথাই বলেছিলেন।

এক উপজাতি সর্দার হঠাৎ কয়েকজন যোদ্ধা নিয়ে তড়িৎগতিতে প্রবেশ করল পেগিদের কুটিরে। 'ভয় নেই। আমরা আপনাদেরকে পাহারা দেব।' এবং ওরা পেগি এবং তার বাবার কোনো ক্ষতি হতে দিল না।

যুদ্ধ এবং গোলাগুলি অবশেষে থেমে গেল। পরদিন সকালে একটি সিদ্ধান্ত নিলেন কুট টেলর।

ছোটভাইয়ের কাছে খবর পাঠালেন তিনি : *পেগিকে পরের প্লেনে পাঠিয়ে দিচ্ছি। পরে টেলিগ্রামে বিস্তারিত জানাব। প্লিজ, ওকে এয়ারপোর্টে নিতে এসো।*

খবর শুনে রেগে কাঁই পেগি। কাঁদতে কাঁদতে চোখ ফুলিয়ে ফেলল সে। বাবা তাকে নিয়ে ক্ষুদ্র, ধূলিধূসর এয়ারপোর্টে এলেন। ওখানে তার জন্য ছোট একটি পাইপার কাব অপেক্ষা করছিল। এ প্লেনে চড়ে জোহানেসবার্গে যাবে পেগি।

'তুমি আমাকে জোর করে পাঠিয়ে দিচ্ছ, কারণ তুমি আর আমাকে ভালোবাসো না,' ফোঁপাতে ফোঁপাতে বলল পেগি। 'আমাকে তাড়িয়ে দিচ্ছ।'

মেয়েকে বুকে টেনে নিলেন বাবা। 'তোকে আমি আমার জীবনের চেয়েও ভালোবাসি, খুকি। তোকে প্রতিটি মুহূর্ত আমি মিস করব। তবে আমি কিছুদিনের মধ্যেই আমেরিকা ফিরছি। তখন আবার আমরা একত্রিত হব।'

'প্রমিজ?'

'প্রমিজ।'

আলফ্রেডও এসেছিল পেগিকে বিদায় জানাতে।

'চিন্তা কোরো না,' বলল সে প্রেমিকাকে। 'আমি যত দ্রুত সম্ভব তোমার কাছে চলে আসব। আমার জন্য অপেক্ষা করবে তো?'

এতদিন পরে এরকম বোকার মতো প্রশ্ন করার মানে হয় না।

'অবশ্যই করব।'

তিনদিন পরে শিকাগোর ও'হারে বিমানবন্দরে অবতরণ করল পেগির উড়োজাহাজ। পেগির ছোটচাচা রিচার্ড এলেন ভাতিজিকে বাড়ি নিয়ে যেতে। পেগি ছোটচাচাকে এই প্রথম দেখল। শুনেছে চাচা খুব ধনী মানুষ। বিপত্নীক। তাঁর স্ত্রী গত হয়েছেন বেশ ক'বছর আগে। 'ও-ই আমাদের পরিবারের একমাত্র সফল মানুষ,' বাবা সবসময় বলতেন কথাটা।

চাচার প্রথম কথাটাই স্তম্ভিত করে তুলল পেগিকে। 'তোমাকে বলতে খুব খারাপ লাগছে, পেগি, তবু না বলে পারছি না। এইমাত্র খবর পেয়েছি স্থানীয় বিদ্রোহীদের হাতে খুন হয়ে গেছেন তোমার বাবা।'

মুহূর্তে পেগির পৃথিবী ভেঙে খানখান। ব্যথাটা এমনই তীব্র, শোকটাও সামলাতে পারবে কিনা ভেবে সন্দেহ হল। তবু মনে মনে শপথ নিল *আমার চোখের পানি দেখতে দেব না ছোটচাচাকে। আমার চলে আসা মোটেই উচিত হয়নি। আমি আবার ফিরে যাচ্ছি ওখানে।*

এয়ারপোর্ট থেকে চাচার বাড়ি ফিরছে পেগি, জানালা দিয়ে দেখছে বিকট যানজট।

'আই হেইট শিকাগো।'

'কেন, পেগি?'

'কারণ এ শহর একটা জঙ্গল।'

পেগিকে আফ্রিকায় ফিরে যেতে দিলেন না রিচার্ড, বাবার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় যোগ দিতে চাইবার কথা বলেও লাভ হল না। খুব রাগ হল পেগির।

চাচা ওকে বোঝানোর চেষ্টা করলেন। 'পেগি, তোমার বাবাকে ওরা আগেই কবর দিয়ে ফেলেছে। ওখানে ফিরে যাওয়ার কোনো মানে নেই।'

মানে আছে : *ওখানে আলফ্রেড রয়েছে।*

পেগি শিকাগো আসার দিন কয়েক পরে ওর ছোটচাচা ওকে নিয়ে বসলেন ওর ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা ঠিক করার জন্য।

'কর্মপন্থা ঠিক করার কিছু নেই,' চাচাকে জানাল পেগি। 'আমি ঠিক করেই রেখেছি যে আমি ডাক্তার হব।'

একুশ বছর বয়সে, কলেজ শেষ করার পরে পেগি গোটা দশেক মেডিকেল স্কুলে ভর্তির জন্য আবেদনপত্র পাঠাল, সবগুলো স্কুল ওকে ভর্তি করার জন্য আগ্রহ দেখাল। বোস্টনের একটি স্কুল পছন্দ করল পেগি।

জায়ারে, আলফ্রেডের সঙ্গে ফোনে যোগাযোগ করতে দুদিন সময় লেগে গেল পেগির, সে ওখানে WHO'র ইউনিটের সঙ্গে পার্টটাইম কাজ করছে।

পেগির খবর শুনে আলফ্রেড মন্তব্য করল, 'চমৎকার খবর, ডার্লিং। আমার মেডিকেল কোর্স প্রায় শেষ। WHO'র সঙ্গে আরও কিছুদিন থাকব তারপর তুমি আর আমি মিলে একসঙ্গে প্র্যাকটিস শুরু করে দেব।'

একসঙ্গে। জাদুময় একটা শব্দ।

'পেগি, তোমাকে দেখার জন্য আমি পাগল হয়ে আছি। কয়েকদিনের ছুটি ম্যানেজ করতে পারলে হাওয়াইতে আমার সঙ্গে দেখা করতে আসতে পারবে?'

জবাব দিতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা করল না পেগি। 'পারব।'

ওরা হাওয়াইতে সাক্ষাৎ করল। লম্বা সফর করতে আলফ্রেডের নিশ্চয় অনেক কষ্ট হয়েছে, পরে চিন্তা করেছে পেগি। কিন্তু আলফ্রেড কষ্টের কথা একবারও বলেনি।

সানি কোও নামে হাওয়াই'র ছোট একটি হোটেলে অবিশ্বাস্য তিনটি দিন কাটাল

পনা। এক সেকেন্ডের জন্যেও একে অন্যের কাছছাড়া হল না। পেগি ভাবছিল আলফ্রেডকে বোস্টনে যেতে বলবে কিনা। কিন্তু কথাটা নিতান্তই স্বার্থপরের মতো হয়ে যাবে ভেবে চুপ করে থাকল। বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থায় আলফ্রেড যে কাজ করছে তা অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ।

হোটেলে শেষদিনে, ওরা জামাকাপড় পরছে, পেগি জানতে চাইল, 'ওরা তোমাকে কোথায় পাঠাবে, আলফ্রেড?'

'গাম্বিয়া অথবা বাংলাদেশে।'

ও ওই দেশগুলোতে যাবে মানুষের জীবন রক্ষা করার জন্য। ওই মানুষগুলোর আলফ্রেডকে সাংঘাতিক দরকার। প্রেমিককে শক্ত করে জড়িয়ে ধরে রইল পেগি, চোখ বোজা। ওকে কোথাও যেতে দিতে ইচ্ছে করছে না।

পেগির মনের কথাটা যেন পড়তে পারল আলফ্রেড।

'আমি তোমাকে ছেড়ে কোথাও যাব না। তোমাকেও কোথাও যেতে দেব না।'

মেডিকেল স্কুলে পেগির ক্লাস শুরু হয়ে গেল। আলফ্রেডের সঙ্গে প্রতিদিন ফোনে কথা হয় ওর। পেগির জন্মদিনে এবং ক্রিসমাসে শুভেচ্ছা জানাল আলফ্রেড। নতুন বছর শুরু হওয়ার ঠিক আগে আগে, পেগির তখন স্কুলে দ্বিতীয় বর্ষ চলছে, ফোন করল আলফ্রেড।

'পেগি।'

'ডার্লিং। কোথায় তুমি?'

'সেনেগাল। হিসেব করে দেখেছি জায়গাটা সান কোভ হোলে থেকে ৮৮০ মাইল দূরে।'

কথাটা বুঝে উঠতে এক মিনিট সময় নিল পেগি।

'তুমি বলতে চাইছ...?'

'নিউ ইয়ার্স ইভ-এ হাওয়াইতে আসতে পারবে?'

'ওহ্, ইয়েস! ইয়েস!'

পেগির সঙ্গে মিলতে প্রায় আধা দুনিয়া ঘুরে আসতে হল আলফ্রেডকে। এবারের জাদুটা আরও শক্তিশালী। সময় দুজনের জন্যেই স্থির হয়ে রইল।

'আগামী বছর ফুল-ডাক্তার হিসেবে WHO-তে যোগ দিচ্ছি আমি,' জানাল আলফ্রেড। 'তোমার পড়াশোনা শেষ হলেই আমরা বিয়েটা সেরে ফেলতে চাই...'

আরও একবার একত্রিত হওয়ার সুযোগ পেল ওরা। তবে যখন সাক্ষাৎ করা সম্ভব হল না, নিয়মিত চিঠিপত্র আদানপ্রদান চলল।

ওই বছরগুলো তৃতীয় বিশ্বের নানান দেশে ডাক্তার হিসেবে কাজ করল আলফ্রেড ঠিক যেমন পেগির বাবার মতো। অবশেষে আলফ্রেড আসছে পেগির কাছে।

আলফ্রেডের টেলিগ্রাম পঞ্চমবারের মতো পড়ছে পেগি, আর ভাবছে *ও স্যানফ্রান্সিসকো আসছে!*

ক্যাট এবং হানি ওদের বেডরুমে, ঘুমাচ্ছে। পেগি ওদের ধাক্কা মেরে ঘুম ভাঙাল। 'আলফ্রেড আসছে! ও আসছে! রোববার চলে আসবে।'

'বেশ,' বিড়বিড় করল ক্যাট। 'তাহলে রোববার জাগিয়ে দিও, কেমন? মাত্র চোখটা লেগে এসেছিল।

হানির উৎসাহ বেশি। সে বিছানায় উঠে বসে বলল, 'দারুণ খবর! ওকে দেখার জন্য আর তর সইছে না আমার। কতদিন ধরে ওর সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ নেই তোমার?

'দুবছর,' জবাব দিল পেগি। 'তবে যোগাযোগ সবসময়ই ছিল।'

'তুমি ভাগ্যবতী,' দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল ক্যাট। 'ঘুমের তো বারোটা বাজিয়েছ। এখন এক কাপ কফি খেতে হবে।'

তিনজনে কিচেনের টেবিলে গিয়ে বসল।

'আলফ্রেডের সম্মানে একটা পার্টি দিই না কেন?' প্রস্তাব দিল হানি। 'ব্যানারে লেখা থাকবে : বরকে সুস্বাগতম।'

'মন্দ হয় না,' সায় দিল ক্যাট।

'সত্যিকারের সেলিব্রেশন করব আমরা। কেক কাটব, বেলুন ঝোলাব দরজায়—দারুণ হবে!'

'ওর জন্য ডিনার বানাব,' বলল হানি।

মাথা নাড়ল ক্যাট। 'তোমার রান্না খেয়েছি আমি। এরচেয়ে বাইরে থেকে খাবার নিয়ে আসাই মঙ্গল।'

রোববারের বাকি আর চারদিন। ওরা এ ক'দিন ধরে শুধু আলফ্রেডের গল্পই করল। মিরাকলই বলতে হবে, রোববার ওদের তিনজনেরই অফ ডিউটি।

শনিবার বিউটি সেলুনে গেল পেগি। দোকান থেকে কিনে নিয়ে এল নতুন ড্রেস।

'আমাকে ভালো লাগছে তো? আলফ্রেডের পছন্দ হবে?'

'দারুণ লাগছে তোমাকে!' বলল হানি। 'তোমার মতো মেয়ে পেয়েছে আলফ্রেড স্রেফ ভাগ্যের জোরে।'

হাসল পেগি। 'আসলে আমিই ওকে ভাগ্যের জোরে পেয়েছি। ওকে তোমার খুব পছন্দ হবে, দেখো। হি ইজ ফ্যান্টাস্টিক!'

রোববার ডাইনিং টেবিল সাজানো হল দোকান থেকে কিনে আনা দামি লাঞ্চ দিয়ে। সঙ্গে রইল বরফশীতল শ্যাম্পেন। তিন নারী অস্থিরচিত্তে অপেক্ষা করছে আলফ্রেডের জন্য।

বেলা দুটোর সময় বেজে উঠল ডোরবেল। পেগি ছুটে গেল দরজা খুলতে। আলফ্রেড। একটু ক্লান্ত লাগছে ওকে, অল্প শুকিয়ে গেছে। তবে এ ওরই আলফ্রেড। আলফ্রেডের পাশে দাঁড়িয়ে আছে ৩০/৩২ বছরের এক কৃষ্ণকেশী।

'পেগি!' চিৎকার দিল আলফ্রেড।

পেগি ওকে জড়িয়ে ধরল। তারপর ফিরল ক্যাট এবং হানির দিকে। গর্বের সুরে ঘোষণা করল : এ হল আলফ্রেড টার্নার। আলফ্রেড, এরা আমার রুমমেট হানি ট্যাফট এবং ক্যাট হান্টার।'

'পরিচিত হয়ে খুশি হলাম,' বলল আলফ্রেড। পাশে দাঁড়ানো মহিলার দিকে ফিরল। 'আর এ হল ক্যারেন টার্নার। আমার স্ত্রী।'

তিন নারী বরফের মতো জমে গেল।

পেগি ধীরে ধীরে বলল, 'তোমার স্ত্রী!'

'হ্যাঁ,' কপালে ভাঁজ পড়ল আলফ্রেডের। 'কেন তুমি আমার চিঠি পাওনি?'

'চিঠি!'

'হুঁ। আমি অনেক আগেই তোমাকে চিঠি দিয়েছি।'

'না...'

'ওহ্, আ...আমি অত্যন্ত দুঃখিত। আমি ওই চিঠিতে সবকিছু ব্যাখ্যা করেছি...কিন্তু তুমি তো চিঠিই পাওনি...' তার গলার স্বর নেমে এল। 'আমি সত্যি দুঃখিত, পেগি। তোমার কাছ থেকে বহুদিন বিচ্ছিন্ন ছিলাম আমি। তারপর...ক্যারেনের সঙ্গে পরিচয় হল...এরপরে কী ঘটেছে বুঝতেই পারছ...'

'ধন্যবাদ।'

বিশ্রী একটা নীরবতা নেমে এল ঘরে।

ক্যারেন বলল, 'চলো যাই, ডার্লিং।'

'হ্যাঁ। তাই ভালো,' বলল ক্যাট।

আলফ্রেড নিজের চুলের মধ্যে আঙুল চালিয়ে দিল। 'আমি সত্যি, দুঃখিত পেগি। আ...ওয়েল...গুডবাই।'

'গুডবাই, আলফ্রেড।'

তিন নারী জায়গায় দাঁড়িয়ে রইল, দেখছে চলে গেল নবদম্পতি।

'বাস্টার্ড!' হিসিয়ে উঠল ক্যাট। 'হারামজাদা এটা একটা কাজ করল!'

অশ্রুসজল পেগির চোখ। 'আমি...ও...মানে...ও নিশ্চয় চিঠিতে বিস্তারিত লিখেছিল...'

পেগির বাহুতে হাত রাখল হানি। 'পুরুষদেরকে খাশি বানানোর একটা আইন থাকা দরকার ছিল।'

'তাহলে আমি সবচেয়ে বেশি খুশি হতাম।'

'এক্সকিউজ মি,' বলল পেগি। দ্রুতপায়ে চলে গেল নিজের বেডরুমে, বন্ধ করে দিল দোর।

সেদিন আর ঘর থেকে বেরুল না ও।

পাঁচ

পরবর্তী কয়েকটি মাস ক্যাট এবং হানিকে প্রায় এড়িয়েই চলল পেগি। ক্যাফেটেরিয়ায় ওরা দ্রুত নাস্তা করে নেয়, করিডরে মাঝেমধ্যে একজনের সঙ্গে অপরজনের দেখা হয়ে যায়। ওদের যোগাযোগে মূলত ভূমিকা রাখে কতগুলো চিরকুট।

'ফ্রিজে ডিনার রেডি আছে।'

'মাইক্রোওয়েভ নষ্ট।'

'দুঃখিত, বাসন ধোয়ার সময় পাইনি।'

'শনিবার রাতে তিনজনে মিলে ডিনার করলে কেমন হয়?'

টানা ডিউটির ঘণ্টাগুলো যেন শাস্তি, সকল রেসিডেন্টের ধৈর্যের সীমা পরীক্ষা করছে।

তবে এ চাপটা স্বেচ্ছায় মেনে নিয়েছে পেগি। কাজের মধ্যে ডুবে থাকলে আলফ্রেডকে নিয়ে করা ভবিষ্যৎ পরিকল্পনাগুলোর কথা খুব বেশি মনে পড়ে না। তবু আলফ্রেডকে ভুলে যেতে পারে না পেগি। আলফ্রেড যা করেছে, পেগির হৃদয়ে এমন মস্ত ক্ষত তৈরি হয়েছে, এ বেদনা বিস্মৃত হওয়ার নয়। সে 'যদি' প্রশ্নগুলো তৈরি করে নিজেকে নির্যাতন করার জন্য।

যদি আমি আলফ্রেডের সঙ্গে আফ্রিকায় থেকে যেতাম, তাহলে?

যদি ও আমার সঙ্গে শিকাগোতে আসত, তাহলে?

যদি ওর সঙ্গে ক্যারেনের পরিচয় না হত, তাহলে?

'যদি...?'

এক শুক্রবারে পেগি চেঞ্জরুমে গেছে পোশাক বদলাতে। দেখল ওর ম্যাকিনটশো কে বা কারা যেন কালো মার্কার কলম দিয়ে বড়বড় অক্ষরে লিখে রেখেছে : **'মাগী!'**

পরদিন পেগি আবিষ্কার করল তার স্কাটবুকটি উধাও। তার একটি নোটেরও হদিশ নেই। *হয়তো ভুলে আমি কোথাও সরিয়ে রেখেছি।* ভাবল ও।

কিন্তু কথাটা ওর নিজেরই বিশ্বাস হল না।

হাসপাতালের বাইরে যে একটা দুনিয়া আছে এমবারকাডেরো হাসপাতালের লোকজন সে ব্যাপারে বোধহয় সচেতনই নয়। ইরাক যে কুয়েত আক্রমণ করেছে তা পেগি জানে, তবে এ খবর চাপা পড়ে যায় পনেরো বছরের এক কিশোরের প্রয়োজনের কাছে। কিশোরটি লিউকোমিয়া-আক্রান্ত হয়ে মরতে বসেছে। যেদিন পূর্ব এবং পশ্চিম জার্মানি একত্রিত হল, পেগি ওই সময় এক ডায়াবেটিক রোগীর জীবন রক্ষায় ব্যস্ত। গ্রেট ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রীর পদ থেকে ইস্তফা দিলেন মার্গারেট থ্যাচার, কিন্তু এ খবরের চেয়ে পেগির কাছে গুরুত্বপূর্ণ ছিল ২১৪ নম্বর কেবিনের রোগীটি আবার হাঁটাচলা করতে পারছে।

পেগি এত পরিশ্রম করতে পারছে কয়েকজন ডাক্তারের কারণে। দুএকজন বাদে এরা প্রায় সবাই অন্যদের সেবায় উৎসর্গ করেছেন নিজেদেরকে, তাঁরা অন্যদের ব্যথা উপশম করছেন, জীবন বাঁচাচ্ছেন। ওরা প্রতিদিন যে মিরাকল ঘটিয়ে চলেছে তা তীক্ষ্নদৃষ্টিতে পর্যবেক্ষণ করে পেগি এবং এজন্য তার খুব গর্ব হয়।

সবচেয়ে কঠিন শ্রম দিতে হয় ER বা ইমার্জেন্সি রুমে। বর্ণনাতীত এবং কল্পনাতীত শারীরিক কষ্ট নিয়ে আসা নানান রোগীর ভিড়ে সর্বদা ব্যস্ত থাকে ইমার্জেন্সি কক্ষ।

হাসপাতালে দীর্ঘক্ষণ ধরে কাজ করার শারীরিক পরিশ্রম এবং চাপ এখানকার ডাক্তারদের ওপর প্রচণ্ড প্রভাব ফেলছে। ডাক্তারদের মধ্যে ডিভোর্সের হার সবচেয়ে বেশি এবং পরকীয়া প্রেমের ঘটনা অতি সাধারণ ব্যাপার।

টম চ্যাং এরকম একটি সমস্যার ভুক্তভোগী। একদিন কফি খেতে খেতে পেগিকে কথাটা খুলে বলল চ্যাং।

'হাসপাতালে বেশি সময় দিতে আমার সমস্যা নেই,' বলল চ্যাং। 'তবে সমস্যা আমার স্ত্রীকে নিয়ে। সে সবসময় ঘ্যানর ঘ্যানর করেই চলেছে আমি নাকি তাকে মোটেই সময় দিতে পারছি না, আমাদের ছোট্ট মেয়েটার কাছে দিন দিন আমি অচেনা হয়ে উঠছি। ওর অভিযোগ ঠিক কিন্তু কী করব বুঝতে পারছি না।'

'তোমার স্ত্রী কখনও হাসপাতালে এসেছে তুমি কী করো দেখতে?'

'না।'

'তাহলে একদিন ওকে লাঞ্চের দাওয়াত দাও। সে নিজে এসে দেখে যাক তুমি কী চাপের মধ্যে আছ এবং কাজটা কতটা গুরুত্বপূর্ণ।

চেহারা উজ্জ্বল দেখাল চ্যাং-এর। 'বুদ্ধিটা মন্দ নয়। ধন্যবাদ, পেগি। আমি তোমার কথামতো কাজ করব। তোমার সঙ্গে ওর পরিচয় করিয়ে দেব। আমাদের সঙ্গে লাঞ্চ করতে আপত্তি নেই তো?'

'একদমই না।'

চ্যাং এর স্ত্রী সাই অপূর্ব সুন্দরী এক তরুণী। তাকে দেখলে 'ক্ল্যাসিক বিউটি' শব্দটি

মনে পড়ে যায়, সে যেন এক অনন্তযৌবনা। চ্যাং তার বউকে হাসপাতাল ঘুরিয়ে দেখাল, তারপর পেগির সঙ্গে ক্যাফেটেরিয়ায় লাঞ্চ করল।

চ্যাং-এর কাছে পেগি শুনেছে সাই-এর জন্ম হংকং-এ, বেড়ে ওঠাও ওখানে।

'স্যানফ্রান্সিসকো কেমন লাগছে?' জানতে চাইল পেগি। একটুক্ষণ চুপ থেকে নরম গলায় জবাব দিল সাই, 'মন্দ নয়। তবে এখানে নিজেকে বড্ড অচেনা লাগে। শহরটা খুব বেশি বড় আর অনেক বেশি কোলাহল।'

'কিন্তু হংকং-ও বড় এবং কোলাহলময় শহর বলে শুনেছি।'

'আমার জন্ম হংকং থেকে একঘণ্টা রাস্তার দূরত্বের খুদে এক গাঁয়ে। সেখানে মানুষজনের হৈ চৈ নেই, গাড়ির হর্নের আওয়াজ থেকে মুক্ত ওখানে। সবাই সবাইকে চেনে।' স্বামীর দিকে তাকাল সাই। 'ওখানে টম আর আমাদের ছোট মেয়েটিকে নিয়ে খুব ভালো ছিলাম। লামা দ্বীপ খুব সুন্দর। শাদা সৈকত, ছোট ছোট খামার, কাছেই জেলেদের গ্রাম সাক কু ওয়ান। ভারি শান্তির একটি জায়গা।'

ভাবালুতা সাইয়ের কণ্ঠে। 'স্বামীকে নিয়ে আমি একত্রে কত সময় কাটিয়েছি, যেভাবে একটি পরিবারের সময় কাটানো উচিত। কিন্তু এখানে ওকে তো কাছেই পাই না।'

পেগি বলল, 'মিসেস চ্যাং, জানি এখন আপনার এখানে অসুবিধে হচ্ছে, তবে কয়েক বছরের মধ্যে টম নিজের প্র্যাকটিস শুরু করে দিলে আর আপনার কোনো সমস্যা হবে না।'

টম চ্যাং-এর স্ত্রীর হাত তুলে নিল নিজের মুঠোয়। 'শুনলে তো? সব ঠিক হয়ে যাবে, সাই। শুধু তোমাকে একটু ধৈর্য ধরতে হবে।'

'বুঝলাম,' বলল সে। তার কণ্ঠে কোনো অনুযোগ নেই।

ওরা কথা বলছে, এক লোক ঢুকল ক্যাফেটেরিয়ায়, দাঁড়াল দোরগোড়ায়। পেছন থেকে তার মাথাটা শুধু দেখতে পাচ্ছে পেগি। ছলাৎ করে উঠল বুকের রক্ত। ঘুরল লোকটা। না, একে চেনে না পেগি। দেখেনি কোনোদিন।

পেগিকে লক্ষ করছিল চ্যাং, 'কী হয়েছে?'

'কিচ্ছু না,' বলল পেগি। *ওকে আমার ভুলে যেতে হবে। ইট'স ওভার।* কিন্তু তবু সেই দিনগুলোর স্মৃতি বারে বারে ফিরে আসে হৃদয়ের মণিকোঠায়। সেই মজা আর উত্তেজনার দিনগুলো, ওরা যে কবে অন্যের সঙ্গে প্রেম করেছিল...*আমি কী করে সেসব কথা ভুলি?*

করিডরে হাঁটতে গিয়ে হানির সঙ্গে ধাক্কা খেল পেগি। হানি হাঁপাচ্ছে, চোখমুখ ফ্যাকাশে।

'কী হয়েছে?' জিজ্ঞেস করল পেগি।

শুকনো হাসল হানি। 'না, কিছু হয়নি।' দ্রুত চলে গেল সে।

হানিকে এক ভারপ্রাপ্ত ডাক্তারের সঙ্গে কাজ করতে বলা হয়েছে। ডাক্তারের নাম চার্লস ইসলার। কঠোর নিয়মনিষ্ঠ মানুষ হিসেবে সবাই জানে ডা. চার্লসকে।

প্রথম দিনের রাউন্ডে হানিকে তিনি বলেছিলেন, 'তোমার সঙ্গে কাজ করার জন্য আমি মুখিয়ে আছি, ডা. ট্যাফট। ডা. ওয়ালেস আমাকে বলেছেন তুমি নাকি মেডিকেল স্কুলে দারুণ রেজাল্ট করেছ। শুনলাম তুমি ইন্টারন্যাল মেডিসিন নিয়ে কাজ করবে।'

'জি।'

'গুড। তার মানে তোমাকে আমরা এখানে আরও তিন বছর পাচ্ছি।'

ওরা রাউন্ড শুরু করল।

প্রথম রোগী এক তরুণ মেক্সিকান। ডা. ইসলার অন্য রেসিডেন্টদেরকে অগ্রাহ্য করে হানির দিকে ফিরলেন। 'এটা একটা ইন্টারেস্টিং কেস, ডা. ট্যাফট। পেশেন্টের শরীরে সবরকম চিহ্ন এবং সিম্পটম উপস্থিত। ক্ষুধামান্দ্য, ওজন-স্বল্পতা, মেটালিক টেস্ট, ক্লান্তি, রক্তশূন্যতা, হাইপারিয়িটাবিলিটি এবং আনকোর্ডিশন। এটাকে তুমি ডায়াগানসিস করবে কীভাবে?' প্রত্যাশা নিয়ে হাসলেন তিনি। হানি তাঁর দিকে একমুহূর্তে তাকিয়ে থাকল। তারপর বলল, 'এটা অনেক কিছুই হতে পারে, তাই না?'

হতবুদ্ধি দেখাল ডা. ইসলারকে। 'কিন্তু স্পষ্টই তো বোঝা যাচ্ছে এটা—'

এক রেসিডেন্ট বলে উঠল, 'লিড পয়জনিং কেস।'

'দ্যাটস রাইট,' বললেন ডা. ইসলার।

হাসল হানি। 'অবশ্যই এটা লিড পয়জনিং কেস।'

ডা. ইসলার আবার ফিরলেন হানির দিকে। 'এ রোগের চিকিৎসা কী?'

এড়িয়ে যাওয়ার ভঙ্গিতে হানি বলল, 'এ রোগের নানারকম চিকিৎসা আছে, তাই না?'

দ্বিতীয় রেসিডেন্ট বলে উঠল, 'রোগী যদি দীর্ঘদিন ধরে এ রোগে ভুগতে থাকে তাহলে তা এনসেফ্যালোপাথির পোটেনশিয়াল কেস ধরে নিয়ে সে হিসেবে চিকিৎসা করতে হবে।'

মাথা ঝাঁকালেন ডা. ইসলার। 'ঠিক। আমরা তাই-ই করছি। আমরা ডিহাইড্রেশন এবং ইলেকট্রোলাই ডিসটার্বেন্স কারেক্ট করে তাকে চিলেশন থেরাপি দিচ্ছি।'

তিনি তাকালেন হানির দিকে। সায় দেয়ার ভঙ্গিতে মাথা দোলাল হানি।

পরের রোগীর বয়স আশির কোঠায়। তার চোখ লাল টকটকে, চোখের পাতা প্রায় আটকে গেছে।

'আপনার চোখের ব্যবস্থা আমরা করছি,' বুড়োকে আশ্বস্ত করলেন ডা. ইসলার। 'এখন কেমন বোধ করছেন?'

'খুব বেশি খারাপ নয়।'

ডা. ইসলার রোগীর গা থেকে কম্বল টেনে সরালেন। তার হাঁটু এবং পায়ের গোড়ালি ফুলে আছে। পায়ের পাতায় ঘা হয়ে গেছে।

ডা. ইসলার রেসিডেন্টদেরকে বললেন, 'আথ্রাইটিসের কারণে এর পা ফুলেছে।' তিনি হানির দিকে তাকালেন। 'পায়ের ঘা এবং চোখ লাল হওয়ার কারণ নিশ্চয় তুমি বুঝতে পারছ। এর ডায়াগনসিস কী তোমার জানা আছে নিশ্চয়।'

হানি ধীরগতিতে বলল, 'আ...ইয়ে...এটা হতে পারে...'

'এ হল রিটার্স সিনড্রম,' বলল এক রেসিডেন্ট। 'এ রোগের কারণ অজানা। স্বল্পমাত্রার জ্বর থেকে এর উৎপত্তি।'

মাথা দোলালেন ডা. ইসলার। 'ঠিক বলেছ।' হানির দিকে তাকালেন। 'এর চিকিৎসা কী?'

'চিকিৎসা?'

জবাব দিল রেসিডেন্ট। 'চিকিৎসা সহজ। অ্যান্টি ইনফ্লেমেশন ড্রাগস দিতে হবে।'

'ভেরি গুড,' বললেন ডা. ইসলার।

আরও ডজনখানেক রোগী দেখল ওরা, কাজ শেষ হওয়ার পরে হানি ডা. ইসলারকে বলল, 'আপনার সঙ্গে একাকী এক মিনিট কথা বলতে পারি, ডা. ইসলার?'

'হুঁ। আমার অফিসে এসো।'

ডা. ইসলারের অফিসে এসে হানি বলল, 'আমি জানি আমি আপনাকে হতাশ করে তুলছি।'

'তোমার আচরণ যে আমাকে বিস্মিত করেনি তা নয়—'

বাধা দিল হানি। 'আমি জানি, ডা. ইসলার। গত রাতে এককোঁটাও ঘুমাতে পারিনি। সত্যি বলতে কী, আপনার সঙ্গে কাজ করব, এ উত্তেজনায় আমার একটুও ঘুম হয়নি।'

বিস্মিত ডা. ইসলার। 'তাই নাকি! আমি ভাবছিলাম অন্য কোনো কারণে...মানে, তোমার মেডিকেল রেকর্ড এমন অসাধারণ। তুমি ডাক্তারি পেশা বেছে নিলে কেন?'

নিচের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল হানি, তারপর ধীর গলায় বলল, 'আমার এক ছোটভাই ছিল, অ্যাক্সিডেন্ট করেছিল সে। ডাক্তাররা তাকে বাঁচানোর জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করেন...কিন্তু আমার চোখের সামনে মারা যায় ও। নিজেকে এমন অসহায় লাগছিল। তখন সিদ্ধান্ত নিই আমি মানুষের সেবা করে কাটিয়ে দেব জীবন। তার চোখ ভরে উঠল অশ্রুতে।

আহারে, মেয়েটা কত দুঃখী ভাবলেন ইসলার। 'যাক, তুমি এসে যে কথা বলেছ তাতেই আমি খুশি।'

হানি ডা. ইসলারের দিকে তাকিয়ে মনে মনে বলল, *এ লোক আমার কথা বিশ্বাস করেছে!*

ছয়

শহরের অন্যপ্রান্তে, রাস্তায় দাঁড়িয়ে সাংবাদিক এবং টিভি-কর্মীরা লু ডিনেটোর জন্য অপেক্ষা করছিল। সে হাসতে হাসতে, হাত নেড়ে বেরিয়ে এল আদালত থেকে। কৃষকদের উদ্দেশে হাত নাড়ছিল সে। তার দুপাশে দুই দেহরক্ষী, একজন লম্বা, রোগা, তার নাম শ্যাডো, অপরজন ষণ্ডামার্কা বিশালদেহী রাইনো। লু ডেনিটোর পরনে বরাবরের মতোই দামি এবং অভিজাত পোশাক। গ্রে সিল্ক সুট, শাদা শার্ট, নীল টাই, পায়ে কুমিরের চামড়ার জুতো। তার জামাকাপড় এমনভাবে ছাঁটা হয়েছে যাতে তাকে দেখতে পরিপাটি লাগে। কারণ সে বেঁটে, গাট্টাগোট্টা এবং তার পা-জোড়া বাঁকা। সে সবসময় মুখে ধরে রাখে হাসি, সংবাদমাধ্যমে সরস মন্তব্য করে ডিনেটো বিখ্যাত। আর সাংবাদিকরাও তার কথা উদ্ধৃত করে মজা পায়। ডিনেটোর বিরুদ্ধে এর আগে অগ্নিকাণ্ড থেকে শুরু করে হত্যাপ্রচেষ্টার অভিযোগ আনা হয়েছে কমপক্ষে তিনবার। প্রতিবারই বেকসুর খালাস পেয়েছে ডিনেটো।

তাকে আদালত থেকে বেরুতে দেখে এক সাংবাদিক গলা ফাটিয়ে জানতে চাইল, 'আপনি যে ছাড়া পেয়ে যাবেন সেকথা কি জানতেন, মি. ডিনেটো?'

হাসল ডিনেটো। 'অবশ্যই জানতাম। আমি একজন নিরপরাধ ব্যবসায়ী। আমাকে সরকারের খামোকা হয়রানি করে লাভ নেই। এ কারণেই আমাদের আয়কর এত বেশি।'

একটি টিভি-ক্যামেরা ডিনেটোর দিকে তাক করল। সে থেমে দাঁড়িয়ে হাসিমুখে ক্যামেরায় পোজ দিল।

'মি. ডিনেটো, আপনি কি জানেন আপনার বিরুদ্ধে যে দুজন সাক্ষীর সাক্ষ্য দেয়ার কথা ছিল তারা কেন আজ আদালতে অনুপস্থিত?'

'অবশ্যই বলতে পারি,' জবাব দিল ডিনেটো। 'ওরা সৎ নাগরিক বলেই আদালতে মিথ্যা সাক্ষি দিতে আসেননি।'

'সরকার বলছে আপনি ওয়েস্টকোস্ট গুণ্ডাদের সর্দার এবং আপনি যে আয়োজন করেছিলেন—'

'আমি একমাত্র যে-কাজটি করেছি তা হল আমার রেস্টুরেন্টে লোকজনের জন্য ভোজনের আয়োজন করেছি। আমি চাই সবাই আরামে থাকুক।'

সে সাংবাদিকদের দিকে তাকিয়ে হাসল। 'ভালো কথা, আজ রাতে আমার রেস্টুরেন্টে আপনাদের সবাইকে ফ্রি ডিনার এবং ড্রিংকের দাওয়াত।'

ফুটপাতে পা বাড়াল সে। ওখানে তার জন্য একটি কালো লিমুজিন অপেক্ষা করছে।

'মি. ডিনেটো...'

'মি. ডিনেটো...'

'মি. ডিনেটো...'

'আপনাদের সঙ্গে রাতে রেস্টুরেন্টে দেখা হবে, বন্ধুগণ। রেস্টুরেন্টটা কোথায় চেনেনই তো?'

লু ডিনেটো হাত নেড়ে, হাসিমুখে ঢুকে পড়ল গাড়িতে। রাইনো লিমুজিনের দরজা বন্ধ করে দিয়ে সামনের আসনে বসল। শ্যাডো গাড়ি চালাবে।

'দারুণ দেখিয়েছেন, বস্!' বলল রাইনো। 'গাধার দলকে কীভাবে সামাল দিতে হয় তা আপনি খুব ভালো জানেন।'

'কোথায় যাবেন?' জিজ্ঞেস করল শ্যাডো।

'বাড়ি। গরম পানিতে গোসল সেরে ভরপেট খাব।'

চালু হয়ে গেল গাড়ি।

'সাক্ষীদেরকে নিয়ে ওদের কৌতূহল আমার পছন্দ হয়নি,' বলল ডিনেটো। 'তুমি ওদের ব্যবস্থা করেছ তো?'

'চিন্তা করবেন না, বস্। ওরা এতক্ষণে হাঙরের খোরাক হয়ে গেছে।'

মাথা ঝাঁকাল ডিনেটো। 'গুড।'

ফিরমোর স্ট্রিটে এসে গাড়ির গতি বৃদ্ধি পেল। ডিনেটো বলল, 'জাজ যখন আমাকে বেকসুর খালাস বলে ঘোষণা দিলেন তখন যদি ডিস্ট্রিক্ট অ্যাটর্নির চেহারাটা একবার দেখতে...'

লিমুজিনের ঠিক সামনে হঠাৎ কোত্থেকে উদয় হল ছোট একটা কুকুর। জন্তুটাকে বাঁচাতে শ্যাডো বনবন করে হুইল ঘোরাল, দাঁড়িয়ে পড়ল ব্রেকের ওপর। লাফ মেরে ফুটপাতে উঠে এল গাড়ি, প্রচণ্ড জোরে বাড়ি খেল একটা ল্যাম্পপোস্টের গায়ে। রাইনোর মাথাটা ঠকাশ করে ঠুকে গেল উইন্ডশিল্ডে।

'করছ কী তুমি?' গর্জে উঠল ডিনেটো। 'আমাকে মেরে ফেলতে চাও?'

ভয়ে কাঁপছে শ্যাডো। 'সরি, বস্। হঠাৎ একটা কুকুর এসে পড়ল গাড়ির সামনে...'

'আর আমার চেয়ে ওটার জীবনের দাম তোমার কাছে বেশি হয়ে গেল? ছাগলের বাচ্চা কোথাকার!'

গোঙাচ্ছে রাইনো। মুখ ঘোরাল সে। তার কপাল অনেকখানি কেটে গিয়ে রক্ত পড়ছে।

'ফর ক্রাইস্টস শেক!' চেঁচাল ডিনেটো। 'দেখেছ ওর দশা কী করেছ!'

'আমি ঠিক আছি।' বিড়বিড় করল রাইনো।

'জাহান্নামে যাও তুমি!' শ্যাডোর উদ্দেশে খেঁকিয়ে উঠল ডিনেটো। 'ওকে হাসপাতালে নিয়ে চলো।'

শ্যাডো ফুটপাত থেকে গাড়ি নামিয়ে আনল রাস্তায়।

'সামনেই এমবারকাডেরো হাসপাতাল। ওকে নিয়ে ইমার্জেন্সি ওয়ার্ডে যাব।'

'আচ্ছা, বস্।'

নিজের আসনে হেলান দিল ডিনেটো। 'একটা কুকুর।'

মুখ বাঁকাল সে। 'যিশাস!'

ক্যাট তখন ইমার্জেন্সি ওয়ার্ডে, এমন সময় ওখানে ঢুকল ডিনেটো, শ্যাডো এবং রাইনো। রাইনোর ক্ষত থেকে দরদর ধারায় রক্ত ঝরছে।

ডিনেটো ক্যাটের উদ্দেশে হাঁক ছাড়ল। 'এই যে, শুনুন!'

মুখ তুলে চাইল ক্যাট। 'আমাকে বলছেন?'

'তাহলে আর কাকে বলছি? এ মানুষটার কপাল কেটে গেছে। এর এক্ষুনি চিকিৎসার ব্যবস্থা করুন।'

'আরও আধডজন রোগী এসেছে ওর আগে,' শান্ত গলায় বলল ক্যাট। 'ওকে অপেক্ষা করতে হবে।'

'ও কারও জন্য অপেক্ষা করবে না,' বলল ডিনেটো। 'ওর এক্ষুনি চিকিৎসা করুন।'

ক্যাট রাইনোর কাছে এসে ক্ষত পরীক্ষা করে দেখল। এক টুকরো ব্যান্ডেজ নিয়ে কাটা জায়গায় চেপে ধরল। 'এটা ধরে রাখুন। আমি আসছি।'

'আমি এক্ষুনি ওর চিকিৎসা করতে বলেছি,' খেঁকিয়ে উঠল ডিনেটো।

ক্যাট ফিরল ডিনেটোর দিকে। 'এটা একটা ইমার্জেন্সি হসপিটাল ওয়ার্ড। আমি এ ওয়ার্ডের ডাক্তার। কাজেই চুপ করে থাকুন নতুবা চলে যান।'

শ্যাডো বলল, 'লেডি, আপনি জানেন না আপনি কার সঙ্গে কথা বলছেন। উনি যা বলছেন তা-ই করুন। ইনি হলেন মি. লু ডিনেটো।'

'পরিচয় পরে হবে,' অধৈর্যের সুরে বলল ডিনেটো। 'ওর চিকিৎসার ব্যবস্থা করুন।'

'আপনি কানে কম শোনেন নাকি?' বলল ক্যাট। 'আরেকবার বলছি হয় চুপ থাকুন নতুবা চলে যান। আমার কাজ আছে।'

রাইনো বলল, 'আপনি এভাবে কথা—'

ডিনেটো তাকাল তার দিকে। 'শাট আপ!' ফিরল ক্যাটের দিকে। গলার স্বর একদম বদলে গেছে। 'আপনি যদি দয়া করে একটু তাড়াতাড়ি ওর একটা ব্যবস্থা করতে পারেন তাহলে খুব ভালো হয়।'

'দেখছি কী করা যায়,' ক্যাট একটা রুটে বসিয়ে দিল রাইনোকে। 'এখানে

চুপচাপ শুয়ে থাকুন। আমি একটু পরেই আসছি।' তাকাল ডিনেটোর দিকে। 'ওখানে চেয়ার আছে। বসতে পারেন।'

অন্য রোগীদের চিকিৎসা করতে, ওয়ার্ডের অপরপ্রান্তে ওকে হেঁটে চলে যেতে দেখল ডিনেটো এবং শ্যাডো।

'যিশাস,' বলল শ্যাডো। 'মহিলার কোনো ধারণাই নেই আপনি কে।'

'জানলেও খুব একটা লাভ হত না। মহিলা খুব জিদ্দি।'

পনেরো মিনিট পরে ফিরল ক্যাট। পরীক্ষা করে দেখল রাইনোকে। 'কোনো সমস্যা নেই,' ঘোষণা করল সে। 'শুধু খানিকটা কেটে গেছে।'

ডিনেটো দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখল ক্যাট দক্ষহাতে রাইনোর কপালের ক্ষত সেলাই করে দিল।

কাজ শেষ হওয়ার পরে ক্যাট বলল, 'ঘা দ্রুত শুকিয়ে যাবে। পাঁচদিন পরে আবার আসবেন সেলাই কাটাতে।'

ডিনেটো রাইনোর কপাল পরীক্ষা করে দেখল। 'খুব সুন্দর হয়েছে সেলাই।'

'ধন্যবাদ,' বলল ক্যাট। 'নাউ, ইফ ইউ'ল এক্সকিউজ মি...'

'এক মিনিট,' ডাকল ডিনেটো। শ্যাডোর দিকে ফিরে বলল, 'ওঁকে একটা সি-নোট দাও।'

শ্যাডো পকেট থেকে একশো ডলারের একটা নোট বের করল। 'এটা রাখুন।'

'ক্যাশিয়ারের অফিস বাইরে।'

'এটা হাসপাতালের জন্য নয়, এটা আপনার জন্য।'

'নো, থ্যাংকস।'

ডিনেটো স্থিরচোখে চেয়ে দেখল ক্যাট চলে যাচ্ছে, আরেক রোগীকে নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ল।

শ্যাডো বলল, 'টাকার অঙ্কটা বোধহয় কম হয়ে গেছে, বস্।'

মাথা নাড়ল ডিনেটো। 'ও মেয়ের আত্মসম্মান জ্ঞান টনটনে। আই লাইক দ্যাট।' একটু চুপ করে জানতে চাইল, 'ডক্টর ইভান্স তো অবসরে যাচ্ছেন, তাই না?'

'হুঁ।'

'ওকে। এই ডাক্তারটি সম্পর্কে সবরকম খোঁজখবর নাও।'

'কেন?'

'কারণ একে আমাদের কাজে লাগবে।'

সাত

হাসপাতাল আসলে চালায় নার্সরা। মার্গারেট স্পেন্সার চিফনার্স, এমবারকাডেরো কাউন্টি হাসপাতালে কুড়ি বছর ধরে কাজ করছে। নার্স স্পেন্সার হাসপাতালের দায়িত্বে রয়েছে, একথাটা যে ডাক্তাররা জানে না কিংবা উপলব্ধি করতে পারে না তাদের কপালে খারাবি আছে। স্পেন্সার জানে কোন্ ডাক্তার মাদকাসক্ত, কে মদ্যপায়ী, কে অযোগ্য এবং কোন্ ডাক্তাররা তার বদান্যতা লাভ করার যোগ্য। স্পেন্সারের দায়িত্বে রয়েছে সকল ছাত্র নার্স, রেজিস্টার্ড নার্স এবং অপারেটিং রুম নার্স। মার্গারেট স্পেন্সারই সিদ্ধান্ত নেয় কোন্ নার্স কোন্ ডাক্তারের সঙ্গে কাজ করবে। যোগ্য নাকি অদক্ষ নার্সের সঙ্গে কাজ করতে হবে, ডাক্তাররা এজন্য স্পেন্সারের সঙ্গে খাতির করে। সে এতটাই ক্ষমতাধর, কিডনি অপসারণের জটিল অপারেশনে ইচ্ছে করলেই অদক্ষ একজন স্ক্রাব নার্সকে পাঠিয়ে দিতে পারে আবার সাধারণ টনসিল অপারেশনে সবচেয়ে দক্ষ নার্সকেও সে পাঠাতে পারে। তবে মার্গারেট স্পেন্সারের অসংখ্য প্রেজুডিসের মধ্যে অন্যতম হল সে মহিলা এবং কৃষ্ণাঙ্গ ডাক্তারদেরকে সহ্য করতে পারে না।

ক্যাট হান্টার একজন কৃষ্ণাঙ্গ মহিলা ডাক্তার।

খুব কঠিন সময়ের মাঝ দিয়ে যাচ্ছে ক্যাট। প্রত্যাশামাফিক কোনো কাজই হচ্ছে না বরং প্রতিটি কাজেই কোনো-না-কোনো ঘাপলা বাধছে। সে নার্স চেয়ে পাঠিয়েছিল। পায়নি। যাদেরকে পাঠানো হয়েছে তারা একেবারেই আনাড়ি। ক্যাট লক্ষ করেছে তাকে প্রায়ই পুরুষ যৌনব্যাধীর শিকার রোগীদের চিকিৎসা করতে হচ্ছে। প্রথমদিকে রুটিন হিসেবে কয়েকজনের চিকিৎসা সে করেছেও। কিন্তু আধডজন রোগীর চিকিৎসা করার পরে তার মনে জেগে ওঠে সন্দেহ।

লাঞ্চের সময় ক্যাট পেগিকে বলল, 'তোমাকে কি ঘনঘন ভেনেরাল ডিজিজের পুরুষরোগীদের চিকিৎসা করতে হয়?'

পেগি একটু ভেবে নিয়ে জবাব দিল, 'গত হপ্তায় শুধু একজনের চিকিৎসা করেছি। এক আর্দালি।'

এ নিয়ে একটা কিছু না করলেই নয়, সিদ্ধান্ত নিল ক্যাট।

নার্স স্পেন্সার প্ল্যান করেছে ডা. হান্টারকে সে হাসপাতাল-ছাড়া করবে, তার জীবন এমন কঠিন করে তুলবে যে হান্টার চাকরি ছেড়ে চলে যেতে বাধ্য হবে। কিন্তু কাজের

প্রতি ক্যাটের একাগ্রতার ব্যাপারটি তার জানা ছিল না। ক্যাট যাদের সঙ্গে কাজ করেছে সবারই সে মন জয় করে ফেলেছে। তার ভেতরে প্রকৃতিগত একটি দক্ষতা রয়েছে যা শুধু সহযোগীরাই নয়, মুগ্ধ করে রাখে রোগীদেরকেও। ও বিখ্যাত হয়ে উঠল শুয়োরের রক্ত সঞ্চালন নিয়ে একটি ঘটনায়।

একদিন সকালে ক্যাট ডুভাস নামে এক সিনিয়র রেসিডেন্টের সঙ্গে রাউন্ডে বেরিয়েছে। অজ্ঞান এক রোগীকে পরীক্ষা করছিল ওরা।

'মি. লিভাই গাড়ি অ্যাক্সিডেন্ট করেছেন,' কনিষ্ঠ রেসিডেন্টদেরকে উদ্দেশ্য করে বলল ডুভাস। 'প্রচুর রক্তক্ষরণ হয়েছে তার। এক্ষুনি ব্লাড ট্রান্সফিউশন দরকার। কিন্তু হাসপাতালে রক্ত নেই। আর এ লোকের পরিবার তাঁকে রক্ত দিতেও রাজি নন। খুবই বাজে অবস্থা।'

জিজ্ঞেস করল ক্যাট, 'ওঁর পরিবার কোথায়?'

'দর্শনার্থীদের ওয়েটিং রুমে,' জবাব দিল ডা. ডুভাস।

'আমি ওদের সঙ্গে একটু কথা বলে দেখি?' অনুমতি চাইল ক্যাট।

'কথা বলেও খুব একটা লাভ হবে বলে মনে হয় না। আমি কথা বলেছি। তারা গোঁ ধরে আছে রক্ত দেবে না।'

রাউন্ড শেষ হবার পরে ক্যাট গেল ভিজিটরদের ওয়েটিংরুমে। লোকটির স্ত্রী, প্রাপ্তবয়স্ক পুত্র-কন্যাদের সকলেই আছে ওখানে।

'মিসেস লিভাই?' মহিলাকে উদ্দেশ্য করে বলল ক্যাট।

উঠে দাঁড়াল মহিলা। 'আমার স্বামী কেমন আছে? ডাক্তার কি ওর অপারেশন করবে?'

'জি।' বলল ক্যাট।

'করুক গে। কিন্তু আমাদেরকে রক্ত দিতে বলবেন না। আজকাল রক্ত দেয়া খুব বিপজ্জনক। এইডসহ আরও কতরকম রোগ হয়!'

'মিসেস লিভাই,' বলল ক্যাট, 'রক্ত দিলে এইডস হয় না। এটা—'

'আমাকে জ্ঞান দিতে আসবেন না, কাগজে পড়েছি। সব জানি।'

সবজান্তা সমশেরকে একমুহূর্ত পরখ করল ক্যাট। 'সে তো বুঝতেই পারছি। ঠিক আছে, মিসেস লিভাই, হাসপাতালে যদিও এ মুহূর্তে রক্তস্বল্পতা চলছে তবু আমরা ম্যানেজ করে নেব'খন।'

'ভালো।'

'আমরা আপনার স্বামীকে শুয়োরের রক্ত দেব।'

মা এবং ছেলে দুজনেই বিস্ফারিত চোখে তাকাল ক্যাটের দিকে, 'কী বললেন?'

'শুয়োরের রক্ত,' হাসিমুখ করে বলল ক্যাট। 'এতে অবশ্য ওনার তেমন একটা ক্ষতি হবে বলে মনে হয় না।'

ও ঘুরল চলে যাওয়ার জন্য।

'এক মিনিট!' চেঁচিয়ে উঠল মিসেস লিভাই। দাঁড়িয়ে পড়ল ক্যাট। 'জি!'
'আ...ইয়ে...আমাদেরকে একটু সময় দেবেন, প্লিজ?'
'নিশ্চয়।'
পনেরো মিনিট পরে ক্যাট গেল ডা. ডুভাসের কাছে। 'মি. লিভাই'র পরিবার নিয়ে আর দুশ্চিন্তা করতে হবে না। ওরা সবাই রক্ত দেয়ার জন্য একপায়ে খাড়া।'
এ ঘটনা হাসপাতালে হাওয়ার বেগে কিংবদন্তিতে পরিণত হল। যেসব ডাক্তার এবং নার্সরা ক্যাটকে পাত্তা দিত না, তারাও ওর সঙ্গে এখন সেধে কথা বলতে চায়।

কয়েকদিন পরে ক্যাট গিয়েছে টম লিওনার্দের প্রাইভেটরুমে। এ আলসারের রোগী। কাছের রেস্টুরেন্ট থেকে কিনে আনা মশলাদার, সুস্বাদু লাঞ্চ গিলছেন গবগব করে।
ক্যাট তাঁর বিছানার পাশে এসে দাঁড়াল। 'কী করছেন আপনি?'
ক্যাটের দিকে তাকিয়ে হাসলেন তিনি। 'রুচি বদলাতে একটু শাহি লাঞ্চ করছি। খাবে নাকি? প্রচুর আছে।'
ক্যাট বেল টিপে এক নার্সকে তলব করল।
'জি, ডক্টর?'
'এসব খাবার এখান থেকে নিয়ে যাও। মি. লিওনার্ডের হাসপাতালের খাবার ছাড়া বাইরের খাবার খাওয়া নিষেধ। তুমি ওঁর চার্ট পড়োনি?'
'জি। কিন্তু উনি এমন জিদ ধরলেন—'
'খাবার সরাও, প্লিজ।'
'অ্যাই! এক মিনিট!' আপত্তি করলেন লিওনার্ড। 'হাসপাতালের জঘন্য খাবার আমার মুখে রোচে না। আমি খেতে পারব না।'
'আলসার থেকে মুক্তি পেতে হলে হাসপাতালের খাবারই খেতে হবে।' নার্সের দিকে তাকাল ক্যাট। 'এগুলো নিয়ে যেতে বললাম না!'
ত্রিশ মিনিট পরে প্রশাসনিক কর্মকর্তার ঘরে তলব পড়ল ক্যাটের।
'আমাকে ডেকেছেন, ডা. ওয়ালেস?'
'হ্যাঁ, বসো। টম লিওনার্ড তোমার রোগী, তাই না?'
'জি। আমি তাঁর ঘরে গিয়ে দেখি উনি আচার, গরম পাস্ত্রামি স্যান্ডউইচ আর আলুর সালাদ দিয়ে লাঞ্চ করছেন। প্রচণ্ড মশলাদার খাবার ওগুলো এবং—'
'এবং তুমি খাবারগুলো তাঁকে খেতে দাওনি।'
'জি।'
সামনে ঝুঁকে এলেন ওয়ালেস। 'ডক্টর, তুমি বোধকরি জানো না, টম লিওনার্ড হাসপাতালের সুপারভাইজরি বোর্ডের একজন সদস্য। আমরা তাঁকে সদাপ্রফুল্ল রাখতে চাই। এর অর্থ কী বুঝতে পেরেছ?'
ক্যাট একগুঁয়ে স্বরে জবাব দিল, 'না, স্যার?'

চোখ পিটপিট করলেন ওয়ালেস, ‘কী?’

‘টম লিওনার্ডকে আপনি যেভাবে প্রফুল্ল রাখতে বলছেন তাতে তাঁকে মশলাদার খাবার খেতে দেয়ার অনুমতি দিতে হবে। কিন্তু তাতে তো তিনি সুস্থ হবেন না, স্যার।’

জোর করে মুখে হাসি ফোটালেন বেনজামিন ওয়ালেস।

‘উনি কী খাবেন না খাবেন সে সিদ্ধান্ত তাঁর ওপরেই ছেড়ে দিই না কেন?’

চেয়ার ছাড়ল ক্যাট। ‘তা সম্ভব নয়। কারণ আমি তাঁর ডাক্তার। আপনি আর কিছু বলবেন?’

‘আ...না। ঠিক আছে।’

অফিস থেকে বেরিয়ে এল ক্যাট।

বেনজামিন ওয়ালেস নিজের আসনে বোকা হয়ে রইলেন। *মহিলা ডাক্তার!*

ক্যাট নাইট ডিউটি করছে, একটি ফোন এল : ‘ডা. হান্টার, একবার ৩২০ নম্বর রুমে আসবেন দয়া করে?’

‘এখুনি আসছি।’

৩২০ নম্বর রুমের রোগী মিসেস মলয়ের ক্যান্সার হয়েছে। তাঁর বয়স আশির কোঠায়। রুমের কাছাকাছি এসেছে ক্যাট, ঘরের ভেতর থেকে ভেসে এল উত্তপ্ত বাদানুবাদ। ক্যাট ঘরে ঢুকল।

মিসেস মলয় বিছানায় শুয়ে আছেন। তাঁকে সিডেটিভ দেয়া হয়েছে, কিন্তু জেগে আছেন। ঘরে তাঁর এক পুত্র এবং দুই কন্যা।

পুত্রটি বলছিল, ‘আমাদের সম্পত্তি তিন ভাগে ভাগ করতে হবে।’

‘না!’ বলল এক কন্যা। ‘লোরি এবং আমি মা’র সেবা করছি। মা’র রান্না, কাপড় ধোয়া এগুলো কে করে দেয়? আমরা করি! কাজেই মা’র টাকাপয়সা পাবার অধিকার শুধু আমাদের দু বোনেরই আছে।’

‘আমিও আমার মায়ের সন্তান!’ চেঁচিয়ে উঠল পুত্র।

মিসেস মলয় বিছানায় শুয়ে অসহায়ভাবে সব কথা শুনছেন।

খুব রেগে গেল ক্যাট। ‘এক্সকিউজ মি।’

বৃদ্ধার এক কন্যা ওর দিকে মুখ তুলে তাকাল। ‘পরে এসো, নার্স। আমরা এখন ব্যস্ত আছি।’

ক্রুদ্ধস্বরে ক্যাট বলল, ‘ইনি আমার রোগী। এ ঘর থেকে চলে যাওয়ার জন্য আপনাদেরকে আমি দশ সেকেন্ড সময় দিলাম। আপনারা ভিজিটরদের ওয়েটিং রুমে গিয়ে বসুন। আপনারা এখুনি বেরিয়ে যান নয়তো সিকিউরিটি ডেকে ঘাড় ধাক্কা দিয়ে বের করে দেব।’

লোকটা কিছু বলতে চাইছিল কিন্তু ক্যাটের রোষকষায়িত নয়ন দেখে মুখ খোলার সাহস পেল না। বোনদের দিকে ফিরে বলল, ‘চলো, বাইরে গিয়ে কথা বলি।’

ওরা তিনজন বেরিয়ে গেল। ক্যাট মিসেস মলয়ের দিকে ফিরল। বৃদ্ধার মাথায় হাত বুলাতে বুলাতে নরম গলায় বলল, 'ওদের কথায় কোনো কষ্ট পাবেন না। ওরা ভেবে কিছু বলেনি।' বিছানার পাশে বসল ও। ধরে রাখল বৃদ্ধার হাত। দেখল তিনি আস্তে আস্তে গভীর ঘুমে তলিয়ে গেছেন।

এক রোগীর চিকিৎসার মাঝপথে ক্যাট, এক আর্দালি এল ওয়ার্ডে। 'ডেস্কে আপনার জরুরি ফোন এসেছে, ডাক্তার।'

কপালে ভাঁজ পড়ল ক্যাটের। 'থ্যাংক ইউ।' ঠ্যাংভাঙা রোগীর দিকে তাকিয়ে বলল, 'আমি আসছি এখুনি।'

করিডরে, নার্সদের ঘরে গিয়ে ফোন তুলল ও। 'হ্যালো।'

'হাই, আপু।'

'মাইক!' ওর কণ্ঠ শুনে প্রথমে উত্তেজিত হয়ে উঠলেও পরমুহূর্তে শঙ্কিত হল ক্যাট। 'মাইক, তোকে মানা করেছি না এখানে কখনও ফোন করবি না। যদি খুব বেশি দরকার হয় আমার বাসার ফোনে—'

'দুঃখিত, আপু। সময় নেই বলে এখানে করলাম। একটা ঝামেলায় পড়ে গেছি।'

ক্যাট জানে এরপরে ওর গুণধর ভাইটি কী বলবে।

'একটা ব্যবসায় খাটানোর জন্য একজনের কাছ থেকে কিছু টাকা ধার করেছিলাম...'

কী ব্যবসা জানার প্রয়োজন বোধ করল না ক্যাট। 'এবং ব্যবসায় তুই ফেল মেরেছিস।'

'হুঁ। লোকটা এখন টাকা ফেরত চাইছে।'

'কত টাকা, মাইক?'

'বেশি না। পাঁচ হাজার...'

'*কী?*' চেঁচিয়ে উঠল ক্যাট।

ডেস্কে বসা নার্স তাকাল ওর দিকে।

পাঁচ হাজার ডলার। গলার স্বর নামাল ক্যাট। 'আমার কাছে এ মুহূর্তে অত টাকা নেই রে। আ...আমি এখন তোকে অর্ধেকটা দিচ্ছি, বাকি টাকা কয়েকদিনের মধ্যে দিয়ে দেব। তাতে চলবে?'

'আশা করি চলবে। তোমাকে বিরক্ত করতে চাইনি, আপু। কিন্তু বুঝতেই পারছ কোনো উপায় ছিল না!'

মাইকের বয়স বাইশ, সে সবসময়ই রহস্যময় কোনো ব্যবসার সঙ্গে জড়িত থাকে। কীসব লোকজনের সঙ্গে চলাফেরা করে ও-ই জানে। কিন্তু ক্যাট ছোটভাইয়ের প্রতি প্রচণ্ড দায়িত্ববোধ অনুভব করে। সে ভাবে, *সব আসলে আমারই দোষ। আমি যদি সেদিন ঘর ছেড়ে না পালাতাম তা হলে ভাইটার আজ এরকম দশা হত না।*

'ঝামেলা থেকে দূরে থাকিস, ভাইয়া,' অপত্য স্নেহ ঝরে পড়ে ক্যাটের কণ্ঠে। 'তুই তো জানিস আমি তোকে কত ভালোবাসি।

'আমিও তোমাকে অনেক অনেক ভালোবাসি, আপু।'

টাকাটা জোগাড় করতে হবে, ভাবছে ক্যাট। *মাইক ছাড়া দুনিয়ায় আর কেউ নেই আমার।*

হানির সঙ্গে আবার কাজ করতে চাইছেন ডা. ইসলার। ওর অপটু পারফরমেন্স ক্ষমা করে দিয়েছেন তিনি। মেয়েটি তাঁর মস্ত ভক্ত জেনে বরং খানিক আত্মশ্লাঘা বোধ করছেন। তবে এবারে রাউন্ডে বেরিয়ে হানি অন্য রেসিডেন্টদের পেছনে লুকিয়ে রইল, ডাক্তারের কোনো প্রশ্নের জবাব সেধে দিতে গেল না।

রাউন্ড শেষ হওয়ার ত্রিশ মিনিট পরে ডা. ইসলার ঢুকলেন বেনজামিন ওয়ালেসের অফিসে।

'সমস্যা কী?' জিজ্ঞেস করলেন ওয়ারেস।

'সমস্যা ডা. ট্যাফটকে নিয়ে।'

প্রকৃত বিস্ময় ফুটল ওয়ালেসের চোখে। 'ডা. ট্যাফট? সে তো সবচেয়ে বড় সুপারিশ নিয়ে এসেছে।'

'এজন্যই তো অবাক হচ্ছি,' বললেন ডা. ইসলার। 'অন্যান্য রেসিডেন্টদের কাছ থেকে রিপোর্ট পাচ্ছি আমি। সে কেসগুলোর উল্টোপাল্টা ব্যাখ্যা দিচ্ছে, মারাত্মক সব ভুল করছে। ঘটনা কী জানতে চাই আমি।'

'ঠিক বুঝতে পারছি না। ও তো খুব ভালো মেডিকেল স্কুল থেকে পাস করে এসেছে।'

'ওই স্কুলের ডিনের সঙ্গে একটু কথা বলে দেখুন,' পরামর্শ দিলেন ডা. ইসলাম।

'ডিন হলেন জিম পিয়ারসন। ভালো মানুষ, আমি ওঁকে ফোন করছি।'

কিছুক্ষণ পরে ওয়ালেস ফোন কররেন জিম পিয়ারসনকে। কুশল বিনিময় শেষে ওয়ালেস বললেন, 'বেটি লু ট্যাফটের বিষয়ে কথা বলার জন্য তোমাকে ফোন করেছি, জিম।'

ও-প্রান্তে খানিক নীরবতা, 'বলো!'

'ওকে নিয়ে কিছু সমস্যা হচ্ছে। তোমার সুপারিশ নিয়ে ও এখানে ভর্তি হয়েছে। তুমি খুব প্রশংসা করেছিলে প্রশংসাপত্রে।'

'হুঁ।'

'ইন ফ্যাক্ট, তোমার রিপোর্ট আমার সামনেই আছে। রিপোর্ট বলছে, মেয়েটি তোমার দেখা সেরা ছাত্রীদের একজন।'

'ঠিকই বলেছি।'

'এবং সে ডাক্তারি পেশায় খুব ভালো করবে।'

‘হ্যাঁ।’

‘কিন্তু ওর ব্যাপারে কোনো সন্দেহ...’

‘না,’ দৃঢ় গলায় বললেন ডা. পিয়ারসন। ‘একদমই কোনো সন্দেহ নেই। ও বোধহয় একটু নার্ভাস। তবে ওকে একটা সুযোগ দাও, আমার বিশ্বাস, ও ঠিকই নিজের যোগ্যতা প্রমাণ করতে পারবে।’

‘ঠিক আছে। ওকে আমরা একটা সুযোগ দেব। ধন্যবাদ।’

‘ধন্যবাদের কিছু নেই।’ কেটে গেল লাইন।

জিম পিয়ারসন বসে রইলেন চেয়ারে, যে কাজটা তিনি করেছেন তার জন্য তাঁর ঘৃণা হচ্ছে।

কিন্তু আমার সংসার সবার আগে, ভাবছেন তিনি।

আট

'সব পেয়েছি'র পরিবারে জন্ম নেয়াটাই ছিল হানি টাফটের দুর্ভাগ্য। তার সুদর্শন পিতা মেমফিসের একটি বৃহদায়তন কম্পিউটার কোম্পানির প্রতিষ্ঠাতা এবং প্রেসিডেন্ট। তার সুন্দরী মা একজন জেনেটিক বিজ্ঞানী এবং হানির বড় দুই যমজ বোন দেখতে যেমন আকর্ষণীয়া, মগজও তেমনি ধারালো এবং তারা বাবা-মা'র মতোই উচ্চাকাঙ্ক্ষী। টেনেসির মেমফিসের সবচেয়ে বিখ্যাত পরিবার হল ট্যাফট পরিবার।

যমজ দুই বোনের বয়স যখন ছয়, ওই সময় অপ্রত্যাশিত আগমন ঘটে হানির।

'হানি আমাদের জন্য ছোট্ট একটি দুর্ঘটনা,' হানির মা বলতেন বান্ধবীদেরকে। 'আমি অ্যাবরশন করাতে চেয়েছিলাম, কিন্তু বাধা দিয়েছিল ফ্রেড। এজন্য এখন সে আফসোস করে।'

হানির বোনেরা চোখ ধাঁধানো সুন্দরী অথচ হানি দেখতে একেবারেই শাদামাটা। তারা মেধাবী, হানি গড়পড়তা। তার বোনেরা ন'মাস বয়সে কথা বলা শুরু করেছিল, হানি দু বছরে পা দেয়ার আগে একটি শব্দও উচ্চারণ করেনি।

'ওকে আমরা 'ডামি' বলে ডাকি,' হাসতে হাসতে বলেন হানির বাবা। 'হানি ট্যাফট-পরিবারের কুৎসিত হাঁসের ছানা। তবে ওর কোনোদিন রাজহাঁসে রূপান্তর ঘটবে বলে মনে হয় না।'

হানি দেখতে কুৎসিত নয়, আবার গর্ব করার মতো সুন্দরীও তাকে বলা যাবে না। তার চেহারা অতি সাধারণ, পাতলা মুখ, ম্যাড়মেড়ে সোনালি চুল, তার দেহসৌষ্ঠব কারও মনে ঈর্ষা জাগায় না। তবে হানির একটি অসাধারণ গুণ আছে—তার আচার-ব্যবহার অত্যন্ত চমৎকার। ধনাঢ্য, 'সব পেয়েছি'র পরিবারের মানুষজনের মধ্যে এ গুণটি সবসময় থাকে না যা হানির আছে এবং সে অসম্ভব মিষ্টি ব্যবহার করে সবার মন জয় করে ফেলে।

শৈশবে হানির সবসময় চেষ্টা ছিল কী করে বাবা-মা এবং বোনদেরকে খুশি করা যায় যাতে তারা ওকে ভালোবাসেন। কিন্তু উদ্যোগটা বিফলে গেছে। কারণ হানির বাবা-মা নিজেদের ক্যারিয়ার নিয়ে অত্যন্ত ব্যস্ত আর তার বোনদের ব্যস্ততা বিউটি কনটেস্ট এবং স্কলারশিপ নিয়ে। আর হানির আরও দুর্ভাগ্য সে ছিল ভয়ানক লাজুক। চেতন বা অবচেতন যেভাবেই হোক তার পরিবার তার মধ্যে হীনমন্যতার বীজ বপন করে দিয়েছিল।

হাইস্কুলে হানির নাম 'ওয়াল ফ্লাওয়ার'। তার কোনো সঙ্গীসাথি নেই বলে এরকম নাম। সে সেধে স্কুলের নাচ এবং পার্টিতে অংশ নেয়, হাসে। গোপন দুঃখগুলো কাউকে বুঝতে দেয় না। কারণ হানি চায় না তার দুর্ভাগ্য কাউকে স্পর্শ করুক, তার কারণে কারও মজা নষ্ট হোক। সে দেখে স্কুলের সবচেয়ে জনপ্রিয় ছেলেরা তার বোনদেরকে বাড়িতে এসে নিয়ে যায় ঘুরতে যাওয়ার জন্য। আর সেইসময় হানি তার একাকী ঘরে হোমওঅর্ক নিয়ে ধস্তাধস্তি করে।

এবং চেষ্টা করে না কাঁদতে।

সাপ্তাহিক ছুটির দিন এবং গ্রীষ্মাকাশে বেবিসিটিং করে হানি পকেট-খরচা জোগাড় করে। বাচ্চাদের দেখভাল করতে তার ভালো লাগে, শিশুরাও তাকে বেশ পছন্দ করে।

যখন কাজ থাকে না হাতে, মেমফিস শহরে একা একা ঘুরে বেড়ায় হানি। সে গ্রেসল্যান্ডে গেছে, ওখানে এলভিস প্রিসলি থাকতেন, হেঁটে বেড়ায় বিয়ালি স্ট্রিটে যেখান থেকে 'ব্লু'দের যাত্রা শুরু। হানি ঘুরে বেড়ায় পিংক প্যালেস মিউজিয়াম, প্ল্যানেটেরিয়াম, যায় অ্যাকুরিয়াম দেখতে।

কিন্তু সবসময় একাকিত্ব ঘিরে রাখে ওকে।

হানি জানত না হঠাৎ করেই একদিন ওর জীবনযাত্রা বদলে যাবে আমূল।

হানি জানে তার ক্লাসমেটদের অনেকেই প্রেম করে আর তাদের প্রেমপীরিতি নিয়ে স্কুলে গপ্পোও চলে হরদম।

'রিকির সঙ্গে কখনও বিছানায় গিয়েছ? ও দারুণ...'

'জো চমৎকারভাবে রেতঃপাত ঘটাতে পারে...।'

'গত রাতে টনির সঙ্গে বাইরে গিয়েছিলাম। ও আমাকে চুষে-ছিবড়ে কিছু রাখেনি। জানোয়ার একটা! আজ রাতে আবার ওর সঙ্গে বেরুব...'

হানি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ওদের আলাপ শোনে। ঈর্ষা হয়, আশঙ্কা জাগে ওর কোনোদিনই যৌন-অভিজ্ঞতা হবে না। *আমাকে কে চাইবে?* ভাবে হানি।

শুক্রবারের এক রাতে, স্কুলে নাচ-গানের অনুষ্ঠান হচ্ছে। হানির যাওয়ার কোনো ইচ্ছে ছিল না। কিন্তু ওর বাবা বললেন, 'তুমি জানো, তোমাকে নিয়েই আমার যত দুশ্চিন্তা। তোমার বোনরা বলে তুমি নাকি একটা নিষ্কর্মার ঢেঁকি। আজ রাতের অনুষ্ঠানে নাকি যেতে চাইছ না তোমার কোনো ডেট নেই বলে।'

লজ্জায় বেগুনি হয়ে গেল হানি। 'কথাটা সত্য নয়। আমার ডেট আছে। আমি যাচ্ছি।' *বাবা যেন আবার জানতে না চায় কে আমার ডেট,* মনে মনে প্রার্থনা করল ও।

তিনি কিছু জিজ্ঞেস করলেন না।

হানি স্কুলের অনুষ্ঠানে এল, যথারীতি কোনার দিকের একটা আসন বেছে নিয়েছে, দেখছে অন্যরা নাচছে, দারুণভাবে উপভোগ করছে সময়।

তারপর ঘটে গেল মিরাক্যল।

ফুটবল দলের ক্যাপ্টেন রজার মার্টর্ন স্কুলের সবচেয়ে জনপ্রিয় ছেলে ডান্সফ্লোরে নাচছিল, হঠাৎ ঝগড়া বেধে গেল গার্লফ্রেন্ডের সঙ্গে। মদ খেয়ে চুর হয়ে আছে রজার।

'তুমি একটা যাচ্ছেতাই, স্বার্থপর হারামজাদা,' বলল ওর গার্লফ্রেন্ড।

'আর তুমি একটা নির্বোধ মাগী।'

'যাও নিজের পাছা নিজে মারো গে।'

'আমার পাছা আমাকে মারতে হবে না, স্যালি। আমি যে-কারও পাছা মারতে পারি। চাইলেই পারি।'

'যাও না। মানা করেছে কে!' বলে ঝড় তুলে ডান্সফ্লোর থেকে বেরিয়ে গেল স্যালি।

হানি ওদের কাছেই দাঁড়িয়ে ছিল। সব কথা শুনেছে। রজার মার্টর্ন ওর দিকে তাকাল। 'অমনভাবে ড্যাবড্যাব করে কী দেখছ?' তার কথা জড়িয়ে আসছে।

'কিছু না,' বলল হানি।

'মাগীকে আমি একটা উচিত শিক্ষা দেব। তোমার কি ধারণা আমি ওকে উচিত শিক্ষা দিতে পারব না?'

'আমি...হ্যাঁ, পারবে।'

'ঠিক বলেছ। চলো, একটু ড্রিংক করি।'

ইতস্তত করল হানি। মার্টর্ন মাতাল হয়ে আছে।

'ইয়ে মানে আমার কোনো...'

'চমৎকার। আমার গাড়িতে একটা বোতল আছে।'

'না, মানে আমি বোধহয়...'

হানির হাত ধরে ওকে টেনে নিয়ে চলল মার্টর্ন। হানি ওর সঙ্গে যাচ্ছে এজন্য যে কোনো সিনক্রিয়েট করে ছেলেটাকে বিব্রত করতে চায় না।

বাইরে এসে নিজেকে ছাড়িয়ে নেয়ার চেষ্টা করল হানি।

'রজার, ব্যাপারটা আমার ঠিক পছন্দ হচ্ছে না। আমি...'

'তোমার কী হয়েছে? তুমি কি ভয় পেয়েছ?'

'না, আমি...'

'বেশ, তাহলে চলো।'

হানিকে নিয়ে নিজের গাড়ির সামনে চলে এর রজার মার্টন, খুলল দরজা। দাঁড়িয়ে রইল হানি।

'ভেতরে ঢোকো।'

'আমি কিন্তু বেশিক্ষণ বসব না,' বলল হানি।

গাড়িতে গিয়ে বসল হানি, রজারকে আপসেট করতে চায় না বলে। রজার ওর পাশে বসল।

'ওই মাগীকে একটা শিক্ষা দিতে হবে, কী বলো?' বুরবনের একটা বোতল খুলল সে। 'নাও, খাও।'

হানি এর আগে মাত্র একবার মদ পান করেছে এবং স্বাদটা তার মোটেও ভালো লাগেনি। কিন্তু রজারকে কষ্ট দিতে মন চাইল না। রজারের দিকে একবার তাকিয়ে অনিচ্ছাসত্ত্বেও বোতলে ছোট্ট করে চুমুক দিল ও।

'বাহ্, বেশ,' বলল রজার। 'তুমি স্কুলে নতুন, না?'

'না,' বলল হানি। 'আমি...'

সামনে ঝুঁকে এল রজার, হাত চলে গেল হানির বুকে।

চমকে উঠল হানি, ঠেলে সরিয়ে দিল হাত।

'হেই! কাম অন। তুমি আমাকে খুশি করতে চাও না?'

খুশি করার শব্দটাই দুর্বল করে দিল হানিকে। ও সবাইকে খুশি করতে চায়। আর যদি এভাবে কাউকে খুশি করা যায়...

রজার মার্টনের গাড়ির পেছনের আসনে, অপরিসত জায়গায় শুয়ে হানি জীবনের প্রথম যৌন অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করল। আর অভিজ্ঞতা ওর জন্য খুলে দিল অবিশ্বাস্য এক নতুন পৃথিবী। অভিজ্ঞতাটি খুব একটা যে উপভোগ করেছে হানি সেটি গুরুত্বপূর্ণ নয়। গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল রজার খুব মজা পেয়েছে। বলা যায়, রজার এত সুখ পেয়েছে দেখে হানি রীতিমতো তাজ্জব। *পুরুষমানুষকে তাহলে সেক্স দিয়ে এতটা সুখি করা যায়!* ভাবছিল হানি।

ওই দিনটি ছিল হানির নতুন করে জন্ম নেয়ার দিন।

সে রাতে বিছানায় শুয়ে রজার মার্টনের কথা ভাবছিল হানি। মনে পড়ছিল রজারের শক্ত পুরুষাঙ্গ ওর শরীরের ভেতরে সজোরে যাতায়াত করছিল আর সুখে গোঙাচ্ছিল রজার। 'ওহ্, ইয়েস, ইয়েস...যিশাস, তুমি সত্যি অপূর্ব, স্যালি...'

না, রজার রমণ করার সময় গার্লফ্রেন্ডের নাম ধরে ডাকছিল বলে কিছু মনে করেনি হানি। তার কাছে মুখ্য বিষয় ছিল সে ফুটবল দলের ক্যাপ্টেনকে তৃপ্তি দিতে পেরেছে! স্কুলের সবচেয়ে জনপ্রিয় ছেলে! *আর আমি নিজে বুঝতেও পারছিলাম না আসলে কী করছি!* ভাবছিল হানি। *আমি যদি সত্যি শিখতাম কীভাবে একজন পুরুষকে চরম সুখ দেয়া যায়...*

তখন হানির দ্বিতীয় জন্ম হল।

পরদিন সকারে হানি পপলার স্ট্রিটের পর্নো বুক স্টোর প্লেজার চেস্ট থেকে আধডজন বই কিনে নিয়ে এল ইরোটিসিজমের ওপরে। নিজের ঘরে বসে গোপনে গোগ্রাসে গিলল লেখাগুলো। কী পড়ছে ভেবে নিজেই তাজ্জব।

ও একে একে শেষ করল *দ্য পারফিউমড গার্ডেন, কামসূত্র, দ্য টিবেটান আর্টস* অব *লাভ, আলকেমি অব এক্সট্যাসি।* তারপর পড়ল গৈডুন চোপেল এবং কাঞ্চিনাথের বই।

যৌনমিলনের সাঁইত্রিশ রকম উত্তেজক সচিত্র পোজ খুঁটিয়ে দেখল। হানি জানল হাফমুন এবং সার্কল মানে কী, লোটাস পের্বাল পিসেস সব ফ্লাউড মৈথুন কীভাবে করতে হয়।

হানি আটধরনের ওরাল সেক্সে এক্সপার্ট হয়ে উঠল, ষোলোরকম প্রক্রিয়ায় সে মৈথুন চালাতে শিখল, জানল কোন্ কামকলার সাহায্যে পুরুষকে দ্রুত সুখের স্বর্গে নিয়ে যাওয়া যায়। অবশ্য ওর সমস্ত শিক্ষাটাই আপাতত থিওরিলব্ধ।

হানি এবারে প্রাকটিসে নেমে পড়ার সিদ্ধান্ত নিল।

পরের হপ্তায় সে ক্লাসে রজার মার্টনকে দেখতে পেয়ে সোজা ওর কাছে গেল। 'সেদিনের রাতটা আমি খুব উপভোগ করেছি। আবার ওটা করা যায় না?'

হানিকে চিনে নিতে একমুহূর্ত সময় লাগল রজারের।

'ওহ্, নিশ্চয়। কেন নয়? বাবা-মা আজ বাড়ি থাকবেন না। তুমি রাত আটটার মধ্যে আমার বাসায় চলে এসো।'

হানি মার্টনের বাসায় হাজির হল হাতে ম্যাপল সিরাপের ছোট একটি বোতল নিয়ে।

'এটা কীজন্য?' জিজ্ঞেস করল রজার।

'দেখাচ্ছি তোমাকে,' বলল হানি।

এবং ওকে দেখাল সে।

পরদিন রজার ক্লাসে বসে বন্ধুদের কাছে হানিকে নিয়ে গল্প করছিল।

'ও অসাধারণ,' বলল সে। 'সামান্য গরম সিরাপ দিয়ে ও যে কাণ্ডটা ঘটিয়েছে, না দেখলে তোমরা বিশ্বাস করবে না।'

সেদিন বিকেলে আধডজন ছেলে হানির সঙ্গে ডেট করতে চাইল। তারপর থেকে প্রতিরাতে বাইরে যেতে লাগল হানি। ছেলেরা খুব খুশি আর ওদের খুশি দেখে হানি বেশ সুখি।

হানির বাবা-মা তাঁদের মেয়ের আকস্মিক জনপ্রিয়তায় অত্যন্ত আনন্দিত।

'আমার ছোট্ট কুঁড়িটির ফুল হয়ে ফুটতে একটু সময় লেগেছে বটে,' গর্বের সুরে বললেন বাবা, 'তবে ও এখন সত্যিকারের ট্যাফটে পরিণত হয়েছে!'

অঙ্কে সবসময় কম নম্বর পেয়ে আসছে হানি। ফাইনাল পরীক্ষাটাও যাচ্ছেতাই হয়েছে। জানে অঙ্কে ফেল করবে। ওদের অঙ্ক টিচার মি. জ্যানসব বিয়েথা করেননি, স্কুলের কাছেই তাঁর নিবাস। একদিন সন্ধ্যাবেলায় তাঁর বাড়িতে গেল হানি। তিনি দরজা খুলে হানিকে দেখে যারপরনাই বিস্মিত।

'হানি! তুমি এখানে! কী ব্যাপার?'

'আপনার সাহায্য দরকার,' জবাব দিল হানি। 'আমি অঙ্কে ফেল করলে বাবা আমাকে পিটিয়েই মেরে ফেলবেন। আমি কয়েকটা অঙ্ক বুঝতে পারছি না। অংকগুলো

আপনার কাছে বুঝতে এসেছি। আপনি যদি একটু সাহায্য করতেন...'

একমুহূর্ত ইতস্তত করলেন মি. জ্যানসন। 'এভাবে অঙ্ক কষে দেয়াটা ঠিক ভালো দেখায় না। তবু... যাক গে, এসো!'

মি. জ্যানসন হানিকে পছন্দ করেন। মেয়েটি তাঁর ক্লাসের অন্যান্য ছাত্রীদের মতো নয়। অন্য ছাত্রীগুলো দুর্বিনীত, উদ্ধত, কিন্তু হানির ব্যবহার অতিশয় সুমধুর।

মি. জ্যানসন কাউচে হানির পাশে বসে ওকে লগারিদমের জটিল, রহস্যময় বিষয়গুলো বোঝাতে লাগলেন।

লগারিদমের রহস্য জানার কোনো আগ্রহই হানির নেই। মি. জ্যানসন কথা বলছেন, সে তার শিক্ষকের কাছ ঘেঁষে বসল। মি. জ্যানসনের ঘাড়ে এবং কানের ওপর নিশ্বাস ফেলতে লাগল। কিছু বুঝে ওঠার আগেই তিনি দেখতে পেলেন তাঁর প্যান্টের জিপার খোলা।

বিস্মিত দৃষ্টিতে হানির দিকে তাকালেন মি. জ্যানসন। 'করছ কী তুমি!'

'আপনাকে প্রথমদিন দেখার পর থেকেই আপনার জন্য আমি দিওয়ানা হয়ে আছি,' বলল হানি। পার্স খুলে ক্রিমের ছোট একটি ক্যান বের করল।

'কী এটা?'

'দেখাচ্ছি আপনাকে...'

হানি অঙ্কে 'A' পেল।

ক্রিম বা এজাতীয় জিনিসের ব্যবহারই শুধু জনপ্রিয় করে তুলল না হানিকে, সে বিখ্যাত হয়ে উঠল যৌনশাস্ত্রের ওপর পড়া প্রাচীন পুস্তকাদির বিভিন্ন কৌশল তার পার্টনারদের ওপর ব্যবহার করে। সহস্র বছরের পুরানো এসব কামকলার কথা তারা জীবনে কল্পনাও করেনি। হানি চরমানন্দ শব্দটির নতুন অর্থ আবিষ্কার করল।

ক্লাসে হানির গ্রেড অকস্মাৎ ওপরের দিকে উঠতে শুরু করল এবং সে হঠাৎ করেই স্কুলে তার বোনদের চেয়েও জনপ্রিয় হয়ে গেল। হানি এখন ডিনার করে প্রাইভেট আই এবং বোম্বে বাইসাইকেল ক্লাব-এ, মেমফিস মল-এ আইস ক্যাপাডেস-এ তাকে নিয়ে যাওয়া হয়। ছেলেরা তাকে নিয়ে সেডার ক্লিফে স্কি করে, ল্যান্ডিস এয়ারপোর্টে স্কাই ডাইভিং-এ অংশ নেয়।

সামাজিকভাবে যেমন হানির দ্রুত গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধি পাচ্ছিল, কলেজের রেজাল্টও তেমনি ভালো হচ্ছিল। এক রাতে, ডিনারের সময় তার বাবা বললেন, 'শীঘ্রি গ্রাজুয়েট হবে তুমি। ভবিষ্যৎ নিয়ে চিন্তাভাবনা করার সময় এসে গেছে। তুমি জীবন নিয়ে কী করতে চাও?'

সাথে সাথে জবাব দিল ও। 'আমি নার্স হতে চাই।'

ওর বাবার মুখ লাল হয়ে গেল। 'বলো যে ডাক্তার হতে চাইছ।'

'না, বাবা। আমি—'

‘তুমি ট্যাফট-পরিবারের সন্তান। মেডিসিন লাইনে যেতে চাইলে ডাক্তার হতে হবে। আমার কথা বোঝা গেছে?’

‘হ্যাঁ, বাবা।’

হানি মন থেকেই নার্স হতে চাইছিল। সে লোকের সেবাযত্ন করতে খুব পছন্দ করে। ডাক্তার হওয়ার কথা ভেবে সে আতঙ্ক অনুভব করল। কারণ এর সঙ্গে মানুষের জীবন-মৃত্যুর প্রশ্ন জড়িত। তবে বাবাকেও হতাশ করা যাবে না। কারণ সে যে ট্যাফট-পরিবারের সন্তান!’

হানির কলেজের রেজাল্ট মেডিকেল স্কুলে ভর্তির জন্য অনুকূল নয়। কিন্তু তাঁর ক্ষমতাধর এবং প্রভাবশালী পিতার জন্য এটা কোনো সমস্যাই ছিল না। টেনেসির নক্সভিল মেডিকেল স্কুলে তিনি মোটা অঙ্কের চাঁদা দেন। তিনি এখানকার ডিন ডা. জিম পিয়ারসনের সঙ্গে দেখা করলেন।

‘আপনি বিরাট বড় একটা জিনিস চেয়ে ফেলেছেন,’ বললেন পিয়ারসন। ‘তবু আপনাকে যতটুকু সম্ভব সাহায্য করব। আমি হানিকে শিক্ষানবিশ হিসেবে ভর্তি করছি। ছয়মাস পরে যদি দেখি সে পড়াশোনার সঙ্গে তাল মেলাতে পারছে না তাহলে আমরা ওকে আর রাখতে পারব না।’

‘বেশ। দেখবেন, আমার মেয়ে আপনাকে অবাক করে দেবে।’

তিনি ঠিকই বলেছিলেন।

হানির বাবা মেয়েকে নক্সভিলে পাঠালেন তাঁর চাচাতো ভাই রেভারেন্ড ডগলাস লিপটনের বাড়িতে থেকে পড়াশোনা করার জন্য।

ডগলাস লিপটন ব্যাপটিস্ট চার্চ-এর যাজক। বয়স ষাটের কোঠায়, তাঁর স্ত্রী তাঁর চেয়ে দশ বছরের বড়।

হানিকে নিজের বাড়িতে দেখে খুশি হলেন যাজক।

‘ও যেন এক ঝলক তাজা হাওয়া,’ বললেন তিনি তাঁর স্ত্রীকে।

লোককে খুশি করার জন্য এমন উদগ্রীব হতে আর কাউকে কোনোদিন দেখেননি তিনি।

মেডিকেল স্কুলে ভালোয় ভালোয় ভর্তি হয়ে গেল হানি। তবে পড়াশোনার প্রতি তার বড্ড অনীহা। সে মেডিকেলে ভর্তি হয়েছে শুধুমাত্র তার বাবাকে খুশি করতে।

হানির শিক্ষকরা ওকে খুব পছন্দ করেন। ওর মধ্যে এমন চমৎকার একটা সারল্য এবং ভালোমানুষি ব্যাপার আছে যে প্রফেসররা চান মেয়েটা পড়াশোনায় সফল হোক।

মজার ব্যাপারই বলতে হবে, ডাক্তার হবে হানি অথচ অ্যানাটমি বিষয়ে তার জ্ঞান নেই বললেই চলে। মেডিকেল স্কুলে ভর্তি হওয়ার আট হপ্তা পরে অ্যানাটমি শিক্ষকের

অফিসে ডাক পড়ল হানির। 'তোমাকে ফেল না-করানো ছাড়া কোনো উপায় বোধহয় থাকবে না আমার।' অসন্তুষ্ট গলায় বললেন তিনি।

ফেল করা চলবে না, মনে মনে বলল হানি। *তাহলে আমার বাবার মুখ সবার কাছে ছোট হয়ে যাবে।*

হানি প্রফেসরের গা ঘেঁষে এল। 'আমি এ স্কুলে ভর্তিই হয়েছি শুধু আপনার জন্য, আপনার অনেক কথা শুনেছি।' আরও কাছিয়ে এল হানি। 'আমি আপনার মতো হতে চাই।' *আরও কাছে। 'ডাক্তার হওয়া আমার স্বপ্ন।'* প্রফেসরের প্রায় কোলে চড়ে বসল ও। 'প্লিজ, হেল্প মি...'

এক ঘণ্টা পরে, হানি প্রফেসরের অফিস থেকে বেরিয়ে এল। পরের পরীক্ষায় কী আসবে তার প্রশ্ন সে পেয়ে গেছে।

মেডিকেল স্কুলের পাট চুকানোর ঠিক আগে আগে বেশ কয়েকজন অধ্যাপককে সিডিউস করল হানি। ওর মধ্যে এমন একধরনের অসহায় ভাব ফুটে থাকে যা দেখে প্রফেসরদের খুব মায়া হয়। ওঁরা মনে করেন তাঁরাই বরং হানিকে সিডিউস করছেন, হানির সরলতার সুযোগ নেয়ার জন্য প্রফেসররা অপরাধবোধে ভোগেন।

হানির শেষ শিকার হলেন ডা. জিম পিয়ারসন। হানি সম্পর্কে নানান কথা শুনেছেন তিনি। হানির অসাধারণ যৌনদক্ষতার কথা কানে এসেছে তাঁর। একদিন হানিকে তিনি ডেকে পাঠালেন তার গ্রেড নিয়ে আলোচনা করার জন্য। হানি পাউডার-মেশানো চিনির ছোট একটা বাক্স নিয়ে গেল সঙ্গে। বিকেল শেষ হওয়ার আগেই আর সকলের মতো হানির মায়াজালে বাঁধা পড়ে গেলেন ডা. পিয়ারসন। হানি তাঁর মধ্যে এনে দিল তারুণ্য, তাঁকে করে তুলল প্রচণ্ড যৌনক্ষুধার্ত। নিজেকে তাঁর রাজা বলে মনে হতে লাগল, আর হানি যেন তাঁর সেবাদাসী।

তিনি নিজের স্ত্রী এবং সন্তানদের কথা ভুলে থাকতে চাইলেন।

রেভারেন্ড ডগলাস লিপটনকে খুবই পছন্দ করে হানি। এ মানুষটির স্ত্রী শীতল, যৌন অসাড় এবং সারাক্ষণ রেভারেন্ডের পেছনে লেগে আছে। এ ব্যাপারগুলো মর্মাহত করে তোলে হানিকে। কষ্ট হয় মানুষটার জন্য। ভাবে *এ লোকের তো এটা পাওনা ছিল না। তাঁর ভালোবাসা পাওয়া উচিত।*

একদিন মাঝরাতে, মিসেস লিপটন বাড়িতে নেই, বোনের বাসায় গেছেন, হানি যাজকের ঘরে ঢুকল সম্পূর্ণ নগ্ন হয়ে। 'ডগলাস।'

ঘুমাচ্ছিলেন রেভারেন্ড। চোখ মেলে চাইলেন। 'হানি? তুমি ঠিক আছ তো?'

'না,' বলল হানি। 'আমি কি তোমার সঙ্গে কথা বলতে পারি?'

'অবশ্যই,' বাতির সুইচে হাত বাড়ালেন তিনি।

'আলো জ্বেলো না,' রেভারেন্ডের বিছানায় উঠে এল হানি।

'তোমার কী হয়েছে? শরীর খারাপ?'

'আমার মন খারাপ।'

'কেন? মন খারাপ কেন?'

'তোমার জন্য। তোমার ভালোবাসা পাওয়া উচিত। আমি তোমাকে ভালোবাসা দিতে চাই।'

চোখ থেকে পুরোপুরি টুটে গেছে ঘুম, পূর্ণ সচেতন হয়ে উঠলেন ধর্মযাজক। 'মাই গড! তুমি বাচ্চা একটা মেয়ে! তুমি নিশ্চয় সিরিয়াস হয়ে বলছ না...'

'বলছি। তোমার বউ তোমাকে ভালোবাসা দিচ্ছে না...'

'হানি, এ অসম্ভব! তুমি তোমার ঘরে যাও এবং...'

রেভারেন্ড নিজের শরীরে হানির নরম, উষ্ণ দেহের পরশ পেলেন। 'হানি, আমরা এটা করতে পারব না। আমি...'

তাঁর ঠোঁটে চেপে বসল হানির অধর, সে উঠে এল রেভারেন্ডের গায়ের ওপর এবং ধর্মযাজক ভেসে গেলেন ওর উন্মাতাল যৌবনজোয়ারে। সারারাত রেভারেন্ডের বিছানায় কাটাল হানি।

পরদিন সকাল ছ'টায় খুলে গেল বেডরুমের দরজা, ঘরে ঢুকলেন মিসেস লিপটন। ওদের দিকে বিস্ফারিত দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলেন। তারপর কিচ্ছুটি না বলে বেরিয়ে গেলেন।

দুইঘণ্টা পরে নিজের গ্যারেজে বসে আত্মহত্যা করলেন রেভারেন্ড ডগলাস লিপটন।

খবর শুনে নিদারুণ মুষড়ে পড়ল হানি, যা ঘটেছে বিশ্বাস হতে চাইল না।

শেরিফ ও-বাড়িতে এলেন, কথা বললেন মিসেস লিপটনের সঙ্গে।

কথা শেষ করে হানিকে নিয়ে বসলেন তিনি।

'ওঁর পরিবারের সম্মানের কথা চিন্তা করে আমরা রেভারেন্ড ডগলাস লিপটনের মৃত্যুকে 'অজ্ঞাত কারণে আত্মহত্যা' হিসেবে চার্জশিট দেব। তবে তোমাকে পরামর্শ দিচ্ছি যত জলদি পারো এ শহর ছেড়ে অনেক দূরে কোথাও চলে যাও।'

এরপরে হানি এল স্যানফ্রান্সিসকোয়, এমবারকাডেরো কাউন্টি হাসপাতালে।

সঙ্গে ডা. জিম পিয়ারসনের উচ্ছ্বসিত প্রশংসাপত্র।

নয়

পেগির কাছে সময় এখন আর কোনো অর্থ বহন করে না। তার কাছে সময়ের শুরু নেই, নেই শেষ। রাত এবং দিনগুলো একঘেয়ে কেটে যায়। তার গোটা জীবনজুড়ে এখন শুধুই হাসপাতাল। বাইরের পৃথিবী যেন অচেনা, দূরবর্তী এক গ্রহ।

ক্রিসমাস এল, চলে গেল, ঘোষিত হল নতুন বছর। বাইরের দুনিয়ায় মার্কিন বাহিনী ইরাকের আগ্রাসন থেকে মুক্ত করল কুয়েত।

আলফ্রেড পেগির সঙ্গে আর যোগাযোগ করেনি। ও আশায় আছে একদিন নিজের ভুল বুঝতে পারবে আলফ্রেড। সেদিন ফিরে আসবে সে পেগির কাছে। ভোর সকালে বিশ্রী ঝনঝন শব্দে ফোনটা আকস্মিক বেজে উঠেই থেমে গেল। স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল পেগি নতুন কোনো রহস্যময় কিংবা অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনার মুখোমুখি হতে হল না বলে। তার কাছে মনে হয় এসবই একটা দুঃস্বপ্ন...না, এগুলো দুঃস্বপ্ন নয়। এসব ঘটছে ওর জীবনে।

রুটিনটা ভয়াবহ। রোগীর সঙ্গে দুদণ্ড জিরিয়ে কথা বলার ফুরসত নেই। একের পর এক কেস আসতেই থাকে ওর কাছে। কারও গলব্লাডারের সমস্যা, কারও লিভার খারাপ, কারও ঊর্ধ্বাঙ্গ ফ্রাকচার হয়েছে, কারও ভেঙেছে মেরুদণ্ডের হাড়।

যান্ত্রিক দৈত্যদানবে ভরা হাসপাতাল নামে এ জঙ্গল—রেসপিরেটর, হার্টরেট মনিটর, CAT স্ক্যান ইকুইপমেন্ট, এক্স-রে মেশিন। এবং প্রতিটি যন্ত্রের রয়েছে নিজস্ব বিদঘুটে আওয়াজ। কোনোটা শিসের মতো শব্দ করে, কেউ গুঞ্জন তোলে আর PA সিস্টেম তো অনবরত বেজে চলেছেই, সবগুলো শব্দ এবং আওয়াজ একত্রে মিশে সৃষ্টি করে বেসুরো, উঁচু লয়ের, কুৎসিত একটা ধ্বনি।

পেগি এবং হানি দুশ্চিন্তায় আছে ক্যাটকে নিয়ে। দ্রুত ওজন হারাচ্ছে মেয়েটা, দেখে মনে হচ্ছে তীব্র হতাশায় ভুগছে। ওরা কথা বলছে, ক্যাট আড্ডায় অংশ নিয়েও থাকে অন্যমনস্ক, দৃষ্টিতে ফাঁকা চাউনি, অন্য কোনো ভাবনার অতলে তলিয়ে যায় সে। একেকবার একটি করে রহস্যময় ফোনকল আসে তার কাছে আর প্রতিবারই হতাশা বেড়ে চলে ক্যাটের।

পেগি এবং হানি ওকে নিয়ে আলোচনায় বসল।

'তোমার কী হয়েছে?' জিজ্ঞেস করল পেগি। 'তুমি জানো আমরা তোমাকে

ভালোবাসি। তোমার কোনো সমস্যা থাকলে আমাদেরকে বলো। আমরা যথাসাধ্য সাহায্যের চেষ্টা করব।'

'ধন্যবাদ। কিন্তু আমার এ সমস্যায় তোমরা কিছু করতে পারবে না। আমি আর্থিক সমস্যায় আছি।'

অবাক হল হানি! 'তোমার টাকার দরকার কিসের জন্য? আমরা তো কোথাও ঘুরতে যাই না, কিছু কেনাকাটা করারও সময় পাই না। আমরা—'

'টাকার আমার দরকার নেই। দরকার আমার ভাইয়ের।' ক্যাট তার ছোটভাইয়ের কথা বান্ধবীদেরকে আগে কখনও বলেনি।

'তোমার ভাই আছে জানতাম না তো!' বলল পেগি।

'সে কি স্যানফ্রান্সিসকো থাকে?' জানতে চাইল হানি।

জবাব দিতে ইতস্তত করল ক্যাট। 'না, ও পুবে থাকে। ডেট্রয়েট। ওর সঙ্গে একদিন তোমাদের পরিচয় করিয়ে দেব।'

'আমরা পরিচিত হতে আগ্রহী। কী করে তোমার ভাই?'

'ও একধরনের এন্টারপ্রেনার,' আবছা গলায় জবাব দিল ক্যাট। 'এ মুহূর্তে ভাগ্যটা ঠিক সহায়তা করছে না ওকে। তবে সমস্যাটা সামলে উঠবে মাইক। ও সবসময়ই সমস্যা সামলে ওঠে।' *ঈশ্বর, তাই যেন হয়,* প্রার্থনা করল ক্যাট।

হ্যারি বোম্যান আইওয়ায় রেসিডেন্ট ডক্টর হিসেবে ছিল। ওখান থেকে ট্রান্সফার হয়ে এখানে এসেছে। সুরসিক একজন মানুষ, সুখি সুখি চেহারা, সবার প্রিয়পাত্র হয়ে উঠল।

একদিন পেগিকে সে বলল, 'কাল রাতে আমি ছোটখাটো একটি পার্টি দিচ্ছি। তুমি, ডা. হান্টার এবং ডা. ট্যাফট যদি ফ্রি থাকো তাহলে একবার এসো না আমার পার্টিতে? সময়টা ভালোই কাটবে।'

'বেশ, আসব,' বলল পেগি। 'কী নিয়ে আসব?'

হেসে উঠল বোম্যান। 'কিচ্ছু আনতে হবে না।'

'এক বোতল ওয়াইন কিংবা...'

'বললাম তো কিছু আনতে হবে না। আমার ছোট্ট অ্যাপার্টমেন্টে ওসব জিনিস আছে।'

বোম্যানের ছোট্ট অ্যাপার্টমেন্টটি আসলে দশ-কক্ষ-বিশিষ্ট বিশাল এক পেন্থ হাউজ, অ্যান্টিক ফার্নিচারে ভর্তি।

'মাই গড!' বলল ক্যাট। 'এসব জোগাড় করলে কোত্থেকে?'

'আমার চতুর বাবার কাছ থেকে,' বলল বোম্যান। 'উনি সমস্ত টাকা আমাকে দিয়ে গেছেন।'

'তারপরও তুমি চাকরি করছ?' অবাক ক্যাট।

হাসল বোম্যান। 'নিজেকে ডাক্তার পরিচয় দিতে ভালোই লাগে আমার।'

বুফের খাবার তালিকায় রইল বেলুগা মলোসান ক্যাভিয়ার, *Pate de campagne* স্মোকড স্কটিশ স্যামন, অয়েস্টার, কাঁকড়ার মাংস, শ্যালট ভিনাগ্রেট ড্রেসিংসহ *crudities* এবং ক্রিস্টাল শ্যাম্পেন।

ঠিকই বলেছিল বোম্যান। তিন বান্ধবীর দারুণ সময় কাটল।

'তোমাকে ধন্যবাদ দিয়ে ছোট করতে চাই না,' বিদায় নেয়ার সময় বলল পেগি।

'তোমরা শনিবার ফ্রি আছ?'

'হ্যাঁ।'

'আমার ছোট একটি মোটরবোট আছে। তোমাদেরকে সাগর থেকে ঘুরিয়ে আনব।'

'আমাদের যেতে আপত্তি নেই।'

ভোর চারটার সময় অন-কল রুমে গভীর ঘুম থেকে জেগে গেল ক্যাট। 'ডা. হান্টার, ইমার্জেন্সি রুম তিন...ডা. হান্টার, ইমার্জেন্সি রুম তিন।'

বিধ্বস্ত শরীরটাকে কোনোমতে টেনে তুলল ক্যাট। চোখ ঘষতে ঘষতে এলিভেটরে ঢুকল ইমার্জেন্সি রুমে যেতে।

একজন আর্দালি ওকে দোরগোড়ায় স্বাগত জানাল।

'রোগী ওই যে ওই কোনায় শুয়ে আছে। শরীরের ব্যথায় বেচারা মরে যাচ্ছে।'

ক্যাট হেঁটে গেল রোগীর কাছে। 'আমি ডা. হান্টার,' ঘুমঘুম গলায় বলল ও।

গুঙিয়ে উঠল লোকটা। 'যিশাস, ডক্। আপনি আমার জন্য কিছু একটা করুন। আমার পিঠ ছিঁড়ে যাচ্ছে ব্যথায়।'

হাই তুলল ক্যাট। 'কদ্দিন ধরে ব্যথা?'

'প্রায় দুই হপ্তা।'

বিস্মিত ক্যাট। 'দুই সপ্তা? আপনি আরও আগে কেন আসেননি?'

রোগী নড়াচড়ার চেষ্টা করল, ব্যথায় কুঁচকে গেল মুখ। 'সত্যি বলতে কী হাসপাতাল আমার দুচক্ষের বিষ।'

'তাহলে এখন এলেন কেন?'

হাসিহাসি মুখে লোকটা বলল, 'একটা বড় গলফ টুর্নামেন্ট হতে যাচ্ছে। আপনি আমার পিঠের ব্যথা সারিয়ে দিতে না পারলে খেলাটা দেখতে পারব না।'

বুক ভরে দম নিল ক্যাট। 'গলফ টুর্নামেন্ট?'

'জি!'

নিজেকে নিয়ন্ত্রণের প্রাণপণ চেষ্টা করছে ক্যাট।

'আপনি কী করবেন বলে দিচ্ছি। বাড়ি যান। দুটো অ্যাসপিরিন খাবেন। কাল সকালের মধ্যে ব্যথা না কমলে আমাকে ফোন করবেন।' ঘুরল ও, গটমট করে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে। তার অপসৃয়মাণ শরীরের দিকে হাঁ করে তাকিয়ে রইল লোকটা।

হ্যারি বোম্যানের ছোট মোটরবোটটি পঞ্চাশ ফুট লম্বা মসৃণ ও চকচকে একটি মোটর ক্রুজার।

'আমার বোটে স্বাগতম।' ডক-এ পেগি, ক্যাট এবং হানিকে অভ্যর্থনা জানাল সে।

সপ্রশংস দৃষ্টিতে বোট দেখল তিন কন্যা।

'খুব সুন্দর!' বলল পেগি।

ওরা উপকূলীয় সাগর ভ্রমণ করল ঘণ্টাতিনেক, উপভোগ করল উষ্ণ, সূর্যালোকিত দিনটি। বহুদিন পরে তিনজনে একটু রিল্যাক্স করতে পারছে।

অ্যাঞ্জেল আইল্যান্ডে নোঙর করল বোট, ওরা সুস্বাদু লাঞ্চ খাচ্ছে, ক্যাট মন্তব্য করল, 'এরই নাম জীবন। এসো, আর কখনও তীরে ফিরব না।'

'চমৎকার আইডিয়া,' বলল হানি।

ওরা কয়েকটা ঘণ্টা যেন স্বর্গে কাটাল।

জেটিতে ফিরে আসার পরে পেগি বলল, 'তোমাকে বলে বোঝাতে পারব না ব্যাপারটা আমি কতটা উপভোগ করেছি।'

'এ আমার সৌভাগ্য,' ওর হাত চাপড়ে দিল হ্যারি। 'আমরা আবার সাগর-ভ্রমণে যাব। যে-কোনো সময়। তোমরা, তিন বান্ধবীকে সর্বদাই স্বাগতম।'

কী চমৎকার একটি লোক, ভাবছে পেগি।

ধাত্রীবিদ্যা বিভাগে কাজ করতে পছন্দ করে হানি। এ ওয়ার্ডটি সবসময় পূর্ণ থাকে নতুন জীবন এবং নয়া আশা নিয়ে।

যারা প্রথমবার মা হতে যাচ্ছে তারা এজন্য থাকে আকুল এবং উৎকণ্ঠিত। তবে অভিজ্ঞদের এরকম কোনো অনুভূতি হয় না। তারা দ্রুত সন্তান খালাস করতে পারলেই খুশি।

পেগি ডায়েরি লিখলে ১৫ আগস্ট তারিখটি স্মরণীয় দিন হিসেবে লিখে রাখত। কারণ ওইদিন তার সঙ্গে জিমি ফোর্ডের পরিচয় হয়।

জিমি হাসপাতালের একজন আর্দালি, ঠোঁটে পৃথিবীর উজ্জ্বলতম হাসিটি সবসময় ফুটে থাকে। ওর মতো এমন হাসিখুশি স্বভাবের মানুষ জীবনে দেখেনি পেগি। ছেলেটা ক্ষুদ্রাকৃতির, রোগা-পাতলা, দেখায় সতেরো বছরের কিশোরের মতো যদিও তার বয়স পঁচিশ। সে হাসপাতালের করিডরগুলোয় হাসির অ্যাটমবোমা হয়ে ঘুরে বেড়ায়। কেউ কখনও তাকে মন খারাপ করে থাকতে দেখেনি।

জিমি সবসময়ই কারও-না-কারও জন্য কিছু-না-কিছু খবর বহন করে নিয়ে চলেছে। সে স্ট্যাটাস সম্পর্কে সচেতন নয় বলেই ডাক্তার, নার্স এবং দারোয়ান সবার সঙ্গে একইরকম আচরণ করে।

জিমি ফোর্ড জোকস বলতে খুব ভালোবাসে। সে কৌতুকি শুনিয়েই মুচকি হেসে

অদৃশ্য হয়ে যায়, ছুটে যায় কাউকে সাহায্য করার জন্য।

পেগিকে খুবই পছন্দ করে জিমি। প্রায়ই বলে, 'আমি একদিন ডাক্তার হব এবং আপনার মতো ডাক্তার হতে চাই আমি।

সে পেগির জন্য ছোটখাটো উপহার নিয়ে আসে—ক্যান্ডিবার কিংবা স্টাফ করা খেলনা। আর প্রতিটি উপহারের সঙ্গে একটি কৌতুকি সে শোনাবেই।

'হিউস্টনে এক লোক এক পথচারীকে থামিয়ে দিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'হাসপাতালে যাওয়ার সবচেয়ে দ্রুত রাস্তা কোন্‌টা?'

পথচারী জবাব দিল, 'টেক্সাস সম্পর্কে বাজে কোনো মন্তব্য করো। ব্যস্‌, সঙ্গে সঙ্গে হাসপাতালে পৌঁছে যাবে।'

তার অনেক জোকসই নীরস কিন্তু জিমির বলার ভঙ্গিটি এমন সরস যে লোকে না হেসে পারে না।

পেগি যখন সকালে হাসপাতালে ঢোকে, প্রায় একই সময় মোটরসাইকেল নিয়ে গন্তব্যে পৌঁছে যায় জিমি।

সে পেগিকে জোকস শোনায়।

রোগী বলল, 'আমার অপারেশন কি বিপজ্জনক হবে?'

সার্জন জবাব দিলেন, 'না, মাত্র দুশো ডলারে বিপজ্জনক অপারেশন আমরা করি না।'

কৌতুক শোনানো শেষ তো জিমি উধাও।

পেগি, ক্যাট এবং হানি'র যখন একই দিনে অফডে পড়ে যায়, ওরা স্যানফ্রান্সিসকো শহর ঘুরতে বেরোয়। ওরা ঘুরে দেখে ডান মিল এবং জাপানিজ টি গার্ডেন। যায় ফিশার ম্যান'স হোয়ার্ফে, চড়ে ক্যাবল কার-এ। ওরা কুরাল থিয়েটারে নাটক দেখে। ডিনার করে পোস্ট স্ট্রিটের মহারানি রেস্টুরেন্টে। এ রেস্টুরেন্টের সকল ওয়েটার ভারতীয়, ক্যাট এবং হানিকে অবাক করে দিয়ে এদের সঙ্গে হিন্দিতে কথা বলে পেগি।

'হাম হিন্দুস্তানি বহৎ বহৎ আচ্ছা বোলতা হ্যায়,' শ্বেতাঙ্গিনীর মুখে স্বদেশী ভাষা শুনে ভারতীয় পরিচারক মুহূর্তে কাত। ওদের খাতির-যত্ন বেড়ে যায়।

'ইন্ডিয়ান ভাষা শিখলে কোত্থেকে তুমি?' জিজ্ঞেস করল হানি।

'ওটা হিন্দি,' জবাব দিল পেগি। একটু ইতস্তত করে যোগ করল, 'আমরা...আমি কিছুদিন ইন্ডিয়ায় ছিলাম।' স্মৃতিগুলো এখনও কত জ্বলজ্বলে। ও আর আলফ্রেড আগ্রায় গিয়েছিল তাজমহল দেখতে।

শাহজাহান তাঁর স্ত্রীর স্মৃতি রক্ষার জন্য ওটা তৈরি করেছিলেন, স্মৃতিসৌধটি তৈরি করতে তাঁর কুড়ি বছর লেগেছিল, আলফ্রেড।

আমিও তোমার জন্য একটি তাজমহল বানিয়ে দেব। টাকা যা লাগবে লাগুক, পরোয়া নেই।

এ হল ক্যারেন টাওয়ার। আমার স্ত্রী।

নিজের নাম শুনে ফিরে তাকাল পেগি।

'পেগি...' ক্যাটের চেহারায় উদ্বেগ। 'তুমি ঠিক আছ তো?'

'হ্যাঁ, আমি ঠিক আছি।'

বেজায় ক্লান্তিকর ঘন্টাগুলো বিরামহীন বয়ে চলে। আরেকটি নতুন বছর এল এবং গেল, দ্বিতীয় বছর শেষ হয়ে পড়ল তৃতীয় বছরে এবং কিছুই বদলাল না। হাসপাতাল বরাবরের মতোই বর্হিজগৎ সম্পর্কে সম্পূর্ণ উদাসীন। দূরদেশের যুদ্ধ, দুর্ভিক্ষ এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগ হাসপাতালে চব্বিশ ঘণ্টা ডিউটিরও মানুষগুলোকে স্পর্শ করে না। রোগীদের জীবন-মৃত্যুর প্রশ্নই তাদের কাছে বড়।

ক্যাট এবং পেগির হাসপাতালের করিডরে মাঝেমধ্যে দেখা হয়ে যায়। ক্যাট মুচকি হেসে জিজ্ঞেস করে, 'কেমন কাটছে দিনকাল?'

'শেষ কখন ঘুমিয়েছ তুমি?' পেগির প্রশ্ন।

দীর্ঘশ্বাস ছাড়ে ক্যাট। 'কে জানে!'

দীর্ঘ দিন এবং রজনীগুলো ওরা পার করে দেয় খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে, প্রচণ্ড চাপ সহ্য করার চেষ্টা করে, কোনোমতে খাওয়ার সময় করে উঠতে পারলে গোগ্রাসে গিলে নেয় দু-এক টুকরো স্যান্ডউইচ আর কাগজের কাপে পান করে শীতল কফি।

সেক্সুয়াল হ্যারাসমেন্ট ক্যাটের জীবনের একটা অংশ হয়ে দাঁড়িয়েছে। অশোভন প্রস্তাবগুলো শুধু ডাক্তারদের কাছ থেকেই আসে না, রোগীরাও তাকে কুৎসিত ইঙ্গিত করে, বিছানায় নিয়ে যেতে চায়। ডাক্তারদের মতো তারাও ক্যাটের কাছ থেকে একই জবাব পায়। *পৃথিবীর কোনো পুরুষকে আমার শরীর স্পর্শ করতে দেব না।*

এবং এ শপথ কোনোদিন ভাঙবে না ক্যাট।

এক ব্যস্ত সকালে ফোন করল মাইক।

'হাই, আপু।'

ক্যাট আশঙ্কিত হয় তার ভাই-এর ফোন পেয়ে। ওর পক্ষে যে টাকাটা সম্ভব জোগাড় করে পাঠিয়েছে, কিন্তু এ অঙ্কটা যে যথেষ্ট নয় তাও জানে।

'তোমাকে আবার বিরক্ত করতে খারাপ লাগছে, আপু। সত্যি শরমিন্দা হচ্ছি। কিন্তু হঠাৎ এমন একটা ঝামেলায় পড়ে গেলাম...' মাইকের কণ্ঠ করুণ শোনায়।

'মাইক...কী হয়েছে রে?'

'না, না, তেমন সিরিয়াস কিছু না। এক লোকের কাছ থেকে কিছু টাকা ধার করেছিলাম। সে এখন টাকাটা ফেরত চাইছে। আমি ভাবছিলাম...

'আচ্ছা, আমি দেখছি কী করা যায়,' স্নেহমাখা গলায় বলল ক্যাট।

'ধন্যবাদ। জানি, আমার বিপদে সবসময় আমার আপু পাশে আছে, তাই না। আই লাভ ইউ, আপু।

'আই লাভ ইউ টু, ভাইয়া।'

একদিন পেগি এবং হানিকে ক্যাট বলল, 'আমাদের সবার কী জিনিস দরকার জানো?'

'টানা এক মাসের নিদ্রা?'

'ছুটি। ছুটি নিয়ে আমরা ঘুরতে যাব চ্যাম্পস-এলিসিসে, দামি দামি সব দোকানে ঢুঁ মারব সে জিনিস কিনি আর নাইবা কিনি।'

'বেড়ে বলেছ! আর ভ্রমণ হবে ফার্স্টক্লাসে!' খিলখিল হাসল পেগি। 'সারাদিন ঘুমাব আর সারারাত খেলব।'

হেসে উঠল হানি। 'প্রস্তাব মন্দ নয়।'

'কিছুদিন পরেই একটা ছুটি পাব সবাই,' বলল পেগি।

'চলো না তিনজনে মিলে কোথাও থেকে ঘুরে আসি?'

'দ্যাটস আঁ গ্রেট আইডিয়া,' উল্লসিত ক্যাট। 'চলো, শনিবার কোনো ট্রাভেল এজেন্সিতে যাই।'

পরবর্তী তিনদিন নানারকম প্ল্যান-প্রোগ্রাম কষে উত্তেজিত সময় কেটে গেল ওদের।

'লন্ডনে যেতে খুব মন চাইছে। বলা যায় না রানির সঙ্গে রাস্তায় দেখা হয়েও যেতে পারে।'

'আমার পছন্দের জায়গা প্যারিস। পৃথিবীর সবচেয়ে রোমান্টিক শহর।'

'আমি পূর্ণিমারাতে ভেনিসের খালে গন্ডোলা চড়ে ঘুরে বেড়াতে চাই।'

আমরা ভেনিসে হানিমুন করতে গেলে কেমন হয়, পেগি? বলেছিল আলফ্রেড।

'দারুণ হয়!'

পেগি ভাবছে আলফ্রেড কি ক্যারেনকে নিয়ে ভেনিসে হানিমুন করেছে?

শনিবার সকালে ওরা তিনজন পাওয়েল স্ট্রিটের কর্নিশ ট্রাভেল এজেন্সিতে গেল।

কাউন্টারের পেছনে বসা মহিলাটির ব্যবহার আন্তরিক। 'আপনারা কোথায় ঘুরতে যেতে চান?'

'আমরা ইউরোপ ভ্রমণে যাব—লন্ডন, প্যারিস, ভেনিস...'

'বাহ্, চমৎকার। আমাদের একটা ইকোনোমিকাল প্যাকেজ ট্যুর আছে—'

'না, না, না,' পেগি হানির দিকে তাকিয়ে মুচকি হাসল।

'আমরা ফার্স্টক্লাসে যাব।'

'হ্যাঁ। ফার্স্টক্লাসে আকাশভ্রমণ,' সুর মেলাল ক্যাট।

'ফার্স্টক্লাস হোটেলে উঠব,' যোগ করল হানি।

'সেক্ষেত্রে আপনারা লন্ডনে রিজ হোটেল, প্যারিসে ক্রিলন, ভেনিসে কিপরিয়ানি এবং—'

পেগিল বলল, 'আগে কয়েকটা ব্রুশিয়ার দেখে নিই না কেন? তাহলে কোন্ হোটেলে উঠব তা সবাই মিলে আলোচনা করে ঠিক করা যাবে।'

‘বেশ তো,’ বলল ট্রাভেল এজেন্ট।

পেগি একটি ব্রুশিয়ার দেখিয়ে বলল, ‘আপনারা ইয়টও ভাড়া দেন?’

‘জি।’

‘গুড। আমরা ইয়ট ভাড়া করতে পারি।’

‘চমৎকার,’ ট্রাভেল এজেন্ট কতগুলো ব্রুশিয়ার ধরিয়ে দিল পেগির হাতে। ‘আপনারা মনস্থির করে আমাকে জানিয়ে দিলেই আপনাদের জন্য রিজার্ভেশন করে ফেলব।’

‘জানাব,’ বলল হানি।

ওরা ট্রাভেল এজেন্সি থেকে বেরিয়ে এসেছে, ক্যাট হাসতে হাসতে বলল, ‘বড় বড় স্বপ্ন দেখার মজাই আলাদা, না?’

‘চিন্তা কোরো না,’ ওকে আশ্বস্ত করার ভঙ্গিতে বলল পেগি। ‘একদিন আমরা ঠিকই ওইসব জায়গায় যেতে পারব।’

দশ

এমবারকাডেরো কাউন্টি হাসপাতাল-এর ডিন অব মেডিসিন সিমুর উইলসন অসম্ভব একটি কাজ নিয়ে বেজায় হতাশ। রোগীর সংখ্যা অত্যাধিক, ডাক্তারের সংখ্যা স্বল্প এবং দিনের মুহূর্তগুলো বড্ড সংক্ষিপ্ত। নিজেকে তাঁর ডুবন্ত জাহাজের ক্যাপ্টেন বলে মনে হয়, ফুটো বা গর্তগুলো ভরাট করার জন্য বৃথা ছুটে মরছেন।

এ মুহূর্তে ডা. উইলসন উদ্বিগ্ন হানি ট্যাফটকে নিয়ে। কিছু ডাক্তার তাকে খুব পছন্দ করে। কিন্তু বিশ্বস্ত কয়েকজন রেসিডেন্ট এবং নার্সের অনুযোগ ডা. ট্যাফট নিজের কাজগুলো ঠিকমতো করছে না বা করতে পারে না।

শেষমেষ তিনি গেলেন বেন ওয়ালেসের কাছে। 'আমাদের একজন ডাক্তারকে বাতিল করতে হবে,' বললেন তিনি। 'সে যেসব রেসিডেন্টের সঙ্গে রাউন্ডে যায় তাদের অনুযোগ ডাক্তার হিসেবে সে একেবারেই আনাড়ি।'

হানির অসাধারণ উচ্চ গ্রেড এবং উচ্ছ্বসিত সুপারিশের কথা মনে পড়ে গেল ওয়ালেসের। 'ব্যাপারটা ঠিক বুঝতে পারছি না আমি,' বললেন তিনি। 'কোথাও নিশ্চয় ভুল হচ্ছে।' একটু ভেবে নিয়ে যোগ করলেন, 'একটা কাজ করো, সিমুর। আচ্ছা, তোমার স্টাফদের মধ্যে সবচেয়ে খতরনাক কে?'

'টেড অ্যালিসন।'

'বেশ। কাল সকালে হানি ট্যাফটকে ডা. অ্যালিসনের সঙ্গে রাউন্ডে পাঠাবে। ওকে হানির ওপরে রিপোর্ট দিতে বলবে। সে যদি মেয়েটার যোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন তোলে, বলে ওর কাজে সন্তুষ্ট নয়, বাদ দিয়ে দেব আমরা হানি ট্যাফটকে।'

'বেশ, তাই হবে,' বললেন ডা. উইলসন। 'ধন্যবাদ, বেন।'

লাঞ্চের সময় পেগিকে হানি জানাল পরদিন সকালে ডা. অ্যালিসনের সঙ্গে ওকে রাউন্ডে যেতে হবে।

'আমি চিনি ওই লোককে,' বলল পেগি। 'শুনেছি মহা যন্ত্রণা দেয়।'

'আমিও তেমনটাই শুনেছি,' চিন্তিত ভঙ্গিতে বলল হানি।

ওই সময়, হাসপাতালের আরেক প্রান্তে সিমুর উইলসন কথা বলছিলেন টেড অ্যালিসনের সঙ্গে। অ্যালিসন পঁচিশ বছরের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন, সাতঘাটের পানি খাওয়া ডাক্তার। তিনি নৌবাহিনীতে মেডিকেল অফিসার হিসেবে কাজ করেছেন, লোকের পোঁদে লাথি মারার গল্প এখনও রসিয়ে বলেন।'

সিমুর উইলসন বললেন, 'আপনি ডা. ট্যাফটের ওপর নজর রাখবেন। ও যদি ঠিকমতো কাজ না করতে পারে তো ওকে বাদ দিয়ে দেবেন। বুঝতে পেরেছেন?'

'বুঝতে পেরেছি।'

কাজটা করার জন্য মুখিয়ে আছেন তিনি। সিমুর উইলসনের মতোই অযোগ্য ডাক্তারদের দুচক্ষে দেখতে পারেন না টেড অ্যালিসন। তিনি মনেপ্রাণে বিশ্বাস করেন মেয়েরা যদি মেডিকেলের পেশায় আসতেই চায় তাহলে তাদের ডাক্তার নয়, নার্স হওয়া উচিত। ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেল নার্সের ভূমিকায় বেশ উতরে গিয়েছিলেন, তাহলে অন্য মেয়েরাও তা পারবে।

পরদিন ভোর ছটায় রাউন্ডের জন্য করিডরে জমায়েত হল রেসিডেন্টরা। দলে রয়েছেন ডা. অ্যালিসন, তাঁর প্রধান সহকারী টম বেনসন এবং পাঁচজন রেসিডেন্ট, এদের মধ্যে হানি ট্যাফটও আছে।

হানির দিকে তাকিয়ে অ্যালিসন মনে মনে বললেন, *'ঠিক আছে, সিস্টার, দেখব তোমার মগজে কী আছে।'* দলটির দিকে ঘুরলেন তিনি। 'চলো, সবাই।'

এক নম্বর ওয়ার্ডে ওদের প্রথম রোগী হল কিশোরী একটি মেয়ে, গায়ে ভারী কম্বল মুড়ে শুয়ে আছে বিছানায়। ঘুমাচ্ছে।

'অলরাইট,' বললেন ডা. অ্যালিসন। 'তোমরা সবাই এর চার্টটা একবার দেখে নাও।'

রোগীর চার্টে চোখ বুলাতে লাগল রেসিডেন্টের দল। হানির দিকে ফিরলেন ডা. অ্যালিসন। 'এ রোগীর জ্বর আছে, সর্দি লেগেছে, তার ভেতরে অস্থিরতা লক্ষ করা গেছে এবং তার ক্ষুধামান্দ্যও রয়েছে। ওর গায়ের তাপমাত্রা বেশি, খুশখুশে কাশি আছে এবং সে নিউমোনিয়ায় আক্রান্ত। তো, এ ব্যাপারে তোমার ডায়াগনোসিস কী, ডা. ট্যাফট?'

হানি কপালে ভাঁজ ফেলে চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল।

'বলো!'

'বলছি,' অন্যমনস্ক সুরে বলল হানি। 'আমার ধারণা সে সম্ভবত সিটাকোসিস মানে প্যারট ফিবার দ্বারা আক্রান্ত।'

বিস্ময় নিয়ে হানির দিকে তাকালেন ডা. অ্যালিসন। 'কী...কী কারণে একথা বললে তুমি?'

'ওর রোগের লক্ষণগুলো টিপিকাল সিটাকোসিস-এর সঙ্গে মিলে যায়। আর দেখলাম মেয়েটা একটি পেটশপে ক্লার্ক হিসেবে পার্টটাইম কাজ করত। রোগাক্রান্ত কাকাতুয়ারাই সিটাকোসিস-এর জীবাণু ছড়ায়।'

ধীর গতিতে মাথা দোলালেন ডা. অ্যালিসন। 'দ্যাটস...দ্যাটস ভেরি গুড। এর চিকিৎসা কি জানা আছে তোমার?'

'জি। দশদিন টেট্রাসাইক্লিন খাওয়াতে হবে, টানা বেডরেস্টে রাখতে হবে এবং প্রচুর পানি খেতে হবে।'

ডা. অ্যালিসন দলটিকে উদ্দেশ্য করে বললেন, 'তোমরা সবাই শুনলে তো কথাটা? ডা. ট্যাফট সম্পূর্ণ ঠিক বলেছে।'

পরবর্তী পেশেন্টের কাছে গেল ওরা।

ডা. অ্যালিসন বললেন, 'এর চার্টে চোখ বুলালে তোমরা দেখবে এর মেসোথিলিয়ান টিউমার আছে, রয়েছে রক্তের উৎসারণ এবং শারীরিক ক্লান্তি। এর ডায়াগনসিস কী?'

একজন রেসিডেন্ট জবাব দিল, 'মনে হয় নিউমোনিয়া হয়েছে।' দ্বিতীয় রেসিডেন্ট বলল, 'ক্যান্সারও হতে পারে।'

ডা. অ্যালিসন প্রশ্ন করলেন হানিকে, 'তোমার মতামত কী, ডক্টর?'

হানি চিন্তান্বিত কণ্ঠে জবাব দিল, 'এটা ফিব্রুয়াস নিউমো-কোনিওসিস হতে পারে, একধরনের অ্যাজবেস্টস পয়জনিং। এর চার্টে লেখা আছে এ কার্পেট মিলে কাজ করে।'

প্রশংসা করল টেড অ্যালিসনের কণ্ঠে। 'চমৎকার! চমৎকার! থেরাপিটা কী বলতে পারবে?'

'দুর্ভাগ্যজনকভাবে এর বিশেষ কোনো থেরাপি এখনও আবিষ্কার হয়নি।'

ওর জবাব আরও মুগ্ধ করল অ্যালিসনকে। পরবর্তী দু-ঘণ্টায় হানি রেইটার্স সিনড্রমের একটি দুর্লভ কেস, অস্টিটিস ডিফরম্যানস পলিকাইথেমিয়া এবং ম্যালেরিয়ার কেস ডায়াগনসিস করল।

রাউন্ড শেষ হবার পরে ডা. অ্যালিসন হ্যান্ডশেক করলেন হানির সঙ্গে। 'আমাকে সহজে কেউ মুগ্ধ করতে পারে না, ডক্টর। তবে বলতে দ্বিধা নেই তোমার ভবিষ্যৎ খুবই উজ্জ্বল!'

ব্লাশ করল হানি। 'থ্যাংক ইউ, ডক্টর অ্যালিসন।'

অ্যালিসনের সিনিয়র সহকারী টম বেনসন হাসল হানির দিকে তাকিয়ে। 'তোমার সঙ্গে আধঘণ্টার মধ্যে দেখা করছি, খুকি।'

পেগি পারতপক্ষে ডা. আর্থার কেন্ ওরফে ০০৭-এর মুখোমুখি হতে চায় না। কিন্তু সুযোগ পেলেই কেন্ পেগিকে বলে তাকে অপারেশনে সাহায্য করার জন্য। এবং প্রতিবারই সে আরও বেশি আক্রমণাত্মক হয়ে ওঠে।

'তুমি আমার সঙ্গে বাইরে যেতে চাইছ না কেন শুনি? তুমি নিশ্চয় কারও সঙ্গে বাইরে যাচ্ছ।'

কিংবা বলে, 'আমি দেখতে ছোটখাট হতে পারি, হানি, তবে আমার সবকিছু ছোটখাটো নয়। কী বলতে চাইছি বুঝতে পারছ তো?'

বেনজামিন ওয়ালেস ওকে শান্ত করার গলায় বললেন, 'পেগি, আমি তোমার সঙ্গে একমত যে কাজটা মোটেই ঠিক হয়নি। তবে উনি নিশ্চয় ইচ্ছে করে ওটা করেননি। কাজটা ভুল হয়ে গেছে এবং—'

'ভুল? রোগীর বাকি জীবনটা কাটবে ডায়ালসিসের ওপর নির্ভর করে। এর শাস্তি কাউকে-না-কাউকে পেতেই হবে।'

'আমরা এর রিভিউ ইভালুয়েশন করব।'

রিভিউ ইভালুয়েশনের মানে জানা আছে পেগির। একদল ডাক্তার তদন্ত করে দেখবেন কী ঘটেছে। কিন্তু কাজটা করা হবে গোপনে। রোগী কিংবা সাধারণ লোকে এ সম্পর্কে কিছুই জানতে পারবে না।

'ডা. ওয়ালেস...'

'তুমি আমাদের টিমের একটা অংশ, পেগি। টিমপ্লেয়ার হিসেবে তোমাকে ভূমিকা রাখতে হবে।'

'ওই লোকের এ হাসপাতাল কিংবা অন্য কোনো হাসপাতালে কাজ করতে দেয়াই উচিত নয়।'

'গোটা ব্যাপারটা একবার ভেবে দেখো। আমরা যদি ওকে তাড়িয়ে দিই তাহলে আমাদের হাসপাতালেরই নিন্দা হবে। আমাদের বিরুদ্ধে ম্যালপ্রাকটিসের মামলা হবে।'

'কিন্তু রোগীদের কী হবে?'

'আমরা ডা. কেন্‌কে চোখে চোখে রাখব,' চেয়ারে হেলান দিলেন ডা. ওয়ালেস। 'তোমাকে কিছু পরামর্শ দিই, শোনো। প্রাইভেট প্রাকটিসে ঢোকার সময় তোমার অন্য ডাক্তারদের প্রশংসাপত্র দরকার হবে। তাদের প্রশংসাপত্র ছাড়া তুমি কোথাও কিছু করতে পারবে না আর সহকর্মী ডাক্তারদের যদি নিন্দা করো তাহলে তাঁরা তোমাকে প্রশংসাপত্র দেবেন না। এ ব্যাপারে আমি নিশ্চিত।'

চেয়ার ছাড়ল পেগি। 'তাহলে আপনি কোনো ব্যবস্থা নিচ্ছেন না?'

'বললামই তো রিভিউ ইভালুয়েশনের ব্যবস্থা করা হবে।'

'ব্যস্‌, ওটুকুই?'

'হ্যাঁ, ওটুকুই।'

'কাজটা মোটেই সুন্দর হল না,' বলল পেগি। সে ক্যাফেটেরিয়ায় বসে ক্যাট এবং হানির সঙ্গে লাঞ্চ করছে।

মাথা নাড়ল ক্যাট। 'কেউ বলেনি জীবন সুন্দর হতে হবে।'

পেগি শাদা টাইল বসানো জীবাণুনাশক কক্ষের চারপাশে চোখ বুলাল। 'এ জায়গাটা আমাকে হতাশ করে তুলছে। এখানকার সবাই অসুস্থ।'

'অসুস্থ না হলে তারা এখানে আসত না,' মন্তব্য করল ক্যাট।

'চলো, একটা পার্টি দিল।' প্রস্তাব দিল হানি।

'পার্টি দেবে মানে?'

উচ্ছ্বাসে ভরপুর হানির কণ্ঠ। 'সুস্বাদু কিছু খাবার আর মদের অর্ডার দেব আমরা, সেলিব্রেট করব! বেশ মজা হবে।'

'পেগি একটু ভেবে নিয়ে বলল, 'বুদ্ধিটা খারাপ না। চলো, পার্টি দিই।'

'তাহলে ওই কথাই রইল। আমি সব ব্যবস্থা করছি।' বলল হানি। 'কাল রাউন্ড শেষে পার্টি।'

পেগিকে করিডরে দেখতে পেয়ে এগিয়ে গেল আর্থার কেন্। গলায় বরফের ছোঁয়া। 'তুমি মেয়ে দেখছি সুবিধের নও। মুখটা কীভাবে বন্ধ রাখতে হয় কারও উচিত তা তোমাকে শিখিয়ে দেয়া।' চলে গেল সে।

পেগি অবিশ্বাস নিয়ে কেনের গমনপথে তাকিয়ে রইল।

আমি যা যা বলেছি, ওয়ালেস এ লোককে তা সব বলে দিয়েছেন! কাজটা মোটেই ঠিক হয়নি।

আসন্ন পার্টির খবর ছড়িয়ে পড়ল হাওয়ার বেগে। সকল রেসিডেন্ট এতে যোগ দিল। আর্নি'স রেস্টুরেন্টে ঢালাও খাবারের মেনু চলে গেল মদ কেনার ব্যবস্থা হল কাছের এক দোকান থেকে। পার্টির আয়োজন করা হল ডক্টর'স লাউঞ্জে বেলা পাঁচটার সময়। সাড়ে চারটার মধ্যে চলে এল খাবারদাবার। রীতিমতো ভোজসভা বলা চলে : লবস্টার এবং শ্রিম্পের সঙ্গে সীফুডের ডিশ, সুইডিশ মিটবল, গরম পাস্তা, ফল এবং মিষ্টি। সোয়া পাঁচটায় পেগি, ক্যাট এবং হানি লাউঞ্জে ঢুকে দেখে শুধু রেসিডেন্ট নয়, ইন্টার্নি ডাক্তার এবং নার্সরাও চলে এসেছে পার্টিতে, খানাপিনা চলছে ধুমসে।

পেগি তাকাল হানির দিকে। 'সত্যি তোমার আইডিয়ার তারিফ করতে হয়।'

হাসল হানি। 'ধন্যবাদ।'

লাউডস্পিকারে ভেসে এল ঘোষণা। 'ডক্টর ফিনলে এবং ডক্টর কেটলারকে ইমার্জেন্সি রুমে যেতে বলা হচ্ছে। স্টাট।'

মজা করে চিংড়ি চিবুচ্ছিল ওই দুই ডাক্তার, একে অন্যের দিকে তাকিয়ে দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল, তারপর দ্রুত ত্যাগ করল কক্ষ।

টম চ্যাং এসে দাঁড়াল পেগির পাশে। 'প্রতি সপ্তায় এরকম একটা পার্টির ব্যবস্থা করা গেলে মন্দ হয় না।'

'তা বটে। এটা—'

আবার জ্যান্ত হয়ে উঠল লাউডস্পিকার। 'ডা. চ্যাং...রুম ৩১৭...ডা. চ্যা...রুম ৩১৭...'

এক মিনিট বাদে, 'ডা. স্মাইদ...দুই নম্বর ইমার্জেন্সি রুমে চলে আসুন... ডা. স্মাইদ দুই নম্বর ইমার্জেন্সি রুমে চলে আসুন...'

লাউডস্পিকার আর বিরতি দিল না। আধঘণ্টার মধ্যে প্রায় সকল ডাক্তার এবং নার্সকে জরুরি তলব পেয়ে চলে যেতে হল। হানি নিজের নাম ঘোষিত হতে শুনল লাউডস্পিকারে, তারপর পেগি, সবশেষে ক্যাট।

'ঘটনাটা যে সত্যি ঘটছে বিশ্বাস হতে চাইছে না আমার,' বলল ক্যাট। 'লোফে গার্ডিয়ান অ্যাঞ্জেল সম্বন্ধে কী বলে জানো তো? আমার ধারণা আমরা গার্ডিয়ান ইভিল-এর কুনজরে পড়েছি।'

ওর ভবিষ্যদ্বাণী পরে সত্যি বলে প্রমাণিত হল।

পরের সোমবার সকালে, ডিউটি শেষে পেগি নিজের গাড়িতে উঠতে গেছে, দেখে দুটো টায়ার ফুটো। হতভম্ব হয়ে ফেঁসে যাওয়া টায়ার দুটোর দিকে তাকিয়ে রইল ও। *মুখটা কীভাবে বন্ধ রাখতে হয় কারও উচিত তা তোমাকে শিখিয়ে দেয়া।*

অ্যাপার্টমেন্টে ফিরে ক্যাট এবং হানিকে ও বলল, 'আর্থার কেনের ব্যাপারে সাবধান। ও একটা উন্মাদ।

এগারো

টেলিফোনের শব্দ ঘুম ভাঙিয়ে দিল ক্যাটের। চোখ না খুলেই হাত বাড়িয়ে রিসিভার টেনে নিয়ে কানে লাগাল।

'হ্যালো?'

'আপু? আমি মাইক।'

উঠে বসল ক্যাট। পাঁজরে দিড়িম দিড়িম বাড়ি খেতে শুরু করেছে হৃৎপিণ্ড। 'মাইক, তুই ঠিক আছিস তো?' ওর হাসির শব্দ শোনা গেল।

'এমন ভালো জীবনে ছিলাম না, আপু। তোমাকে এবং তোমার বন্ধুটিকে ধন্যবাদ।'

'আমার বন্ধু?'

'মি. ডিনেটো।'

'কে?' মনোসংযোগের চেষ্টা করল ঘুমে অর্ধসচেতন ক্যাট।

'মি. ডিনেটো। উনিই তো আমাকে বাঁচিয়ে দিলেন।'

মাইক কার কথা বলছে মাথায় ঢুকছে না ক্যাটের।

'মাইক...'

'আমার কাছে কয়েকজন লোক টাকা পেত জানোই তো। মি. ডিনেটো সবগুলো পাওনাদারকে ভাগিয়ে দিয়েছেন। উনি একজন যথার্থ ভদ্রলোক। আর তাঁর মুখে সারাক্ষণ তোমার বুলি, আপু।'

ডিনেটোর সঙ্গে দেখা হওয়ার ঘটনাটা ভুলেই গিয়েছিল ক্যাট, হঠাৎ মনে পড়ে গেল : *লেডি, আপনি জানেন না কার সঙ্গে কথা বলছেন। উনি যা বলছেন ভালো চান তো করুন। ইনি মি. লু ডিনেটো।*

বলে চলেছে মাইক। 'তোমাকে কিছু টাকা পাঠিয়ে দিচ্ছি, আপু। তোমার বন্ধু আমার জন্য একটা চাকরির ব্যবস্থা করেছেন। বেশ ভালো বেতন।'

তোমার বন্ধু। নার্ভাস বোধ করল ক্যাট। 'মাইক, শোন্। একটু সাবধানে থাকিস, ভাই।'

আবার হেসে উঠল মাইক।

'আমাকে নিয়ে একদম দুশ্চিন্তা করবে না। বলিনি তোমাকে একদিন সব বিপদ কেটে যাবে? এখন সে সময় উপস্থিত।'

'তবু সাবধানে থাকিস, ভাইয়া। যেন—'

কেটে গেল লাইন।

আর ঘুম হল না ক্যাটের। *ডিনেটো! এ লোক কী করে মাইকের খোঁজ পেল আর কেনই বা সে ওকে সাহায্য করছে?*

পরদিন রাতে হাসপাতাল থেকে বেরিয়েছে ক্যাট, ফুটপাতের ধার ঘেঁষে কালো একটি লিমুজিন ওর জন্য অপেক্ষা করছিল। গাড়ির বাইরে দাঁড়ানো শ্যাডো এবং রাইনো।

ক্যাট লিমুজিনের পাশ দিয়ে যাচ্ছে, রাইনো বলল, 'ভেতরে আসুন, ডক্টর। মি. ডিনেটো আপনার সঙ্গে কথা বলবেন।'

লোকগুলোর পাশে চোখ বুলাল ক্যাট। রাইনোর চেহারা অলক্ষুণে, তবে ক্যাটকে ভীত করে তুলল শ্যাডো। তার নিশ্চল ভাবমূর্তির মধ্যে ভয়ংকর কিছু একটা আছে। অন্য সময় হলে জীবনেও গাড়িতে উঠত না ক্যাট, কিন্তু মাইকের টেলিফোন ওকে বিভ্রান্ত করে তুলেছে। একই সঙ্গে দুশ্চিন্তাও হচ্ছে।

শহরের বাইরে, ছোট একটি অ্যাপার্টমেন্টের সামনে ওকে নিয়ে আসা হল। ডিনেটো অপেক্ষা করছিল ক্যাটের জন্য।

'আসার জন্য ধন্যবাদ, ডা. হান্টার।' বলল সে। 'আমি সত্যি খুব খুশি হয়েছি। আমার এক বন্ধুর অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে। ওকে একবার একটু দেখবেন।'

'মাইকের সঙ্গে আপনার কী কাজ?' চড়া গলায় প্রশ্ন করল ক্যাট।

'কোনো কাজ নেই তো!' নিরীহ গলায় জবাব এল। 'শুনেছিলাম ও বিপদে পড়েছে। আমি ওকে বিপদ থেকে মুক্ত করেছি।'

'আপনি...আপনি কী করে ওর খোঁজ পেলেন? মানে বলতে চাইছি কী করে জানলেন ও আমার ভাই এবং...'

হাসল ডিনেটো। 'আমার ব্যবসায় আমরা সকলে সকলের বন্ধু। আমরা একে অন্যকে সাহায্য করি। মাইক কিছু বাজে ছেলেপিলের সঙ্গে দ্বন্দ্বে জড়িয়ে পড়েছিল। তাই ওকে সাহায্য করলাম। এজন্য আপনার কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত।'

'আমি কৃতজ্ঞ,' বলল ক্যাট। 'সত্যি কৃতজ্ঞ।'

'গুড! আপনি ওই প্রবচনটা জানেন নিশ্চয়। 'এক হাতের জন্য অন্য হাত কী করছে তা জানতে নেই?'

মাথা নাড়ল ক্যাট। 'আমি কোনো অবৈধ কাজ করব না।'

'অবৈধ?' বলল ডিনেটো। তাকে আহত দেখাল। 'আপনাকে অমন কিছু করতে বলার প্রশ্নই ওঠে না। আমার বন্ধুটির অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে এবং সে হাসপাতালে যেতে চাইছে না। আসুন না ওকে একবার দেখবেন!'

'আচ্ছা,' বলল ক্যাট।

'ও বেডরুমে আছে।'

ডিনেটোর বন্ধুকে কেউ ভয়ানক ধোলাই দিয়েছে। অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছে বিছানায়।

'এর কী হয়েছে?' জানতে চাইল ক্যাট।

ক্যাটের দিকে তাকাল ডিনেটো। 'সিঁড়িতে পা পিছলে পড়ে গেছে।'

'একে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া উচিত।'

'বললামই তো ও হাসপাতালে যেতে চায় না। আপনার কী কী হসপিটাল ইন্সট্রুমেন্ট দরকার বলুন, সব জোগাড় করে দিচ্ছি। আমার আরেকজন ডাক্তার ছিলেন, আমার বন্ধুদের চিকিৎসা করতেন। কিন্তু তিনি অ্যাক্সিডেন্ট করেছেন বলে আসতে পারেননি।'

কথাগুলো শুনে শীত শীত লেগে উঠল ক্যাটের। ইচ্ছে করল একছুটে এখান থেকে পালিয়ে যায়, আর জীবনেও ও ডিনেটোর নাম শুনতে চায় না। কিন্তু চাইলেই তো আর সবকিছু হয় না। কোট খুলে নিয়ে নেমে পড়ল কাজে ক্যাট।

বারো

আবাসিক ডাক্তার হিসেবে কাজ শুরু করার চতুর্থ বছরের মধ্যে পেগি শতাধিক অপারেশনে সহায়তা করেছে। এ কাজ তার দ্বিতীয় প্রকৃতিতে পরিণত হয়েছে। সে জানে কীভাবে গলব্লাডার, প্লীহা, যকৃৎ, অ্যাপেনডিক্স এবং হার্ট অপারেশন করতে হয়। তবে পেগি হতাশায় ভোগে, কারণ অপারেশনগুলো তার সরাসরি করার সুযোগ হয় না। তবে হঠাৎ করেই একদিন এসে গেল সুযোগ।

সার্জারি-প্রধান জর্জ ইংলুন্ড ডেকে পাঠালেন পেগিকে।

'পেগি, কাল সকাল সাড়ে সাতটায় তিন নম্বর অপারেশন রুমে একটি হার্নিয়া অপারেশন হবে।'

নোট লিখে নিল পেগি। 'আচ্ছা। অপারেশনটা কে করছে?'

'তুমি।'

'আচ্ছা। আ...' শব্দটা হঠাৎ বসে গেল গলায়। *'আমি?'*

'হ্যাঁ। কোনো সমস্যা?'

পেগির হাসিতে উদ্ভাসিত হল কক্ষ। 'না, স্যার! আমি...ধন্যবাদ!'

'তুমিই এ কাজটা ভালো করতে পারবে। আমার ধারণা রোগীর ভাগ্য ভালো, তাই সে তোমাকে তার অপারেশনের জন্য পেয়ে গেছে। রোগীর নাম ওয়াল্টার হারজগ। সে ৩১৪ নম্বর রুমে আছে।'

'হারজগ। রুম নম্বর ৩১৪। আচ্ছা।'

পেগি বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

এমন উত্তেজনা জীবনে বোধ করেনি পেগি।

আমি আমার জীবনের প্রথম অপারেশন করব! আমার হাতের মুঠোয় থাকবে একজন মানুষের জীবন। কিন্তু যদি আমি প্রস্তুত না থাকি? যদি কোথাও ভুলচুক হয়ে যায়? ভুল তো হতেই পারে। মার্ফির আইনে একথা বলাই আছে। এসব কথা ভাবছে পেগি আর আতঙ্ক বোধ করছে।

ক্যাফেটেরিয়ায় ঢুকল ও এক কাপ কালো কফি খেতে। *সব ঠিক হয়ে যাবে,* মনে মনে বলল সে। *আমি ডজনখানেক হার্নিয়া অপারেশনে সাহায্য করেছি। এর মধ্যে ভয়ের কিছু নেই। বরং রোগীর সৌভাগ্য যে অপারেশনের জন্য আমাকে পেয়েছে।*

কফি শেষ করার পরে উত্তেজনা অনেকটা প্রশমিত হয়ে এল পেগির।

ওয়াল্টার হারজগের বয়স ষাটের কোঠায়, রোগা-পাতলা, মাথায় টাক এবং ভয়ানক নার্ভাস। কুচকি চেপে ধরে বিছানায় শুয়ে ছিল হারজগ, পেগিকে ফুল হাতে ঘরে ঢুকতে দেখে চোখ তুলে তাকাল।

'নার্স...আমার একজন ডাক্তার দরকার।'

বিছানার পাশে হেঁটে এল পেগি, লোকটার হাতে তুলে দিল ফুলের তোড়া। 'আমি ডাক্তার। আমি আপনার অপারেশন করব।'

ফুলের তোড়ায় একবার চোখ বুলিয়ে পেগির দিকে তাকাল হারজগ। 'আপনি কী...'

'ভয় পাবেন না,' লোকটাকে নিশ্চিন্ত করার সুরে বলল পেগি।

'নির্ভরযোগ্য একজন মানুষ আপনার অপারেশন করবে।' খাটের পায়ের কাছে রাখা চার্ট তুলে নিয়ে ওতে চোখ বুলাল।

'চার্টে কী বলছে?' উদ্বেগ নিয়ে জানতে চাইল রোগী। *এ মেয়ে ফুল নিয়ে এসেছে কেন?*

'বলছে আপনি সুস্থ হয়ে যাবেন।'

ঢোক গিলল হারজগ। 'আপনিই অপারেশন করবেন?'

'জি।'

'কিন্তু আপনার বয়স তো খুব...খুব কম।'

লোকটার হাতে মৃদু চাপড় দিল পেগি। 'আপনার কোনো অসুবিধে হচ্ছে না তো? বই দেব পড়তে? বই কিংবা পত্রিকা?'

পেগির কথা শুনছে সে চেহারায় চিন্তার ছাপ নিয়ে। 'না, আমি ঠিক আছি।' *এ মেয়ে তার সঙ্গে এমন মধুর আচরণ করছে কেন? এ কি কোনো কথা গোপন করছে?*

'বেশ, তাহলে কাল সকালে দেখা হবে, কেমন?' হাসিমুখে বলল পেগি। একখণ্ড কাগজে কী যেন লিখে ওটা দিল ওয়াল্টার হারজগকে। 'ওতে আমার বাসার ফোন নম্বর লেখা আছে। রাতে কোনো প্রয়োজন হলে আমাকে ফোন করবেন। আমি ফোনের পাশেই থাকব।'

পেগি যখন চলে গেল ততক্ষণে দুশ্চিন্তায় হারজগের অবস্থা কাহিল।

কিছুক্ষণ পরে জিমির সঙ্গে লাউঞ্জে দেখা হয়ে গেল পেগির। হাসতে হাসতে পেগির দিকে তাকিয়ে এল সে। 'অভিনন্দন! শুনলাম আপনি নাকি অপারেশন করতে যাচ্ছেন?'

খবর বাতাসের বেগে ছড়ায়, ভাবল পেগি। 'হুঁ।'

'রোগী যে-ই হোক, সে নিঃসন্দেহে ভাগ্যবান,' বলল জিমি। 'আমার যদি কখনও কিছু হয় শুধু আপনাকে দিয়েই অপারেশন করাব।'

'ধন্যবাদ, জিমি!'

আর জিমি মানেই জোকস।

'ওই লোকটার কথা কি আপনি শুনেছেন যার পায়ের গোড়ালিতে অদ্ভুত ব্যথা হত? কিন্তু ডাক্তার টেস্ট-ফেস্ট দিতে পারে এই খরচের ভয়ে হাসপাতালে যেত না। তার বন্ধু যখন একদিন বলল তারও পায়ে একইরকম ব্যথা হচ্ছে সে বন্ধুকে উপদেশ দিল, 'এখুনি ডাক্তারের কাছে যাও। সে যা করতে বলে করো।'

'পরদিন সে শুনল তার বন্ধুটি মারা গেছে। দ্বিরুক্তি না করে তক্ষুনি সে হাসপাতালে ছুটল এবং নানান পরীক্ষানিরীক্ষার পেছনে তার পাঁচ হাজার ডলার খসে গেল। সে বন্ধুর বিধবা স্ত্রীকে জিজ্ঞেস করল, 'মৃত্যুর আগে কি চেস্টারকে অনেক যন্ত্রণা ভোগ করতে হয়েছে?'

'না,' জবাব দিল মহিলা। 'সে দেখতেই পায়নি কোত্থেকে তাকে ধাক্কা মেরেছে ট্রাক!'

জোকস বলা শেষ। জিমিও উধাও।

উত্তেজনার চোটে ডিনারও খেতে পারল না পেগি। সে সন্ধ্যাটা কাটিয়ে দিল টেবিলের পায়া এবং বাতির গায়ে সার্জিকাল গেঁরো বেঁধে। *রাতে ভালোভাবে ঘুমাতে হবে যাতে পরদিন সকালে চনমনে থাকে শরীর-মন,* মনে মনে ঠিক করল সে।

কিন্তু সারারাত দুচোখের পাতা এক করতে পারল না পেগি। সারাক্ষণ অপারেশনের চিন্তায় ছেয়ে রইল মন।

পরদিন সকাল ছটায় গাড়ি নিয়ে হাসপাতালের পার্কিংলটে চলে এল পেগি। তার পার্কিং-এর জায়গায় লাল টকটকে নতুন একটি ফেরারি দাঁড় করানো। পেগি অন্যমনস্ক মনে ভাবল কার গাড়ি এটা? যার গাড়িই হোক সে খুব ধনী মানুষ সন্দেহ নেই।

সাতটার দিকে ওয়াল্টার হারজগকে পাজামা ছাড়িয়ে হাসপাতালের নীল গাউন পরিয়ে দিল পেগি। নার্স রোগীকে ইতিমধ্যে সিডেটিভ দিয়েছে যাতে সে রিল্যাক্স বোধ করে।

'এটা আমার প্রথম অপারেশন,' বলল হারজগ।

আমারও, মনে মনে বলল পেগি।

গার্নির (Gurney) জন্য অপেক্ষা করছিল ওরা। গার্নি আসার পরে ওয়াল্টার হারজগকে তিন নম্বর অপারেশন থিয়েটারে নিয়ে যাওয়া হল। পেগি তার সঙ্গেই রইল। বুকের ভেতরে কলজে যেন ঢাক বাজাচ্ছে পেগির, ভয় হল হারজগ শুনে না ফেলে ধুকধুকানি।

তিন নম্বর অপাশেন রুমটি অপেক্ষাকৃত বৃহদাকার। এখানে রয়েছে হার্ট মনিটর, হার্ট-লাং মেশিন এবং বেশকিছু টেকনিক্যাল যন্ত্রপাতি। পেগি ঘরে ঢুকে দেখল স্টাফরা

আগেই চলে এসেছে, ইকুইপমেন্ট প্রস্তুত করছে। দলে রয়েছেন একজন ভারপ্রাপ্ত ফিজিশিয়ান, অ্যানেসথেসিয়লজিস্ট, দুজন রেসিডেন্ট, একজন স্ক্রাব নার্স এবং দুজন সার্কুলেটিং নার্স।

স্টাফরা কৌতূহল নিয়ে তাকাচ্ছে পেগির দিকে, মেয়েটি জীবনের প্রথম অপারেশন কীভাবে করে দেখার আগ্রহ তাদের খুব বেশি।

অপারেটিং টেবিলে হেঁটে গেল পেগি। ওয়াল্টার হারজগের কুচকির লোমটোম চেঁছে ফেলা হয়েছে, মাখিয়ে দেয়া হয়েছে অ্যান্টিসেপটিক সল্যুশন। অপারেটিং-এর জায়গাটুকু জীবাণুমুক্ত পর্দা দিয়ে ঘিরে রাখা।

পেগির দিকে তাকিয়ে ঘরঘর গলায় হারজগ বলল, 'আপনি আমাকে মেরে ফেলবেন না তো?'

হাসল পেগি। 'কী? আপনাকে আমি মেরে ফেলি আর নিজের রেকর্ডের বারোটা বাজাই, না?'

অ্যানেসথিসিয়লজিস্টের দিকে তাকাল পেগি। সে রোগীকে এপিডুরাল অ্যানেসথেশিয়া দেবে। পেগি বুক ভরে দম নিয়ে মাথা দোলাল।

শুরু হয়ে গেল অপারেশন।

'স্ক্যালপেল।'

পেগি চামড়ায় ছুরি চালাতে যাচ্ছে, সার্কুলেশন নার্স কী যেন বলল।

'কী?'

'গান চালিয়ে দেব, ডক্টর?'

এই প্রথমবার তাকে প্রশ্নটি করা হল। হাসল পেগি।

'আচ্ছা। জিমি বাফেটের গান শোনা যাক।'

পেগি প্রথম ছুরির পোঁচ চালানোর পরেই নার্ভাসনেস একদম চলে গেল। যেন এ কাজটাই সে সারাজীবন করে আসছে। দক্ষতার সাথে সে হার্নিয়ার পাশের চর্বি এবং পেশির প্রথম স্তরটা কাটল। তবে একই সঙ্গে ঘরের পরিচিত প্রতিটি প্রতিধ্বনির ব্যাপারে সচেতনও রইল।

'স্পঞ্জ...'

'বোভি দাও...'

'ওই যে ওখানে আছে...'

'একদম ঠিক সময়ে অপারেশনটা করছি...'

'ক্ল্যাম্প...'

'সাকশন, প্লিজ...'

হাতের কাজে পুরো মনোনিবেশ করে রেখেছে পেগি। হার্নিয়ার স্যাকটা চিহ্নিত করো... ওটাকে কাটো... পেটের গর্তের ভেতরে জিনিসপত্রগুলো ঢোকাও...স্যাক-এর বেস খুলে ফেলো... অবশিষ্টাংশ কাটো... ইনগুইনাল রিং... সেলাই করো...

প্রথম কাটার এক ঘণ্টা কুড়ি মিনিট বাদে শেষ হল অপাশেন।

নিজেকে নিঃশেষিত লাগার বদলে অদ্ভুত একটা উল্লাস অনুভব করছে পেগি।

ওয়াল্টার হারজগের ক্ষত সেলাই করার পরে স্ক্রাব নার্স ফিরল পেগির দিকে। 'ডা. টেলর...'

মুখ তুলে চাইল পেগি। 'বলো!'

হাসল নার্স। 'দারুণ অপারেশন করেছেন, ডক্টর।'

রোববার। তিন কন্যার আজ ডে-অফ।

'আজ কী করছি আমরা?' জিজ্ঞেস করল ক্যাট।

পেগির মাথায় একটা বুদ্ধি এসেছে। 'চলো, ট্রি-পার্ক থেকে ঘুরে আসি। পিকনিক লাঞ্চ নিয়ে যাব সঙ্গে, বাইরে বসে খাব।'

'দারুণ আইডিয়া,' মন্তব্য করল হানি।

'চলো, বেরিয়ে পড়ি,' সায় দিল ক্যাট।

বেজে উঠল ফোন। ওরা তিনজন কটমট করে তাকাল দূরালাপন যন্ত্রটির দিকে।

'যিশাস!' বলল ক্যাট। 'ভাবলাম আজ আমরা ফ্রি। ফোন ধোরো না। আজ আমাদের অফ-ডে।'

'আমাদের অফ-ডে বলে কিছু নেই,' ওকে মনে করিয়ে দিল পেগি।

ফোন তুলল ক্যাট। 'ডা. হান্টার।' এক মুহূর্ত শুনে রিসিভার বাড়িয়ে ধরল পেগিকে। 'তোমার ফোন, ডা. টেলর।'

পেগি বিরস-বদনে ফোনটা হাতে নিল। 'ডা. টেলর বলছি... হ্যালো, টম... কী?... না, আমি একটু বাইরে যাচ্ছিলাম... আই সি... ঠিক আছে। আমি পনেরো মিনিটের মধ্যে আসছি।'

রিসিভার রেখে দিল সে।

'কোনো দুসংবাদ?' জানতে চাইল হানি।

'হুঁ। একজন পেশেন্টের এখন-তখন অবস্থা। আমি ডিনারে ফিরবার চেষ্টা করব।'

হাসপাতালে পৌঁছে ডাক্তারদের পার্কিং লটে ঢুকে পড়ল পেগি, গাড়ি দাঁড়া করাল সেই লাল টকটকে নতুন ফেরারির পাশে। *এরকম একটা গাড়ি কিনতে আমাকে কটা অপাশেনের পয়সা জমাতে হবে?* ভাবল ও।

কুড়ি মিনিট পরে পেগি চলে এল ভিজিটর্স ওয়েটিংরুমে। কালো সুট পরা এক লোক বসে আছে চেয়ারে, দৃষ্টি জানালার বাইরে।

'মি. নিউটন?'

চেয়ার ছাড়ল সে। 'জি।'

'আমি ডা. টেলর। আপনার বাচ্চাটাকে দেখছি। ওর পেটে প্রচণ্ড ব্যথা।'

'হুঁ। ওকে আমি বাড়ি নিয়ে যাব।'

'কিন্তু ওকে তো বাড়ি নিয়ে যাওয়া যাবে না। পিটারের প্লীহা ফুলে গেছে। ওর এক্ষুনি ব্লাড ট্রান্সফিউশন এবং অপারেশন দরকার। নইলে ও মারা যাবে।'

মাথা নাড়লেন মি. নিউটন। 'আমরা সবাই যিওভা'র শিষ্য। প্রভু ওকে মারবেন না। আর ওর শরীরে আমি অন্য কারও রক্তও ঢোকাতে দেব না। আমার স্ত্রী ওকে জোর করে এখানে নিয়ে এসেছে। এজন্য তাকে শাস্তি পেতে হবে।'

'মি. নিউটন, আপনি আসলে বুঝতে পারছেন না অবস্থা কতটা সিরিয়াস। এ মুহূর্তে অপারেশন না করালে আপনার ছেলের মৃত্যু অনিবার্য।'

লোকটা পেগির দিকে তাকিয়ে হাসল, 'আপনি ঈশ্বরের লীলাখেলা সম্পর্কে নিশ্চয় অবগত নন?'

রেগে গেল পেগি। 'আমি ঈশ্বরের লীলাখেলা সম্পর্কে অবগত না হলেও ফুলে যাওয়া প্লীহার বিপদ সম্পর্কে যথেষ্ট অবগত রয়েছি।' একটুকরো কাগজ বের করল ও। 'ও বাচ্চাছেলে। ওর পক্ষে এ কনসেন্ট ফর্মে আপনার একটা দস্তখত লাগবে।' কাগজখণ্ড বাড়িয়ে দিল সে।

'যদি এতে দস্তখত না করি?'

'কেন...সেক্ষেত্রে আমরা অপারেশন করতে পারব না।'

মাথা ঝাঁকাল নিউটন। 'আপনার কী ধারণা প্রভুর চেয়ে আপনাদের ক্ষমতা বেশি?'

পেগি কটমটে চোখে লোকটাকে দেখল। 'আপনি তাহলে দস্তখত করবেন না?'

'না। আপনাদের চেয়ে ক্ষমতাধর একজন আমার সন্তানকে সাহায্য করবেন, আপনারা দেখে নেবেন।'

পেগি ফিরে এল ওয়ার্ডে। দেখল ছয় বছরের পিটার নিউটন অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছে।

'ও বাঁচবে না,' বলল চ্যাং। 'প্রচুর রক্ত হারিয়েছে। তুমি এখন কী করবে?'

সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল পেগি। 'ওকে এক নম্বর অপারেশন রুমে নিয়ে যাও। এক্ষুনি।'

বিস্মিত চ্যাং। 'ওর বাবা মত বদলেছে?'

মাথা দোলাল পেগি। 'হ্যাঁ, মত বদলেছে। লেটস মুভ ইট।'

'অথচ একঘণ্টা ধরে কথা বলেও লোকটাকে আমি বোঝাতে পারিনি যে অপারেশনটা কত জরুরি। সে সারাক্ষণ বলছিল ঈশ্বরই তার ছেলেকে সুস্থ করে তুলবেন।'

'ঈশ্বরই ওর ছেলেকে সুস্থ করে তুলবেন,' বলল পেগি।

দুঘণ্টা অপারেশন এবং চার পাইন্ট রক্ত দেয়ার পরে সফলভাবে শেষ হল অস্ত্রোপচার। ছেলেটির চেহারা দেখে বোঝা গেল কেটে গেছে ফাড়া।

পেগি ছেলেটির কপালে আলতো হাত বুলাল, 'ও ঠিক হয়ে যাবে।'

একজন আর্দালি তড়িঘড়ি ঢুকল অপারেটিং কক্ষে। 'ডা. টেলর? ডা. ওয়ালেস এক্ষুনি আপনাকে দেখা করতে বলেছেন।'

এমন রেগে গেছেন বেনজামিন ওয়ালেস, কাঁপছে গলার স্বর। 'তুমি কী করে এরকম নীতিবিগর্হিত একটা কাজ করতে পারলে? তুমি বিনা-অনুমতিতেই ওর রক্তসঞ্চালন এবং অস্ত্রোপচার করেছ। তুমি আইন ভেঙেছ!

'আমি ছেলেটির জীবন বাঁচিয়েছি।'

গভীর দম নিলেন ওয়ালেস। 'তোমার কোর্ট অর্ডার নিয়ে আসা উচিত ছিল।'

'সে সময় ছিল না,' বলল পেগি। 'আর দশ মিনিট দেরি করলেই মারা যেত ছেলেটা।'

পায়চারি করছেন ওয়ালেস। 'এখন আমরা কী করব?'

'কোর্ট অর্ডার নিয়ে আসব।'

'কিসের জন্য? তুমি তো অপারেশন করেই ফেলেছ।'

'আমি একদিনের ব্যাকডেট দিয়ে কোর্ট অর্ডারের ব্যবস্থা করব। কেউ চালাকিটা ধরতে পারবে না।'

ওয়ালেস হতবুদ্ধি হয়ে তাকালেন পেগির দিকে। 'যিশাস!' কপালের ঘাম মুছলেন তিনি। 'ব্যাপারটা জানাজানি হয়ে গেলে নির্ঘাত চাকরি চলে যাবে আমার।'

পেগি অনেকক্ষণ তাকিয়ে রইল তাঁর দিকে। তারপর ঘুরে দাঁড়িয়ে কদম বাড়াল দরজায়।

'পেগি...!'

দাঁড়িয়ে পড়ল পেগি। 'জি!'

'এরকম কাজ আর কক্ষনো করবে না তুমি, করবে কি?'

'যদি কখনও আবার প্রয়োজন হয়,' জবাব দিল পেগি।

তেরো

প্রতিটি হাসপাতালেই চুরি হয় ওষুধ। আইন অনুসারে ডিসপেন্সারি থেকে যে-ই ওষুধ নিয়ে যাক না কেন, তাকে সই করে তা নিতে হয়। কিন্তু নিরাপত্তাব্যবস্থা যতই কড়া হোক, মাদকাসক্তরা ওষুধ চুরি করার কোনো-না-কোনো ফন্দি-ফিকির ঠিকই বের করে ফেলে।

এমবারকাডেরো কাউন্টি হাসপাতালে বিপুল হারে ওষুধ চুরি যাচ্ছে। মার্গারেট স্পেন্সার বিষয়টি নিয়ে কথা বলতে গেল বেন ওয়ালেসের সঙ্গে।

'কী করব বুঝতে পারছি না, ডক্টর। আমাদের ফেন্টানিল ওষুধটা চুরি হয়ে যাচ্ছে।'

ফেন্টানিল হল উচ্চমাত্রার অ্যাডিকটিভ নারকোটিক এবং অ্যানেসথেটিক ড্রাগ।

'কীরকম চুরি যাচ্ছে?'

'প্রচুর। কয়েক বোতলের কোনো হিসেব না পেলে এর কোনো ব্যাখ্যা দাঁড় করানো যেত, কিন্তু নিয়মিত হারে অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে ওষুধটা। এক হপ্তায় ডজনের বেশি বোতলের কোনো হিসেব মিলছে না।'

'কে ওষুধ চুরি করতে পারে ধারণা আছে?'

'না, স্যার। সিকিউরিটির সঙ্গে কথা বলেছি। তারা চুরির কথা শুনে রীতিমতো হতভম্ব।'

'ডিসপেন্সারিতে কাদের ঢুকবার অনুমতি রয়েছে?'

'সমস্যাটা তো ওখানেই। বেশিরভাগ অ্যানেসথেটিস্টের ওখানে ঢুকতে কোনো মানা নেই। সেসঙ্গে বেশিরভাগ নার্স এবং সার্জনেরও অনুমতি আছে যখন-তখন ডিসপেন্সারিতে ঢোকার।

চিন্তিত দেখাচ্ছে ওয়ালেসকে। 'তুমি খবরটা দিয়ে ভালোই করেছ। দেখছি কী করা যায়।'

'ধন্যবাদ, ডক্টর।' চলে গেল নার্স স্পেন্সার।

আমাকে ধন্যবাদ দিতে হবে না, মনে মনে রেগে উঠলেন ওয়ালেস। সামনেই হাসপাতালের বোর্ড মিটিং, ওখানে নানান সমস্যার কথা তোলা হবে। বেন

পরিসংখ্যান সম্পর্কে ওয়ালেসের পরিষ্কার ধারণা রয়েছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে দশ শতাংশেরও বেশি ডাক্তার অ্যাডিকটেড, সেটা মদ বা মাদক যা-ই হোক। মাদক তাদের কাছে সহজলভ্য বলে এতে তারা দ্রুত আসক্ত হয়ে পড়ছে। ডাক্তাররা কেবিনেট খুললেই পছন্দের ড্রাগটি পেয়ে যাচ্ছে এবং টরকিকুয়েট এবং সিরিঞ্জের সাহায্যে ওটা শরীরে ব্যবহার করছে। একজন মাদকাসক্তের প্রতি দুঘণ্টা অন্তর ড্রাগস নেয়ার প্রয়োজন পড়ে।

আর এ ব্যাপারটি এখন তাঁর হাসপাতালে ঘটছে। বোর্ড মিটিঙের আগে কোনো ফয়সালা করতেই হবে। *নইলে আমার রেকর্ডে দাগ পড়ে যাবে।*

অপরাধীকে খুঁজে বের করতে কার ওপর ভরসা করবেন ঠিক বুঝে উঠতে পারছেন না বেন ওয়ালেস। কাজটা করতে হবে সাবধানে। তিনি নিশ্চিত ডা. টেলর কিংবা ডা. হান্টার এ কাজে জড়িত নয়। অনেক চিন্তাভাবনার পরে তিনি ওদের দুজনকে কাজে লাগাবেন ঠিক করলেন।

ওদেরকে ডেকে পাঠালেন ওয়ালেস। 'আমার একটা উপকার করতে হবে,' বললেন তিনি দুজনকে। ফেন্টানিল চুরি যাওয়ার ঘটনাটা ওদেরকে জানালেন। 'আমি চাই তোমরা চোখ-কান খোলা রাখবে। তোমরা যাদের সঙ্গে কাজ করছ তাদের মধ্যে যদি কোনো ডাক্তার অপারেশন করার মাঝপথে অপারেশনরুম থেকে বেরিয়ে যায় কিংবা কোনোরকম আসক্তির চিহ্ন দেখতে পাও তাদের মাঝে, সাথে সাথে আমাকে জানাবে। তাদের ব্যক্তিত্বে কোনো পরিবর্তন যদি লক্ষ করো, তাদের মধ্যে কোনোরকম হতাশা কিংবা অস্থিরতা যদি চোখে পড়ে অথবা ঠিকমতো কাজে আসছে না, এ সবকিছু দেখে খটকা লাগলেই আমাকে বলবে। আর মনে রেখো ব্যাপারটা অত্যন্ত গোপনীয়।'

অফিস থেকে বেরিয়ে ক্যাট বলল, 'আমাদের হাসপাতালটা বিশাল। অপরাধীকে খুঁজে বের করতে হলে শার্লক হোমসকে দরকার হবে।'

'না, তার দরকার হবে না,' অখুশি গলায় বলল পেগি, 'আমি জানি অপরাধী কে।'

পেগির প্রিয় একজন ডাক্তার মিচ ক্যাম্পবেল। ডা. ক্যাম্পবেলের বয়স পঞ্চাশ, চুল পেকে শাদা, হাসিখুশি স্বভাবের মানুষ এবং হাসপাতালের সেরা সার্জনদের একজন। পেগি লক্ষ করেছে তিনি সবসময় দেরি করে আসেন অপারেশনে। আর অপারেশনের সময় তাঁর গা কাঁপতে থাকে। তিনি পেগিকে দিয়েই বেশিরভাগ অপারেশন করান মানে সার্জারির সিংহভাগ কাজ পেগিই করে দেয়। অপারেশনের মাঝখানে তাঁর হাত কাঁপতে থাকে এবং তিনি স্ক্যালপেল তুলে দেন পেগির হাতে।

'আমার শরীর ভালো লাগছে না,' তিনি পেগিকে বলেন। 'তুমি একটু কাজটা করে দেবে?'

এ কথা বলে তিনি অপারেটিং রুম ছেড়ে চলে যান।

মানুষটার কী হয়েছে ভেবে খুব উদ্বিগ্নবোধ করত পেগি। এখন জানে ডা. মিচের কী হয়েছে। কী করবে তা নিয়ে নিজের সঙ্গে তর্ক শুরু করে দিল পেগি। ডা. মিচের রহস্যময় আচরণ ডা. ক্যাম্পবেলকে বললে সঙ্গে সঙ্গে তিনি মিচকে চাকরিচ্যুত করবেন। কিন্তু সে কথাটা না বললে আবার রোগীর জীবন বিপন্ন হয়ে পড়বে। *আমার বোধহয় ডা. মিচের সঙ্গে কথা বলা উচিত,* ভাবছে পেগি। *আমি যে ব্যাপারটা টের পেয়ে গেছি তা ওঁকে বলে দেব। বলব তাঁর চিকিৎসা দরকার।* বিষয়টি নিয়ে ক্যাটের সঙ্গে আলোচনা করল ও।

'এটা একটা সমস্যাই বটে,' পেগির সঙ্গে একমত হল ক্যাট। 'মানুষটা ভালো এবং ডাক্তার হিসেবেও চমৎকার। তুমি যদি হুইশ্‌ল বাজিয়ে দাও, উনি শেষ। কিন্তু তাঁর দোষের কথা না বললে আবার রোগীদের জীবন বিপন্ন হওয়ার আশঙ্কা থেকেই যায়। ওঁর সঙ্গে কথা বললে কী ঘটবে বলো তো?'

'উনি সম্ভবত ব্যাপারটা অস্বীকার করবেন, ক্যাট। আর সেটাই স্বাভাবিক।'

'হুঁ। বড়ই মুসিবত।'

পরদিন ডা. ক্যাম্পবেলের সঙ্গে অপারেশনের শিডিউল পড়েছে পেগির। *আশা করি আমার ধারণা ভুল প্রমাণিত হবে,* প্রার্থনা করল পেগি। *উনি যেন দেরি না করে আসেন এবং অপারেশনের সময় যেন চলে না যান।*

পনেরো মিনিট দেরি করে এলেন ক্যাম্পবেল এবং অপারেশনের মাঝপথে বললেন, 'তুমি একটু বাকি কাজটা করো, পেগি। আমি আসছি এখুনি।'

ওঁর সঙ্গে আমার কথা বলতেই হবে, সিদ্ধান্ত নিল পেগি। *আমি ওর ক্যারিয়ার ধ্বংস করতে পারব না।*

পরদিন সকালে পেগি এবং হানি গাড়ি নিয়ে ডাক্তারদের জন্য নির্ধারিত পার্কিং লটে ঢুকেছে, হ্যারি বোম্যান লাল টকটকে একটা ফেরারি দাঁড় করাল ওদের পাশে।

'খুব সুন্দর গাড়ি,' বলল হানি। 'দাম কত?'

হাসল বোম্যান। 'দাম শুনলে ভিড়মি খাবে।'

ওদের কথা শুনছে না পেগি, একদৃষ্টিতে তাকিয়ে রয়েছে গাড়িটির দিকে। বোম্যানের পেন্থহাউজ, জমকালো পার্টি এবং বিলাসবহুল বোটের কথা মনে পড়ে যাচ্ছে। *আমার ধনী বাবার সমস্ত সম্পত্তি আমি পেয়ে গেছি,* বলেছিল হ্যারি বোম্যান। অথচ সে একটা কাউন্টি হাসপাতালে কাজ করে। কেন?

দশ মিনিট বাদে পেগি পার্সোনেল অফিসে ঢুকে রেকর্ড রাখার দায়িত্বে যে মেয়েটি আছে, ক্যারেন, তার সঙ্গে কথা বলল।

'আমার একটা কাজ করে দেবে, ক্যারেন? তবে ব্যাপারটা আমরা দুজন ছাড়া অন্য কেউ যেন না জানে। হ্যারি বোম্যান আমার সঙ্গে ডেট করতে চাইছে কিন্তু আমার কেন জানি সন্দেহ হচ্ছে লোকটা বিবাহিত। ওর ব্যক্তিগত ফাইলে একবার উঁকি দেয়া যাবে?'

'নিশ্চয়। ওরা সব কামুক হারামজাদা। যত পায় তত চায়। দাঁড়াও, ওর ফাইল এনে দিচ্ছি।' একটা ক্যাবিনেট খুলে পেগির কাঙ্ক্ষিত জিনিসটি নিয়ে এল সে। একতাড়া কাগজ।

দ্রুত কাগজের তাড়ায় চোখ বুলায় পেগি। ডা. হ্যারি বোম্যানের আবেদনপত্র বলছে সে মিডওয়েস্টের ক্ষুদ্র একটি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এসেছে এবং মেডিকেল স্কুলে পড়ার সময় নানান কাজ করে নিজেই নিজের খরচ জুটিয়েছে। ও একজন অ্যানেসথেসিয়লজিস্ট।

ওর বাবা পেশায় নাপিত।

এমবারকাডেরো কাউন্টি হাসপাতালের বেশিরভাগ ডাক্তারের কাছে হানি ট্যাফট এক প্রহেলিকা। সকালবেলার রাউন্ডে তাকে দেখলে মনে হয় নিজের সম্পর্কে দারুণভাবে অনিশ্চয়তায় ভোগা একটি মেয়ে। কিন্তু বিকেলবেলার রাউন্ডে তার একদম ভিন্ন চেহারা। প্রতিটি রোগীর রোগ সম্পর্কে গভীর জ্ঞান রয়েছে তার, এবং রোগের লক্ষণ ও চিকিৎসা সম্পর্কেও নির্ভুল ও ঝটপট জবাব দেয় সে।

এক সিনিয়র রেসিডেন্ট বিষয়টি নিয়ে হানির এক সহকর্মীর সঙ্গে কথা বলছিল।

'ব্যাপারটা কিছুতেই আমার মাথায় ঢুকছে না,' বলল সে।

'সকালবেলায় ডা. ট্যাফটের বিরুদ্ধে অভিযোগের অন্ত নেই। প্রতিটি কাজে সে ভুল করছে। কিন্তু বিকেলবেলা সে যেন জ্ঞানের আধার। তার প্রতিটি ডায়াগনসিস সঠিক, তার নোটগুলো চমৎকার এবং প্রতিটি প্রশ্নের জবাব দিচ্ছে সে নির্ভুল ও তড়িৎগতিতে। ও বোধহয় বিকেলবেলা কোনো মিরাকল বড়ি খেয়ে নেয়।' মাথা চুলকাল সে। 'ব্যাপার বড়ই রহস্যময়!'

ডা. নাথান রিটার অত্যন্ত গোঁড়া এবং কঠোর স্বভাবের মানুষ, তিনি বইয়ের নিয়ম মেনে কাজ করেন এবং জীবন ধারণ করেন। তাঁর চেহারায় প্রতিভার স্ফুলিঙ্গ ঝিলিক না দিলেও তিনি দক্ষ এবং নিবেদিতপ্রাণ একজন চিকিৎসক, তাঁর সঙ্গে যাঁরা কাজ করে তাদের কাছ থেকেও তিনি একই জিনিস আশা করেন।

হানির দুর্ভাগ্য এ লোকের সঙ্গে তার কাজ করতে হবে।

ওরা প্রথমে একটি ওয়ার্ডে ঢুকল। এখানে ডজনখানেক রোগী। একজন সবে নাশতা সেরেছে। রিটার তার চার্টে চোখ বুলিয়ে বললেন, 'ডা. ট্যাফট, চার্ট বলছে এ তোমার রোগী।'

মাথা ঝাঁকাল হানি। 'জি।'

'আর তুমি ওকে খেতে দিচ্ছ?' ধমকে উঠলেন রিটার।

'তাও ব্রনকোসকোপির আগে?'

হানি বলল, 'বেচারা সেই কখন থেকে না খেয়ে আছে—'

নাথান রিটার তাঁর সহকারীর দিকে ফিরলেন। 'অপারেশন বন্ধ করো।' হানিকে কিছু বলতে গিয়েও সামলে নিলেন নিজেকে। 'চলো।'

পরের পেশেন্ট এক পুয়ের্তোরিকান, ভয়ানক কাশছে সে। ডা. রিটার তাকে পরীক্ষা করলেন, 'কার রোগী এ?'

'আমার,' বলল হানি।

কপাল কুঁচকে গেল রিটারের। 'এর ইনফেকশন তো এতদিনে সেরে যাওয়ার কথা।' চার্টে চোখ বুলালেন তিনি। 'তুমি একে দিনে চারবেলা ৫০ মিলিগ্রাম করে অ্যামপিসিলিন খেতে দিচ্ছ?'

'দ্যাটস রাইট।'

'দ্যাটস নট রাইট। ইট'স রং! একে দিনে চারবেলা ৫০০ মিলিগ্রাম ওষুধ দেয়া উচিত ছিল। তুমি কাজের কাজ কিছু করোনি।'

'আমি দুঃখিত। আমি...'

'এজন্যেই এ লোকের অসুখ সারছে না! এক্ষুনি চার্ট বদলাও।'

'জি, ডক্টর।'

হানির আরেক রোগীর কাছে এসে অধৈর্য গলায় ডা. রিটার বললেন, 'এর কলোনস্কোপি করার কথা। রেডিওলোজি রিপোর্ট কোথায়?'

'রেডিওলোজি রিপোর্ট? ওহ্, আমি আসলে রিপোর্টটা করাতে ভুলে গেছিলাম।'

ডা. রিটার দীর্ঘক্ষণ সন্দেহের চোখে হানির দিকে তাকিয়ে রইলেন।

পরদিন সকালে অবস্থার আরও অবনতি ঘটল।

এক রোগী সজলচোখে যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছিল। 'আমার শরীর ব্যথায় বিষ হয়ে আছে। কী হয়েছে আমার?'

'আমরা জানি না,' বলল হানি।

ডা. রিটার জ্বলন্ত চোখে তাকালেন ওর দিকে। 'ডা. ট্যাফট। একটু বাইরে এসো। তোমার সঙ্গে কথা আছে।'

করিডরে এসে তিনি বললেন, 'কক্ষনো, কোনোদিন কোনো রোগীকে বলবে না যে তার কী হয়েছে তা তুমি জানো না। ওরা তোমার কাছ থেকে সাহায্য পাবার আশায় থাকে। কী রোগ হয়েছে না-জানলেও কিছু একটা বানিয়ে বলবে। আমার কথা বুঝতে পেরেছ?'

'আমার কাছে উচিত মনে হচ্ছে না...'

'কী উচিত বা অনুচিত মনে হচ্ছে তা তোমার কাছে জানতে চাইনি। তোমাকে যা বলতে বলা হল তা করবে।'

ওরা পরীক্ষা করে দেখল এক হার্নিয়ার রোগী, হেপাটাইটিস রোগী, আলঝিমার্স রোগে আক্রান্ত একজন রোগীসহ আরও দুডজন রোগী। রাউন্ড শেষ হওয়া মাত্র ডা. রিটার ঢুকলেন বেনজামিন ওয়ালেসের অফিসে।

'একটা সমস্যা হয়েছে,' বললেন রিটার।

'কী হয়েছে, গ্রাথান?'

'সমস্যাটা আমাদের এক রেসিডেন্টকে নিয়ে। হানি ট্যাফট তার নাম।'

আবার! 'সে কী করেছে?'

'সে একটা যাচ্ছেতাই।'

'কিন্তু তার সুপারিশপত্রে তো খুব ভালো ভালো কথা লেখা আছে।'

'বেন, ওকে এখান থেকে হঠাও, নয়তো এ হাসপাতাল মস্ত কোনো বিপদে পড়ে যাবে। ওর কারণে হয়তো মারা যাবে রোগী।'

ওয়ালেস একটু চিন্তা করে সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেললেন।

'ঠিক আছে। ওকে আমি তাড়িয়ে দেব।'

সকালের বেশিরভাগ সময় সার্জারিতে ব্যস্ত থাকতে হয় পেগিকে। সে একটু ফুরসত পেতেই ডা. ওয়ালেসের কাছে গেল। হ্যারি বোম্যানকে নিয়ে নিজের সন্দেহের কথা বলল।

'বোম্যান? তুমি নিশ্চিত? মানে...আমি ওর মাঝে মাদকাসক্তির কোনো লক্ষণ দেখিনি।'

'সে মাদক নেয় না,' ব্যাখ্যা দিল পেগি। 'মাদক বিক্রি করে। রেসিডেন্টের বেতন পায় অথচ জীবনযাপন করে কোটিপতির মতো।'

মাথা দোলালেন বেন ওয়ালেস। 'বেশ। আমি ব্যাপারটা চেক করে দেখব। ধন্যবাদ, পেগি।'

সিকিউরিটি প্রধান ব্রুস অ্যান্ডারসনকে তলব করলেন ওয়ালেস। 'মাদক চোরকে বোধহয় আমরা শনাক্ত করতে পেরেছি,' বললেন তিনি। 'তুমি ডা. হ্যারি বোম্যানের ওপরে তীক্ষ্ণ নজর রাখবে।'

'বোম্যান?' নিজের বিস্ময় লুকোতে পারল না অ্যান্ডারসন। ডা. বোম্যান গার্ডদেরকে প্রায়ই কিউবান সিগারসহ নানান ছোটখাটো উপহার দেয়। গার্ডরা সবাই তাকে খুব পছন্দ করে।

'সে ডিসপেন্সারিতে ঢুকলে বেরিয়ে আসার সময় ওকে সার্চ করবে।'

'জি, স্যার।'

ডিসপেন্সারি অভিমুখে চলেছে হ্যারি বোম্যান। কিছু অর্ডার এসেছে ওগুলো পূরণ করতে হবে। প্রচুর অর্ডার। ঘটনাটিকে সৌভাগ্যজনক দুর্ঘটনা হিসেবে অভিহিত করা চলে। সে আইওয়ার অ্যামেস-এ ছোট একটি হাসপাতালে কাজ করত। রেসিডেন্টের বেতনে কোনোমতে কাটত দিন। কিন্তু তার নজর ছিল খুব উঁচু। অল্পতে সন্তুষ্ট হওয়ার পাত্র নয় বোম্যান, চাইত অনেক বেশি। একদিন ভাগ্যদেবী ওর দিকে মুখ তুলে তাকালেন।

এক সকালে, হাসপাতাল থেকে ছাড়া পাওয়া এক রোগী ওকে ফোন করল।

'ডক্টর, আমার গায়ে ভয়ানক ব্যথা। ব্যথা উপশমের জন্য কিছু একটা দিন।'

'আপনি কি আবার হাসপাতালে ভর্তি হবেন?'

'আমি আর বাড়ি ছেড়ে বেরুতে চাইছি না। আমার জন্য এখানে কিছু একটা নিয়ে আসা যায় না?'

বোম্যান একটু ভেবে বলল, 'ঠিক আছে। বাড়ি ফেরার পথে আপনার সঙ্গে দেখা করব।'

রেগীর সঙ্গে সে দেখা করল এক বোতল ফেন্টানিল সহ।

রোগী ওর হাত থেকে বোতলটা প্রায় কেড়ে নিল। 'দারুণ!' কতগুলো টাকা বের করে বোম্যানকে দিল। 'এগুলো রেখে দিন।'

বোম্যান টাকার দিকে তাকিয়ে বিস্মিত গলায় বলল, 'এ জন্য আপনাকে টাকা দিতে হবে না।'

'ঠাট্টা করছেন? এ বোতলটা সোনার চেয়েও দামি। আমার অনেক বন্ধু আছে যারা এ জিনিস পেলে আপনাকে বস্তা বস্তা টাকা দেবে।'

শুরুটা এভাবে হয়েছিল। দুমাসের মধ্যে হ্যারি বোম্যান এত এত টাকা আয় করতে লাগল যার কথা সে কল্পনাও করেনি। কিন্তু ওর দুর্ভাগ্য, হাসপাতালপ্রধান ব্যাপারটা টের পেয়ে গিয়েছিলেন। তিনি বোম্যানকে বলেন সে যদি চুপচাপ চলে যায় তাহলে তিনি ওর চৌর্যবৃত্তির কথা কারও কাছে ফাঁস করবেন না।

ভালোই হয়েছে ওখান থেকে চলে এসেছি, ভাবছিল বোম্যান *স্যানফ্রান্সিসকোর বাজার আরও অনেক বড়।*

ডিসপেন্সারিতে চলে এসেছে সে। বাইরে দাঁড়িয়ে আছে ব্রুস অ্যান্ডারসন। বোম্যান তাকে দেখে মৃদু মাথা ঝাঁকাল। 'হাই, ব্রুস।'

'গুড আফটারনুন, ডা. বোম্যান।'

পাঁচ মিনিট পরে বোম্যান ডিসপেন্সারি থেকে বেরিয়ে এসেছে, অ্যান্ডারসন বলল, 'মাফ করবেন। আপনাকে সার্চ করব।'

কটমট করে তার দিকে তাকাল হ্যারি বোম্যান। 'আমাকে সার্চ করবে? বলছ কী, অ্যান্ডারসন!'

'আমি দুঃখিত, ডক্টর। হুকুম আছে ডিসপেন্সারিতে যাঁরা ঢুকবেন তাঁদের সবাইকে সার্চ করতে হবে।'

রুষ্ট বোম্যান। 'এরকম অদ্ভুত কথা জীবনেও শুনিনি। আমি তোমাদেরকে সার্চ করতে দেব না।'

'তাহলে ডা. ওয়ালেসের অফিসে আপনাকে যেতে হবে।'

'বেশ! আমাকে সার্চ করতে চেয়েছ শুনলে উনি রেগে বোম হবেন।'

বোম্যান ঝড় তুলে ওয়ালেসের অফিসে ঢুকল। 'এসব কী ঘটছে, বেন? এ লোকটা আমাকে সার্চ করতে চাইছে?'

'এবং তুমি সার্চ করতে দাওনি।'

'অবশ্যই।'

'বেশ।' ফোনে হাত বাড়ালেন ওয়ালেস। 'আমি স্যানফ্রান্সিসকো পুলিশকে বলছি কাজটা করতে।' তিনি ডায়াল শুরু করলেন।

ভয় পেল বোম্যান। 'এক মিনিট! ফোন করার দরকার নেই।' তার চেহারা হঠাৎ উদ্ভাসিত দেখাল। 'ওহ্! ব্যাপারটা বুঝতে পেরেছি।' সে পকেট থেকে ফেন্টালিনের একটি বোতল বের করল। 'অপারেশনের জন্য এটা নিয়ে যাচ্ছিলাম এবং...'

ওয়ালেস নিরুত্তাপ গলায় বললেন, 'তোমার পকেট খালি করো।'

ভয়ের ছাপ ফুটল বোম্যানের মুখে। 'কোনো কারণ নেই...'

'পকেটে যা আছে সব বের করো।'

দুই ঘণ্টা পরে ড্রাগ এনফোর্স এজেন্সির স্যানফ্রান্সিসকো অফিস বোম্যানের কাছ থেকে সেইসব লোকের নাম-ঠিকানা আদায় করে নিল যাদের কাছে এতদিন ধরে সে ড্রাগস বিক্রি করে আসছিল।

পেগি খবরটা শোনার পরে মিচ ক্যাম্পবেলের কাছে গেল। তিনি অফিসে বসে বিশ্রাম নিচ্ছিলেন। পেগি ঘরে ঢুকে দেখল ডেস্কের ওপর হাত রেখে চেয়ারে বসে আছেন ক্যাম্পবেল। তাঁর হাতজোড়া কাঁপছে।

পেগিকে দেখে দ্রুত হাত কোলে রাখলেন ক্যাম্পবেল। 'হ্যালো, পেগি। কেমন চলছে তোমার?'

'ভালো, মিচ। আপনার সঙ্গে একটু কথা ছিল।'

'বসো।'

ক্যাম্পবেলের বিপরীতে বসল পেগি। 'পারকিনসনস ডিজিজে কদ্দিন ধরে ভুগছেন আপনি?'

মুখ শাদা হয়ে গেল ডাক্তারের। 'কী!'

'এ রোগটা আপনি বাঁধিয়ে বসেছেন, তাই না? কিন্তু কাউকে জানতে দিতে চাইছেন না।'

ভারী নীরবতা বিরাজ করছে ঘরে। 'আ...আমি...হ্যাঁ। কিন্তু আমি...আমি একজন ডাক্তার হয়ে হাল ছেড়ে দিতে পারি না। ডাক্তারিই আমার জীবন এবং পেশা।'

সামনে ঝুঁকে এল পেগি, আন্তরিক গলায় বলল, 'আপনাকে ডাক্তারি ছাড়তে হবে না, তবে আপনার অপারেশন করাও উচিত নয়।'

হঠাৎ বয়স যেন বেড়ে গেল ক্যাম্পবেলের। 'আমি জানি। আমি গতবছরই ছেড়ে দিতে চাইছিলাম।' ফ্যাকাশে হাসলেন। 'এখন আমাকে এটা ছেড়ে দিতে হবে, না? তুমি নিশ্চয় ডা. ওয়ালেসকে ব্যাপারটা জানিয়ে দেবে?'

'না,' মৃদুকণ্ঠে বলল পেগি। 'আপনি ডা. ওয়ালেসকে বলবেন।'

পেগি ক্যাফেটেরিয়ায় লাঞ্চ করছে, টম চ্যাং যোগ দিল ওর সঙ্গে।

'কী ঘটেছে শুনেছি,' বলল সে। 'বোম্যান! অবিশ্বাস্য! তুমি দারুণ দেখালে।'

মাথা নাড়ল পেগি। 'আমি প্রায় ভুল একটি মানুষের ওপরে দোষ চাপাতে যাচ্ছিলাম।'

চ্যাং আর কোনো কথা বলল না। বসে রইল চুপচাপ।

'কী হয়েছে, টম?'

'তুমি কি 'ভালো আছি' শুনতে চাও নাকি সত্যিকথাটা জানতে চাও?'

'আমরা বন্ধু। আমি সত্যিকথাটাই জানতে চাই।'

'আমার সংসার লাটে উঠেছে,' হঠাৎ জলে ভরে গেল টমের চোখ। 'চলে গেছে সাই। ফিরে গেছে বাপের বাড়ি।'

'আয়াম সো সরি।'

'দোষ ওর নয়। আমাদের সংসারটা সংসারপদবাচ্য ছিল না। ও বলত আমি আসলে হাসপাতালটাকে বিয়ে করেছি। ঠিকই বলত। সারাটা জীবন এখানেই কাটল

আমার, যাদেরকে ভালোবাসি তাদেরকে সময় দেয়ার বদলে অচেনা অজানা কতগুলো লোকের পেছনে জীবন-যৌবন সব দিলাম।'

'ও ফিরে আসবে দেখো,' সান্ত্বনা দিল পেগি।

'না। ও আর ফিরবে না।'

'তুমি কি কাউন্সেলিং-এর কথা বলেছিলে কিংবা...?'

'ও কাউন্সেলিং করতে চায়নি।'

'আমি দুঃখিত, টম। যদি আমার পক্ষে কিছু করার থাকত...' লাউডস্পিকারে নিজের নাম ঘোষিত হতে শুনল পেগি।

'ডা. টেলর রুম ৪১০...'

হঠাৎ সতর্ক হয়ে উঠল পেগি। 'আমি যাই।' বলল ও।

রুম নম্বর ৪১০। স্যাম বার্নস্টাইনের কক্ষ। স্যাম ওর প্রিয় রোগীদের একজন। সত্তর বছর বয়স ভদ্রলোকের। স্টমাক ক্যান্সার হয়েছে। হাসপাতালের বেশিরভাগ রোগীই কোনো-না-কোনো অভিযোগ করেই চলেছে, কিন্তু স্যাম ব্যতিক্রম। তিনি কখনও কোনো বিষয় নিয়ে অভিযোগ বা অনুযোগ করেন না। ব্যক্তিত্বসম্পন্ন এ মানুষটির সাহসকে শ্রদ্ধা করে পেগি। ভদ্রলোকের স্ত্রী এবং প্রাপ্তবয়স্ক দুই পুত্র নিয়মিত তাঁকে দেখে যায়। ওদের সঙ্গেও পেগির সখ্য গড়ে উঠেছে।

লাইফ সাপোর্ট সিস্টেম দিয়ে বাঁচিয়ে রাখা হয়েছে স্যাম বার্নস্টাইনকে। তাঁর বিছানায় একটি নোটে লেখা : DNR—Do Not Resuscitate।

পেগি স্যামের ঘরে ঢুকে দেখল রোগীর বিছানার পাশে একজন নার্স রয়েছে। পেগিকে দেখে সে মুখ তুলে তাকাল।

'উনি মারা গেছেন, ডক্টর। আমি ইমার্জেন্সি প্রসিডিওর শুরু করতে পারিনি কারণ...' তার গলা বুজে এল।

'তোমার করার কথাও ছিল না,' আস্তে আস্তে বলল পেগি।

'ধন্যবাদ।'

'আর কিছু...?'

'না, আমি বাকি অ্যারেঞ্জমেন্ট করছি।' বিছানার পাশে দাঁড়িয়ে লাশটার দিকে তাকিয়ে রইল ও। কিছুক্ষণ আগেও এ মানুষটি বেঁচে ছিল, হাসিখুশি একটা মানুষ, তাঁর পরিবার এবং বন্ধুবান্ধব ছিল, যিনি সারাজীবন কঠোর পরিশ্রম করেছেন, প্রিয়জনদের লালনপালন করেছেন। আর এখন...

ড্রয়ারের দিকে এগিয়ে গেল পেগি। এখানে ব্যক্তিগত জিনিসপত্র রাখতেন স্যাম। ড্রয়ার খুলে সস্তা একটি ঘড়ি, একগোছা চাবি, পনেরোটি ডলার, কৃত্রিম দাঁত আর স্ত্রীকে লেখা একখানা চিঠি পেল পেগি।

স্যাম বার্নস্টাইনের মৃত্যু ভীষণভাবে ছুঁয়ে গেছে পেগিকে। হতাশ, মলিন দেখাচ্ছে চেহারা। 'এমন চমৎকার একটি মানুষ ছিলেন উনি। কেন...?'

ক্যাট বলল, 'পেগি, রোগীর সঙ্গে ইমোশনালি জড়িয়ে যাওয়া ঠিক নয়। তাহলে কাজ করতে পারবে না।'

'আমি জানি। তুমি ঠিকই বলেছ, ক্যাট। কিন্তু...খুব দ্রুত যেন ব্যাপারটা ঘটে গেল, তাই না? আজ সকালেও ওঁর সঙ্গে আমি কথা বলেছি। আর কাল ওর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া।'

'তুমি কি অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় যাবে?'

'না।'

কিন্তু স্যামের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় না গিয়ে পারল না পেগি।

করিডরে হাঁটতে গিয়ে ক্যাটের সঙ্গে ধাক্কা খেল হানি। হানিকে নার্ভাস লাগছে।

'কী হয়েছে?' জিজ্ঞেস করল ক্যাট।

'ডা. ওয়ালেস আমাকে তলব করেছেন। বেলা দুটোর সময় তাঁর অফিসে যেতে বলেছেন।'

'কেন জানো?'

'সেদিনের রাউন্ডে একটু গোলমাল করে ফেলেছি আমি সেজন্যেই বোধহয়। ডা. রিটার একটা শয়তান।'

'আশা করি কোনো সমস্যা হবে না,' বলল ক্যাট।

'আমিও আশা করি। তবু কেন জানি ভয় লাগছে।'

বেলা দুটোর দিকে বেনজামিন ওয়ালেসের অফিসে এল হানি পার্সে মধুর ছোট একটি বোতল নিয়ে। রিসেপশনিস্ট লাঞ্চে গেছে। ডা. ওয়ালেসের ঘরের দরজা খোলা।

'এসো, ডা. ট্যাফট।' হাঁক ছাড়লেন তিনি।

হানি অফিসে ঢুকল।

'দরজাটা বন্ধ করে দাও, প্লিজ।'

দরজা বন্ধ করল হানি।

'বসো।'

বসল হানি। কাঁপছে সে। ওর দিকে তাকিয়ে মায়া হল ওয়ারেসের। কিন্তু কাজটা তো তাঁকে করতেই হবে।

'তোমার জন্য একটা দুঃসংবাদ আছে,' বললেন তিনি।

একঘণ্টা পরে হানি সোলারিয়ামে দেখা করল ক্যাটের সঙ্গে। ওর পাশের চেয়ারে বসে পড়ল হাসতে হাসতে।

'ডা. ওয়ালেসের সঙ্গে কথা হয়েছে?' জানতে চাইল ক্যাট।

'হ্যাঁ, হয়েছে। অনেকক্ষণ কথা বললাম দুজনে। তুমি কি জানো ওঁর স্ত্রী ওকে গত সেপ্টেম্বরে ছেড়ে চলে গেছেন? পনেরো বছরের দাম্পত্যজীবন। আগের ঘরের দুটো প্রাপ্তবয়স্ক সন্তান আছে তাঁর। যদিও এদের সঙ্গে খুব কমই দেখাসাক্ষাৎ হয় ডা. ওয়ালেসের। বেচারা বুড়োমানুষটা বড্ড একা।'

দ্বিতীয় খণ্ড

চৌদ্দ

আবার নতুন একটি বছর এল। এটা ১৯৯৪ সাল। পেগি, ক্যাট এবং হানির জীবন বৈচিত্রহীনভাবে কাটছে এমবারকাডেরো কাউন্টি হাসপাতালে। শুধু রোগী বদল ছাড়া ওদের জীবনে আর কোনো পরিবর্তন আসেনি।

পার্কিংলটে হেঁটে যাচ্ছে পেগি, মনে পড়ল হ্যারি বোম্যান এবং তার লাল ফেরারির কথা। হ্যারি বোম্যানের বিক্রি-করা বিষ কতগুলো জীবন ধ্বংস করেছে কে জানে। মাদকের আকর্ষণ এড়ানো প্রায় অসম্ভব, কিন্তু এর পরিণতিও অত্যন্ত ভয়ংকর।

পেগির জন্য একতোড়া ফুল নিয়ে হাজির হল জিমি ফোর্ড।

'এগুলো কিসের জন্য, জিমি?'

লজ্জায় লাল হল জিমি। 'এমনি আপনার জন্য নিয়ে আসতে ইচ্ছে করল। আপনি কি জানেন আমি বিয়ে করছি?'

'না তো! বাহ্‌, খুব ভালো খবর তো! ভাগ্যবতীটি কে?'

'ওর নাম বেটসি। একটা পোশাকের দোকানে কাজ করে। আমরা আধডজন বাচ্চা নেব ঠিক করেছি। প্রথম মেয়েটির নাম রাখব পেগি। আশা করি আপনার কোনো আপত্তি নেই?'

'আপত্তি? আমি তো নিজেকে ধন্য মনে করছি।'

বিব্রত দেখাল জিমিকে। 'সেই ডাক্তারের গল্প শুনেছেন যে তার রোগীকে বলে দিয়েছিল আর মাত্র দুহপ্তা আছে রোগীর আয়ু! "তবে এ মুহূর্তে আপনার ফি আমি দিতে পারব না" বলল রোগী। "ঠিক আছে, তাহলে আপনাকে আরও দুহপ্তা সময় দিলাম।"

এবং জিমি যথারীতি অদৃশ্য।

টম চ্যাংকে নিয়ে দুশ্চিন্তায় আছে পেগি। চ্যাং-এর মেজাজের কোনো ঠিকঠিকানা নেই। কখনও উৎফুল্ল থাকছে, কখনও বা প্রবল হতাশায় ভুগছে সে।

একদিন সকালে পেগিকে সে বলল, 'তুমি কি জানো, আমরা যদি এখানে না থাকতাম তাহলে বেশিরভাগ মানুষ মারা যেত! ওদের সুস্থ করে নতুন জীবন দেয়ার ক্ষমতা আমাদের আছে।'

পরদিন সকালে : 'আমরা নিজেদেরকে নিয়ে খেলা করছি, পেগি। আমরা না থাকলেও আমাদের রোগীরা সুস্থ হয়ে উঠতে পারত। আমরা আসলে ভণ্ড, ভান করছি যেন সব জানি। আসলে জানি না কিছুই।'

পেগি ওকে এক পলক দেখে নিয়ে প্রশ্ন করল, 'সাই-এর সঙ্গে কথা হয়েছে তোমার?'

'গতকালই কথা হল। ও এখানে আর ফিরছে না। ডিভোর্সের প্রস্তুতি নিচ্ছে।'

পেগি ওর বাহুতে হাত রাখল। 'আমি অত্যন্ত দুঃখিত, টম।'

কাঁধ ঝাঁকাল টম। 'কেন? ওসব নিয়ে আর ভাবি না। একদমই না। আরেকটি মেয়েকে খুঁজে নেব।' হাসল। 'আরেকটা বাচ্চা নেব। দেখে নিও।'

ওর আচরণে এবং কথাবার্তায় অস্বাভাবিকতার লক্ষণ দেখতে পাচ্ছে পেগি।

সে রাতে ক্যাটকে পেগি বলল, 'টম চ্যাংকে নিয়ে খুব চিন্তায় আছি, বুঝলে। ইদানীং ওর সঙ্গে কথা হয়েছে তোমার?'

'হুঁ।'

'ওর আচার-আচরণ কি স্বাভাবিক বলে মনে হল?'

'কোনো পুরুষের আচরণই আমার কাছে স্বাভাবিক বলে মনে হয় না।'

ক্যাটের কথা শুনতে পায়নি পেগি। ভাবছে চ্যাংকে নিয়ে। 'কাল রাতে ওকে ডিনারের আমন্ত্রণ জানানো যাক।'

'ঠিক আছে।'

পরদিন সকালে পেগি হাসপাতালে গেছে, শুনল এক দারোয়ান হাসপাতালের বেযমেন্টের ইকুইপমেন্ট রুমে টম চ্যাং-এর লাশ পেয়েছে। ঘুমের বড়ি খেয়ে আত্মহত্যা করেছে সে।

হিস্টিরিয়ার আক্রান্ত রোগীর মতো হয়ে গেল পেগি। 'আমি ওকে বাঁচাতে পারতাম,' চিৎকার করে কাঁদল ও। 'ওর শুধু সাহায্য দরকার ছিল। কিন্তু আমি ওকে সাহায্য করিনি।'

দৃঢ় গলায় ক্যাট বলল, 'তুমি চাইলেও ওকে সাহায্য করতে পারতে না, পেগি। তুমি সমস্যা ছিলে না সমাধানও নয়। ও স্ত্রী আর সন্তান ছাড়া বেঁচে থাকতে চায়নি। ব্যস্, এর বেশিকিছু নয়।'

চোখ থেকে জল মুছল পেগি। 'জাহান্নামে যাক এ হাসপাতাল! টমের ওপর এত কাজের চাপ না থাকলে ওর স্ত্রী ওকে ছেড়ে কোথাও যেত না।'

'কিন্তু সে তো চলে গেছে,' মৃদু গলায় বলল ক্যাট। 'ইট'স ওভার।'

পেগি টম চ্যাং-এর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় অংশ নিল। ও এর আগে কোনোদিন চীনাদের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় যায়নি। অদ্ভুত একটা দৃশ্য। ভোরবেলায়, চায়না টাউনের গ্রিন স্ট্রিট ঘরচুয়ারিতে লোকজন জড়ো হতে শুরু করল। কুচকাওয়াজের আয়োজন

করা হয়েছে। প্যারেডের সামনে টম চ্যাং-এর বিশাল এক ছবি বহন করছে শোকার্তরা।

যাত্রা শুরু হল ব্যান্ডের উচ্চ নিনাদের সঙ্গে, স্যানফ্রান্সিসকোর রাস্তা দিয়ে চলতে শুরু করল ওরা, মিছিলের শেষভাগে রইল শবযান। মিছিলকারীদের বেশিরভাগ পায়ে হেঁটে এগোচ্ছে, অশীতিপর বৃদ্ধরা থাকলেন গাড়িতে।

পেগির মনে হল দলটা গোটা শহর যেন প্রদক্ষিণ করতে নেমেছে। বিস্মিত হয়ে এক শোককারীকে কারণটা জিজ্ঞেস করলে সে জানাল, 'আমাদের প্রথা হল মৃত ব্যক্তিকে আমরা তাঁর প্রিয় জায়গাগুলোতে নিয়ে যাই—যেখানে সে খাবার খেত, শপিং করত, ঘুরতে যেত...'

'আচ্ছা!'

মিছিল শেষ হল এমবারকাডেরো কাউন্টি হাসপাতালের সামনে এসে।

লোকটা পেগিকে বলল, 'এখানে টম চ্যাং কাজ করত। এখানেই সে তার সকল সুখ খুঁজে পেয়েছিল।'

ভুল, মনে মনে বলল পেগি। *এখানে সে তার সকল সুখ খুইয়েছে।*

একদিন সকালে মার্কেট স্ট্রিটে হাঁটছে পেগি, দেখতে পেল আলফ্রেড টার্নারকে। বুকের ভেতরে ছলকে উঠল রক্ত, শুরু হয়ে গেছে ধুকপুকুনি। আলফ্রেডের কথা কিছুতেই বিস্মৃত হতে পারছে না ও। ট্রাফিকের আলোর রঙ বদলাতে দেখে রাস্তা পার হতে শুরু করল আলফ্রেড। পেগি মোড়টাতে এসেছে, আলোর রঙ বদলে লাল হচ্ছে, গ্রাহ্য করল না ও, একছুটে নেমে পড়ল রাস্তায়। গাড়ির হর্ন, ড্রাইভারদের ক্রুদ্ধ চিৎকার কোনোকিছুর প্রতি মনোযোগ নেই।

রাস্তার অপরপাশে চলে এল পেগি, খপ করে ধরে পড়ল আলফ্রেডের জামার আস্তিন। 'আলফ্রেড...'

ঘুরল লোকটা। 'কী বললেন?'

আলফ্রেড নয়, অচেনা এক লোক।

পেগি এবং ক্যাট এখন চতুর্থ বর্ষের রেসিডেন্ট। নিয়মিত অপারেশন করে চলেছে ওরা।

নিউসার্জারীর ডাক্তারদের সঙ্গে কাজ করে ক্যাট, মানুষের মাথার খুলির নিচে নিউরন নামে শতশত কোটি জটিল ডিজিটাল কম্পিউটারগুলো নিয়ত ওকে বিস্মিত করে তোলে। অপারেশনের কাজটা ওর কাছে দারুণ উত্তেজক মনে হয়।

যাঁদের সঙ্গে কাজ করে ক্যাট তাঁদের প্রায় সকলকেই সমীহ ও শ্রদ্ধার চোখে দেখে সে। এরা প্রতিভাবান, দক্ষ শল্য-চিকিৎসক। তবে কিছু কিছু ডাক্তার আছে যাঁরা ওকে জ্বালাতন করে। তাঁরা ওর সঙ্গে ডেট করতে চায়; ক্যাট যত তাদের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে, ততই যেন তাদের জেদ চেপে যায়।

সে একদিন শুনতে পেল ওকে উদ্দেশ্য করে এক ডাক্তার বিড়বিড় করছে, 'এই যে পুরানো আয়রনপ্যান্ট এসে গেছে।'

মস্তিষ্কের এক অপারেশনে ও ডা. কিবলারকে সাহায্য করছিল। করটেক্স অল্প কেটে ফেলা হয়েছে, ডা. কিবলার মস্তিষ্কের বাম অর্ধাংশ জোড়া গর্তের বামপাশের ফাঁপা জায়গাটায় রাবারের একটি ক্যানুলা (cannula) ঢুকিয়ে দিল, ক্যাট ছোট একটি রিট্রাক্টর দিয়ে চিরে ধরে রেখেছে কর্তিত করটেক্স। সমস্ত মনোযোগ ওর সামনে যা ঘটছে তার প্রতি।

ডা. কিবলার আড়চোখে ওকে একবার দেখে নিয়ে কাজ করতে করতে বলল, 'তুমি ওই মাতালটার গল্প শুনেছ যে টলতে টলতে একটি বার-এ ঢুকে বলেছিল, "আমাকে জলদি একটা ড্রিংক দাও।" 'দেব না,' বলল বারটেন্ডার। 'কারণ তুমি এখনই মাতাল হয়ে আছ।"

বার (Burr) আরও গভীরে কেটে যাচ্ছে।

"মদ না দিলে আমি আত্মহত্যা করব।"

গর্ত থেকে সেরেব্রাল স্পাইনাল ফ্লুইড বেরিয়ে এল।

"ঠিক আছে, তাহলে তোমাকে তিনটে কাজ করে দিতে হবে।" বলল বারটেন্ডার। "কাজগুলো আমার করার কথা ছিল কিন্তু তুমি যদি করে দাও তাহলে এক বোতল মদ পাবে।"

কথা বলতে বলতে ডাক্তার পনেরো মিলিলিটার বাতাস ঢুকিয়ে দিল গর্তে, anterior Posterior এবং lateral view'র এক্সরে নেয়া হল।

"ওই কোনায় একজন ফুটবল প্লেয়ার বসে আছে দেখতে পাচ্ছ? লোকটাকে এখান থেকে বের করে দিতে পারছি না। তুমি ওকে এখান থেকে ঘাড় ধাক্কা দিয়ে বের করে দেবে। আমার অফিসে আমার পোষা একটি কুমির আছে। দাঁতের ব্যথায় অস্থির বলে খিঁচড়ে আছে মেজাজ। ফলে কাছে যাওয়া যায় না। এ ছাড়া স্বাস্থ্যবিভাগ থেকে এক মহিলা ডাক্তার এসেছে যে আমার ব্যবসা বন্ধ করার মতলব করেছে। তুমি যদি তাকে লাগাতে পারো তাহলে মদের বোতলটা পাবে।"

রক্তপাত কমানোর জন্য একজন স্ক্রাব নার্স সাকশন ব্যবহার করছিল।

"মাতাল ফুটবল প্লেয়ারকে ঘাড় ধাক্কা দিয়ে বার থেকে বের করে দিল, তারপর কুমিরটা যেখানে বসে আছে, সে ঘরে ঢুকল। পনেরো মিনিট পরে বেরিয়ে এল সে সারা গায়ে রক্ত, জামাকাপড় ছেঁড়া, বলল, 'দাঁতে ব্যথাঅলা মহিলা ডাক্তারটা কোথায়?'

অট্টহাসিতে ফেটে পড়ল ডা. কিবলার। 'ঘটনা বুঝতে পেরেছ তো? লোকটা ডাক্তারের বদলে কুমিরকে লাগিয়েছে। ডাক্তারের কাছে গেলে হয়তো অভিজ্ঞতাটা তেমন সুখকর হত না বলেই!'

ক্যাটের ইচ্ছে করল কিবলারের গালে ঠাশ করে একটা চড় বসিয়ে দেয়।

অপারেশন শেষ হলে অন-কল রুমে চলে এল ও, দমন করার চেষ্টা করছে রাগ।

ওই হারামজাদাদের কাছে কোনোদিন আমি মাথা নত করব না। কক্ষনো না।

পেগি মাঝে মাঝে হাসপাতালের ডাক্তারদের সঙ্গে বাইরে যায় কিন্তু ওদেরকে ঘনিষ্ঠ হওয়ার সুযোগ দেয় না। আলফ্রেড টার্নার ওকে দারুণ দুঃখ দিয়েছে, অমন আঘাত আর কোনোদিন পেতে চায় না পেগি।

ওর বেশিরভাগ দিন-রাত কেটে যায় হাসপাতালে। শিডিউলগুলো ভয়ানক কষ্টের, তবে জেনারেল সার্জারির কাজটা উপভোগই করছে ও।

একদিন সকালে চিফ অভ সার্জারি জর্জ ইংলুন্ড ওকে ডেকে পাঠালেন।

'এ বছর থেকে তুমি তোমার বিশেষ বিষয়টি নিয়ে কাজ করছ, কার্ডিওভাসকুলার সার্জারি।'

মাথা ঝাঁকাল ও। 'জি।'

'ওয়েল, তোমাকে একজনের সঙ্গে কাজ করার একটা সুযোগ দিতে চাই। ডা. বার্কারের নাম শুনেছ?'

বিস্মিত দেখাল পেগিকে। 'ডা. লরেন্স বার্কার?'

'হুঁ।'

'অবশ্যই।'

লরেন্স বার্কারকে সবাই চেনে। বিশ্বের অন্যতম সেরা কার্ডিওভাসকুলার সার্জন তিনি।

'তিনি গত হপ্তায় সৌদি আরব থেকে ফিরেছেন। সৌদি বাদশার অপারেশন করতে গিয়েছিলেন। ডা. বার্কার আমার পুরনো বন্ধু। তিনি এখানে হপ্তায় তিনদিন কাজ করবেন বলেছেন।'

'বাহ্, চমৎকার!' চেঁচিয়ে উঠল পেগি।

'তুমি ডা. বার্কারের দলে থাকছ।'

এক মুহূর্তের জন্য বাক্যহারা হয়ে রইল পেগি। 'আ...আ...আমি বুঝতে পারছি না কী বলব। আমি অত্যন্ত কৃতজ্ঞ।'

'এটা তোমার জন্য অসাধারণ একটা সুযোগ। তুমি ওঁর কাছ থেকে অনেক কিছু শিখতে পারবে।'

'অবশ্যই পারব। ধন্যবাদ, জর্জ। আই রিয়েলি অ্যাপ্রিশিয়েট দিস।'

'কাল সকাল ছটা থেকে ডা. বার্কারের সঙ্গে তোমার রাউন্ড শুরু।'

'আমি অধীর আগ্রহ নিয়ে অপেক্ষা করব।'

'অধীর আগ্রহ নিয়ে অপেক্ষা করব' স্রেফ একটা উক্তি মাত্র। ডা. লরেন্স বার্কারের মতো কারও সঙ্গে কাজ করার স্বপ্নই দেখে আসছে পেগি। *আমি ডা. লরেন্স বার্কারের মতোই বা বলছি কেন? পৃথিবীতে ডা. লরেন্স বার্কার একজনই আছেন।*

লোকটার কোনো ছবিও দেখেনি পেগি, তবে কল্পনা করে নিতে কষ্ট হল না। উনি নিশ্চয় লম্বা এবং সুদর্শন হবেন, মাথাভর্তি থাকবে রুপোলি-ধূসর কেশ, হাতজোড়া কমনীয় এবং সংবেদশীল। একজন আন্তরিক স্বভাবের ভদ্রলোক। *আমরা একসঙ্গে কাজ করব,* ভাবছে পেগি, *আমি নিজেকে তাঁর কাছে অপরিহার্য করে তুলব। আচ্ছা উনি কি বিবাহিত?*

সে রাতে ডা. বার্কারকে নিয়ে যৌন-উদ্দীপক স্বপ্ন দেখল পেগি। ওরা দুজনে নগ্ন অবস্থায় অপারেশন করছে। অস্ত্রোপচারের মাঝপথে বার্কার বললেন, 'আমি তোমাকে চাই।' একজন নার্স রোগীকে অপারেশন টেবিল থেকে সরিয়ে নিয়ে গেল। ডা. বার্কার পেগিকে টেবিলের ওপর শুইয়ে দিলেন। তারপর ওর সঙ্গে প্রেম করলেন।

পেগির ঘুম ভেঙে গেল। দেখে ও বিছানা থেকে গড়িয়ে মেঝেতে পড়ে গেছে।

পরদিন সকাল ছটার সময় দোতলার করিডরে নার্ভাস হয়ে অপেক্ষা করছিল পেগি। ওর সঙ্গে আছে সিনিয়র রেসিডেন্ট জোয়েল ফিলিপসসহ আরও পাঁচজন রেসিডেন্ট।

এমন সময় বেঁটেখাটো, খিটখিটে চেহারার এক লোক ঝড় তুলে এগিয়ে এলেন ওদের দিকে। সামনের দিকে ঝুঁকে হাঁটছেন তিনি, যেন শক্ত বাতাসের সঙ্গে যুদ্ধ করে এগোচ্ছেন।

দলটার সামনে এসে খেঁকিয়ে উঠলেন তিনি। 'এখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কোন্ ভেরেন্ডা ভাজছ সবাই শুনি? চলো।'

বিষয়টি বুঝে উঠতে একমুহূর্ত সময় লাগল পেগির। তারপর দ্রুত পা চালিয়ে বাকিদের সঙ্গী হল। করিডর ধরে হাঁটছে ওরা, ঘোঁতঘোঁত করে উঠলেন ডা. বার্কার, 'প্রতিদিন তোমাদেরকে ত্রিশ থেকে পঁয়ত্রিশজন রোগী দেখতে হবে। প্রত্যেকের বিস্তারিত নোট নেবে। বোঝা গেছে?'

সম্মিলিত বিড়বিড় গুঞ্জন শোনা গেল, 'জি, স্যার।'

প্রথম ওয়ার্ডে পৌঁছাল ওরা, ডা. বার্কার এক রোগীর দিকে এগিয়ে গেলেন। লোকটার বয়স চল্লিশের কোঠায়। বার্কারের কর্কশ এবং অভব্য আচরণের আমূল পরিবর্তন ঘটল। তিনি রোগীর কাঁধে হাত রেখে হাসলেন। 'গুড মর্নিং। আমি ডা. বার্কার।'

'গুড মর্নিং, ডক্টর।'

'কেমন বোধ করছেন?'

'আমার বুকে ব্যথা করছে।'

বিছানার পায়ের কাছে রাখা চার্টে চোখ বুলিয়ে ডা. ফিলিপসের দিকে ফিরলেন বার্কার। 'ওঁর এক্সরে কী বলছে?'

'নো চেঞ্জ। উনি দ্রুত সুস্থ হয়ে উঠছেন।'

'আরেকটা CBC করাও।'

ডা. ফিলিপস নোট লিখে নিল।

ডা. বার্কার রোগীর হাতে মৃদু চাপড় মেরে হাসলেন।

'আপনার অবস্থা ভালোই মনে হচ্ছে। আপনাকে হয়তো হপ্তাখানেকের মধ্যে আমরা ছেড়ে দিতে পারব,' রেসিডন্টেদের দিকে তাকিয়ে খ্যাঁক করে উঠলেন। 'মুভ ইট! এখনও অনেক পেশেন্ট দেখা বাকি রয়ে গেছে।'

মাই গড! মনে মনে বলল পেগি। *এ যে দেখছি ডা. জেকিল অ্যান্ড মি. হাইড।*

পরবর্তী রোগী ইয়া মোটা এক মহিলা, তার বুকে পেসমেকার বসানো হয়েছে। ডা. বার্কার রোগিণীর চার্ট দেখে বললেন, 'গুড মর্নিং, মিসেস শেলবি।' তাঁর কণ্ঠে যেন এক পাউন্ড মাখন মাখানো। 'আমি ডা. বার্কার।'

'আমাকে এখানে আর কদ্দিন থাকতে হবে?'

'আপনি এমন মজার মানুষ যে সারাজীবন আপনাকে এখানে রেখে দিতে ইচ্ছে করছে। তবে আমার আবার একটা বউ আছে কিনা!'

খিলখিল হাসল মিসেস শেলবি। 'আপনার বউ বড়ই ভাগ্যবতী।'

বার্কার মহিলার চার্টে আবার নজর বুলিয়ে নিলেন। 'আপনি দু-একদিনের মধ্যেই বাড়ি ফিরতে পারবেন।'

'চমৎকার।'

'বিকেলে আবার আসব আপনাকে দেখতে।'

লরেন্স বার্কার রেসিডেন্টদের দিকে ফিরলেন। 'এগোও।'

ওরা একান্ত অনুগতের মতো ডাক্তারের পেছন পেছন একটি সেমি প্রাইভেট রুমে ঢুকল। এখানে গুয়াতেমালান একটি কিশোর শুয়ে আছে, তার চারপাশে উদ্বেগাকুল আত্মীয়-স্বজন।

'গুড মর্নিং,' উষ্ণ গলায় বললেন ডা. বার্কার। পেশেন্টের চার্ট দেখলেন। 'কেমন বোধ করছ তুমি?'

'ভালোই বোধ করছি, ডক্টর।'

ফিলিপসের দিকে তাকালেন বার্কার। 'ইলেকট্রোলাইটিসে কোনো পরিবর্তন লক্ষ করেছ?'

'না, ডাক্তার।'

'ভালো কথা।' ছেলেটির কাঁধ চাপড়ে দিলেন তিনি।

'তুমি টিকে যাবে, জুয়ান।'

ছেলেটির মা শঙ্কিত গলায় জানতে চাইলেন, 'আমার ছেলে সুস্থ হবে তো?'

মুখে হাসি ফোটালেন ডা. বার্কার, 'ওর জন্য যা যা করা দরকার সবই করব আমরা।'

'ধন্যবাদ, ডক্টর।'

করিডরে পা রাখলেন ডা. বার্কার, অন্যরা তাঁর পেছনে। তিনি থেমে দাঁড়ালেন।

'রোগীর মাইওকার্ডিওপ্যাথি, অনিয়মিত শরীর কাঁপিয়ে জ্বর আসা, মাথাব্যথাসহ লোকালাইজড ইডেমা'র লক্ষণ আছে। কেউ বলতে পারবে এর কারণ কী?'

সবাই চুপ। পেগি ইতস্তত গলায় বলল, 'আমার ধারণা এটা জন্মগত...কোনো ব্যাধি।'

ডা. বার্কার ওর দিকে তাকিয়ে উৎসাহ জোগানোর ভঙ্গিতে মাথা ঝাঁকালেন।

খুশি হয়ে পেগি বলতে লাগল, 'এটা স্কিপ করে...দাঁড়ান...মনে করি...' ও মনে করার চেষ্টা করছে। 'এটা এক জেনারেশনে স্কিপ করে এবং মা'র জিনে ঢুকে পড়ে।' বিরতি দিল ও, চেহারায় গর্ব।

কটমটে চোখে ওকে দেখলেন ডা. বার্কার। 'তোমার মাথা! এটা হল চাগাস ডিজিজ। ল্যাটিন আমেরিকানদের এ রোগ হয়।' পেগির দিকে রোষকষায়িত নয়নে তাকিয়ে থাকলেন তিনি। 'যিশাস! তোমাকে ডাক্তারি পড়তে কে বলেছে?'

অপমানে লাল হয়ে গেল পেগির মুখ।

পরের রাউন্ডগুলো ওর কাছে ধোঁয়াটে ঠেকল। চব্বিশ জন রোগী দেখল ওরা এবং পেগির মনে হল ডা. বার্কার পুরোটা সকাল ওর পেছনে লেগে রয়েছেন ওকে হেনস্তা করতে। বার্কারের সমস্ত প্রশ্নের জবাব শুধু একা ওকে দিতে হল। সঠিক জবাব দিয়েও প্রশংসা পেল না আর ভুল জবাবের জন্য বিশ্রী ভাষায় গালাগাল খেতে হল। একবার একটা ভুল জবাব দিয়েছে পেগি, ডা. বার্কার গর্জে উঠলেন, 'আমি তো তোমাকে দিয়ে আমার কুকুরের অপারেশনও করাব না!'

রাউন্ড শেষ হওয়ার পরে সিনিয়র রেসিডেন্ট ডা. ফিলিপস ঘোষণা করল, 'আবার বেলা দুটোর সময় আমাদের রাউন্ড শুরু হবে। তোমরা তোমাদের স্কাট বুকস নিয়ে নাও, প্রতিটি পেশেন্টের বিষয়ে বিস্তারিত নোট নেবে, কোনোকিছু যেন বাদ না যায়।'

পেগির দিকে সহানুভূতির দৃষ্টিতে তাকাল সে, কিছু বলতে গিয়েও বলল না। পা চালিয়ে দিল ডা. বার্কারের উদ্দেশে।

পেগি মনে মনে বলল, *ওই বাস্টার্ডটার চেহারা আর কোনোদিন দেখতে চাই না আমি।*

পরদিন রাতে আবার কল্-এ নেমে পড়ল পেগি। ইমার্জেন্সি রুমগুলোতে একটার-পর-একটা রোগীর চিকিৎসা-সেবা দিতে গিয়ে ঘেমে নেয়ে উঠল ও।

রাত একটার দিকে ঘুমে ঢলে পড়ল পেগি। তাই শুনতে পেল না তারস্বরে সাইরেন বাজিয়ে হাসপাতালের জরুরি প্রবেশপথের সামনে এসে দাঁড়িয়েছে একটা অ্যাম্বুলেন্স। দুজন প্যারামেডিক অ্যাম্বুলেন্সের দরজা খুলে অজ্ঞান রোগীকে স্ট্রেচার থেকে তুলে দিল গার্নিতে, ছুটল এক নম্বর ইমার্জেন্সি কক্ষের দিকে।

রেডিওফোনে আগেই খবর পৌঁছে গেছে স্টাফদের কাছে। এক নার্স রোগীর সঙ্গে থাকল, অপরজন র‍্যাম্পের মাথায় অপেক্ষা করছে। ষাট সেকেন্ড বাদে রোগীকে গার্নি

থেকে নামিয়ে শুইয়ে দেয়া হল এক্সামিনেশন টেবিলে।

রোগী বয়সে তরুণ, রক্তে মাখামাখি চেহারা, চেনা যায় না।

একজন নার্স নেমে পড়ল কাজে, বড় কাঁচি দিয়ে ঘ্যাচ ঘ্যাচ করে কেটে ফেলল রোগীর ছেঁড়া জামাকাপড়।

'দেখে মনে হচ্ছে এর শরীরের একটা হাড়ও আস্ত নেই।'

'জবাই করা শুয়োরের মতো রক্ত পড়ছে ওর গা থেকে।'

'ওর পালস খুঁজে পাচ্ছি না।'

'কল-এ কে আছেন?'

'ডা. টেলর।'

'ওকে খবর দাও। উনি তাড়াতাড়ি আসতে পারলে রোগীকে এখনও বাঁচানোর একটা সুযোগ আছে।'

টেলিফোনের শব্দে ঘুম থেকে জেগে গেল পেগি।

'হ্যা-আ-লো...'

'এক নম্বর ইমার্জেন্সি রুমে আমাদের একটা ইমার্জেন্সি কেস এসেছে, ডক্টর। মনে হয় না রোগী বাঁচবে।'

কট-এ উঠে বসল পেগি। 'আচ্ছা, আমি আসছি।'

কব্জিতে বাঁধা ঘড়ি দেখল ও। রাত দেড়টা। টলতে টলতে বিছানা থেকে নামল ও, কদম বাড়াল এলিভেটর অভিমুখে।

এক মিনিট পরে এক নম্বর ইমার্জেন্সি রুমে ঢুকল পেগি। ঘরের মাঝখানে, এক্সামিনেশন টেবিলে রক্তাপ্লুত শরীর নিয়ে শুয়ে আছে রোগী।

'এর কী হয়েছে?' জিজ্ঞেস করল পেগি।

'মোটরসাইকেল অ্যাক্সিডেন্ট। বাসের সঙ্গে ধাক্কা খেয়েছে। এর মাথায় হেলমেট ছিল না।'

অচেতন দেহটার দিকে এগোল পেগি, রোগীর চেহারা দেখার আগেই বুঝে ফেলল কে সে।

হঠাৎ একটা ঝাঁকি খেয়ে যেন পুরোপুরি জেগে গেল পেগি।

'ওকে তিনটে আইভি লাইন দাও!' হুকুম করল ও।

'অক্সিজেন দাও। এক্ষুনি কিছু রক্তও দিতে হবে। ওর রক্তের গ্রুপ কল রেকর্ডে পাবে।'

নার্স বিস্মিত দৃষ্টিতে দেখল পেগিকে। 'আপনি একে চেনেন?'

'হ্যাঁ।' শব্দটা উচ্চারণ করতে নিজের সঙ্গে জোর করতে হল পেগিকে। 'ওর নাম জিমি ফোর্ড।'

পেগি জিমির খুলিতে চালিয়ে দিল আঙুল। 'মাথা মারাত্মকভাবে ফেটে গেছে। আমি ওর হেড স্ক্যান এবং এক্সরে চাই। ওকে আমি বাঁচাতে চাই।'

'জি, ডক্টর।'

পেগি পরবর্তী দুঘণ্টা সাধ্যের অতীত করল জিমি ফোর্ডের জন্য। এক্সরেতে ফাটা খুলির ছবি, মস্তিষ্কে তৈরি হয়েছে ক্ষত, হিউমেরাস ভেঙে গেছে, আর অসংখ্য জায়গায় কাটাছেঁড়ার চিহ্ন। তবে জ্ঞান ফিরে না আসা পর্যন্ত বোঝা যাবে না ও টিকে থাকবে নাকি মারা যাবে।

রাত সাড়ে তিনটার দিকে পেগি বুঝতে পারল এ মুহূর্তে ওর আর তেমন কিছু করণীয় নেই। জিমির শ্বাসপ্রশ্বাসে আগের চেয়ে উন্নতি ঘটেছে, পালসও শক্তিশালী। অজ্ঞান শরীরটার দিকে তাকাল ও।

আমরা আধডজন সন্তান নেব। প্রথম মেয়েটির নাম রাখব পেগি। আশা করি আপনি কোনো আপত্তি করবেন না।

'কোনো পরিবর্তন দেখলে আমাকে খবর দিয়ো,' বলল পেগি।

'চিন্তা করবেন না, ডক্টর,' বলল একজন নার্স। 'আমরা ওর যত্ন নেব।'

পেগি ফিরে এল অন-কল রুমে। বিধ্বস্ত লাগছে নিজেকে, তবে জিমিকে নিয়ে দুশ্চিন্তায় মনটা ভার।

আবার বাজল ফোন। রিসিভার তোলার মতো শক্তিটুকুও অবশিষ্ট নেই শরীরে। অনেক কষ্টে ফোন তুলে বলল, 'হ্যালো।'

'ডাক্তার, এক্ষুনি একবার তিনতলায় চলে আসুন। ডা. বার্কারের একজন রোগীর বোধহয় হার্ট-অ্যাটাক হতে যাচ্ছে।'

'আসছি,' বলল পেগি। *ডা. বার্কারের একজন রোগী।* গভীর একটা দম নিল পেগি বিছানা থেকে টেনে তুলল শরীর, মুখে ঠাণ্ডা পানির ঝাপটা দিল, তারপর দ্রুত পদক্ষেপে রওনা হয়ে গেল তিনতলায়।

একটা প্রাইভেট রুমের বাইরে দাঁড়িয়ে আছে একজন নার্স। 'রোগিণী মিসেস হিয়ার্নস। আরেকটা হার্ট-অ্যাটাক হচ্ছে বোধহয় তাঁর।'

ঘরে ঢুকল পেগি।

মিসেস হিয়ার্নসের বয়স পঞ্চাশের কোঠায়। চেহারা দেখলে বোঝা যায় একসময় বেশ সুন্দরী ছিলেন মহিলা। তবে ভীষণ মুটিয়ে গেছেন তিনি। বুক চেপে ধরে গোঙাচ্ছেন। 'আমি মারা গেলাম,' বললেন তিনি। 'আমি মারা গেলাম। শ্বাস করতে পারছি না।'

'আপনি ঠিক হয়ে যাবেন,' তাঁকে আশ্বস্ত করার ভঙ্গিতে বলল পেগি। ফিরল নার্সের দিকে। 'EKG করিয়েছ?'

'উনি তো আমাকে কাছেই ঘেঁষতে দিচ্ছেন না। বলছেন তাঁর ভয় করে।'

'EKG করতেই হবে,' রোগিণীকে বলল পেগি।

'না! আমি মরতে চাই না। আমাকে দয়া করে মরতে দেবেন না, প্লিজ...'

পেগি নার্সকে বলল, 'ডা. বার্কারকে খবর দাও। বলো এক্ষুনি যেন উনি এখানে চলে আসেন।'

একছুটে বেরিয়ে গেল নার্স।

পেগি মিসেস হিয়ার্নসের বুকে স্টেথিস্কোপ চেপে ধরল। শুনছে হার্টবিট। হৃৎস্পন্দন স্বাভাবিকই মনে হচ্ছে। তবু কোনো ঝুঁকি নিতে চায় না ও।

'ডা. বার্কার কিছুক্ষণের মধ্যেই চলে আসবেন,' মিসেস হিয়ার্নসকে বলল পেগি। 'রিল্যাক্স করার চেষ্টা করুন।'

'আমার এর আগে কখনও এতটা খারাপ লাগেনি। বুকটা ভীষণ ভারী, যেন কয়েক মণ ওজন চাপানো হয়েছে। প্লিজ, আমাকে ছেড়ে কোথাও যাবেন না।'

'আমি আপনাকে ছেড়ে কোথাও যাচ্ছি না,' বলল পেগি।

ডা. বার্কারের জন্য অপেক্ষা করতে করতে পেগি ইনটেনসিভ কেয়ার ইউনিটে ফোন করল। জিমি ফোর্ডের অবস্থার কোনো পরিবর্তন নেই। এখনও কোমার মধ্যে আছে।

আধঘণ্টা পরে চলে এলেন ডা. বার্কার। দেখেই বোঝা যায় হাতের কাছে পাওয়া ড্রেসটা পরেই চলে এসেছেন। 'হচ্ছে কী এখানে?' হুংকার ছাড়লেন তিনি।

পেগি বলল, ' আমার ধারণা মিসেস হিয়ার্নসের আবার একটা হার্ট-অ্যাটাক হতে যাচ্ছে।'

বিছানার পাশে চলে এলেন ডা. বার্কার। 'তুমি EKG করিয়েছ?'

'উনি আমাদেরকে EKG করাতে দিতে চাইছেন না।'

'পালস?'

'স্বাভাবিক। গায়ে জ্বরটা নেই।'

ডা. বার্কার মিসেস হিয়ার্নসের পিঠে একটা স্টেথিস্কোপ চেপে ধরলেন। 'গভীর দম নিন।'

হুকুম তামিল করলেন মহিলা।

'আবার।'

জোর ঢেকুরের শব্দ বেরিয়ে এল মহিলার মুখ থেকে। 'এক্সকিউজ মি।' বললেন তিনি। 'ওহ্, এখন একটু ভালো লাগছে।'

মহিলাকে লক্ষ করলেন বার্কার। 'ডিনারে কী খেয়েছেন, মিসেস হিয়ার্নস?'

'হ্যামবার্গার।'

'একটা হ্যামবার্গার?'

'নাহ্, দুটো।'

'আর কিছু?'

'আ-ইয়ে...পেঁয়াজ এবং ফ্রেঞ্চ ফ্রাই।'

'আর পানীয়?'

'চকোলেট মিল্ক শেক।'

ডা. বার্কার রোগীকে বললেন, 'আপনার হার্ট ঠিক আছে। আপনার পেটের খিদেটাই যত নষ্টের গোড়া।' পেগির দিকে ফিরলেন তিনি। 'এটা হার্ট বার্নের কেস। বাইরে চলো ডক্টর, তোমার সঙ্গে কথা আছে।'

করিডরে এসে বার্কার গর্জে উঠলেন, 'তোমাকে মেডিকেল স্কুলে কী শিক্ষা দিয়েছে শুনি? হার্ট বার্ন আর হার্ট অ্যাটাকের মধ্যে পার্থক্যও বোঝো না?'

'আমি ভাবলাম...'

'সমস্যা হল তুমি কিছুই ভাবোনি। আবার যদি কোনো হার্টবার্ন কেসের জন্য তুমি মাঝরাতে আমাকে ঘুম থেকে তুলেছ তাহলে তোমার একদিন কি আমার একদিন। বুঝতে পেরেছ?'

পেগি কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। মুখ অন্ধকার।

'ওঁকে কিছু অ্যান্টাসিড দাও, ডক্টর,' শ্লেষ করে বললেন বার্কার। 'তাহলেই দেখবে উনি সুস্থ হয়ে গেছেন। সকাল ছটায় রাউন্ডের সময় তোমার সঙ্গে দেখা হবে।'

গটগট করে তিনি চলে গেলেন।

পেগি অন-কল রুমে ফিরে নিজের কট-এ শুতে শুতে ভাবল, *আমি লরেন্স বার্কারকে খুন করব। এবং ধীরেসুস্থে। ও খুব অসুস্থ হয়ে পড়বে। কয়েকডজন টিউব লাগানো থাকবে ওর শরীরে। আমার পায়ে ধরে কাঁদবে যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পাবার জন্য কিন্তু আমি ওকে মুক্তি দেব না। আমি ওকে নিদারুণ কষ্ট দেব, তারপর যখন ও সুস্থবোধ করতে শুরু করবে...তখন আমি ওকে খুন করব!*

পনেরো

জানোয়ারটার সঙ্গে সকালের রাউন্ডে বেরিয়েছে পেগি। ডা. বার্কারকে মনে-মনে এ নামে ডাকে সে। বার্কারের সঙ্গে তিনটে কার্ডিওথোরাসিক সার্জারিতে অংশ নিয়েছে ও।

লোকটাকে দু চক্ষে দেখতে না পারলেও এর অবিশ্বাস্য দক্ষতার প্রশংসা না করে পারেনি পেগি। বিস্ময়াভিভূত হয়ে দেখেছে ডাক্তার কীভাবে রোগীর বুক চিরে ক্ষতিগ্রস্ত হার্ট ফেলে দিয়ে ওখানে ডোনারের হৃৎপিণ্ড বসিয়ে দিয়ে বিদ্যুৎগতিতে সেলাই করে দিচ্ছেন ক্ষত। জটিল এ অপারেশনে তিনি পাঁচ ঘণ্টারও কম সময় নিয়েছেন।

অল্প কয়েকদিনের মধ্যে, ভাবে পেগি, ওই রোগী আবার স্বাভাবিক জীবনে ফিরে যেতে পারবে। এজন্যই তো সার্জনরা নিজেদেরকে ঈশ্বরের সমকক্ষ মনে করেন। তাঁরা মৃতদেরকে জীবন দেন।

প্রায়ই পেগি দেখে একটি হৃৎযন্ত্রের ক্রিয়া প্রায় বন্ধ হয়ে গিয়ে নিষ্ক্রিয় একখণ্ড মাংসে পরিণত হয়েছে। তারপরই ঘটে যায় অলৌকিক ঘটনা। জড় অঙ্গটি সচেতন হয়ে ওঠে, মৃতপ্রায় শরীরে শুরু করে রক্তসঞ্চালন।

একদিন সকালে এক রোগীর শরীরে ইন্ট্রা-অরটিক বেলুন ঢোকাতে হবে। অপারেটিং রুমে ডা. বার্কারকে সহযোগিতা করছিল পেগি। কাজ শুরু হতে যাচ্ছে, ধমকের সুরে ডা. বার্কার বললেন, 'ডু ইট!'

পেগি তাকাল তাঁর দিকে। 'জি!'

'কাজটা খুব সহজ। করতে পারবে না?' পরিষ্কার অবজ্ঞা ডাক্তারের কণ্ঠে।

'পারব,' শক্ত গলায় জবাব দিল পেগি।

'তাহলে যাও। কাজ শুরু করো!'

রাগে ফুঁসছেন বার্কার।

পেগি দক্ষতার সঙ্গে রোগীর ধমনিতে একটি ফাঁপা টিউব ঢুকিয়ে দিল, ঠেলে নিয়ে গেল হার্টে। নিখুঁতভাবে কাজটা করল ও। বার্কার পাশে দাঁড়িয়ে দেখছেন, বলছেন না কিছুই।

জাহান্নামে যাকক্যাটা, মনে মনে বলল পেগি। *একে খুশি করা আমার কম্মো নয়।*

পেগি একটি রেডিওপাক ডাই (RadioPaque dye) ঢুকিয়ে দিল টিউবে। মনিটরে দেখল ডাই করোনারি ধমনি অভিমুখে ছুটছে। ফ্লুরোস্কোপি পর্দায় ফুটল ছবি, দেখা গেল হার্টের ব্লকেজ কী অবস্থায় আছে এবং ধমনিতে ঠিক কোন্ জায়গাটাতে ওটার অবস্থান, একই সঙ্গে একটি স্বয়ংক্রিয় মোশন পিকচার ক্যামেরা স্থায়ী রেকর্ডের জন্য এক্সরে রেকর্ড করে চলেছে।

সিনিয়র রেসিডেন্ট পেগির দিকে তাকিয়ে হাসল, 'নাইস জব।'

'ধন্যবাদ,' পেগি ফিরল ডা. বার্কারের দিকে।

'খুব ধীরগতি,' ঘোঁতঘোঁত করে উঠলেন তিনি।

তারপর চলে গেলেন।

ডা. বার্কার যে কটা দিন হাসপাতালে কাজ করেন না, প্রাইভেট প্রাকটিসে ব্যস্ত থাকেন, স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে পেগি। ক্যাটকে বলে, 'ওই লোকটার কাছ থেকে একদিন দূরে থাকা যেন এক হপ্তা দেশের বাইরে কাটিয়ে আসা।'

'তুমি লোকটাকে খুব ঘৃণা করো, তাই না?'

'সে প্রতিভাবান একজন ডাক্তার সন্দেহ নেই, কিন্তু মানুষ হিসেবে অত্যন্ত বাজে। কিছু কিছু লোকের নামের সঙ্গে তাদের চরিত্র মিলে যায়। ডা. বার্কার মানুষজনের সঙ্গে ঘেউ ঘেউ করতে না পারলে নির্ঘাত ফিট হয়ে যাবেন।'

'আমি যাদের সঙ্গে কাজ করি তাদেরকে যদি তুমি দেখতে,' হেসে উঠল ক্যাট। 'তারা ভাবে মেয়েদের যোনিকে ধন্য করতে ঈশ্বর তাদেরকে পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন। পৃথিবীতে যদি একটা পুরুষমানুষও না থাকত কী যে ভালো হত!'

পেগি ওর দিকে তাকিয়ে থাকল শুধু, কোনো মন্তব্য করল না।

পেগি এবং ক্যাট দেখতে গেল জিমি ফোর্ডকে। সে এখনও কোমার মধ্যে আছে। ওদের কিছু করার নেই।

দীর্ঘশ্বাস ফেলল ক্যাট। 'ধুসশালা। কেন যে ভালোমানুষগুলোর জীবনে এসব ঘটে।'

'কী জানি কেন ঘটে।'

'ও কি বাঁচবে?'

ইতস্তত গলায় জবাব দিল পেগি। 'আমাদের সাধ্যের অতীত করেছি। এখন বাকিটা ঈশ্বরের ইচ্ছে।'

'হাসালে! আমি ভাবতাম আমরাই ঈশ্বর।'

পরদিন পেগি বিকেলের রাউন্ডে বেরিয়েছে, করিডরে ওর পথ রোধ করে দাঁড়াল সিনিয়র রেসিডেন্ট কাপলান।

'দিস ইজ ইয়োর লাকি ডে,' দাঁত বের করে হাসল সে।

'আজ নতুন এক মেডিকেল ছাত্রকে পাবে রাউন্ডে।'

'আচ্ছা!'

'ইয়াহ্, ও হল নিভা।'

'নিভা?'

'নির্বোধ ভাগ্নে। ডা. ওয়ালেসের স্ত্রী'র এক ভাগ্নে আছে, ডাক্তার হওয়ার খায়েশ জেগেছে তার। দুটো স্কুল থেকে লাথি খেয়ে বেরিয়ে এসেছে। আমরা সবাই তাকে বিনা প্রতিবাদে মেনে নিয়েছি। আজ তোমার পালা।'

গুঙিয়ে উঠল পেগি। 'এসবের জন্য আমার একদম সময় নেই। আমার অনেক কাজ...'

'উপায় নেই। লক্ষ্মীমেয়ের মতো চলো, ডা. ওয়ালেস তোমাকে খুশি করে দেবেন।'

দীর্ঘশ্বাস ফেলে রাউন্ডের জন্য অপেক্ষমাণ রেসিডেন্টের দিকে পা বাড়াল পেগি। নিভাটা কোথায়! ঘড়ি দেখল পেগি। এ লোক ইতিমধ্যে তিন মিনিট দেরি করে ফেলেছে। *আমি ওকে আরেক মিনিট সময় দেব। তারপর ও জাহান্নামে যাক।* এমন সময় লোকটাকে দেখতে পেল পেগি। লম্বা, রোগা-পাতলা, হল ধরে ছুটতে ছুটতে আসছে।

হাঁপাতে হাঁপাতে পেগির সামনে এসে দাঁড়াল। 'মাফ করবেন। ডা. ওয়ালেস আমাকে বলেছেন—'

'আপনি দেরি করে ফেলেছেন,' কাটা কাটা গলায় বলল পেগি।

'জানি আমি। আমি দুঃখিত। আসলে—'

'থাক, ব্যাখ্যা দিতে হবে না। কী নাম আপনার?'

'ম্যালোরি। ম্যালোরি কার্টিস।' ওর পরনে স্পোর্টস জ্যাকেট।

'আপনার শাদা কোট কই?'

'শাদা কোট?'

'কেউ আপনাকে বলে দেয়নি শাদা কোট পরে রাউন্ডে যেতে হয়?'

হতভম্ব দেখাল ম্যালোরিকে। 'না। আমি মানে...'

বিরক্ত গলায় পেগি বলল, 'হেড নার্সের অফিসে গিয়ে তার কাছ থেকে একটা শাদা কোট নিয়ে আসুন। আপনার কাছে স্কার্টবুকও নেই দেখছি।'

'না, নেই।'

এজন্যেই তো একে সবাই নির্বোধ ভাগ্নে নাম দিয়েছে, ভাবল পেগি। 'এক নম্বর ওয়ার্ডে চলে আসুন।'

'আর ইউ শিওর? আমি...'

'যা বললাম করুন।' ম্যালোরিকে পেছনে ফেলে রেখে অন্যদেরকে নিয়ে হাঁটা দিল পেগি। ওদের দিকে হাঁ করে তাকিয়ে রইল ম্যালোরি।

ওরা তিন নম্বর রোগী দেখছে, ছুটতে ছুটতে এল ম্যালোরি। গায়ে শাদা কোট। পেগি বলছিল, '...হার্টের টিউমার প্রাইমারি অবস্থায় থাকতে পারে, কিংবা সেকেন্ডারি অবস্থাতেও চলে যেতে পারে, বরং এমনটা হওয়াই স্বাভাবিক।'

কার্টিসের দিকে ফিরল ও। 'তিন রকম টিউমারের নাম বলতে পারবেন?'

চোখ গোল গোল করে ম্যালোরি তাকিয়ে রইল পেগির দিকে।

'আর...বোধহয় পা-পারব না।'

'তোমার পক্ষে বলতে না-পারাটাই স্বাভাবিক। এপিকার্ডিয়াল, মায়োকার্ডিয়াল, এন্ডোকার্ডিয়াল।'

পেগির দিকে তাকিয়ে হাসল ম্যালোরি। 'বেশ মজার নাম তো!'

মাই গড! ভাবছে পেগি। এ লোক ডা. ওয়ালেসের আত্মীয় হোক বা না হোক তাতে কিছু আসে যায় না। পরিষ্কার বলে দেব একে নিয়ে কাজ করতে পারব না আমি।

পরের রোগীর কাছে গেল ওরা। লোকটাকে পরীক্ষা করার পরে দলবল নিয়ে করিডরে চলে এল পেগি। 'আমরা এখানে থাইরয়েড স্টর্ম নিয়ে কাজ করছি, রোগীর জ্বর আছে, আছে প্রবল ট্যাকিকার্ডিয়া। সার্জারির পরে এমনটা হয়েছে।' ম্যালোরি কার্টিসের দিকে ফিরল ও।

'এর চিকিৎসা করবেন কীভাবে?' একটু ভেবে নিয়ে জবাব দিল কার্টিস। 'নম্রভাবে?'

রাগ সামাল দিতে নিজের সঙ্গে রীতিমতো লড়াই করতে হল পেগিকে। 'আপনি ওর মা নন, ওর ডাক্তার! ডিহাইড্রেশন যাতে না হয় সেজন্য রোগীকে ক্রমাগত আইভি ফ্লুইড দিতে হবে, সেসঙ্গে আইভি আয়োডিন এবং অ্যান্টিথাইরয়েড ড্রাগস আর খিঁচুনির জন্য সিডেটিভ।'

মাথা ঝাঁকাল ম্যালোরি। 'ঠিকই বলেছেন।'

রাউন্ড শেষে ম্যালোরি কার্টিসকে একপাশে ডেকে নিল পেগি। 'স্পষ্ট একটা কথা বলি, কিছু মনে করবেন না তো?'

'না, একদমই না। বলুন।'

'আপনি বরং অন্য কোনো পেশা দেখুন।'

ভুরু কুঁচকে দাঁড়িয়ে রইল কার্টিস। 'আপনার ধারণা আমি এ পেশার জন্য মানানসই নই?'

'একেবারেই না। কাজটা আপনার ভালোও লাগছে না, তাই না?'

'নাহ্।'

'তাহলে এসবের মধ্যে ঢুকলেন কেন?'

'সত্যি বলতে কী আমাকে জোর করে ঢোকানো হয়েছে।'

'ডা. ওয়ালেসকে বলুন তিনি ভুল করছেন। জীবনে করার মতো আরও অনেক কাজ আছে।'

'ধন্যবাদ,' আন্তরিক গলায় বলল ম্যালোরি। 'বিষয়টি নিয়ে আপনার সঙ্গে বিশদ আরেকটু আলোচনা করা গেলে ভালো হত। আজ রাতে আপনার যদি বিশেষ কোনো কাজ না থাকে তাহলে ডিনারে...'

'এ নিয়ে বিশদ আর কিছু আলোচনার নেই,' নীরস কণ্ঠ পেগির। 'আপনি আপনার আংকেলকে বলবেন...'

এমন সময় ডা. ওয়ালেস আবির্ভূত হলেন ওদের সামনে।

'ম্যালোরি!' হাঁক ছাড়লেন তিনি। 'তোমাকে সারা হাসপাতাল খুঁজে মরছি।' পেগির দিকে ফিরলেন। 'তোমাদের দুজনের মধ্যে পরিচয় হয়ে গেছে দেখছি।'

'জি, আমাদের পরিচয় হয়েছে,' গম্ভীর গলায় বলল পেগি।

'গুড। আমরা যে নতুন উইংটি তৈরি করছি ওটার ডিজাইন করছে ম্যালোরি। ও একজন আর্কিটেক্ট।'

নিশ্চল দাঁড়িয়ে রইল পেগি। 'উনি...কী?'

'হ্যাঁ। বলেনি তোমাকে?'

পেগি টের পেল শরীরের সমস্ত রক্ত এসে জমাট বেঁধেছে ওর মুখে। *আপনাকে কেউ বলে দেয়নি শাদা কোট পরে রাউন্ডে যেতে হয়? তাহলে এসবের মধ্যে এলেন কেন? সত্যি বলতে কী, আমাকে জোর করে ঢোকানো হয়েছে।*

পেগি মনে মনে প্রার্থনা করল, ধরণী দ্বিধা হও। আমি তোমার মধ্যে ঢুকে পড়ি। ম্যালোরি ওকে আস্ত আহাম্মক বানিয়েছে। যুবকের দিকে ফিরলও।

'আপনি আমাকে আগে আপনার পরিচয় দেননি কেন?'

পেগির বিব্রত ভাবটুকু উপভোগ করছে ম্যালোরি। 'আপনি আমাকে সে সুযোগ দিলেন কই?'

'তোমাকে কিসের সুযোগ দেয়নি?' জিজ্ঞেস করলেন ডা. ওয়ালেস।

'আমি এখন যাব...' আড়ষ্ট গলায় বলল পেগি।

'আজ রাতের ডিনারের কী হবে?'

'আমি ডিনার খাই না। আর আমি খুব ব্যস্ত।' চলে গেল পেগি।

ম্যালোরি ওর গমনপথের দিকে সপ্রশংস দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল। 'দ্যাটস কোয়ায়েট আ উওম্যান।'

'ঠিকই বলেছ। চমৎকার একটা মেয়ে ও। এখন চলো, আমার অফিসে গিয়ে নতুন ডিজাইনটা নিয়ে কথা বলি।'

'হুঁ, চলুন।' তবে ম্যালোরির সমস্ত ভাবনা জুড়ে রইল পেগি।

জুলাই মাস। গোটা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রতি এক বছর অন্তর, এ মাসে প্রথাগত কিছু আচার-অনুষ্ঠান পালিত হয়। এ সময় সত্যিকারের ডাক্তার হবার জন্য নতুন রেসিডেন্টদের যাত্রা শুরু হয়।

নার্সরা নতুন রেসিডেন্টদের জন্য চাতক পাখি হয়ে অপেক্ষায় থাকে, স্বপ্নের জাল বোনে কোন্ রেসিডেন্টটি তাদের ভালো প্রেমিক কিংবা স্বামী হতে পারবে। এ বিশেষ দিনে, নতুন রেসিডেন্টরা আসতে শুরু করেছে, প্রায় প্রতিটি মেয়ের চোখ পড়ল ডা. কেন্ ম্যালোরির ওপরে।

কেউ জানে না ওয়াশিংটন ডিসি.-র নামি-দামি প্রাইভেট হাসপাতাল ছেড়ে স্যানফ্রান্সিসকোর এমবারকাডেরো কাউন্টি হাসপাতালে কেন এল কেন্ ম্যালোরি। সে ফিফথ-ইয়ার রেসিডেন্ট এবং একজন জেনারেল সার্জন। গুঞ্জন শোনা যায়, এক কংগ্রেসম্যানের স্ত্রীর সঙ্গে ইটিশপিটিশ করার কারণে ওয়াশিংটন ছাড়তে বাধ্য হয়েছে ম্যালোরি। আবার কেউ বলছে ম্যালোরির কারণে এক নার্স আত্মহত্যা করেছিল। সেজন্য ম্যালোরিকে হাসপাতাল ছেড়ে দিতে বলা হয়। তবে এসব গুজবের ভিত্তি নেই এবং নার্সরা একটি ব্যাপারে নিশ্চয়তা দিয়ে বলতে পারে যে তারা কেন্ ম্যালোরির মতো সুদর্শন পুরুষ দুটি দেখেনি। লম্বা, অ্যাথলেটিক শরীর, ঢেউখেলানো সোনালি চুল, মুখখানা সিনেমার পর্দায় দারুণ মানাত।

ম্যালোরি এসেই দঙ্গলের মধ্যে এমন অনায়াসে মিশে গেল যেন এ হাসপাতালে সে আছে জনম জনম। সকলকে সে মন্ত্রমুগ্ধ করে ফেলল সহজে, নার্সরা তার মনোযোগ আকর্ষণ করতে নিজেদের মধ্যে শুরু করে দিল লড়াই। রাতের পর রাত, অন্য ডাক্তাররা দেখল একেক দিন একেকজন নার্সকে নিয়ে খালি অন-কল কক্ষে অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে কেন্ ম্যালোরি। খেলুড়ে হিসেবে হাসপাতালে দ্রুত কিংবদন্তীর খ্যাতি অর্জন করল সে।

পেগি, ক্যাট এবং হানি আলোচনা করছিল ম্যালোরিকে নিয়ে 'শুনলে বিশ্বাস করবে নার্সরা কে কার আগে ওর সঙ্গে শোবে তা নিয়ে মারামারিও করে?' হাসছে ক্যাট।

'তোমাকে স্বীকার করতেই হবে লোকটা আকর্ষণীয়।'

ডানে-বামে মাথা নাড়ল ক্যাট। 'না, আমি তা মনে করি না।'

একদিন সকালে, আধডজন রেসিডেন্ট ড্রেসিংরুমে বসে গল্প করছে, এমন সময় ম্যালোরি ঢুকল ঘরে।

'তোমার কথাই হচ্ছিল,' বলল একজন। 'তোমার শরীরে নিশ্চয় এখন শক্তি নেই।'

মুচকি হাসি ম্যালোরির ঠোঁটে। রাতটা মন্দ কাটেনি।' গত রাতটা সে কাটিয়েছে

দুজন নার্সের সঙ্গে।

গ্রান্ডি নামের একজন রেসিডেন্ট বলল, 'তুমি তো আমাদেরকে স্রেফ খোজা বানিয়ে ছাড়লে, ম্যালোরি। এ হাসপাতালে বোধহয় আর একটি মেয়েও বাকি নেই যাকে নিয়ে তুমি বিছানায় যাওনি।'

গলা ছেড়ে হাসল ম্যালোরি। 'কেউ বাকি আছে বলে মনে হয় না।'

গ্রান্ডি একটু ভেবে বলল, 'না, একজন এখনও বাকি আছে।' ওকে তুমি বিছানায় নিয়ে যেতে পারবে না।

'তাই নাকি? কে সে শুনি?'

'এখানকার একজন সিনিয়র রেসিডেন্ট। নাম ক্যাট হান্টার।' মাথা দোলাল ম্যালোরি। 'কালো পুতুল। আমি দেখেছি ওকে। বেশ সুন্দর দেখতে। ওকে বিছানায় নিয়ে যেতে কেন পারব না শুনি?'

'কারণ আমরা সবাই চেষ্টা করেও ব্যর্থ হয়েছি। ও বোধহয় পুরুষমানুষ পছন্দই করে না।'

'হয়তো যথার্থ পুরুষটির এখনও দেখা পায়নি সে,' মন্তব্য করল ম্যালোরি।

মাথা নাড়ল গ্রান্ডি। 'না। ওকে তুমি রাজি করাতে পারবে না।'

এটা একটা চ্যালেঞ্জ। 'আমি তোমাদের ধারণা ভুল প্রমাণ করে দেব।'

আরেকজন রেসিডেন্ট বলে উঠল। 'বাজি ধরতে চাও?'

হাসল ম্যালোরি। 'নিশ্চয়। কেন নয়?'

'ঠিক আছে।' দলটা ঘিরে ধরল ম্যালোরিকে। 'আমি পাঁচশো ডলার বাজি ধরছি তুমি ওকে বিছানায় নিতে পারবে না।'

'চ্যালেঞ্জ গৃহীত হল।'

'আমি তিনশো ডলার বাজি ধরছি।'

আরেকজন বলল, 'আমিও বাজি ধরছি—ছয়শো ডলার।'

শেষপর্যন্ত বাজির অঙ্কটা গিয়ে ঠেকল পাঁচ হাজার ডলারে।

'সময়সীমা কদ্দিন?' জানতে চাইল ম্যালোরি।

গ্রান্ডি একটু চিন্তা করে বলল, 'ধরো ত্রিশ দিন। চলবে?'

'দৌড়াবে। অতদিন লাগবেও না।'

গ্রান্ডি বলল, 'কিন্তু তোমাকে ব্যাপারটা প্রমাণ করতে হবে। মেয়েটাকে স্বীকার করতে হবে যে সে তোমার সঙ্গে বিছানায় গিয়েছিল।'

'নো প্রবলেম,' দলটার ওপর চোখ বুলিয়ে দাঁত বের করল ম্যালোরি। 'সাকারস!'

পনেরো মিনিট পরে গ্রান্ডি ঢুকল ক্যাফেটেরিয়ায়। ওখানে বসে নাশতা খাচ্ছিল ক্যাট, পেগি এবং হানি। ওদের টেবিলে হেঁটে গেল গ্রান্ডি। 'তোমাদের সঙ্গে কি একটু

বসতে পারি, লেডিস—ইউ ডক্টরস—'

মুখ তুলে চাইল পেগি। 'নিশ্চয়।'

বসল গ্রান্ডি। ক্যাটের দিকে তাকিয়ে ক্ষমাপ্রার্থনার সুরে বলল, 'তোমাকে কথাটা বলতে ভালো লাগছে না আমার, কিন্তু না বলেও পারছি না। কারণ কথাটা তোমার জানা উচিত...'

বিস্মিত দেখাল ক্যাটকে। 'কী কথা?'

ফোঁস করে শ্বাস ফেলল গ্রান্ডি। 'নতুন যে সিনিয়র রেসিডেন্ট এসেছে, কেন্ ম্যালোরি, চেনো ওকে?'

'চিনি। ও কী করেছে?'

গ্রান্ডি বলল, 'ওয়েল, আমি...গড, কথাটা বলতে রীতিমতো বিব্রতবোধ করছি আমি। সে কজন ডাক্তারের সঙ্গে পাঁচ হাজার ডলারের বাজি ধরে বলেছে আগামী ত্রিশদিনের মধ্যে সে তোমাকে নিয়ে বিছানায় যাবে।'

থমথমে হয়ে উঠল ক্যাটের চেহারা। 'এ কথা বলেছে সে! বলেছে?'

বকধার্মিক সাজল গ্রান্ডি। 'এমন কথা শুনলে রাগ হওয়ারই কথা। কথাটা শুনে আমারই দারুণ রাগ হয়েছিল। আমি এসেছি স্রেফ তোমাকে সাবধান করে দিতে। সে হয়তো তোমাকে কোথাও নিয়ে ঘুরতে যেতে চাইতে পারে, আমি ভাবলাম আসল ঘটনাটা তোমাকে বলে দিলে ওর বদমতলবটা তুমি বুঝতে পারবে।'

'ধন্যবাদ,' বলল ক্যাট। 'তুমি কথাটা বলে দিয়ে ভালোই করেছ।'

'এরচেয়ে বেশি আর কীইবা করার ছিল?'

চলে গেল গ্রান্ডি।

ক্যাফেটেরিয়ার বাইরে করিডরে অন্য রেসিডেন্টরা ওর জন্য অপেক্ষা করছিল।

'কী ঘটল?' জিজ্ঞেস করল সকলে।

হাসল গ্রান্ডি। 'একেবারে খাপে খাপ সব ঘটে গেছে। ও রেগে উন্মাদ। হারামজাদা এখন বুঝবে মজা!'

তখনও টেবিলে বসেছিল ওরা তিনজন। হানি বলছিল, ''ওর কী দুঃসাহস!'

ক্যাট বলল, 'হারামজাদার ওল কেটে খাশি বানানো উচিত।'

পেগি কী যেন চিন্তা করছিল। এবারে বলল, 'একটা কথা কী জানো, ক্যাট? তুমি যদি ওর সঙ্গে বাইরে যাও তো খুব মজা হয়।'

ক্যাট অবাক হল ওর কথা শুনে। 'কী?'

ঝিকমিক করছে পেগির চোখ। কেন নয়? ও যদি খেলতে চায়, খেলুক না। তবে ও শুধু খেলবে আমাদের ইচ্ছেয়—আমাদের খেলা।'

সামনে ঝুঁকে এল ক্যাট। 'ঝেড়ে কাশো।'

'ওকে ত্রিশদিন সময় বেঁধে দেয়া হয়েছে, তাই না? ও যখন তোমাকে ঘুরতে

নিতে চাইবে, তুমি ওর সঙ্গে খুব আন্তরিক ব্যবহার করবে। এমন ভাব করবে যেন তুমি ওর জন্য দিওয়ানা হয়ে আছ। ওকে ভুলিয়ে দেবে ও কে। ও যেন তুমি ছাড়া দুনিয়ার আর কাউকে না ভাবতে পারে। কিন্তু খবরদার, ওর সঙ্গে বিছানায় যাবে না। ওকে আমরা পাঁচ হাজার ডলার দামের একটা চরম শিক্ষা দেব।'

সৎপিতার কথা মনে পড়ে গেল ক্যাটের। প্রতিশোধ নেয়ার মোক্ষম একটা সুযোগ পাওয়া গেছে।

'আই লাইক ইট,' বলল ও।

হানি জানতে চাইল, 'তার মানে তুমি কাজটা করবে?'

'একশোবার।'

ক্যাট জানে না একথাটা উচ্চারণ করে সে আসলে এইমাত্র নিজের মৃত্যু-সমনে সই করল।

ষোলো

পেগি টেলরের কথা কিছুতেই ভুলতে পারছে না ম্যালোরি কার্টিস। সে বেন ওয়ালেসের সেক্রেটারিকে ফোন করল।

'হাই, ম্যালোরি কার্টিস বলছি। ডা. পেগি টেলরের বাসার নম্বরটা আমাকে দেয়া যাবে?'

'নিশ্চয়, মি. কার্টিস। এক মিনিট।' মেয়েটা নম্বরটা দিল ওকে।

ফোন ধরল হানি, 'ডা. ট্যাফট বলছি।'

'আমি ম্যালোরি কার্টিস। ডা. টেলর কি বাড়িতে আছেন?'

'না, নেই। হাসপাতালে গেছে।'

'এহ্ হে, তাহলে তো খুব খারাপ হল দেখছি!'

ম্যালোরির কণ্ঠে হতাশা লক্ষ করে হানি বলল, 'জরুরি কোনো দরকার নাকি? তাহলে আমি...'

'না, না জরুরি দরকার নেই।'

'ওকে ম্যাসেজ দিতে চাইলে আমাকে বলতে পারেন। আমি বলব আপনাকে যেন ও ফোন করে।'

'তাহলে তো খুবই ভালো হয়।' ম্যালোরি নিজের ফোন নম্বর দিল।

'আমি ওকে বলব আপনি ফোন করেছিলেন।'

'ধন্যবাদ।'

'ম্যালোরি কার্টিস ফোন করেছিল,' পেগি বাড়ি ফিরলে ওকে জানাল হানি। 'বেশ সুন্দর করে কথা বলে লোকটা। এই যে তার নাম্বার।'

'ফেলে দাও।'

'তুমি ওকে ফোন করবে না?'

'নো। নেভার।'

'তুমি এখনও আলফ্রেডের কথা ভুলতে পারোনি, তাই না?'

'অবশ্যই না।'

দু'দিন অপেক্ষা করে আবার ফোন করল ম্যালোরি।

এবারে সাড়া দিল পেগি। 'ডা. টেলর বলছি।'

'হ্যালো দেয়ার!' উল্লসিত ম্যালোরি। 'আমি ডা. কার্টিস।'

'ডাক্তার...?'

'আমার কথা বোধহয় আপনার মনে নেই,' হালকা গলায় বলল ম্যালোরি। 'সেদিন আপনার সঙ্গে রাউন্ডে গিয়েছিলাম আমি এবং আপনাকে আমার সঙ্গে ডিনারের আমন্ত্রণ জানিয়েছিলাম। আপনি বলেছিলেন—'

'বলেছিলাম আমি ব্যস্ত। এখনও তা-ই আছি। গুডবাই, মি. কার্টিস।' ঠকাশ করে ফোন রেখে দিল পেগি।

'কে ফোন করেছিল?' জানতে চাইল হানি।

'কেউ না।'

পরদিন সকালে, পেগির সঙ্গে সকালের রাউন্ডে যাওয়ার জন্য রেসিডেন্টরা সব জড়ো হয়েছে, আবির্ভূত হল ম্যালোরি কার্টিস। গায়ে শাদা কোট।

'আশা করি আমি দেরি করে ফেলিনি,' খুশি-খুশি গলায় বলল সে। 'শাদা কোট জোগাড় করতে গিয়েছিলাম। জানি গায়ে কোট না থাকলে আপনি খুব বিরক্ত হন।'

পেগি গভীর দম নিল, জ্বলে যাচ্ছে রাগে। 'এদিকে আসুন।' বলল ও। ম্যালোরিকে নিয়ে চলে এল ডাক্তারদের খালি ড্রেসিং রুমে। 'এখানে আপনি কী করছেন?'

'সত্যি বলছি, সেদিনকার কয়েকজন রোগীকে নিয়ে খুব দুশ্চিন্তা হচ্ছিল,' আন্তরিক গলায় বলল সে, 'ভাবলাম এসে দেখে যাই তারা কেমন আছে।'

লোকটা অসহ্য। 'আপনি বরং বাইরে গিয়ে কিছু তৈরি করার চেষ্টা করছেন না কেন?'

ম্যালোরি পেগির দিকে তাকিয়ে মৃদু গলায় বলল, 'করছি তো।' পকেট থেকে একগাদা টিকেট বের করল সে। 'দেখুন, আপনার পছন্দ-অপছন্দ সম্পর্কে কিছুই জানি না আমি, তাই আজ রাতের জায়ান্ট'স গেম, থিয়েটার, অপেরা এবং একটি কনসার্টের টিকেট নিয়ে এসেছি। আপনার যেখানে পছন্দ হয় যাবেন।'

লোকটা মেজাজ খারাপ করে দেয়। 'আপনি এভাবেই টাকা ওড়ান বুঝি?'

'শুধু যখন প্রেমে পড়ি তখন,' বলল ম্যালোরি।

'এক মিনিট—'

টিকেটগুলো ম্যালোরি বাড়িয়ে দিল পেগির দিকে। 'আপনার যেটা ইচ্ছে নিন।'

পেগি সবগুলো টিকেট নিল। 'ধন্যবাদ,' মিষ্টি গলায় বলল ও।

'আমার বহির্বিভাগের রোগীদেরকে টিকেটগুলো দেব। এদের বেশিরভাগেরই থিয়েটার কিংবা অপেরায় যাবার সৌভাগ্য হয় না।'

হাসল ম্যালোরি। 'বেশ! আশা করি ওরা ব্যাপারটা উপভোগ করবে। আপনি কি আমার সঙ্গে ডিনার করবেন?'

'না।'

'আপনাকে তো খাবার খেতেই হবে। মত বদলাবেন না?'

টিকেটগুলো এভাবে না নিলেও পারত ভেবে একটু অপরাধবোধে ভুগছে পেগি। 'দেখুন, সঙ্গী হিসেবে আমি খুব একটা সুবিধের হব না। গতরাত সারারাত ডিউটি করেছি...'

'আমরা নাহয় একটু সকাল সকাল খেয়ে নেব, কথা দিচ্ছি।'

দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল পেগি। 'ঠিক আছে। তবে...'

'চমৎকার! আপনাকে কোত্থেকে তুলে নেব?'

'এখানকার কাজ শেষ হতে হতে সাতটা বেজে যাবে।'

'তাহলে তখন আসব,' হাই তুলল ম্যালোরি। 'আমি এখন বাড়ি গিয়ে ঘুম দেব। আপনারা এত সকালে কী করে যে কাজ করেন বুঝি না! কীভাবে করেন?'

চলে গেল ম্যালোরি। ওর গমনপথের দিকে তাকিয়ে হেসে ফেলল পেগি।

সন্ধ্যা সাতটার সময় ম্যালোরি হাসপাতালে হাজির হয়ে গেল পেগিকে নিয়ে যেতে। সুপারভাইজিং নার্স বলল, 'ডা. টেলর অন-কল রুমে আছেন।'

'ধন্যবাদ,' ম্যালোরি করিডর ধরে এগোল অন-কল রুমে। দরজা বন্ধ। লক্ করল ম্যালোরি। কোনো সাড়া নেই। আবার দরজায় টোকা দিল। ও শেষে কপাট খুলে উঁকি দিল। একটা কট-এ শুয়ে গভীর ঘুমে তলিয়ে গেছে পেগি। ম্যালোরি ওর পাশে এসে দাঁড়িয়ে রইল অনেকক্ষণ। দেখছে ওকে। *আমি তোমাকে বিয়ে করব,* মনে মনে বলল ও। তারপর পা টিপে টিপে বেরিয়ে এল ঘর থেকে, পেছনে নিঃশব্দে বন্ধ করে দিল দরজা।

পরদিন সকালে ম্যালোরি একটা মিটিঙে। তার সেক্রেটারি ছোট একটা ফুলের তোড়া নিয়ে ঘরে ঢুকল। কার্ডে লেখা : *I, am Sorry.* RIP.। হেসে উঠল ম্যালোরি। পেগিকে হাসপাতালে ফোন করল। 'তোমার ডেট বলছি।'

'কাল রাতের ব্যাপারটার জন্য আমি খুব দুঃখিত,' বলল পেগি। 'আমার খুব খারাপ লাগছে।'

'ও কিছু নয়। তোমাকে একটা প্রশ্ন করি?'

'RP মানে কী? রেস্ট ইন পিস নাকি রিপ ভ্যান উইংকল?'

হেসে ফেলল পেগি। 'যেটা খুশি ভেবে নাও।'

'আমি শুধু আজ রাতে তোমাকে আবার ডিনারে যেতে বলব কিনা তা নিয়ে ভাবছি। যাবে?'

ইতস্তত করছে পেগি। *আমি কারো সঙ্গে জড়িত হতে চাই না। তুমি এখনও আলফ্রেডের কথা ভুলতে পারোনি, তাই না?*

'হ্যাল্লো। শুনতে পাচ্ছ?'

'হুঁ।' *এক রাতে ডিনারে গেলে এমন কোনো মহাভারত অশুদ্ধ হবে না।* 'আচ্ছা। ডিনারে যাব।'

'বাহ্, চমৎকার।'

পেগি সেদিন সন্ধ্যায় পোশাক পরছে, ক্যাট বলল, 'মনে হচ্ছে জমকালো কোনো ডেটে যাচ্ছ? কে সে?'

'সে একজন ডাক্তার-স্থপতি।'

'মানে?'

গল্পটা ওকে বলল পেগি।

'বেড়ে মজা তো! লোকটার প্রতি তুমি আকর্ষণ বোধ করছ?'

'না, তেমন কিছু নয়।'

সন্ধ্যাটি উপভোগ্য লাগছে পেগির কাছে। ম্যালোরির সঙ্গে বেশ দ্রুত ভাব হয়ে গেছে ওর। ওরা দুজনে কতকিছু নিয়ে কথা বলল, আবার অনর্থক বিষয় নিয়েও কম কথা হল না। সময় উড়ে চলল পাখনা মেলে।

'তোমার সম্পর্কে বলো শুনি,' বলল ম্যালোরি। 'কোথায় তুমি বড় হয়েছ?'

'বললে তুমি বিশ্বাস করবে না।'

'করব।'

'ঠিক আছে। কঙ্গো, ভারত, বার্মা, নাইজেরিয়া, কেনিয়া...'

'বিশ্বাস হচ্ছে না।'

'সত্যি বলছি। আমার বাবা বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থায় কাজ করতেন। ডাক্তার ছিলেন। আমার শৈশবের বেশিরভাগ সময় তাঁর সঙ্গে তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোতে ঘুরে কেটেছে।'

'তাহলে খুবই কঠিন ছিল তোমার জীবনযাত্রা।'

'না, ব্যাপারটা উত্তেজক ছিল। তবে কষ্ট হত কারও সঙ্গে বন্ধুত্ব করার মতো যথেষ্ট সময় পেতাম না বলে। *আমাদের আর কাউকে দরকার নেই, পেগি। আমরা সবসময় দুজনে দুজনার থাকব...এ আমার স্ত্রী, ক্যারেন।* মাথা ঝাঁকিয়ে স্মৃতিটা দূর করে দিতে চাইল পেগি। 'আমি নানান অদ্ভুত ভাষা এবং প্রথা শিখেছি।'

'যেমন?'

'যেমন ধরো...' একটু ভেবে নিয়ে পেগি বলল, 'ভারতের মানুষজন মৃত্যুর পরের জীবনে বিশ্বাসী। আর সে জীবন নির্ভর করবে তুমি এখন কী কাজ করছ তার

ওপর। যদি খারাপ কাজ করে থাকো তো পরের জন্মে জানোয়ার হয়ে তুমি জন্মাবে। এক গাঁয়ে একটা কুকুর ছিল আমাদের। আমি ভাবতাম আগের জন্মে কুকুরটা কী ছিল এবং এমন কী পাপ সে করেছে যার জন্য তাকে এ জনমে কুকুর হয়ে জন্মাতে হল।'

ম্যালোরি বলল, 'তার ক্ষেত্রে হয়তো উদোর পিণ্ডি বুধোর ঘাড়ে চাপানো হয়েছে।'

হাসল পেগি। 'তারপর ধরো *ঘেরাও*'র কথা।'

'ঘেরাও?'

'ভয়ানক এক শাস্তি ওটা। জনতা ঘিরে থাকে একজন মানুষকে।' বিরতি দিল পেগি।

'তারপর?'

'দ্যাটস ইট।'

'দ্যাটস ইট?'

'লোকগুলো কোনো কথা বলে না কিংবা কিছু করে না। তবে ওই লোকটা নড়াচড়া করতে পারে না, কোথাও যেতেও পারে না। ওরা যা চায় তা না-দেয়া পর্যন্ত লোকটার পরিত্রাণ নেই। এরকম অবস্থা চলতে থাকে ঘণ্টার-পর-ঘণ্টা ধরে। লোকটা জনতার বৃত্তের মধ্যে দাঁড়িয়ে থাকে। লোকজন পালা করে তাকে পাহারা দেয়। একবার এক লোক *ঘেরাও* থেকে পালাবার চেষ্টা করেছিল। জনতা তাকে পিটিয়ে মেরে ফেলে।'

স্মৃতিটা মনে আসতে শিউরে উঠল পেগি। সাধারণ চেহারার মানুষজন তখন একেকটা পিশাচে পরিণত হয়েছিল। পেগির হাত ধরে টেনে নিয়ে ওখান থেকে চলে এসেছিল আলফ্রেড।

'কী ভয়ংকর!' বলল ম্যালোরি।

'আমি আর বাবা পরদিনই ওই গাঁ থেকে চলে আসি,' বলল পেগি।

'তোমার বাবার সঙ্গে যদি আমার পরিচয় হত!'

'আমার বাবা ডাক্তার হিসেবে ছিলেন অসাধারণ। পার্ক এভিন্যুতে প্রাকটিস করলে সারাদেশে তাঁর নামডাক ছড়িয়ে পড়ত। কিন্তু বাবার টাকার লোভ ছিল না কোনো কালেই। শুধু মানুষের সেবা করার প্রতিই আগ্রহ ছিল।'

'তাঁর কী হয়েছে?'

'উপজাতীয় লড়াইয়ে তিনি খুন হয়ে যান।'

'আয়াম সরি।'

'নিজের কাজটাকে খুব ভালোবাসতেন বাবা। শুরুতে নেটিভরা তাঁকে নানানভাবে হেনস্তা করতে চাইত, তাঁর বিরুদ্ধাচরণ করতে চাইত। কারণ ওরা ছিল সাংঘাতিক কুসংস্কারাচ্ছন্ন। ভারতের প্রত্যন্ত গ্রামে সবার কুষ্ঠি ছিল। কুষ্ঠি লিখে দিতেন গ্রাম্য জ্যোতিষী। ওরা ওই কুষ্ঠির নিয়মে জীবনযাপন করত।' হাসল পেগি। 'আমারও কোষ্ঠিবানানো।

'ওরা কি তোমাকে বলেছে যে এক তরুণ, সুদর্শন স্থপতির গলায় একদিন তুমি মালা পরাবে?'

পেগি ম্যালোরির দিকে তাকিয়ে দৃঢ়গলায় জবাব দিল। 'না। তুমি একজন আর্কিটেক্ট, তুমি ব্যাপারটা বুঝতে পারবে। বাঁশের তৈরি কুটিরে বেড়ে ওঠা আমার, মেঝে ছিল মাটির, খড়ের ছাদ, ওখানে রাজ্যের ইঁদুর আর বাদুড় বাস করত। আমি ঘাসের ছাপড়া দিয়ে তৈরি ছাদের ঘর টুকুল-এ থাকতাম। ওইসব বাড়িতে কোনো জানালার বালাই ছিল না। আমার স্বপ্ন ছিল একদিন বারান্দাঅলা দোতলা, আরামদায়ক একটি বাড়িতে থাকব আমি, বাড়ির সামনে থাকবে শাদা বেড়া দিয়ে ঘেরা সবুজ লন এবং...' থেমে গেল পেগি। 'সরি, এত কিছু বলতে চাইনি কিন্তু তুমি শুনতে চাইলে...'

'শুনতে কিন্তু বেশ লাগছিল,' বলল ম্যালোরি।

পেগি ঘড়ি দেখল। 'এই রে, অনেক দেরি হয়ে গেল!'

'আমরা কি আবার একদিন এভাবে গল্প করতে পারি?'

একে বেশি দূর বাড়তে দেয়া যাবে না, ভাবছে পেগি। *এর সঙ্গে খামোকা মিশে লাভ কী?* কিন্তু ম্যালোরির দিকে মুখ তুলে তাকানোর পরে সম্পূর্ণ ভিন্নকথা বেরিয়ে এল মুখ থেকে, 'পারি।'

পরদিন সকালে এক লোক এল একটি প্যাকেট নিয়ে। পেগি খুলে দিল দরজা।

'ডা. টেলরের জন্য একটা জিনিস নিয়ে এসেছি।'

'আমি ডা. টেলর।'

লোকটা বিস্মিত দৃষ্টিতে তাকাল ওর দিকে। 'আপনি ডাক্তার?'

'হ্যাঁ।' ধৈর্য ধরে জবাব দিল পেগি। 'আমি একজন ডাক্তার। তাতে তোমার কোনো সমস্যা আছে?'

কাঁধ ঝাঁকাল লোকটা। 'না, আপা। কোনো সমস্যা নেই। এখানে আপনার একটা সই লাগবে।'

প্যাকেটটা বেশ ভারী। কৌতূহলী হয়ে ওটা নিয়ে লিভিংরুমে চলে এল পেগি। রাখল টেবিলের ওপর। খুলল। বারান্দাসহ দোতলা শাদারঙের একটি বাড়ির খুদে সংস্করণ। বাড়ির সামনে ছোট একটি লন এবং বাগান ঘিরে রেখেছে শাদা কাঠের বেড়া। *ও নিশ্চয় সারারাত জেগে জিনিসটা বানিয়েছে।* মিনিয়েচার মডেলটির সঙ্গে একটি কার্ডও আছে :

আমার [ ]

আমাদের [ ]

প্লিজ, যে-কোনো একটিতে টিকচিহ্ন দাও।

খুদে শাদা বাড়িটির দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে রইল পেগি। এরকম একটা বাড়িতেই ও বাস করতে চায়, কিন্তু মানুষটা ওর জন্য সঠিক নয়।

আমার সমস্যাটা কী? নিজেকে প্রশ্ন করে পেগি। *ও বুদ্ধিমান, আকর্ষণীয় এবং হাসিখুশি।* সমস্যাটা কী বুঝতে পারছে পেগি। কারণ ম্যালোরি কার্টিস তো আলফ্রেড নয়।

বেজে উঠল ফোন। ম্যালোরি। 'তোমার বাড়িটি পেয়েছ?'

'খুব সুন্দর হয়েছে!' বলল পেগি। 'অনেক ধন্যবাদ।'

'তোমার জন্য আমি সত্যিকারের একটি বাড়ি বানিয়ে দিতে চাই। বক্স পূরণ করেছ?'

'না।'

'আমার ধৈর্য অসীম। আজ রাতে ডিনারে যেতে পারবে?'

'পারব। তবে সারাদিন অপারেশনে ব্যস্ত থাকব। সন্ধ্যাবেলা রীতিমতো ক্লান্ত হয়ে যাব।'

'তোমাকে আমি তাড়াতাড়ি ছেড়ে দেব। ভালো কথা, আজ কিন্তু তুমি আমাদের বাড়িতে ডিনার করছ।'

একটু ইতস্তত করল পেগি। 'আচ্ছা।'

'তোমার কথা বাবা-মাকে বলেছি।'

'বেশ করেছ।' বলল পেগি। খুব বেশি দ্রুত ঘটছে ঘটনা। এজন্য নার্ভাস বোধ করছে ও।

ফোন রেখে দিল পেগি। ভাবছে *এসব করা ঠিক হচ্ছে না আমার। রাতের বেলা এমন ক্লান্ত থাকব, ঘুমটা খুব জরুরি।* ম্যালোরিকে ফোন করে প্রোগ্রাম বাতিল করে দিতে ইচ্ছে করছে। *কিন্তু এখন আর প্রোগ্রাম বাতিল করা যাবে না। দেরি হয়ে গেছে বেশ। ওদের বাসা থেকে তাড়াতাড়ি বেরুতে হবে।*

পেগি রাতের বেলা ড্রেস পরছে, ক্যাট বলল, 'তোমাকে খুব ক্লান্ত লাগছে।'

'জানি।'

'তাহলে বাইরে যাচ্ছ কেন? এখন তোমার ঘুমানো উচিত। নাকি বাড়তি কাজের চাপ?'

'না। আজ রাতে আর কোনো কাজ নেই।'

'তাহলে আবার ম্যালোরি?'

'হুঁ। ওর বাবা-মা'র সঙ্গে পরিচিত হতে যাচ্ছি।'

'ও আচ্ছা,' মাথা দোলাল ক্যাট।

'তুমি যা ভাবছ তেমন কিছু নয়,' বলল পেগি।

সত্যি নয়।

ম্যালোরির বাবা-মা প্যাসিফিক হাইটস ডিস্ট্রিক্ট-এ একটি চমৎকার, পুরনো বাড়িতে বাস করেন। ম্যালোরির বাবার বয়স সত্তরের কোঠায়, অভিজাত চেহারা। ম্যালোরির মা

অত্যন্ত আন্তরিক এবং সরল স্বভাবের একজন মানুষ। পেগিকে তাঁরা মুহূর্তের মধ্যে আপন করে নিলেন।

'ম্যালোরি তোমার কথা অনেক বলেছে,' বললেন মিসেস কার্টিস। 'তবে বলেনি তুমি এত সুন্দর দেখতে।'

'ধন্যবাদ।'

ওরা লাইব্রেরিতে ঢুকল। ঘরভর্তি দালানকোঠার অসংখ্য ক্ষুদ্র সংস্করণ। বাপ-বেটা মিলে এগুলো বানিয়েছে।

ম্যালোরির বাবা বললেন, 'আমি, ম্যালোরি আর ম্যালোরির দাদা মিলে স্যানফ্রান্সিকোর অনেক ল্যান্ডস্কেপ তৈরি করেছি। আমার ছেলে একটি প্রতিভা।'

'আমি পেগির কানের কাছে একথাটাই সবসময় ঘ্যানঘ্যান করে বলি,' বলল ম্যালোরি।

হেসে উঠল পেগি। 'আমি কথাটা বিশ্বাস করি।' ওর দুচোখ ভারী হয়ে আসছে, চোখের পাতা খুলে রাখতে রীতিমতো কসরত করতে হচ্ছে।

বৃহদায়তনের ডাইনিংরুমে ঢুকল ওরা। ওক কাঠের টেবিল, চমৎকার সব অ্যান্টিক দিয়ে সাজানো ঘর, দেয়ালে ঝুলছে দারুণ দারুণ পোট্রেট। একজন মেইড খাবার পরিবেশন করছিল।

ম্যালোরির বাবা বললেন, 'ওই ছবিটি ম্যালোরির প্রপিতামহের। উনি যেসব বিল্ডিং বানিয়েছিলেন তা ১৯০৬ সালের ভূমিকম্পে ধ্বংস হয়ে গেছে। খুব খারাপ হয়েছে ব্যাপারটা, অমূল্য সব ডিজাইন ছিল ওগুলো। ডিনারের পরে তোমাকে কিছু ছবি দেখাব যদি তুমি...'

পেগি টেবিলে মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়েছে।

'ভাগ্যিস স্যুপটা এখনও পরিবেশন করিনি,' বললেন পেগির মা।

বেশ চিন্তায় আছে কেন্ ম্যালোরি। ক্যাটকে নিয়ে বাজি ধরার বিষয়টি জানাজানি হয়ে গেছে এবং বাজির টাকার অঙ্ক দ্রুত গিয়ে ঠেকেছে দশ হাজার ডলারে। ম্যালোরি কাজ উদ্ধার করার ব্যাপারে এতটাই আত্মবিশ্বাসী যে সে বাজিতে হেরে গেলে টাকাগুলো দিতে পারবে না জেনেও অতগুলো টাকা বাজি ধরতে দ্বিধা করেনি।

ব্যর্থ হলে মস্ত বিপদে পড়ে যাব। তবে ব্যর্থ হব না। এবারে কাজে নামার সময় হয়েছে।

পেগি এবং হানির সঙ্গে ক্যাফেটেরিয়ায় বসে লাঞ্চ করছে ক্যাট, এমন সময় ওখানে এসে হাজির হল কেন্ ম্যালোরি।

'তোমাদের সঙ্গে কি বসতে পারি, ডক্টরস?'

লেডি কিংবা বালিকা নয়। ডক্টরস। খুশি করার চেষ্টা, মনে মনে হাসল ক্যাট। 'বসো,' বলল ও।

দৃষ্টি বিনিময় করল পেগি এবং হানি।

'আমার একটু উঠতে হবে,' বলল পেগি। 'কাজ আছে।'

'আমারও। পরে দেখা হবে।'

পেগি এবং হানি চলে গেল।

'খুব ব্যস্ত?' জানতে চাইল ম্যালোরি। কণ্ঠস্বরে আন্তরিকতার সুর।

'সবাই কি তাই নয়?' মধুর হাসল ক্যাট।

ম্যালোরি সিদ্ধান্ত নিয়েছে ক্যাটের সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে তুলতে হবে সতর্কতার সঙ্গে, আস্তে ধীরে এগুবে ও। কারণ মেয়েটাকে বস্তায় পুরতে হাতে গোটা মাস রয়েছে।

'মিসেস টার্নবলের পোস্টমর্টেম রিপোর্টের কথা শুনেছেন?' শুরু করল। 'মহিলার পেটের মধ্যে কোকাকোলার বোতল পাওয়া গেছে। ভাবা যায়...?'

সামনে ঝুঁকে এল ক্যাট। 'শনিবার রাতে কি তুমি ফ্রি আছ, কেন্?'

ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেল ম্যালোরি। 'কী?'

'ভাবলাম তুমি হয়তো আমাকে ডিনারে নিয়ে যেতে চাইবে।'

মেয়েদের মতো প্রায় লাজে রাঙা হল ম্যালোরি। *মাই গড!* ভাবছে ও। *এ দেখছি না চাইতেই এক কাঁদি। এ মেয়ে তো সমকামী নয়। লোকে এরকম গুজব ছড়ায় কারণ তারা এ মেয়েটার ধারেকাছেও ঘেঁষার সুযোগ পায়নি। কিন্তু আমি সুযোগ পাব। আর ও নিজেই সে সুযোগটা করে দিচ্ছে।* শনিবার কার সঙ্গে যেন ওর ডেট আছে? ও, স্যানি। অপারেশন রুমের নার্স মেয়েটা। স্যানির সঙ্গে পরেও ডেট করা যাবে।

'না, শনিবার রাতে তেমন জরুরি কোনো কাজ নেই,' বলল ম্যালোরি। 'তোমাকে নিয়ে ডিনারে যাওয়া যায়।'

ম্যালোরির হাতে হাত রাখল ক্যাট। 'বেশ,' নরম গলায় বলল ও। 'আমি অপেক্ষার প্রহর গুনব।'

মুচকি হাসল ম্যালোরি। 'আমিও তাই।' *আমি কতটা অধীর আগ্রহ নিয়ে অপেক্ষায় থাকব তুমি জান না, খুকি। দশ হাজার ডলার বলে কথা!*

সেদিন বিকেলে ঘরে ফিরে পেগি এবং হানিকে ঘটনাটা বলল ক্যাট।

'ব্যাটার চোয়াল ঝুলে পড়েছিল।' হাসতে হাসতে বলল ও। 'ওর চেহারাটা যদি তোমরা দেখতে! যেন ক্যানারি গিলে ফেলেছে বেড়াল।'

পেগি বলল, 'ভুলে যেয়ো না তুমি বেড়াল আর ও ক্যানারি।'

'শনিবার রাতে কী করবে ভাবছ?' জানতে চাইল হানি।

'কোনো পরামর্শ?'

'আমি বলছি,' বলল পেগি। 'প্ল্যানটা হল...'

শনিবার রাতে ক্যাট এবং কেন্ ম্যালোরি বে-র ধারের রেস্টুরেন্ট এমিলিওতে ডিনার

কাল। ক্যাট কাঁধ খোলা, শাদা সূতির একটা পোশাক পরে এসেছে।

'তোমাকে দারুণ লাগছে,' বলল ম্যালোরি। সতর্কতার সাথে শব্দ নির্বাচন করছে সে। প্রশংসা করো কিন্তু তা যেন মাত্রা না ছাড়ায়। সে খুব সেজেগুজে এসেছে। তবে এতটা সাজগোজ না করলেও হত। কারণ ক্যাটের আচরণ দেখে মনে হচ্ছে ম্যালোরির জাদুতে সে মুগ্ধ।

ড্রিংক পান করতে করতে ক্যাট বলল, 'সবাই তোমার প্রশংসা করে, কেন্। বলে তুমি খুব ভালো ডাক্তার।'

'ওয়েল,' বিনীত সুরে বলল ম্যালোরি। 'আমি খুব ভালো ট্রেনিং নিয়েছি আর রোগীদের আমি যথেষ্ট কেয়ার নিই। তারা আমার জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ।' তার কণ্ঠ সারল্যে পূর্ণ।

ক্যাট ম্যালোরির হাত ধরল। 'নিশ্চয়। তুমি কোত্থেকে এসেছ? তোমার সব কথা আমি জানতে চাই। সত্যিকারের তুমি।'

যিশাস! ভাবছে ম্যালোরি-এ শব্দটা তো আমি ব্যবহার করি। এত সহজে এগোতে পারবে ও ভাবেনি। মেয়েদের ব্যাপারে নিজেকে একজন এক্সপার্ট মনে করে ম্যালোরি। মেয়েদের সমস্ত সিগনাল সে তার রেডার দিয়ে ধরে ফেলতে পারে। মেয়েরা চাউনি, হাসি কিংবা গলার স্বর দিয়ে বুঝিয়ে দেয় তারা তোমার প্রেমে পড়েছে। ক্যাটের সংকেতও ম্যালোরির রেডারে ধরা পড়ে গেছে।

ওর দিকে ঘেঁষে বসেছে ক্যাট, গলার স্বর খসখসে।

'আমি সব কথা জানতে চাই।'

ডিনার খেতে খেতে নিজের কথাই বলতে হল ম্যালোরিকে। যতবার পাল্টাতে চাইল প্রসঙ্গ, বাধা দিল ক্যাট। 'না, না। আমি আরও শুনতে চাই। তোমার জীবনটা কত দারুণ!'

ও আমার জন্য ক্রেজি হয়ে উঠেছে, সিদ্ধান্তে এল ম্যালোরি। ইশ্, বাজির অঙ্কটা আরেকটু বাড়ালেই বরং ভালো হত। *আজ রাতেই হয়তো বাজি জিতে যাব।* আর কফি পান করার সময় এ-ব্যাপারে ও একদম নিশ্চিত হয়ে গেল যখন ক্যাট বলল, 'আমার অ্যাপার্টমেন্টে যাবে একটু বিশ্রাম নেবে?'

বিঙ্গো! ম্যালোরি স্পর্শ করল ক্যাটের বাহুমূল। মৃদু গলায় বলল, 'কোনো আপত্তি নেই।' *আমার জীবনে এরকম খাইখাই স্বভাবের মেয়ে দেখিনি।* মনে হচ্ছে এ মেয়ে ওকে ধর্ষণ করে ছাড়বে।

ত্রিশ মিনিট পরে ওরা ক্যাটের অ্যাপার্টমেন্টে চলে এল।

'চমৎকার,' চারপাশে চোখ বুলিয়ে মন্তব্য করল ম্যালোরি।

'খুব সুন্দর। তুমি এখানে একা থাকো?'

'না। ডা. টেলর এবং ডা. ট্যাফট আমার সঙ্গে থাকে।'

'ওহ্,' ম্যালোরির কণ্ঠে হতাশা।

ক্যাট ভুবন-ভোলানো হাসি ফোটাল অধরে। 'তবে ওরা আজ শীঘ্রি বাড়ি ফিরছে না।'

চকচক করে উঠল ম্যালোরির চোখ। 'গুড।'

'একটা ড্রিংক নেবে?'

'নিতে পারি। স্কচ এবং সোডা, প্লিজ। ক্যাট হেঁটে গেল খুদে বার-এ, চোখ দিয়ে ওকে অনুসরণ করল ম্যালোরি। *ওর পাছাদুটো মার্ভেলাস,* মনে মনে বলছে ম্যালোরি। *দেখতেও অসাধারণ। আর এ মেয়েকে বিছানায় নেয়ার জন্য আমি দশ হাজার ডলার পাচ্ছি।* উঁচু গলায় হেসে উঠল সে।

ঘুরল ক্যাট। 'হাসির কী হল?'

'কিছু না। ভাবছিলাম আমার কতবড় ভাগ্য এখানে তোমার সঙ্গে একাকী আছি।'

'ভাগ্যবতী বরং আমি,' সেক্সি গলায় বলল ক্যাট। ড্রিংকের একটা গ্লাস ধরিয়ে দিল ম্যালোরির হাতে।

ম্যালোরি হাতের গ্লাস উঁচু করে ধরে বলল, 'হিয়ার ইজ টু...'

ক্যাট ওর কথা শেষ করতে দিল না। 'হিয়ার ইজ টু আস!' বলল ও।

মাথা ঝাঁকাল ম্যালোরি। 'আই'ল ড্রিংক টু দ্যাট।'

ও বলতে যাচ্ছিল, 'মিউজিক চালাও না?' কিন্তু মুখ খোলার আগেই ক্যাট বলে উঠল, 'মিউজিক চালিয়ে দিই?'

'তুমি মানুষের মন খুব ভালো বুঝতে পারো।'

কোল পোর্টারের গান চালিয়ে দিল ক্যাট। আড়চোখে একবার ঘড়ি দেখে ফিরল ম্যালোরির দিকে। 'তুমি নাচতে ভালোবাসো?'

ম্যালোরি ওর পাশে চলে এল। 'ব্যাপারটা নির্ভর করবে কার সঙ্গে আমি নাচছি। তোমার সঙ্গে নাচার সুযোগ পেলে তো কথাই নেই।'

ক্যাট ওর বাহুডোরে ধরা দিল, দুজনে স্বপ্নিল মিউজিকের তালে ধীরে ধীরে নাচতে শুরু করল। ম্যালোরি টের পেল ওর গায়ে ক্যাট তার নরম শরীর ঠেসে ধরছে। গরম হয়ে উঠতে শুরু করল ম্যালোরি। শক্ত করে জড়িয়ে ধরল ক্যাটকে। ওর দিকে তাকিয়ে হাসল ক্যাট।

'তুমি জানো তুমি খুব সুন্দরী,' ঘরঘরে গলা ম্যালোরির।

'তোমাকে প্রথম যেদিন দেখেছি সেদিনই তোমাকে আমি চেয়েছি।'

ম্যালোরির চোখে চোখ রাখল ক্যাট। 'তোমার মতো আমারও একই দশা, কেন্।' ম্যালোরির ঠোঁট নেমে এর ক্যাটের অধরে, আবেগভরা, উষ্ণ চুম্বন এঁকে দিল।

'চলো বেডরুমে যাই,' বলল ম্যালোরি।

'ওহ্, ইয়েস!'

ক্যাটের হাত ধরে বেডরুমে পা বাড়াল ম্যালোরি। ঠিক তখন খুলে গেল ফ্রন্ট ডোর, ঘরে ঢুকল পেগি এবং হানি।

'হাই, দেয়ার!' হাঁক ছাড়ল পেগি। কেন্ ম্যালোরির দিকে তাকাল বিস্মিত দৃষ্টিতে। 'ওহ্, ডা. ম্যালোরি! আপনাকে এখানে দেখতে পাব ভাবিনি।'

'ইয়ে মানে আমি...'

'আমরা ডিনার করতে গিয়েছিলাম,' বলল ক্যাট।

প্রচণ্ড রাগে চোখে অন্ধকার দেখছে ম্যালোরি। রাগ সামলাতে কষ্ট হচ্ছে। ফিরল ক্যাটের দিকে। 'আমি এখন যাই। অনেক দেরি হয়ে গেল। কাল আবার অনেক কাজ পড়ে আছে।'

'তোমাকে চলে যেতে হচ্ছে বলে আমার খুব খারাপ লাগছে,' বলল ক্যাট। চেহারায় দুঃখী দুঃখী ভাব।

ম্যালোরি বলল, 'কাল রাতে?'

'আপত্তি নেই।'

'বেশ।'

'...তবে কাল রাতে আমার একটু কাজ আছে।'

'তাহলে শুক্রবার?'

ভুরু কোঁচকাল ক্যাট। 'উঁহুঁ, শুক্রবারেও সময় পাব না।'

হতাশায় নিমজ্জিত ম্যালোরি। 'শনিবার?'

হাসল ক্যাট। 'শনিবারে কোনো সমস্যা নেই।'

স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল ম্যালোরি। 'বেশ। তাহলে ওই কথাই রইল—শনিবার।'

পেগি এবং হানির দিকে ফিরল সে। 'গুড নাইট।'

'গুড নাইট।'

ম্যালোরিকে দোরগোড়া পর্যন্ত পৌঁছে দিল ক্যাট। 'সুইট ড্রিমস।' নরম গলায় বলল ও। 'তোমাকে নিয়ে আমি স্বপ্ন দেখব।'

ম্যালোরি ওর হাতে চাপ দিল। 'আমি স্বপ্নকে সত্যি করায় বিশ্বাসী। শনিবার রাতে আমাদের স্বপ্ন সত্যি হবে।'

'আমার আর তর সইছে না।'

সে রাতে বিছানায় শুয়ে ম্যালোরির কথা ভাবছিল ক্যাট। ম্যালোরিকে সে ঘৃণা করে। কিন্তু অবাক হয়ে লক্ষ করল সন্ধেটা ও উপভোগ করেছে। ম্যালোরি ব্যাপারটাকে খেলা হিসেবে নিলেও সে-ও সন্ধেটা উপভোগ করেছে। *এটা যদি খেলা না হয়ে সত্যি হত!* ভাবল ও। কিন্তু ক্যাট জানে না কত বিপজ্জনক খেলা ছিল ওটা।

সতেরো

সবকিছুর জন্য নিশ্চয় আবহাওয়াটাই দায়ী, তেতো মন নিয়ে ভাবছে পেগি। বাইরেটা ঠাণ্ডা এবং শুকনো। ভারী কুয়াশা হতাশা এনে দেয় মনে। ওর দিন শুরু হয়েছে ভোর ছটায়। আর তখন থেকে একটার-পর-একটা ঝামেলা চলছেই। হাসপাতাল থিকথিক করছে রোগীর ভিড়ে, আর সকলে অনুযোগও যেন জানাচ্ছে একসঙ্গে। নার্সরা খিটখিটে এবং রোগীদের প্রতি অমনোযোগী। ভুল রোগীদের রক্ত নিচ্ছে তারা, জরুরি প্রয়োজনের এক্স-রে'র কোনো হদিশ নেই, ধমকের সুরে কথা বলছে রোগীদের সঙ্গে। আর ফ্লু'র আধিক্যের কারণে স্টাফদের অভাবও রয়েছে হাসপাতালে। সব মিলে খুবই বিশ্রী অবস্থা।

শুধু ভালোলাগার মতো একটি ঘটনা হল ম্যালোরি কার্টিসের ফোন।

'হ্যালো,' উৎফুল্ল গলায় বলল সে। 'ভাবলাম তোমার সঙ্গে দেখা করি। দেখে আসি আমাদের রোগীরা আছে কেমন।'

'ওরা বেঁচে আছে।'

'আমার সাথে লাঞ্চ করার কোনো চান্স আছে?'

হেসে উঠল পেগি। 'লাঞ্চ আবার কী জিনিস? কপালে থাকলে বেলা চারটা নাগাদ একটুকরো বাসি স্যান্ডউইচ খাওয়ার সময় যদি করতে পারি। কী যে ঝামেলায় আছি কী বলব।'

'ঠিক আছে। তোমার আর সময় নষ্ট করব না। আবার ফোন করা যাবে তো?'

'যাবে।'

'বাই।'

মাঝরাত পর্যন্ত টানা কাজ করল পেগি, একমুহূর্তের জন্যেও বিশ্রাম পেল না। অবশেষে যখন ছাড়া মিলল, ক্লান্তিতে ভেঙে পড়া শরীরটা টেনে নিতে পারছিল না ও। হাসপাতালের কটে শুয়ে পড়বে নাকি বাড়ির উষ্ণ আরামদায়ক বিছানায় গিয়ে দেহটা ফেলবে, এ নিয়ে একটু দ্বিধায় ভুগে শেষতক শেষেরটাই বেছে নিল ও। জামাকাপড় বদলে টলতে টলতে পা বাড়াল এলিভেটর অভিমুখে।

ডা. পিটারসন ওকে দেখে এগিয়ে এল। 'মাই গড! একী অবস্থা তোমার!'

জোর করে মুখে হাসি ফোটাল পেগি। 'আমাকে কি খুবই বাজে লাগছে দেখতে?'

'খুবই,' বলল পিটারসন। 'বাড়ি ফিরছ?'

মাথা ঝাঁকাল পেগি।

'তুমি ভাগ্যবতী। আমার কাজ মাত্র শুরু হল।'

চলে এসেছে এলিভেটর। অর্ধনিমীলিত চোখে এলিভেটরে ঢুকল পেগি।

পিটারসন নরম গলায় ডাকল। 'পেগি!'

একটা ঝাঁকি দিয়ে নিজেকে জাগিয়ে তুলল পেগি। 'উঁ!'

'তুমি গাড়ি চালিয়ে বাড়ি ফিরতে পারবে?'

'পারব,' বিড়বিড় করল পেগি। 'বাড়ি ফিরে টানা চব্বিশ ঘণ্টা ঘুমাব।'

পার্কিংলটে হেঁটে গেল পেগি, ঢুকল নিজের গাড়িতে। শরীরে একফোঁটা শক্তি নেই, ইগনিশন ঘোরানোর বলও পাচ্ছে না। *এখানে ঘুমিয়ে পড়লে চলবে না। আমি বাড়ি গিয়ে ঘুমাব।*

গাড়ি নিয়ে পার্কিং লট থেকে বেরিয়ে এল পেগি, চলল অ্যাপার্টমেন্টে। অসাবধানে গাড়ি চালাচ্ছে পেগি সেদিকে খেয়াল নেই, সম্বিৎ ফিরল এক চালকের গালিতে।

'অ্যাই, মাতাল বেটি, রাস্তা ছেড়ে মাঠে গাড়ি চালাগে, যা!'

গাড়ি চালানোয় মনোযোগী হবার চেষ্টা করল পেগি।

ঘুমানো চলবে না...ঘুমিয়ে পড়লে চলবে না। থাবড়া মেরে চালু করল রেডিও, মিউজিক চালিয়ে দিল ফুল ভল্যুমে। অ্যাপার্টমেন্ট ভবনে পৌঁছানোর পরে গাড়িতে অনেকক্ষণ বসে থাকল পেগি সিঁড়ি বেয়ে ওপরে ওঠার শক্তি সঞ্চয়ের জন্য।

ক্যাট এবং হানি যে-যার বিছানায় শুয়ে ঘুমাচ্ছে। পেগি ওর বিছানার পাশে রাখা ঘড়ি দেখল। রাত একটা। টলমল পায়ে বেডরুমে ঢুকল ও, পোশাক ছাড়তে শুরু করল, কিন্তু কাপড় ছাড়ার শক্তিও নিশেষিত। ও পরনের পরিধেয় নিয়েই ঝাঁপিয়ে পড়ল বিছানায়, মুহূর্তের মধ্যে তলিয়ে গেল গভীর ঘুমে।

দূর কোনো গ্রহ থেকে যেন ভেসে এল ওটা, টেলিফোনের তীক্ষ্ণ নিনাদ জাগিয়ে দিল পেগিকে। ঘুমিয়ে পড়ার প্রাণপণ চেষ্টা করল ও, কিন্তু রিং-এর শব্দ সুঁই হয়ে খোঁচা দিচ্ছে মস্তিষ্কে। ঘুমজড়ানো চোখে বিছানায় উঠে বসল পেগি, হাত বাড়াল রিসিভারে, 'হ্যা-আ-লো।'

'ডা. টেলর?'

'বলছি,' কর্কশ, বিড়বিড়ানি বেরিয়ে এল পেগির ঠোঁটের ফাঁক থেকে।

'ডা. বার্কার চার নম্বর অপারেশন রুমে আপনাকে যেতে বলেছেন। এক্ষুনি।'

কেশে গলা পরিষ্কার করে নিল পেগি। 'আপনি ভুল করছেন।' জড়ানো গলায় বলল ও। 'আমি মাত্র ডিউটি শেষ করে এলাম।'

'অপারেশন রুম নাম্বার চার। উনি অপেক্ষা করছেন।' কেটে গেল লাইন।

বিছানার ধারে বসে রইল পেগি ভোঁতা অনুভূতি নিয়ে, ঘুম কিছুতেই ছাড়তে চাইছে না চোখে। বেডসাইড টেবিলে রাখা ঘড়িতে তাকাল। সোয়া চারটা বাজে। ডা.

বার্কারের মাঝরাতে ওকে দরকার পড়ল কেন? এর একটি মাত্র জবাবই হতে পারে। ওর কোনো রোগীর নিশ্চয় গুরুতর কোনো সমস্যা হয়েছে।

পেগি মাতালের মতো টলতে টলতে বাথরুমে ঢুকল, ঠাণ্ডা পানি ছিটাল চোখেমুখে। আয়নায় তাকিয়ে আঁতকে উঠল। *মাই গড! আমাকে আশি বছরের বুড়ির মতো লাগছে দেখতে!*

দশ মিনিট পরে পেগি রওনা হয়ে গেল হাসপাতালে। এলিভেটরে চেপে চারতলায় চার নাম্বার অপারেশন রুমে যখন ঢুকল তখনও তার চোখ ঘুমে ঢুলুঢুলু। ড্রেসিংরুমে ঢুকে চেঞ্জ করে নিল ও তারপর ঢুকল অপারেটিং রুমে।

তিনজন নার্স এবং একজন রেসিডেন্ট ডা. বার্কারের সহকারী হিসেবে কাজ করছে।

পেগিকে ঘরে ঢুকতে দেখে খেঁকিয়ে উঠলেন ডা. বার্কার।

'ফর গডস শেক, তুমি হাসপাতালের গাউন পরেই চলে এলে! তোমাকে কেউ বলে দেয়নি অপারেটিং রুমে স্ক্রাব পরে ঢুকতে হয়?'

পেগি নিজের জায়গায় হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে রইল, বার্কারের চিৎকার ওকে পুরোপুরি জাগিয়ে তুলল, আগুন জ্বলছে চোখে। 'আমার কথা শুনুন,' রাগে চিৎকার করল ও। 'আমার এখন অফ ডিউটি। তবু এসেছি আপনাকে সাহায্য করতে। আমি—'

'আমার সঙ্গে তর্ক করবে না,' পেগিকে বাধা দিলেন ডা. বার্কার। 'এদিকে এসো। রিট্রাক্টরটা ধরো।'

পেগি হেঁটে এল অপারেটিং টেবিলে। টেবিলে তার রোগী নয়, অচেনা একজন শুয়ে আছে।

আমাকে বার্কারের ডাকার কোনো প্রয়োজনই ছিল না।

ও চাইছে আমি যেন হাসপাতালের চাকরিটা ছেড়ে দিই। কিন্তু চাকরি ছাড়লেই ওর কাছে হেরে যাব আমি। ঘৃণাভরা দৃষ্টিতে ডাক্তারের দিকে একবার তাকাল পেগি, তারপর রিট্রাক্টর নিয়ে কাজে লেগে গেল।

ইমার্জেন্সি করোনারি আর্টারি বাইপাস গ্রাফটিং-এর অপারেশন চলছে। ইলেকট্রিক করাত দিয়ে বুকের চামড়া ইতিমধ্যে কেটে ফেলা হয়েছে ব্রেস্ট বোন (বুকের লম্বালম্বি হাড়, পাঁজরার হাড় যার সাথে সংযুক্ত) পর্যন্ত। হার্টসহ প্রধান রক্তনালিকাগুলো উন্মুক্ত।

পেগি ধাতব রিট্র্যাক্টরটি ব্রেস্ট বোনের কাটার মাঝখানে ঢুকিয়ে দিল। কিনারাগুলো আরও ফাঁক হয়ে গেল। ডা. বার্কার দক্ষতার সঙ্গে পেরিকার্ডিয়াল স্যাক কেটে উন্মুক্ত করলেন হার্ট।

হৃৎপিণ্ডে রক্তসরবরাহকারী ধমনিগুলোর দিকে ইঙ্গিত করে বললেন, 'সমস্যাটা এখানে। এখন গ্রাফটিং করতে হবে।'

তিনি ইতিমধ্যে রোগীর এক পা থেকে লম্বা একটা শিরা কেটে নিয়েছেন। হার্ট থেকে বেরিয়ে আসা মূল ধমনির মধ্যে ওটা ঢুকিয়ে সেলাই করে ফেললেন। বাকি

অংশটা প্রতিবন্ধকতা-সৃষ্টিকারী এলাকার বাইরে, একটি রক্তবাহী ধমনির সঙ্গে সংযুক্ত করলেন, ফলে বাধা পার হয়ে রক্ত চলতে লাগল শিরার গ্রাফটিং-এ।

একজন দক্ষ, নিপুণ, কুশলী শল্য চিকিৎসকের কাজ দেখছিল পেগি। ভাবছিল *লোকটা নিজের কাজে এমন ওস্তাদ। ইশ্, এ কেমন করে এমন জানোয়ারের মতো আচরণ করে!*

তিন ঘণ্টা লাগল অপারেশনে। যখন শেষ হল কাজ, আধা জ্ঞান হারানোর মতো দশা হয়েছে পেগির। কাটা জায়গাটা সেলাইর পরে ডা. বার্কার তাঁর সহকারীদের দিকে ফিরে বললেন, 'তোমাদের সবাইকে ধন্যবাদ।' পেগির দিকে তাকালেন না ইচ্ছে করেই।

পেগি একটিও কথা না বলে টলায়মান পদক্ষেপে সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠে চলে এল ডা. বেনজামিন ওয়ালেসের অফিসে।

ওয়ালেস মাত্র অফিসে এসেছেন। 'তোমাকে ভীষণ বিধ্বস্ত লাগছে। বিশ্রাম নাওগে যাও।'

ক্রোধ সংবরণ করতে লম্বা দম নিতে হল পেগিকে।

'আমাকে অন্য কোনো সার্জিকাল টিম-এ ট্রান্সফার করুন।'

ওয়ালেস একপলক দেখলেন ওকে। 'তুমি ডা. বার্কারের সঙ্গে কাজ করছ না?'

'জি।'

'কী হয়েছে?'

'ওঁকেই জিজ্ঞেস করুন। উনি আমাকে ঘৃণা করেন। আমাকে তাড়াতে পারলেই খুশি হন। আমি অন্য যে-কারও সঙ্গে কাজ করতে রাজি আছি। যে-কারও সঙ্গে।'

'আমি ওঁর সঙ্গে কথা বলব।'

'ধন্যবাদ।'

পেগি বেরিয়ে এল অফিস থেকে। *ওই লোকের কাছ থেকে দূরে সরে যেতে পারলেই বাঁচি। লোকটাকে আবার দেখলে রক্ত মাথায় চড়ে যাবে আমার। ওকে ঠিক খুন করে ফেলব আমি।*

পেগি বাড়ি ফিরে এসে একটানা বারোঘণ্টা ঘুমাল। ঘুম ভাঙল অনির্বচনীয় ভালোলাগার এক অনুভূতি নিয়ে। ওর মনে হচ্ছে ওর জীবনে দারুণ কিছু একটা ঘটে গেছে। মনে পড়ল গতরাতের ঘটনা। *জানোয়ারটার চেহারা আর দর্শন করতে চাই না আমি।* শিস দিয়ে গাড়ি চালাতে চালাতে হাসপাতালে এল ও।

করিডরে এসেছে পেগি, এক আর্দালি এল ওর কাছে।

'ডা. টেলর...'

'বলো?'

'ডা. ওয়ালেস আপনাকে তাঁর অফিসে দেখা করতে বলেছেন।'

'ধন্যবাদ।' বলল পেগি। ভাবছে নতুন সিনিয়র সার্জনটি কে হবেন। *যে-ই হোক না কেন, নিশ্চয় ভালো হবে।* ও বেনজামিন ওয়ালেসের অফিসে ঢুকল।

'ওয়েল, তোমাকে এখন অনেক তাজা লাগছে, পেগি।'

'ধন্যবাদ। আমার শরীর-মন দুটোই এখন ভালো।' বলল ও। স্বস্তিবোধ করছে।

'ডা. বার্কারের সঙ্গে কথা বলেছি আমি।'

হাসল পেগি। 'ধন্যবাদ। শুনে খুব খুশি হলাম।'

'উনি তোমাকে ছাড়তে চাইছেন না।'

দপ করে মুখের হাসিটা নিভে গেল পেগির। *'কী!'*

'বললেন তুমি ওঁর দলের সঙ্গে অ্যাসাইনড এবং ওঁর সঙ্গেই তোমাকে কাজ করতে হবে।'

যা শুনছে বিশ্বাস হচ্ছে না পেগির। 'কিন্তু কেন?' ও জানে কেন। মর্ষকামী জানোয়ারটার এমন একটি মেয়েকে দরকার যাকে ইচ্ছেমতো চাবকানো যায়, করা যায় নির্যাতন।

'আমার পক্ষে ওই লোকের সঙ্গে কাজ করা সম্ভব নয়।'

দুঃখিত গলায় ডা. ওয়ালেস বললেন, 'কিন্তু এ ছাড়া তোমার কোনো উপায় নেই। ডা. বার্কারের সঙ্গে কাজ না করলে হাসপাতালের চাকরিটা ছাড়তে হবে তোমাকে। তুমি কি চাকরি ছাড়বে?'

'না,' বলল পেগি। বার্কার ওকে চাকরি ছাড়তে বাধ্য করতে পারবেন না। উনি তো আসলে তা-ই চাইছেন।

'না,' ধীর গলায় পুনরাবৃত্তি করল। 'আমি থাকব।'

'গুড। তাহলে কাজ করোগে যাও।'

তবে আর বেশিদিন নয়, প্রতিজ্ঞা করল পেগি, *এর শোধ আমি নেবই।*

ডাক্তারদের ড্রেসিংরুমে রাউন্ডে যাবার জন্য রেডি হচ্ছে কেন্ ম্যালোরি, ডা. গ্রান্ডি তিনজন ডাক্তারসহ ঢুকল ঘরে।

'এই তো ও আছে।' বলল গ্রান্ডি। 'চলছে কেমন, কেন্?'

'ভালো,' বলল কেন্।

গ্রান্ডি অন্যদের দিকে ফিরল। 'ওকে দেখে মনে হচ্ছে না ও মেয়েটাকে বিছানায় নিয়ে যেতে পেরেছে।' ঘুরে তাকাল ম্যালোরির দিকে। 'আমাদের টাকাটা রেডি রেখো, ডাক্তার। একটা গাড়ি কিনব ঠিক করেছি। ডাউন পেমেন্ট করতে হবে।'

আরেক ডাক্তার বলল, 'আমি নতুন একটা ওয়াড্রোব কিনব।'

ম্যালোরি সহানুভূতির ভঙ্গিতে ডানে-বামে মাথা নাড়ল।

'ওসব বলে লাভ নেই, চোষার দল। বরং আমাকে টাকা দেয়ার জন্য প্রস্তুত হও।'

গ্রান্ডি ম্যালোরির অপাঙ্গে দৃষ্টি বোলাল, 'মানে!'

'ও যদি সমকামী হয়ে থাকে তো আমি একটা বোজা। ওর মতো খাইখাই স্বভাবের মেয়ে দ্বিতীয়টি দেখিনি আমি। সেদিন তো আরেকটু হলেই শুইয়ে ফেলেছিলাম।'

'কিন্তু শোয়াতে পারনি, তাই না?'

'পারিনি কারণ বেডরুমে যাওয়ার পথে বাধাগ্রস্ত হই আমরা। শনিবার রাতে ওর সঙ্গে আমার একটা ডেট আছে। তারপর দ্যাখো না কী হয়।' ম্যালোরির কাপড় পরা শেষ। 'দেখি সরো। বেরুব।'

ঘণ্টাখানেক বাদে, ক্যাটকে করিডরে দাঁড়া করাল গ্রান্ডি।

'তোমাকেই খুঁজছিলাম?' বলল ও। রাগান্বিত চেহারা।

'কোনো সমস্যা?'

'ওই হারামজাদা ম্যালোরি। নিজের ওপরে এতটাই বিশ্বাস তার যে সবাইকে বলে বেড়াচ্ছে তোমাকে শনিবার রাতে বিছানায় নিয়ে যাবেই।'

'ডোন্ট ওরি,' থমথমে গলায় বলল ক্যাট। 'ওর খবর আছে।'

কেন্ ম্যালোরি শনিবার রাতে তুলে নিতে এল ক্যাটকে। লো-কাট পোশাকে ক্যাটের বাঁধভাঙা যৌবন পরিচ্ছেদের বাঁধন মানতে চাইছে না।

'তোমাকে দারুণ লাগছে,' সপ্রশংস গলায় বলল কেন।

ওকে জড়িয়ে ধরল ক্যাট। 'তোমার চোখে আমি সবসময় দারুণ থাকতে চাই।' ম্যালোরির গায়ের সঙ্গে প্রায় ঝুলে থাকল ও।

গড, ও সত্যি ওটা চাইছে! কথা বলার সময় ঘ্যাসঘেসে শোনাল ম্যালোরির কণ্ঠ। 'শোনো, ক্যাট। একটা কাজ করি এসো। ডিনারে যাওয়ার আগে চলো বিছানায় একটু গড়িয়ে নিই...'

ক্যাট ওর মুখে আদর করে হাত বোলাচ্ছে। 'ওহ্, ডার্লিং আমিও তাই চাইছিলাম। কিন্তু পেগি এখন বাড়িতে।'

পেগি আসলে হাসপাতালে, কাজে ব্যস্ত।

'ওহ্।'

'তবে ডিনারের পরে...' কথাটা শেষ করল না ও।

'বলো!'

'তোমার বাসায় যেতে পারি আমরা।'

ম্যালোরি ওকে জড়িয়ে ধরে চুমু খেল। 'দ্যাটস আ ওয়ান্ডারফুল আইডিয়া!'

ক্যাটকে নিয়ে ও আয়রনহর্সে গেল, মুখরোচক ডিনার করল। সময়টা বেশ উপভোগই করছিল ক্যাট। ম্যালোরি চার্মিং, অ্যামুজিং এবং দারুণ আকর্ষণীয় চেহারা তার। ক্যাট সম্পর্কে তার আগ্রহের শেষ নেই। ওকে জানতে চাইবার এ আগ্রহের মাঝে

কোনো কৃত্রিমতা নেই। ক্যাট জানে ম্যালোরি ওকে পটাতে চাইছে, তবে ওর চোখের দৃষ্টি বলে দেয় ক্যাটের প্রতি তার কমপ্লিমেন্টগুলো নির্ভেজাল।

যদি শুধু ব্যাপারটা জানা না থাকত আমার...

ম্যালোরি খাওয়ার প্রতি মনোযোগ প্রায় দিতেই পারল না। সে শুধু ভাবছে, *আর দুঘণ্টার মধ্যে আমি দশ হাজার ডলার কামাতে যাচ্ছি... আর এক ঘণ্টার মধ্যে আমি দশ হাজার ডলার পেয়ে যাব...আর আধঘণ্টার মধ্যে...*

ওরা কফি পান শেষ করল।

'তুমি রেডি তো?' জিজ্ঞেস করল ম্যালোরি।

ক্যাট ওর হাতে হাত রাখল। 'আমি কতটা রেডি হয়ে আছি তা তুমি কল্পনাও করতে পারবে না, ডার্লিং। লেটস গো।'

ওরা ট্যাক্সি নিয়ে চলল ম্যালোরির অ্যাপার্টমেন্টে। 'তোমার জন্য পুরো দিওয়ানা হয়ে আছি আমি,' বিড়বিড় করল ম্যালোরি। 'তোমার মতো মেয়ে জীবনে আসেনি আমার।'

গ্রান্ডির কথাগুলো মনে পড়ে গেল ক্যাটের : *ওই হারামজাদা ম্যালোরি। নিজের ওপরে এতটাই বিশ্বাস তার যে সবাইকে বলে বেড়াচ্ছে তোমাকে শনিবার রাতে বিছানায় নিয়ে যাবেই।*

অ্যাপার্টমেন্টে পৌঁছে ট্যাক্সি ড্রাইভারের ভাড়া মিটিয়ে দিল ম্যালোরি। ক্যাটকে নিয়ে এলিভেটরে চড়ল। ম্যালোরির মনে হল ওর অ্যাপার্টমেন্টে পৌঁছাতে অসম্ভব বেশি সময় নিচ্ছে এলিভেটর। দরজা মেলে ধরল সে। অধীর গলায় বলল, 'এসো।'

ক্যাট ঘরে পা রাখল।

নিতান্তই সাধারণ চেহারার ব্যাচেলর অ্যাপার্টমেন্ট, তারস্বরে ঘোষণা করছে এ ঘরে নারীর মায়াভরা হাতের উপস্থিতি দরকার।

'বাহ্, বেশ সুন্দর তো,' শ্বাস টেনে বলল ক্যাট। ফিরল ম্যালোরির দিকে। 'ইট'স ইউ।'

দাঁত বের করে হাসল ম্যালোরি। 'চলো, *আমাদের* ঘরটা দেখবে। আমি গান চালিয়ে দিচ্ছি।'

টেপ ডেক চালাতে গেছে ম্যালোরি, চট করে একবার হাতঘড়িতে চোখ বুলিয়ে নিল ক্যাট। বারবারা স্ট্রেইস্যান্ডের সুরেলা কণ্ঠে পূর্ণ হয়ে উঠল কক্ষ।

ম্যালোরি ক্যাটের হাত ধরল, 'লেটস গো, হানি।'

'এক মিনিট,' মৃদু গলায় বলল ক্যাট।

ওর দিকে বিস্মিত দৃষ্টিতে তাকাল ম্যালোরি। 'কী হল?'

'মুহূর্তটি তোমার সঙ্গে আমি উপভোগ করতে চাই। তুমি জানো, শুরু করার আগে...'

'চলো, বেডরুমে গিয়ে মুহূর্তটি উপভোগ করি।'

'আমি একটা ড্রিংক চাই।'

'ড্রিংক?' অসহিষ্ণু স্বরটা চাপা দেয়ার চেষ্টা করল ম্যালোরি।

'বেশ তো। কী খাবে তুমি?'

'ভদকা এবং টনিক, প্লিজ।'

হাসল ম্যালোরি। 'আচ্ছা, নিয়ে আসছি।' সে খুদে বার-এ পা বাড়াল। দুটো ড্রিংক দ্রুত হাতে মেশাল।

আবার ঘড়ি দেখল ক্যাট।

ড্রিংকের গ্লাস হাতে ফিরে এল ম্যালোরি। দিল ক্যাটকে।

'নাও, বেবি।' নিজের গ্লাসটা উঁচু করে ধরল সে। 'টু টুগেদারনেস।'

'টু টুগেদারনেস।' বলল ক্যাট। চুমুক দিল গ্লাসে। 'ওহ্, মাই গড!'

ওর দিকে অবাক চোখে চাইল ম্যালোরি। 'কী হল?'

'এ তো ভদকা!'

'তুমি তো তা-ই চাইলে।'

'চেয়েছিলাম নাকি? দুঃখিত। ভদকা আমার দুচক্ষের বিষ।' ম্যালোরির মুখে পেলব আঙুল ছোঁয়াল ক্যাট। 'আমার জন্য স্কচ এবং সোডা এনে দেবে?'

'নিশ্চয়।' অধৈর্য ভাবটা গোপন করে বার-এ ফিরে গেল ম্যালোরি আরেকটা ড্রিংক নিয়ে আসতে।

ফের ঘড়িতে চোখ বুলাল ক্যাট।

ফিরে এল ম্যালোরি। 'নাও।'

'থ্যাংক ইউ, ডার্লিং।'

মদের গ্লাসে দুবার চুমুক দিল ক্যাট। ম্যালোরি ওর হাত থেকে গ্লাসটা নিয়ে একটা টেবিলে রাখল। ওর কোমরে হাত রেখে আকর্ষণ করল নিজের দিকে, ক্যাট টের পেল উত্থিত হয়ে গেছে ম্যালোরির পুরুষাঙ্গ।

'এখন,' মৃদু গলায় বলল ম্যালোরি। 'চলো, ইতিহাস গড়ি।'

'ওহ্, ইয়েস!' বলল ক্যাট। 'ইয়েস!'

ওকে নিয়ে বেডরুমে ঢুকল ম্যালোরি।

আমি কাজটা করেছি! উল্লসিত ম্যালোরি। *আই হ্যাভ ডান ইট। এবারে জেরিকোর দেয়াল ভাঙব আমি।* ফিরল ক্যাটের দিকে। 'কাপড় খোলো, সোনা।'

'আগে তুমি, ডার্লিং। আমি তোমাকে নগ্ন হতে দেখতে চাই। তাতে উত্তেজনাবোধ করব।'

'আচ্ছা! তবে তাই হোক।'

ক্যাট দাঁড়িয়ে দেখছে ধীরেসুস্থে কাপড় খুলছে ম্যালোরি। প্রথমে জ্যাকেট, তারপর শার্ট এবং টাই, এরপরে জুতো এবং মোজা, তারপর ট্রাউজার্স। অ্যাথলেটদের মতো সুগঠিত শরীর ম্যালোরির।

'তুমি কি উত্তেজিত বোধ করছ, বেবি?'

'ওহ্, ইয়েস। এবারে শর্টস খুলে ফেলো।'

ধীরগতিতে মেঝেতে শর্টস্ খসে পড়তে দিল ম্যালোরি।

ওর দণ্ডটা লোহার মতো শক্ত।

'ওহ্, দারুণ।'

'এখন তোমার পালা।'

'রাইট।'

ঠিক সেসময় ক্যাটের বিপার বেজে উঠল।

চমকে গেল ম্যালোরি। 'হোয়াট দ্য হেল...!'

'ওরা আমাকে ডাকছে,' বলল ক্যাট। 'তোমার ফোনটা ব্যবহার করতে পারি?'

'এখন?'

'হ্যাঁ। নিশ্চয় কোনো ইমার্জেন্সি।'

'এখনই? পরে ফোন করলে হয় না?'

'ডার্লিং, তুমি তো নিয়মকানুন জানোই।'

'কিন্তু...'

ক্যাট ফোন তুলে একটা নাম্বারে ডায়াল করল।

'ডক্টর হান্টার বলছি।' ওপ্রান্তের কথা শুনল সে। 'তাই নাকি? আচ্ছা, আসছি আমি এখুনি।'

হাবার মতো ওর দিকে তাকিয়ে আছে ম্যালোরি। 'কী ব্যাপার?'

'আমাকে এখুনি হাসপাতালে ছুটতে হবে, অ্যাঞ্জেল।'

'এক্ষুনি?'

'হ্যাঁ। আমার এক রোগী মারা যাচ্ছে।'

'একটু পরে গেলে হয় না...?'

'আমি দুঃখিত। পরে কোনো এক রাতে এটা আবার করব আমরা।'

পুরো উদোম হয়ে ঘরে দাঁড়িয়ে আছে ম্যালোরি, দেখছে ক্যাট বেরিয়ে যাচ্ছে, ওর পেছনে বন্ধ হয়ে গেল দরজা। ক্যাটের মদের গ্লাসটা তুলে নিল সে, দেয়ালে আছাড় মেরে ভাঙল। *মাগী...মাগী..মাগী...*

ক্যাট অ্যাপার্টমেন্টে ফিরে দেখল ওর জন্য অধীর আগ্রহ নিয়ে অপেক্ষা করছে পেগি এবং হানি।

'খবর কী?' জিজ্ঞেস করল পেগি। 'আমি ঠিক সময়ে ফোন করেছিলাম তো!'

হেসে উঠল ক্যাট। 'একদম ঠিক সময়ে।'

সন্ধ্যার গল্প বলতে লাগল ক্যাট। ঘরের মাঝখানে উত্থিত লিঙ্গ নিয়ে ন্যাংটো ম্যালোরির দাঁড়িয়ে থাকার বর্ণনা শুনে ওরা হাসতে হাসতে খুন।

পেগি সব শুনে মন্তব্য করল, 'তবে লোকটার ব্যাপারে সাবধানে থেকো, ক্যাট।'

হাসল ক্যাট। 'ও নিয়ে দুশ্চিন্তা কোরো না। তবে এটা ঠিক, যদি না বাজি ধরার ব্যাপারটা জানতাম তাহলে... সে যাক গে, ও একটা সাপ আর আমি সাপুড়ে।'

'আবার কবে ওর সঙ্গে দেখা করছ?' জানতে চাইল হানি।

'ওর উত্তেজনা প্রশমনের জন্য এক হপ্তা সময় দেব।'

ওকে লক্ষ করছিল পেগি। 'তোমারটা না ওরটা?'

ডিনেটোর কালো লিমুজিন ক্যাটের জন্য হাসপাতালের বাইরে অপেক্ষা করছিল। এবারে শ্যাডো একা এসেছে। রাইনো থাকলে ভালো হতো। কারণ শ্যাডোর মধ্যে কীরকম একটা ভীতিকর ব্যাপার আছে, ওকে দেখলেই গা ছমছম করে ওঠে ক্যাটের। লোকটাকে কখনও হাসতে দেখেনি সে, কথাও বলে খুব কম। কিন্তু তার অবয়ব থেকে ভয়ংকর কিছু একটা ঠিকরে বেরোয় যেন।

'ভেতরে ঢুকুন,' ক্যাটকে দেখে বলল সে।

'শোনো,' বিরক্তির সুরে বলল ক্যাট, 'মি. ডিনেটোকে বলবে আমাকে তিনি এভাবে যখন-তখন হুকুম করতে পারেন না। আমি তাঁর চাকরি করি না। আমি তাঁর একবার উপকার করেছি বলে...'

'ভেতরে ঢুকুন। কথাটা আপনি নিজেই তাঁকে বলতে পারবেন।'

ইতস্তত করছে ক্যাট। ও নির্দেশ না মেনে চলে যেতে পারে এবং এর সঙ্গে আর জড়াবে না, কিন্তু তাতে মাইকের যদি বড় কোনো ক্ষতি হয়ে যায়! ও গাড়িতে চড়ে বসল।

এবারের লোকটা রামধোলাই খেয়েছে, লোহার চেইন দিয়ে পেটানো হয়েছে তাকে। লু ডিনেটো লোকটার পাশে দাঁড়িয়ে আছে।

রোগীর দিকে একবার তাকিয়েই ক্যাট বলল, 'একে এক্ষুনি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করুন।'

'ক্যাট,' বলল ডিনেটো, 'এর চিকিৎসা তোমাকে এখানেই করতে হবে।'

'কেন?' চেঁচিয়ে উঠল ক্যাট। জবাবটা জানে ও। আর সেজন্য আতঙ্কিত বোধ করল।

আঠারো

ঝকঝকে সূর্যের আলো নিয়ে স্যানফ্রান্সিসকোয় আজ একটি চমৎকার দিন। রাতের বাতাস বৃষ্টি-মেঘগুলো উড়িয়ে নিয়ে গেছে, রোববারের সকালটা তাই চনমনে আর ঝলমলে।

ম্যালোরি এল পেগিকে তার বাড়ি থেকে তুলে নিয়ে যেতে। ম্যালোরিকে দেখে খুশি লাগছে বলে বিস্ময় বোধ করল পেগি।

'গুড মর্নিং,' বলল ম্যালোরি। 'তোমাকে খুব সুন্দর লাগছে।'

'ধন্যবাদ।'

'আজ কী করছ?'

পেগি বলল, 'শহরটা তোমার। তুমি যেখানে নিয়ে যাবে সেখানে যাব।'

'বেশ।'

'যদি কিছু মনে না করো,' বলল পেগি। 'আমি একবার হাসপাতালে চট করে ঘুরে আসব।'

'আমি যদ্দুর জানি আজ তোমার অফ ডে।'

'হ্যাঁ, তবে আমার এক রোগী আছে হাসপাতালে তাকে নিয়ে খুব চিন্তায় আছি আমি।'

'নো প্রবলেম,' ম্যালোরি ওকে নিয়ে চলে এল হাসপাতালে।

'বেশি দেরি হবে না,' গাড়ি থেকে নেমে পড়ল পেগি।

'আমি এখানেই আছি।'

তিনতলায় জিমি ফোর্ডের রুমে চলে এল পেগি।

এখনও কোমার মধ্যে আছে সে, অসংখ্য টিউবের জালে বন্দি।

এক নার্স ছিল ঘরে। পেগিকে দেখে মুখ তুলে চাইল।

'গুড মর্নিং, ডা. টেলর।'

'গুড মর্নিং।' পেগি জিমির বিছানার ধারে হেঁটে এল।

'কোনো চেঞ্জ নেই?'

'জি না।'

জিমির পালস পরীক্ষা করল পেগি, শুনল ওর হৃদস্পন্দন।

'অনেকদিন তো হয়ে গেল,' বলল নার্স। 'অবস্থা সুবিধের মনে হচ্ছে না, তাই না?'

'ও সুস্থ হয়ে উঠবে,' দৃঢ় গলায় বলল পেগি। বিছানায় শুয়ে থাকা অচেতন দেহটির দিকে ফিরে গলা চড়াল। 'আমার কথা শুনতে পাচ্ছ তুমি? তুমি ঠিক হয়ে যাবে!' কোনো প্রতিক্রিয়া নেই। কিছুক্ষণের জন্য চোখ বুজে রেখে নীরবে একটা প্রার্থনা করল পেগি। 'কোনো পরিবর্তন লক্ষ করলেই আমাকে জানাবে।'

'জি, ডক্টর।'

ও মরবে না, মনে মনে বলল পেগি। *আমি ওকে মরতে দেব না...*

পেগিকে আসতে দেখে গাড়ি থেকে নেমে দাঁড়াল ম্যালোরি। 'সবকিছু ঠিক আছে তো?'

নিজের মন খারাপের কথা বলে ম্যালোরির মন খারাপ করে দিতে চায় না পেগি। বলল, 'সব ঠিক আছে।'

'চলো, আজ ট্যুরিস্টদের মতো ঘুরে বেড়াই।' বলর ম্যালোরি।

'রাষ্ট্রীয় আইন রয়েছে সকল ট্যুরিস্টকে যাত্রা শুরু করতে হয় ফিশারম্যান'স হোয়ার্ফ থেকে।'

হাসল পেগি। 'তাহলে আমাদের আইন ভাঙা উচিত হবে না।'

ফিশারম্যান'স হোয়ার্ফ যেন এক আউটডোর কার্নিভ্যাল। রাস্তায় যারা বিনোদন বিতরণ করে বেড়ায় তারা সকলে নেমে পড়েছে রাজপথে। এদের মধ্যে মূকাভিনেতা, ক্লাউন, নৃত্যশিল্পী এবং যন্ত্রীর দল রয়েছে। ফেরিঅলারা ধোঁয়া ওঠা কড়াইতে কাঁকড়া এবং ঝিনুক বিক্রি করছে তাজা ব্রেডসহ।

'এমন জায়গা কোথাও তুমি পাবে নাকো খুঁজে,' সুর করে বলল ম্যালোরি।

ওর উচ্ছ্বাস স্পর্শ করল পেগিকে। ফিশারম্যান হোয়ার্ফ-এ এর আগেও এসেছে ও, স্যানফ্রান্সিসকোর বেশিরভাগ ট্যুরিস্ট সাইট ওর দেখা। তবু ম্যালোরির উৎসাহটা নষ্ট করতে সায় দিল না মন।

'ক্যাবল কারে উঠেছ কখনও?' জিজ্ঞেস করল ম্যালোরি।

'না।' যদিও গত সপ্তাহেই ওতে চড়েছে পেগি।

'তাহলে তো আসল মজার জিনিসই দ্যাখোনি! এসো।'

পাওয়েল স্ট্রিটে হেঁটে গেল দুজনে, চড়ে বসল একটি ক্যাবল কারে। ম্যালোরি জানাল, 'এর নাম হ্যালিডি'স ফোলি। এটা ১৮৭৩ সালে তৈরি করেছেন ফোলি।'

'আশা করি এটাই ওদের শেষ কার নয়!'

হেসে উঠল ম্যালোরি। 'আরে না! হাইস্কুলে পড়ার সময় সাপ্তাহিক ছুটির দিনে ট্যুর গাইডের কাজ করতাম।'

'তুমি নিশ্চয় গাইড হিসেবে খুব ভালো ছিলে।'

'সবার সেরা ছিলাম বলো। আমার ভাষণ শুনবে দু-একটা?'

'বলো তো শুনি।'

জ্যাসন ট্যুর গাইডের মতো নাকিসুরে টেনে টেনে বলতে লাগল, 'লেডিস অ্যান্ড জেন্টলমেন, আপনাদের অবগতির জন্য জানাচ্ছি যে, স্যানফ্রান্সিসকোর প্রাচীনতম রাস্তাটি হল গ্রান্ট এভিন্যু। দীর্ঘতম রাস্তা হল মিশন স্ট্রিট—সাড়ে সাত মাইল লম্বা—একশো পঁচিশ ফুট প্রশস্ততা নিয়ে সবচেয়ে চওড়া রাস্তাটির নাম ভ্যান নেস এভিন্যু। আর সবচেয়ে সরু রাস্তা ডিকরোট স্ট্রিট মাত্র সাড়ে চার ফুট চওড়া। আর সবচেয়ে খাড়া রাস্তা হল ফিলবার্ট স্ট্রিট।' পেগির দিকে তাকিয়ে হাসল সে। 'দেখেছ, এখনও সবকিছু পরিষ্কার মনে আছে?'

ক্যাবল কার থেকে নেমে ম্যালোরির দিকে তাকিয়ে হাসল পেগি। 'এরপরে কী?'

'আমরা ঘোড়ার গাড়িতে চড়ব।'

দশ মিনিট পরে ওরা ঘোড়ায় টানা গাড়িতে উঠে বসল। ফিশারম্যান হোয়ার্ফ থেকে নর্থ বিচের ঘিরাডেল্লি স্কোয়ারে চলল। যাত্রাপথে দর্শনীয় স্থানগুলো আঙুল তুলে দেখাল ম্যালোরি। ভ্রমণটা ও দারুণভাবে উপভোগ করছে দেখে পেগি নিজেই যারপরনাই বিস্মিত।

কয়েট টাওয়ারে উঠে ওরা পুরো শহর দেখল। টাওয়ার থেকে নেমে আসার পরে ম্যালোরি প্রশ্ন করল, 'তোমার খিদে পেয়েছে?'

তাজা বাতাসে খুব খিদে পেয়ে গেছে পেগির। বলল, 'হুঁ।'

'গুড। চলো পৃথিবীর অন্যতম সেরা চাইনিজ রেস্টুরেন্টে টমি টয়েস-এ আজ তোমাকে আমি খাওয়াব।

হাসপাতালের কর্মকর্তাদের কাছে এ রেস্টুরেন্টের সুখ্যাতি শুনেছে পেগি।

খাওয়াটা হল ভোজসভার খাবারের মতো। ওরা শুরু করল চিলিসস সহযোগে লবস্টার পট স্টিকার দিয়ে। গরম, টক স্বাদের সুপের সঙ্গে থাকল সীফুড। তারপর এল বরফশাদা মটরশুঁটি এবং বাদাম-মাখানো চিকেন ফিলে, সেজুয়ান সস ও ভিল ফিলে। আর থাকল চাররকম গন্ধ এবং স্বাদ মাখানো ফ্রায়েড রাইস। ডোনাট হিসেবে ওরা নিল পিচ মুসে। রান্নাটা খুবই চমৎকার হয়েছে।

'তুমি কি এখানে প্রায়ই আসো?' শুধাল পেগি।

'সুযোগ পেলেই চলে আসি।'

ম্যালোরির মধ্য শিশুসুলভ এমন একটা ব্যাপার আছে যা পেগির খুব ভাল লাগছে।

'আচ্ছা, তুমি কি সবসময়ই আর্কিটেক্ট হতে চেয়েছ?'

'আমার আর্কিটেক্ট হওয়া ছাড়া অন্য কোনো উপায় ছিল না,' হাসল ম্যালোরি। 'আমার প্রথম খেলনা ছিল ইরেক্টর সেট। কোনোকিছু নিয়ে স্বপ্ন দেখাটা যেমন উত্তেজনাকর তারচেয়েও বেশি উত্তেজক যখন সে স্বপ্ন পূরণ হয়—তুমি যে শহরে বাস করছ সে শহরের অনেক দালানকোঠা তোমার হাতে তৈরি, ভাবতেই রোমাঞ্চ জাগে মনে।'

আমি তোমাকে তাজমহল বানিয়ে দেব। যত দিন লাগে লাগুক পরোয়া করি না।

'আমি সৌভাগ্যবানদের একজন, পেগি। আমি যা করতে ভালোবাসি সেসব করেই কেটে যাচ্ছে। আর কোনো কাজ আমি করতে চাই না, অন্য কোনো শহরেও বাস করার ইচ্ছেও আমার নেই।' ম্যালোরির কণ্ঠে উত্তেজনা। 'একজন মানুষ যা চায় সব আছে এ শহরে। এ শহরে আমি কখনও ক্লান্তি অনুভব করি না।'

পেগি ওর উচ্ছ্বসিত চেহারা দেখছে। 'তুমি বিয়ে করনি?'

কাঁধ ঝাঁকাল ম্যালোরি। 'একবার করেছিলাম। দুজনেরই বয়স খুব কম ছিল। টেকেনি বিয়েটা।'

'আমি দুঃখিত।'

'দুঃখিত হবার কিছু নেই। আমার সাবেক স্ত্রী এক অত্যন্ত ধনী মাংসবিক্রেতাকে বিয়ে করেছে। আর তুমি? তুমি কোনোদিন বিয়ে করোনি?'

বড় হয়ে আমিও ডাক্তার হব। আমরা বিয়ে করব। একসঙ্গে কাজ করব।

'না।'

বে ক্রুজে চেপে ওরা ঘুরে বেড়াল গোল্ডেন গেট এবং বে ব্রিজ। ম্যালোরি আবার ট্যুর গাইডের ভঙ্গি নকল করল, 'এবং লেডিস অ্যান্ড জেন্টলমেন, ওটা হল আলকাটরাজ মেশিনগান কেলি, আল কাপু, রবার্ট স্টাউড ওরফে বার্ড ম্যান-এর মতো কুখ্যাত ক্রিমিনালরা ওই বাড়িটিতে একদা বসবাস করতেন। স্প্যানিশে 'আলকাটরাজ' মানে হল পেলিকান-এর আসল নাম ইসলা দেস লস আলকাট্রাসেস। তুমি কি জানো এখানে কয়েদিদের প্রতিদিন গোসল করতে দেয়া হতো না?'

'না।' জানতাম না।'

'এর কারণ হল ওরা পালাবার চেষ্টা করলে যেন উপকূলের শীতল পানি সহ্য করতে না পারে, সেজন্য।'

'কথাটা কি সত্য?' জিজ্ঞেস করল পেগি।

'আমি কি কোনোদিন তোমাকে মিথ্যাকথা বলেছি?'

শেষ বিকেলের দিকে ম্যালোরি জিজ্ঞেস করল, 'তুমি কখনও নোই ভ্যালিতে গিয়েছ?'

মাথা নাড়ল পেগি। 'না।'

'চলো, তোমাকে জায়গাটা ঘুরিয়ে দেখাই। একসময় ওখানে অনেক খামারবাড়ি এবং ছোট ছোট নদী, জলধারা ছিল। এখন ওখানে নানা রঙের ভিক্টোরিয়ান বাড়ি এবং বাগানে ভর্তি। বাড়িঘরগুলো বহু প্রাচীন।' একটু ইতস্তত করে যোগ করল ম্যালোরি। 'আমার বাড়ি ওখানে। যাবে দেখতে?' পেগির প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করছে। 'পেগি, আমি তোমার প্রেমে পড়ে গেছি।'

'কিন্তু আমরা তো পরস্পরকে ভালো করে চিনিই না। কী করে তুমি...?'

'তুমি যে মুহূর্তে বললে, "আপনি কি জানেন না যে শাদা কোট পরে রাউন্ডে বেরুতে হয়" সে-মুহূর্ত থেকে আমি তোমার প্রেমে পড়ে গেছি।'

'ম্যালোরি...'

'আমি প্রথমদর্শনের প্রেমের দৃঢ় বিশ্বাসী। আমার দাদা আমার দাদিকে পার্কে সাইকেল চালাতে দেখে তাঁর পিছু নিয়েছিলেন, তিনমাস পরে দুজনের বিয়ে হয়ে যায়। পঞ্চাশ বছর তাঁরা একত্রে ঘর করেছেন, মৃত্যুর আগপর্যন্ত। আমার বাবা আমার মাকে রাস্তা পার হতে দেখেছিলেন। তিনি তখুনি সিদ্ধান্ত নেন মাকে বিয়ে করবেন। পঁয়তাল্লিশ বছর ধরে তাঁরা সুখে ঘর-সংসার করছেন। আমাদের পরিবারে এভাবেই চলে আসছে। আমি তোমাকে বিয়ে করতে চাই।'

সত্য বলার সময় উপস্থিত।

ম্যালোরির দিকে তাকাল পেগি। ভাবছে। *আলফ্রেডের পরে এ মানুষটির প্রতিই আমি প্রথম আকর্ষণ অনুভব করছি। ও বুদ্ধিমান, প্রশংসাযোগ্য খাঁটি একজন মানুষ। একজন নারী একজন পুরুষের কাছে যা যা চায় তার সবই ওর মধ্যে রয়েছে। কিন্তু আমার হয়েছেটা কী? আমি একটা ভূতকে আঁকড়ে ধরে আছি।*

ওর বুকের ভেতর থেকে তবু কে যেন বলছিল একদিন ওর কাছে ফিরে আসবে আলফ্রেড।

ম্যালোরির দিকে তাকিয়ে থেকে একটা সিদ্ধান্তে পৌঁছে গেল পেগি।

'ম্যালোরি...'

এমন সময় বেজে উঠল পেগির বিপার।

'পেগি...'

'আমার একটা ফোন করতে হবে,' দুই মিনিট পরে হাসপাতালের সঙ্গে কথা বলতে লাগল পেগি।

ম্যালোরি দেখল কথা বলতে বলতে পাণ্ডুরবর্ণ ধারণ করেছে পেগির চেহারা।

ফোনে রীতিমতো চিৎকার করছে পেগি। 'না। অ্যাবসোলিউটলি নট! ওদেরকে বলো আমি এক্ষুনি আসছি।' ঠকাশ করে নামিয়ে রাখল ফোন।

'কী ব্যাপার?' জানতে চাইল ম্যালোরি।

ওর দিকে অশ্রুসজল চোখে ফিরল পেগি। 'জিমি ফোর্ড, আমার রোগী। ওরা ওর শরীর থেকে রেসপিরেটর সরিয়ে ফেলার কথা বলছে। ওরা ওকে মেরে ফেলবে।'

জিমি ফোর্ডের ঘরে ঢুকে পেগি দেখল বিছানার পাশে বসে আছেন তিনজন লোক। জর্জ ইংলুন্ড, বেনজামিন ওয়ালেস এবং একজন আইনজীবী, সিলভেস্টার ডামোনি।

'এখানে হচ্ছে কী?' চেঁচাল পেগি।

কথা বললেন বেনজামিন ওয়ালেস। 'আজ সকালে হসপিটাল এথিক্স কমিটির মিটিং হয়েছে। বৈঠকে সবাই এ ব্যাপারে একমত হয়েছেন যে, জিমি ফোর্ডের আর

বেঁচে থাকার সম্ভাবনা নেই। আমরা ঠিক করেছি ওর রেসপিরেটরি সরিয়ে—'

'না!' বলল পেগি। 'আপনারা তা করতে পারেন না। আমি ওর ডাক্তার। আমি বলছি ওর সুস্থ হবার সম্ভাবনা রয়েছে। আমরা ওকে মরতে দিতে পারি না।'

সিলভেস্টার ডামোনি বললেন, 'আপনি কোনো সিদ্ধান্ত নিতে পারেন না, ডাক্তার।

পেগি লোকটার দিকে তাকিয়ে ফুঁসে উঠল। 'কে আপনি?'

'আমি ফ্যামিলি অ্যাটর্নি।' একটা ডকুমেন্ট বের করে পেগির হাতে দিলেন তিনি। 'এটা জিমি ফোর্ডের উইল। এতে সুনির্দিষ্টভাবে বলা হয়েছে সে লাইফ স্ট্রেমিং ট্রমায় ভুগছে। তাকে যন্ত্রের সাহায্যে বাঁচিয়ে রাখার কোনো মানে নেই।'

'কিন্তু আমি তার শারীরিক অবস্থা মনিটর করছি,' অনুনয়ের গলায় বলল পেগি। 'সে কিছুদিন ধরে স্টাবিলাইজড অবস্থায় আছে। যে-কোনো মুহূর্তে কোমার কবল থেকে তার মুক্তি ঘটতে পারে।'

'এ ব্যাপারে আপনি নিশ্চয়তা দিচ্ছেন?' জিজ্ঞেস করলেন ডামোনি।

'না, তবে...'

'তাহলে আপনাকে হুকুম মাফিক কাজ করতে হবে, ডাক্তার।'

পেগি বিছানায় শোয়া জিমির দিকে তাকাল। 'না! দয়া করে আর কটা দিন অপেক্ষা করুন।'

মসৃণ গলায় আইনজীবী বললেন, 'ডক্টর, রোগী বেশিদিন হাসপাতালে থাকলে তাতে কর্তৃপক্ষেরই লাভ। কিন্তু জিমি ফোর্ডের পরিবার আর তার চিকিৎসা-খরচ বহন করতে পারছে না। আমি আপনাকে নির্দেশ দিচ্ছি ওর শরীর থেকে রেসপিরেটর সরিয়ে ফেলুন।'

'আর এক কিংবা দুদিন,' মরিয়া হয়ে বলল পেগি।

'আমি নিশ্চিত...'

'না,' কঠোর গলায় বললেন ল ইয়ার। 'আজকেই খুলতে হবে।'

জর্জ ইংলুন্ড পেগির দিকে তাকিয়ে বললেন, 'আমি দুঃখিত। কিন্তু আমাদের কিছু করার নেই।'

'ধন্যবাদ, ডক্টর,' বললেন আইনজীবী। 'বিষয়টি আপনার ওপরেই ছেড়ে দিলাম। আপনিই সামাল দিন।' বেনজামিন ওয়ালেসের দিকে ফিরলেন। 'সহযোগিতার জন্য ধন্যবাদ। গুড ডে।'

বেরিয়ে গেলেন আইনজীবী।

'জিমির সঙ্গে আমরা এরকম করতে পারি না!' বলল পেগি। গলা খাঁকারি দিলেন ডা. ওয়ালেস। 'পেগি...'

'ওকে এখান থেকে সরিয়ে নিয়ে অন্য কোনো ঘরে লুকিয়ে রাখি? ওকে সারিয়ে তোলার অন্য কোনো উপায় নিশ্চয় আছে যার কথা আমাদের মাথায় আসেনি। নিশ্চয় কিছু...'

বেনজামিন ওয়ারেস বললেন, 'এটা কোনো অনুরোধ নয়। এটা আদেশ।' জর্জ ইংলুন্ডের দিকে ফিরলেন তিনি। 'আপনি কি...?'

'না!' বলল পেগি। 'আ...আমি করছি।'

'বেশ।'

'কিছু মনে করবেন না, ওর সঙ্গে আমি একটু একা থাকতে চাই।'

পেগির বাহুতে মৃদু চাপ দিলেন জর্জ ইংলুন্ড। 'আমি দুঃখিত, পেগি।'

'জানি আমি।'

ওরা দুজন বেরিয়ে গেলেন ঘর থেকে।

অচেতন ছেলেটির সঙ্গে পেগি এখন একা। রেসপিরেটরের দিকে তাকাল। এ জিনিসটাই জিমিকে এখনও বাঁচিয়ে রেখেছে। রেসপিরেটর খুললেই ওর জীবনপ্রদীপ নিভে যাবে। কিন্তু ওর কত সুন্দর সুন্দর স্বপ্ন ছিল, আশা ছিল মনে।

আমি একদিন ডাক্তার হব। আমি আপনার মতো হতে চাই।

জানেন আমি বিয়ে করব?...ওর নাম বেটসি...আমাদের আধডজন বাচ্চা হবে। প্রথম মেয়েটির নাম রাখব পেগি।

জীবনের প্রতি জিমির বড্ড মায়া।

পেগি ওর দিকে তাকিয়ে আছে, চোখের জল ঝাপসা করে দিচ্ছে দৃষ্টি। 'ড্যাম ইউ!' বলল ও। 'তুমি হেরে যাচ্ছ!' ফোঁপাচ্ছে পেগি। 'তোমার স্বপ্নগুলোর কী হল? তুমি না ডাক্তার হবে বলেছিলে! জবাব দাও! আমার কথা শুনতে পাচ্ছ? চোখ খোলো! তাকাও আমার দিকে!' কিন্তু বিবর্ণ শরীরে কোনো সাড়া নেই। 'আয়াম সরি।' বলল পেগি। 'আয়াম সো সরি!' ঝুঁকে জিমির গালে চুমু খেল। ধীরে ধীরে সিধে হচ্ছে, দেখল চোখ মেলে তাকিয়েছে জিমি।

'জিমি! জিমি!'

একবার পিটপিট করেই আবার চোখ বুজে ফেলল জিমি। পেগি ছেলেটির হাত, চেপে ধরল। ঝুঁকে এল সামনে। কাঁদতে কাঁদতে বলল, 'জিমি, সেই রোগীর গল্পটা তোমার জানা আছে যাকে শিরায় নল ঢুকিয়ে খাওয়ানো হত? সে একদিন ডাক্তারের কাছে অতিরিক্ত একটা বোতল চাইল। লাঞ্চে তার নাকি এক অতিথি আসবে।'

উনিশ

নিজেকে খুব সুখি লাগছে হানির। এরকম সুখি কোনোদিন লাগেনি। রোগীদের সঙ্গে তার সম্পর্কটা বেশ আন্তরিক। ও মনপ্রাণ দিয়ে রোগীদের সেবা করে। ও বুড়ো-শিশু সকলের চিকিৎসা করে। ডা. ওয়ালেস এ-ব্যাপারটি নিশ্চিত করেছেন যে হানি যেন হাসপাতালেই থাকে এবং নিজের প্রয়োজনের সময় যেন ওকে পাওয়া যায়।

নার্সদেরকে ঈর্ষা করে হানি। জটিল কোনো মেডিকেল সিদ্ধান্ত নেয়ার দরকার হয় না ওদের, দিব্যি রোগীদের সেবা করে চলেছে। *আমি কোনোদিন ডাক্তার হতে চাইনি,* মনে মনে বলে হানি। *আমি সবসময় চেয়েছি নার্স হতে।*

ট্যাফট পরিবারের কেউ কোনোদিন নার্সের পেশা বেছে নেয়নি।

বিকেলে হানি হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে চলল যে কোম্পানি এবং স্ট্রিটলাইট রেকর্ডসে। শিশুবিভাগের শিশুরোগীদের জন্য কিছু উপহার কিনবে।

'বাচ্চাদেরকে আমি ভালোবাসি,' ক্যাটকে বলল ও।

'তুমি কি অনেকগুলো বাচ্চার মা হতে চাও?'

'সে দেখা যাবে,' মুচকি হাসল হানি। 'তবে আগে বাচ্চাদের বাবাকে তো খুঁজে বের করতে হবে।'

বৃদ্ধ রোগীদের ওয়ার্ডে হানির একজন প্রিয় রোগী হলেন ড্যানিয়েল ম্যাকগুইর, নব্বুই বছরের সদাহাস্যময় এক বৃদ্ধ। তাঁর লিভারের অবস্থা খুবই খারাপ। যৌবনে তিনি জুয়াড়ি ছিলেন, হানির সঙ্গে বাজি ধরতে খুব পছন্দ করেন।

'তোমার সঙ্গে পঞ্চাশ সেন্ট বাজি ধরলাম যে আর্দালি আজ আমার নাশতা আনতে দেরি করবে।'

'এক ডলার বাজি আজ বিকেলে বৃষ্টি হবে।'

'বাজি ধরে বলতে পারি জায়ান্টস জিতবে।'

হানি বুড়োর সঙ্গে বাজি ধরতে কখনও আপত্তি করে না।

'আমার সেরে ওঠার সম্ভাবনা দশের মধ্যে এক ভাগ,' বলেন ডেনিয়েল। 'এ ব্যাপারে তোমার সঙ্গে বাজি।'

'এ ব্যাপারে আপনার সঙ্গে আমি বাজি ধরতে রাজি নই,' বলে হানি। 'কারণ আপনি জানেন আমি আপনার দলে।' হানির হাত ধরেন বৃদ্ধ। 'জানি আমি,' মুচকি হাসি ঠোঁটে। 'যদি আমার বয়েসটা শুধু কয়েক বছর কম হত...'

হেসে ওঠে হানি, 'নেভার মাইন্ড। বুড়োদেরকে আমি পছন্দ করি।'

একদিন সকালে ডেনিয়েলের কাছে একটি চিঠি এল। হানি চিঠিটি নিয়ে গেল বৃদ্ধের কাছে।

'চিঠিটি একটু পড়ে শোনাবে?' ডেনিয়েল চোখে ভালো দেখতে পান না।

'নিশ্চয়।' বলল হানি। খাম খুলল। চিঠিতে এক পলক চোখ বুলিয়েই চিৎকার দিল। 'আপনি লটারি জিতেছেন! পঞ্চাশ হাজার ডলার! অভিনন্দন!'

'আমি জানতাম আমি একদিন লটারি জিতবই,' সমান তালে বুড়োও চেঁচালেন। 'এসো, আমাকে হাগ করো।'

হানি বুড়োকে আলিঙ্গন করল।

'তুমি জানো, হানি, আমি পৃথিবীর সবচেয়ে সৌভাগ্যবান মানুষ।'

হানি সেদিন বিকেলে বুড়োকে দেখতে এসে দেখল মারা গেছেন তিনি। জীবনের সবচেয়ে মূল্যবান বাজিতে হেরে গেছেন।

হানি ডক্টরস লাউঞ্জে ঢুকেছে, ডা. স্টিভেনস ঢুকল ঘরে। 'এখানে কেউ ভার্গো আছে?'

হেসে উঠল এক ডাক্তার। 'ভার্জিন কাউকে চাইলে পাবেন বলে মনে হয় না।'

'ভার্গো,' পুনরাবৃত্তি করল স্টিভেনস। 'কন্যারাশির কাউকে দরকার আমার।'

'আমি কন্যারাশির জাতিকা,' বলল হানি। 'সমস্যাটা কী?'

ডাক্তার হেঁটে গেল হানির কাছে। 'সমস্যা হল আমার কপালে এক ম্যানিয়াক জুটেছে। সে কন্যারাশির জাতিকা ছাড়া আর কারও কাছে চিকিৎসা নিতে রাজি নয়।'

সিধে হল হানি। 'আমি দেখছি ব্যাপারটা।'

'ধন্যবাদ। মহিলার নাম ফ্রান্সিস গর্ডন।'

ফ্রান্সিস গর্ডনের হিপ রিপ্লেসমেন্ট হয়েছে। হানি ঘরে ঢোকা মাত্র সে চোখ তুলে তাকাল। 'তুমি কন্যারাশির জাতক, তাই না?'

হাসল হানি, 'জি।'

'কুম্ভ আর সিংহ রাশির ডাক্তারগুলো জানেই না ওরা কী করছে। ওরা রোগীদের সঙ্গে এমন আচরণ করে যেন সবাই মাংসের টুকরো।'

'এখানকার ডাক্তাররা সবাই খুব ভালো,' আপত্তির সুরে বলল হানি। তারা—'

'হ্যাঁ! ওদের বেশিরভাগই টাকা ছাড়া কিছু চেনে না।'

হানির দিকে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তাকাল সে। 'তবে তুমি আলাদা।'

হানি খাটের পায়ার কাছে রাখা চার্টে চোখ বুলাল, বিস্ময় ফুটল চোখে।

'কী হয়েছে? অমনভাবে কী দেখছ?'

চোখ পিটপিট করল হানি। 'চার্টে বলছে আপনার পেশা...আপনি একজন সাইকিক।'

মাথা ঝাঁকাল ফ্রান্সিস গর্ডন। 'দ্যাটস রাইট। তুমি সাইকিকদের বিশ্বাস করো না!'

মাথা নাড়ল হানি। 'না।'

'খুব খারাপ। এক মিনিট বসো।'

চেয়ারে বসল হানি।

'তোমার হাতটা দেখি।'

ডানে-বামে মাথা নাড়ল হানি। 'আমি সত্যি...'

'এসো তো, হাতটা দেখতে দাও।'

অনিচ্ছাসত্ত্বেও হাত বাড়িয়ে দিল হানি।

ফ্রান্সিস গর্ডন কিছুক্ষণ হাতে নজর বুলিয়ে বন্ধ করল চোখ। চোখ খোলার পরে বলল, 'তুমি কঠিন একটা জীবন যাপন করেছ, তাই না?'

সবাই কঠিন জীবন-যাপন করে, মনে মনে বলল হানি।

এরপরে মহিলা বলবে আমি জাহাজ ভ্রমণে যাচ্ছি।

'তুমি জীবনে অনেক পুরুষকে ব্যবহার করেছ, ঠিক?'

হানির শরীর শক্ত হয়ে গেল।

'তোমার ভেতরে সম্প্রতি কিছু পরিবর্তন এসেছে—এসেছে না?'

ঘর থেকে একছুটে বেরিয়ে যেতে ইচ্ছে করছে হানির। মহিলা ওকে নার্ভাস করে তুলছে। হাতটা টেনে আনছে ও।

'তুমি প্রেমে পড়তে যাচ্ছ।'

হানি বলল, 'আমাকে এখন...'

'সে পেশায় চিত্রশিল্পী।'

'আমি কোনো চিত্রশিল্পীকে চিনি না।'

'চিনবে,' ফ্রান্সিস গর্ডন ছেড়ে দিল হানির হাত।

'আমার সঙ্গে দেখা কোরো,' হুকুম দিল সে।

'আচ্ছা।'

পালিয়ে গেল হানি।

হানি মিসেস ওয়েনসকে দেখতে এল। ওর নতুন রোগী। হালকা-পাতলা গড়ন, চেহারা দেখলে মনে হয় বয়স পঞ্চাশ ছুঁইছুঁই করছে, যদিও চার্টে লেখা এর বয়স আটাশ। মহিলার নাক ভাঙা, দুচোখে গাঢ় কালশিটে, ক্ষতবিক্ষত মুখটা ফোলা।

হানি মিসেস ওয়েনসের বিছানার পাশে এসে দাঁড়াল।

'আমি ডা. ট্যাফট।'

মহিলা মাছের মতো ভোঁতা নিষ্প্রাণ চাউনি নিয়ে তাকাল হানির দিকে। নির্বাক।

'আপনার কী হয়েছে?'

'সিঁড়িতে পা পিছলে পড়ে গিয়েছিলাম,' কথা বলার সময় দেখা গেল তার ওপরের পাটির দুটো দাঁত নেই।

হানি চার্টে চোখ ফেরাল। 'এখানে বলছে আপনার পাঁজরের দুটো হাড় ভেঙেছে এবং পেলভিসে ফ্রাকচার হয়েছে।'

'হুঁ। অনেক জোরে পড়ে গিয়েছিলাম।'

'চোখে কালশিটে পড়ল কীভাবে?'

'সিঁড়ি থেকে পড়ে গিয়ে।'

'আপনি বিবাহিতা?'

'হুঁ।'

'বাচ্চাকাচ্চা আছে?'

'দুটো।'

'আপনার স্বামী কী করেন?'

'এসবের মধ্যে আমার স্বামীকে টেনে আনবেন না, ঠিক আছে?'

'না, ঠিক নেই।' বলল হানি। 'আপনার স্বামী আপনাকে মেরেছে তাই না?'

'কেউ আমাকে মারেনি।'

'আমি পুলিশ কেস করব।'

হঠাৎ আতঙ্কিত দেখাল মিসেস ওয়েনসকে। 'না! প্লিজ, ওসব করতে যাবেন না!'

'কেন করব না?'

'ও আমাকে খুন করে ফেলবে! আপনি ওকে চেনেন না!'

'আপনাকে কি সে এর আগেও মেরেছে?'

'হ্যাঁ, তবে ও...ইচ্ছে করে মারে না। মাতাল হলেই ওর মাথায় রাগ চড়ে যায়।'

'আপনি এ লোককে ছেড়ে চলে যাচ্ছেন না কেন?'

কাঁধ ঝাঁকাল মিসেস ওয়েনস, সামান্য নড়াচড়াতেই ব্যথায় কুঁচকে গেল মুখ। 'বাচ্চাদের নিয়ে আমার কোথাও যাওয়ার জায়গা নেই।'

হানি খুব রেগে গেল। 'আপনাকে এমন অত্যাচার সহ্য করতে হবে না। আপনাদেরকে আশ্রয় এবং নিরাপত্তা দেয়ার জন্য অনেক এজেন্সি আছে।'

হতাশ ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল মহিলা। 'আমার কাছে টাকাপয়সা নেই। আমি আমার সেক্রেটারির চাকরিটাও হারিয়েছি যখন ও...' আর বলতে পারল না সে।

হানি মহিলার হাত ধরল। 'আপনি সুস্থ হয়ে যাবেন। দেখছি আপনার জন্য কী করা যায়।'

পাঁচ মিনিট পরে গটগট করে ডা. ওয়ালেসের ঘরে ঢুকল হানি। ওকে দেখে উদ্ভাসিত হলেন ওয়ালেস। চিন্তা করলেন হানি আজ তাঁর জন্য কী নিয়ে এসেছে।

বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন জিনিস ব্যবহার করেছে ও। কখনো গরম মধু, গরম পানি, তরল চকোলেট এবং ওয়ালেসের প্রিয় ম্যাপল সিরাপ। হানির উদ্ভাবনকুশলতার তুলনা হয় না।

'দরজাটা বন্ধ করে দাও, সোনা।'

'আমি বসতে আসিনি, বেন। কাজে ফিরব,' মিসেস ওয়েনসের কথা ওয়ালেসকে বলল ও।

'পুলিশ কেস করো,' বললেন ওয়ালেস। 'এটাই আইন।'

'কিন্তু আইন মহিলাকে এর আগে রক্ষা করতে পারেনি। সে তার স্বামীর কবল থেকে মুক্তি পেতে চায়। সেক্রেটারির কাজ করেছে। আপনার না নতুন একজন ফাইল ক্লার্কের দরকার?'

'হ্যাঁ, দরকার। তবে...এক মিনিট!'

'ধন্যবাদ,' বলল হানি। 'মহিলাকে আমরা নিজের পায়ে দাঁড়াতে সাহায্য করব। সে যেন থাকার মতো একটা জায়গা এবং নতুন একটা চাকুরি পেতে পারে সে ব্যবস্থা করতে হবে।'

দীর্ঘশ্বাস ছাড়লেন ওয়ালেস, 'দেখছি কী করা যায়।'

'আমি জানি আপনি করবেন,' বলল হানি।

পরদিন সকালে মিসেস ওয়েনসের সঙ্গে দেখা করল হানি।

'আজ কেমন বোধ করছেন?' জিজ্ঞেস করল ও।

'আগের চেয়ে ভালো, ধন্যবাদ। কবে আমি বাড়ি ফিরতে পারব? বেশিদিন হাসপাতালে থাকাটা আমার স্বামী পছন্দ করবে না—'

'আপনার স্বামী আপনাকে আর বিরক্ত করতে পারবে না,' দৃঢ় গলায় বলল হানি। 'আপনার এবং আপনার সন্তানদের জন্য একটা ব্যবস্থা না করা পর্যন্ত আপনি এখানেই থাকবেন। সুস্থ হয়ে উঠুন, তারপর এ হাসপাতালেই আপনার একটা চাকরি জুটিয়ে দেয়া যাবে।'

অবিশ্বাস ফুটল মিসেস ওয়েনসের চোখে। 'আপনি...আপনি সত্যি বলছেন!'

'হ্যাঁ। বাচ্চাদের নিয়ে আপনি নিজের বাড়িতে থাকবেন। যে আতঙ্কের মধ্যে আপনি এতদিন ধরে বসবাস করছেন সে ভয়ের জগতে আপনাকে আর ফিরে যেতে হবে না। আপনি সম্মানজনক ভালো একটি চাকরি করবেন।'

হানির হাত চেপে ধরল মিসেস ওয়েনস। 'জানি না কী বলে আপনাকে ধন্যবাদ দেব।' ফোঁপাচ্ছে সে। 'আমার কেমন লাগছে আপনাকে বলে বোঝাতে পারব না।'

'আমি বুঝতে পারছি,' বলল হানি। 'আপনি ঠিক হয়ে যাবেন।'

শুধু মাথা ঝাঁকাল মহিলা, আবেগে বাক্যহারা।

পরদিন হানি মিসেস ওয়েনসের ঘরে এসে দেখে ঘর খালি।

'উনি কোথায়?' জিজ্ঞেস করল হানি।

'আজ সকালে ওঁর স্বামীর সঙ্গে চলে গেছেন,' জবাব দিল নার্স।

PA সিস্টেমে ওর নাম ডাকা হচ্ছে। 'ডা. ট্যাফট...রুম ২১৫...ডা. ট্যাফট...রুম ২১৫।'

২১৫ নম্বর রুমে ডা. রিটার অপেক্ষা করছিলেন হানির জন্য। বিছানায় ২৪/২৫ বছরের এক ইন্ডিয়ান শুয়ে আছে। ডা. রিটার বললেন, 'এ তোমার রোগী?'

'জি।'

'চার্টে লেখা দেখলাম এ ইংরেজি বলতে পারে না।'

'জি।'

হানিকে চার্ট দেখালেন ডা. রিটার। 'এসব তুমি লিখেছ? বমি, খিঁচুনি, পানি তেষ্টা, ডিহাইড্রেশন...'

'জি।' বলল হানি।

'...অ্যাবসেন্স অব পেরিফেরাল পালস...'

'জি।'

'তোমার ডায়াগনসিস কী?'

'স্টমাক ফ্লু।'

'স্টুলের স্যাম্পল নিয়েছিলে?'

'না। এর কী দরকার আছে?'

'দরকার, কারণ তোমার রোগীর কলেরা হয়েছে।' চিৎকার করছেন ডা. রিটার। 'এই ফাকিং হাসপাতাল আমাদেরকে বন্ধ করে দিতে হবে!'

বিশ

'কলেরা? তুমি বলছ। এ হাসপাতালে কলেরার রোগী আছে?' চেঁচিয়ে উঠলেন বেনজামিন ওয়ালেস।

'জি।'

'নিশ্চিত?'

'এতে সন্দেহের কোনোই অবকাশ নেই,' বললেন ডা. রিটার।

'তার মনে কিলবিল করছে কলেরার জীবন। তার আর্টেরিয়াল পিএইচ লো, সে হাইপোটেনশন, ট্যাকিকার্ডিয়া এবং সায়ানোসিস-এ ভুগছে।'

আইন বলছে কলেরাসহ অন্যান্য সব সংক্রামক ব্যাধির বিষয়ে স্টেট হেলথ বোর্ড এবং আটলান্টার সেন্টার ফর ডিজিজ কন্ট্রোলকে তাৎক্ষণিকভাবে জানাতে হবে।

'আমাদেরকে ব্যাপারটা জানাতে হবে, বেন।'

'ওরা হাসপাতাল বন্ধ করে দেবে,' চেয়ার ছাড়লেন ওয়ালেস, অস্থির পদক্ষেপে পায়চারি শুরু করলেন। 'উই ক্যান্ট অ্যাফোর্ড দ্যাট! এ হাসপাতালের প্রতিটি রোগীকে যদি আলাদাভাবে রাখার ব্যবস্থা করতে হয় তাহলেই আমি গেছি।'

তিনি এক মুহূর্তের জন্য পায়চারি থামালেন। 'রোগী কি জানে তার কী হয়েছে?'

'না। সে ইংরেজি বলতে পারে না। ভারত থেকে এসেছে।'

'তার সঙ্গে কে আছে?'

'দুজন নার্স এবং ডা. ট্যাফট।'

'এবং ডা. ট্যাফট বলেছে ওটা স্টমাক ফ্লু?'

'হুঁ। ওকে তোমার ডিশমিশ করা উচিত।'

'না, তা করা ঠিক হবে না,' বললেন ওয়ালেস। 'এরকম ভুল যে-কারোরই হতে পারে। ঝোঁকের মাথায় কিছু করে বোসো না। পেশেন্টের চার্টে কি স্টমাক ফ্লু'র কথা লেখা আছে?'

'হ্যাঁ।'

সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেললেন ওয়ালেস। 'চার্ট যেমন আছে তেমন থাকুক। তুমি একটা কাজ করো। ইন্ট্রাভেনাস রিহাইড্রেশন শুরু করে দাও—ল্যাকটাটেড রিঙ্গারস সল্যুশন ব্যবহার করবে। ওকে টেট্রাসাইক্লিনও দেবে। ওর ব্লাড ভল্যুম এবং ফ্লুইড যদি দ্রুত

আগের অবস্থায় ফিরিয়ে আনা যায়, রোগী কয়েক ঘণ্টার মধ্যে স্বাভাবিক হয়ে উঠতে শুরু করবে।

'আমরা ব্যাপারটা রিপোর্ট করব না?' প্রশ্ন করলেন রিটার। ওয়ালেস তাঁর চোখে চোখ রাখলেন। 'স্টমাক ফ্লু'র রিপোর্ট করবে।'

'নার্স আর ডা. ট্যাফটের কী করব?'

'ওদেরকেও টেট্রাসাইক্লিন দাও। পেশেন্টের নাম কী?'

'পণ্ডিত জওয়াহ্।'

'ওকে আটচল্লিশ ঘণ্টা সবার কাছ থেকে আলাদা করে রাখো। এর মধ্যে সে হয় সুস্থ হবে অথবা মারা যাবে।'

রীতিমতো ভয়ে আছে হানি। ছুটে গেল পেগির কাছে।

'তোমার সাহায্য দরকার।'

'কী হয়েছে?'

ঘটনাটা ওকে বলল হানি। 'তুমি একবার ওর সঙ্গে কথা বলো। লোকটা ইংরেজি জানে না, তুমি তো ভারতীয় ভাষা জানো।'

'হিন্দি।'

'ওই হল আর কী। ওর সঙ্গে একটু কথা বলবে?'

'বলব।'

দশ মিনিট পরে পোগি কথা বলল পণ্ডিত জওয়াহ'র সঙ্গে।

'আপ কি তবিয়ত ক্যায়সি হ্যায়?'

'খারাব হ্যায়।'

'আপ জলদ আচ্ছা কো হাম করদেঙ্গে।'

'ভগবান আপ কি শোনে গা।'

'আপ কা ইলাজ হাম জলদ শুরু করদেঙ্গে।'

'শুকরিয়া।'

'দোস্ত কিস লিয়ে হ্যায়?'

হানিকে করিডরে নিয়ে গেল পেগি।

'ও কী বলল?'

'বলল শরীর খুব খারাপ। আমি বললাম সে সুস্থ হয়ে যাবে। সে বলল ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করতে। আমি বললাম তার চিকিৎসা আমরা শীঘ্রি শুরু করে দেব। লোকটা বলল সে এজন্য খুবই কৃতজ্ঞ বোধ করছে।'

'আমিও।'

'বন্ধুরা তাহলে আছে কিসের জন্য?'

কলেরা এমন একটি রোগ, ডিহাইড্রেশনের কারণে আক্রান্ত ব্যক্তি চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে মারা যেতে পারে অথবা কয়েক ঘণ্টার মধ্যে সুস্থও হয়ে উঠতে পারে।

চিকিৎসা শুরু হবার কয়েক ঘণ্টার মধ্যে পণ্ডিত জওয়াহ্‌'র শারীরিক অবস্থার উন্নতি ঘটতে লাগল।

পেগি এল জিমি ফোর্ডকে দেখতে।

ওকে দেখে উজ্জ্বল হয়ে উঠল জিমির চেহারা। 'হাই!' তার কণ্ঠস্বর দুর্বল তবে বেশ দ্রুত সুস্থ হয়ে উঠছে।

'কেমন লাগছে তোমার?' জানতে চাইল পেগি।

'ভালো লাগছে। ওই ডাক্তারের কথা শুনেছেন যে তার পেশেন্টকে বলছিল, "তোমার জন্য সবচেয়ে ভালো হবে ধূমপান এবং মদ্যপান ছেড়ে দেয়া এবং সেক্স না করা।"

পেগি নিশ্চিত হল জিমি ফোর্ড পুরোপুরি সুস্থ হয়ে যাবে।

কেন্‌ ম্যালোরি ডিউটি শেষে ক্যাটের সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছে, এমন সময় তার বাযার বেজে উঠল। তাকে ডাকা হচ্ছে। বাযারের আহ্বানে সাড়া দেবে নাকি ছেড়ে দেবে এ নিয়ে দোটানায় ভুগল কয়েক মুহূর্ত। কিন্তু আবার বেজে উঠল বাযার। অনিচ্ছাসত্ত্বেও একটি ফোন তুলল ম্যালোরি। 'ডা. ম্যালোরি।'

'ডা. আপনি একবার দুই নাম্বার ইমার্জেন্সিতে আসতে পারবেন, প্লিজ! আমাদের এখানে একজন রোগী এসেছে। সে—'

'সরি,' বলল ম্যালোরি। 'আমার ডিউটি মাত্র শেষ হয়েছে। অন্য কাউকে বলুন।'

'এ বিষয়টি আপনি ছাড়া অন্য কেউ সামাল দিতে পারবে না। রোগীর আলসার, রক্তপাত হচ্ছে। খুবই খারাপ অবস্থা। যদি চিকিৎসা করা না হয় মারা যাবে সে...'

ধুর! 'ঠিক আছে। আসছি আমি।' *ক্যাটকে ফোন করে বলে দিলেই হবে আমার আসতে একটু দেরি হবে।*

ইমার্জেন্সি রুমের রোগীর বয়স ষাটের কোঠায়। অর্ধ-অচেতন, ভূতের মতো শাদা মুখ, ঘামছেন, জোরে জোরে শ্বাস করছেন, বোঝাই যায় প্রচণ্ড শারীরিক কষ্ট পাচ্ছেন তিনি। ম্যালোরি তাঁর দিকে এক পলক তাকিয়েই বলল, 'ওনাকে অপারেশন রুমে নিয়ে যাও, এক্ষুনি!'

পনেরো মিনিট পরে, অপারেটিং টেবিলে রোগীকে নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ল ম্যালোরি। অ্যানেসথেসিওলজিস্ট বৃদ্ধের ব্লাডপ্রেশার চেক করছিল। 'প্রেশার নেমে যাচ্ছে দ্রুত।'

'রোগীকে আরও কিছু রক্ত দাও।'

ম্যালোরি শুরু করে দিল অপারেশন। অত্যন্ত দ্রুতগতিতে। চামড়াটা কেটে

ফেলতে কয়েক সেকেন্ড সময় নিল মাত্র, তারপর কেটে ফেলল চর্বির স্তর, fascia, পেশি অবশেষে পেটের লাইনি। নরম, অস্বচ্ছ Peritoneum স্টমাকে গলগল করে রক্ত পড়ছে।

'বোভি।' বলল ম্যালোরি। 'ব্লাড ব্যাংক থেকে চার ইউনিট রক্ত নিয়ে এসো কেউ!' সে রক্তাক্ত ভেসেল পুড়িয়ে দিতে শুরু করল।

চার ঘণ্টা লাগল অপারেশনে। শেষ হওয়ার পরে নিজেকে দারুণ বিধ্বস্ত লাগল ম্যালোরির। রোগীর দিকে তাকিয়ে বলল, 'উনি বেঁচে যাবেন।'

এক নার্স ম্যালোরির দিকে তাকিয়ে মিষ্টি করে হাসল, 'ভাগ্যিস, আপনি আজ এখানে ছিলেন, ডা. ম্যালোরি।'

মেয়েটির দিকে তাকাল ম্যালোরি। তরুণী, সুন্দরী। স্পষ্ট আমন্ত্রণ তার চোখে। *তোমাকে আমি পরে বিছানায় নিয়ে যাব, বেবি,* মনে মনে বলল ম্যালোরি। ফিরল এক জুনিয়র রেসিডেন্টের দিকে। 'ওঁর দিকে খেয়াল রেখো। আর ওঁকে রিকভারি রুমে নিয়ে যাও। আমি সকালে এসে দেখে যাব।'

ক্যাটকে ফোন করবে কিনা ভেবে দ্বিধায় ভুগল ম্যালোরি। এখন মাঝরাত। সে ক্যাটকে দুই ডজন গোলাপ পাঠিয়ে দিল।

সকাল ছ'টায় হাসপাতালে এসেছে ম্যালোরি, নতুন রোগীর খোঁজখবর নিতে রিকভারি রুমে ঢুকল।

'ওঁর জ্ঞান ফিরেছে,' জানাল নার্স।

ম্যালোরি রোগীর বিছানার পাশে এসে দাঁড়াল। 'আমি ডা. ম্যালোরি। কেমন বোধ করছেন?'

'বিকল্পটির কথা যখন চিন্তা করি, তখন নিজেকে সুস্থই লাগে,' বললেন ভদ্রলোক। 'ওরা বলেছে তুমি আমার জীবন বাঁচিয়েছ।' আমি গাড়িতে ডিনার পার্টিতে যাচ্ছিলাম। হঠাৎ প্রচণ্ড ব্যথা ওঠে পেটে, জ্ঞান হারিয়ে ফেলি। সৌভাগ্যবশত, তোমাদের হাসপাতালের কাছাকাছিই ছিলাম। ওরা আমাকে এখানকার ইমার্জেন্সি রুমে নিয়ে আসে।'

'আপনার ভাগ্য ভালো তাই বেঁচে গেছেন। শরীর থেকে প্রচুর রক্ত গেছে।'

'ওরা বলেছে আর দশ মিনিট দেরি হলে নাকি আমাকে বাঁচানো যেত না। আমি তোমাকে ধন্যবাদ জানাতে চাই, ডাক্তার।'

কাঁধ ঝাঁকাল ম্যালোরি। 'আমি আমার কর্তব্য পালন করেছি মাত্র।'

তীক্ষ্ণ চোখে রোগী ওকে লক্ষ করছিলেন। 'আমি অ্যালেক্স হ্যারিসন।'

নামটা ম্যালোরির কাছে কোনো অর্থ বহন করল না। 'আপনার সঙ্গে পরিচিত হয়ে খুশি হলাম, মি. হ্যারিসন।' হ্যারিসনের পালস পরীক্ষা করে দেখল। 'এখন আর ব্যথা আছে?'

'অল্প। ওরা বোধহয় প্রচুর ব্যথানাশক দিয়েছে।'

'অ্যানেসথেটিকের প্রভাব কেটে যাবে,' জানাল ম্যালোরি। 'সে সঙ্গে ব্যথাটাও আর থাকবে না। আপনি ঠিক হয়ে যাবেন।'

'আমাকে কতদিন থাকতে হবে হাসপাতালে?'

'কয়েকদিনের মধ্যেই ছেড়ে দিতে পারব।'

বিজনেস অফিস থেকে এক কেরানি এল হাসপাতালের কয়েকটি ফর্ম নিয়ে। 'মি. হ্যারিসন, আমাদের রেকর্ড রাখার জন্য হাসপাতাল জানতে চাইছে আপনার মেডিকেল কাভারেজ আছে কিনা?'

'অর্থাৎ তুমি জানতে চাইছ আমার বিল শোধ করতে পারব কিনা।'

'আমি ঠিক ওভাবে বলতে চাইনি, স্যার।'

'তুমি স্যানফ্রান্সিসকো ফিডালিটি ব্যাংকের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারো,' শুকনো গলায় বললেন তিনি। 'আমি ওটার মালিক।'

বিকেলে অ্যালেক্স হ্যারিসনকে দেখতে এসেছে ম্যালোরি, দেখল তাঁর পাশে এক সুন্দরী মহিলা বসে রয়েছে। বয়স ৩২/৩৩। স্বর্ণকেশী, হালকা-পাতলা গড়ন, অবয়ব থেকে ঠিকরে বেরুচ্ছে আভিজাত্য। পরনের অ্যাডলফো ড্রেসটার দাম, মনে মনে হিসেব করল ম্যালোরি, ওর মাসিক বেতনের চেয়েও বেশি হবে।

'আহ্! এই যে আমাদের হিরো এসে গেছে।' বললেন অ্যালেক্স হ্যারিসন। 'তুমি ডা. ম্যালোরি, তাই না!'

'জি, কেন্ ম্যালোরি।'

'ডা. ম্যালোরি, এ আমার মেয়ে, লরেন।'

ম্যানিকিউর করা, মসৃণ, লম্বা একটি হাত বাড়িয়ে দিল নারী। 'বাবা বলেছেন আপনি তাঁর জীবন বাঁচিয়েছেন।'

হাসল ম্যালোরি। 'ডাক্তারদের কাজই তো এটা।'

লরেন সপ্রশংস দৃষ্টিতে লক্ষ করছে ওকে। 'সকল ডাক্তার নয়।'

ম্যালোরি বুঝতে পারছে কাউন্টি হাসপাতালে এদের দুজনকে বেশ বেমানান লাগছে। অ্যালেক্স হ্যারিসনকে বলল, 'আপনি দ্রুত সুস্থ হয়ে উঠছেন। তবে নিজের ডাক্তারকে খবর দিতে পারেন। তাহলে হয়তো আরেকটু স্বস্তি এবং আরাম অনুভব করবেন।'

মাথা নাড়লেন অ্যালেক্স হ্যারিসন। 'তার প্রয়োজন নেই। ও তো আমার জীবন রক্ষা করেনি। তুমি করেছ। এখানে কাজ করতে ভালো লাগে তোমার?'

অদ্ভুত প্রশ্ন। 'নিশ্চয় ভালো লাগে। কিন্তু কেন?'

বিছানায় উঠে বসলেন হ্যারিসন। 'না, মানে ভাবছিলাম তোমার মতো সুদর্শন, যোগ্য একজন ডাক্তারের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ থাকা উচিত। কিন্তু এখানে পড়ে থাকলে

সেরকম কিছু পাবে বলে মনে হয় না।'

'ইয়ে মানে আমি...'

'হয়তো নিয়তিই আমাকে এখানে নিয়ে এসেছে।'

লরেন বলল, 'আমার বাবা আসলে আপনার প্রতি তাঁর কৃতজ্ঞতা কীভাবে প্রকাশ করা যায় তা নিয়ে ভাবছিলেন।'

'লরেন ঠিকই বলেছে। আমি বাড়ি ফেরার পরে তোমাকে নিয়ে একটু বসতে চাই। কিছু জরুরি কথা আছে। তুমি আমাদের সঙ্গে একদিন ডিনার করলে খুব খুশি হব।'

ম্যালোরি লরেনের দিকে তাকিয়ে ধীরে ধীরে বলল, 'তাতে আমার কোনো আপত্তি নেই।'

আর একথাটা আমূল বদলে দিল ওর জীবন।

ক্যাটের সান্নিধ্য পেতে মরিয়া কেন্ ম্যালোরি কিছুতেই মেয়েটাকে নাগালে পাচ্ছে না।

'সোমবার রাতে, ক্যাট?'

'চমৎকার।'

'গুড। আমি তোমাকে তুলে নেব ঠিক—'

'দাঁড়াও! দাঁড়াও। আমার মনেই ছিল না সোমবার রাতে আমার এক কাজিন আসছে নিউইয়র্ক থেকে।'

'তাহলে মঙ্গলবার?'

'মঙ্গলবার হাসপাতালে আমার ডিউটি।'

'বুধবারে হলে কেমন হয়?'

'পেগি এবং হানিকে কথা দিয়েছি ওইদিন আমরা একসঙ্গে ঘুরতে যাব।'

মরিয়া হয়ে উঠেছে ম্যালোরি। ওর জন্য বেঁধে দেয়া সময় ফুরিয়ে যাচ্ছে খুব দ্রুত।

'বৃহস্পতিবার?'

'বৃহস্পতিবার চলবে।'

'দরকার নেই। চেজ পানিশে আমরা দেখা করি?'

'কোনো সমস্যা নেই। রাত আটটায়?'

'ঠিক আছে।'

রেস্টুরেন্টে রাত ন'টা পর্যন্ত অপেক্ষার পরে ক্যাটকে ফোন করল ম্যালোরি। সাড়া নেই। আরও আধঘণ্টা অপেক্ষা করল ও। *ও হয়তো আমার কথা বুঝতে পারেনি,* ভাবল ম্যালোরি। *নিজেই ডেট ভঙ্গ করার মতো মেয়ে নয় ক্যাট।*

পরদিন সকালে হাসপাতালে ক্যাটের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল ওর। ওকে দেখে দৌড়ে এল ক্যাট।

'ওহ্, কেন্, আমি অত্যন্ত দুঃখিত! আমি একটা গাধামি করে ফেলেছি। ভাবলাম

ডেটে এ যাবার আগে একটু ঘুমিয়ে নিই। ঘুম থেকে জেগে দেখি মাঝরাত। পুওর ডার্লিং। তুমি কি আমার জন্যে অনেকক্ষণ অপেক্ষা করেছিলে?'

'না, না। ঠিক আছে।' *নির্বোধ কোথাকার!* ক্যাটের গা ঘেঁষে দাঁড়াল ম্যালোরি। 'যেখানে শুরু করেছিলাম, শেষটাও করতে চাই, বেবি। তোমার কথা ভাবলেই আমি উত্তেজিত হয়ে পড়ি।'

'আমিও,' বলল ক্যাট। 'আমার আর তর সইছে না।'

'সামনের সাপ্তাহিক ছুটিতে...'

'ওহ্, ডিয়ার। আমি সময় পাব না, ব্যস্ত থাকব কাজে।'

এভাবেই চলল।

দ্রুত পার হয়ে যাচ্ছে সময়।

ক্যাট ম্যালোরির কথা বলছে পেগিকে, ওর বিপার বেজে উঠল।

'এক্সকিউজ মি,' ফোন তুলল ক্যাট। 'ডা. হান্টার বলছি।' এক মুহূর্ত শুনল ও। 'থ্যাংকস। আমি আসছি এখুনি,' রিসিভার নামিয়ে রাখল। 'আমাকে যেতে হবে। জরুরি।'

দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল পেগি। 'এ আর নতুন কী!'

ক্যাট লম্বা পায়ে করিডর পার হয়ে ঢুকল এলিভেটরে, চলে এল ইমার্জেন্সি রুমে। ভেতরে দু ডজন খাটিয়া, সবগুলো রোগীতে ভর্তি। কেউ গাড়ি চাপা পড়ে এসেছে, কেউবা ছুরি খেয়েছে কিংবা গুলিতে আহত হয়েছে। ছিন্নভিন্ন জীবনের এক ক্যালেইডোস্কোপ যেন। ক্যাটের কাছে এ ঘরটি ক্ষুদ্র একটি নরক বিশেষ।

এক আর্দালি ছুটে এল ওকে দেখে। 'ডা. হান্টার...'

'রোগীর কী অবস্থা?' জিজ্ঞেস করল ক্যাট। ঘরের দূরপ্রান্তের একটি খাটিয়ার দিকে এগোচ্ছে ওরা।

'জ্ঞান ফেরেনি। বোধহয় কেউ লোকটাকে প্রচণ্ড পিটিয়েছে। মুখ এবং মাথা ফেটে গেছে, ভেঙে গেছে নাক, স্থানচ্যুত হয়েছে শোল্ডার ব্লেড, ডান হাতে অন্তত দুটো ভিন্নরকমের ফ্র্যাকচার এবং...'

'আমাকে ফোন করেছ কেন?'

'প্যারামেডিকদের সন্দেহ এটা হেড ইনজুরি। ব্রেন ড্যামেজ হয়ে যেতে পারে।'

রোগীর শুয়ে থাকা খাটিয়ার সামনে চলে এল ওরা। লোকটার মুখ রক্তাক্ত, ফুলে গেছে মার খেয়ে, অসংখ্য দাগ মুখে, পায়ে কুমিরের চামড়ার জুতো এবং... ক্যাটের হার্ট একটা বিট মিস করল। ঝুঁকল সে রোগীর চেহারা ভালোভাবে দেখতে। ওটা লু ভিনেটো।

ক্যাট দক্ষ আঙুল চালিয়ে দিল ভিনোটোর খুলিতে, চোখ টেনে দেখল। কনকাশনের রোগী।

দ্রুত একটা ফোনের কাছে ছুটে গিয়ে রিসিভার তুলল।

'ডা. হান্টার বলছি। আমার একটি হেডস্ক্যান টেস্ট দরকার। রোগীর নাম ডিনোটো। লু ডিনোটো। একটা গার্নিও পাঠিয়ে দেবেন, প্লিজ। এক্ষুনি।'

ফোন নামিয়ে রাখল ক্যাট। মনোযোগ ফেরাল ডিনোটোর দিকে। আর্দালিকে বলল, 'রোগীর সঙ্গে থাকো। গার্নারি পৌঁছানো মাত্র একে নিয়ে তিনতলায় চলে আসবে। আমি অপেক্ষা করব।'

ত্রিশ মিনিট পরে, তিনতলায় বসে ক্যাট স্ক্যান পরীক্ষা করছিল। বলল, 'এ লোকের ব্রেন হেমারেজ হয়েছে, গায়ে প্রচুর জ্বর, শকের মধ্যে রয়েছে। চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে আমি একে স্টাবিলাইজড দেখতে চাই, তারপর সিদ্ধান্ত নেব কখন অপারেশন করব।'

ক্যাট ভাবছিল মাইকের কথা। ডিনোটোর যা-ই হোক না কেন, তা মাইকের ওপর প্রভাব পড়তে পারে।

কিন্তু কীভাবে?

ম্যালোরির সঙ্গে উপকূলের কাছে ছোট একটি রেস্টুরেন্টে ডিনার করছে ক্যাট। ম্যালোরির দিকে তাকিয়ে আছে ও। অপরাধবোধে ভুগছে। *ওর সঙ্গে এরকম করা উচিত হচ্ছে না আমার,* ভাবছে ও। *আমি জানি ও কী উদ্দেশ্য নিয়ে এসেছে তবু ওর সঙ্গে চমৎকার সময় কাটাচ্ছি আমি। ওইক্যাটা জাহান্নামে যাক! কিন্তু যে প্ল্যান আমরা করেছি তা থেকে এখন সরে দাঁড়ানোর উপায় নেই।*

ওরা কফি পান শেষ করল।

ক্যাট সামনে ঝুঁকে এল। 'তোমার বাড়ি চলো, কেন্।'

'অবশ্যই!' *অবশেষে,* ভাবছে ম্যালোরি।

অস্বস্তি নিয়ে চেয়ারে গা মোচড়ামুচড়ি করল, ভাঁজ পড়ল কপালে। 'আহ্, উহ্!'

'কী হয়েছে?' জিজ্ঞেস করল ম্যালোরি।

'জানি না। এক মিনিটের জন্য আসছি।

'নিশ্চয়।' ম্যালোরি দেখছে ক্যাট উঠে লেডিসরুমে চলে গেল।

ফিরে এসে বলল, 'তোমার ভাগ্য খারাপ, ডার্লিং। আমি খুবই দুঃখিত। আমার ওটা শুরু হয়ে গেছে। তুমি বরং আমাকে বাড়ি পৌঁছে দাও।'

হতভম্ব হয়ে ওর দিকে তাকিয়ে রইল ম্যালোরি, হতাশা চেপে রাখার চেষ্টা করছে। নিয়তি ওর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র শুরু করেছে।

'আচ্ছা,' মুখ ভার করে বলল ম্যালোরি।

ওকে পাঁচটি মূল্যবান দিন হারাতে হবে।

ক্যাট বাড়ি ফিরে আসার পাঁচ মিনিট পরে সামনের দরজার ডোরবেল বেজে উঠল। আপন মনে হাসল ক্যাট। ম্যালোরি নিশ্চয় কোনো ছুতো নিয়ে ফিরে এসেছে। ভাবনাটা

৷॥কে আনন্দ দিচ্ছে দেখে নিজেকে শাপশাপান্ত করল ক্যাট। হেঁটে গিয়ে খুলে দিল দরজা।

'কেন্...'

রাইনো এবং শ্যাডো দাঁড়িয়ে আছে দোরগোড়ায়। হঠাৎ প্রচণ্ড একটা ভয় গ্রাস করল ক্যাটকে। ওকে ধাক্কা মেরে সরিয়ে লোকদুটো ঢুকে পড়ল ঘরে।

রাইনো বলল, 'আপনি মি. ডিনোটোর অপারেশন করছেন?'

ক্যাটের গলা শুকিয়ে কাঠ। 'জি।'

'আমরা চাই না ওঁর কিছু হয়ে যাক।'

'আমিও চাই না,' বলল ক্যাট। 'ক্ষমা করবেন, আমি বড্ড টায়ার্ড—'

'উনি কি মারা যেতে পারেন?' জিজ্ঞেস করল শ্যাডো।

ইতস্তত গলায় জবাব দিল ক্যাট। 'মস্তিষ্ক অপারেশনে সবসময়ই ঝুঁকি থাকে—'

'ঘটনাটা যেন না ঘটে।'

'বিলিভ মি, আমি—'

'ঘটনাটা যেন না ঘটে,' রাইনোর দিকে তাকাল শ্যাডো, 'চলো।'

ওরা দোরগোড়ায় পৌঁছেছে, শ্যাডো ঘুরে বলল, 'মাইককে আমাদের হয়ে হ্যালো বলবেন।'

ক্যাটের শরীর শক্ত হয়ে গেল, 'আ...আপনারা কি হুমকি দিচ্ছেন?'

'আমরা কাউকে হুমকি দিই না, ডাক্তার। আপনাকে পরিষ্কার বলে দিচ্ছি, মি. ডিনোটো মারা গেলে আপনি এবং আপনার পরিবার নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবেন।'

একুশ

ডাক্তারদের ড্রেসিংরুমে কেন্ ম্যালোরির জন্য আধডজন ডাক্তার অপেক্ষা করছিল।

তাকে ঘরে ঢুকতে দেখে গ্রান্ডি বলল, 'আমাদের হিরোর জয় হোক! তার কাছ থেকে আমরা সব বৃত্তান্ত শুনতে চাই,' হাসল সে। 'তবে আমরা মেয়েটির কাছ থেকে আসল ঘটনা শুনতেই বেশি আগ্রহী।'

'ভাগ্য এ মুহূর্তে আমাকে সহায়তা করছে না বটে,' হাসল ম্যালোরি, 'তবে তোমরা সবাই তোমাদের টাকা রেডি করে রাখতে পারো।'

ক্যাট এবং পেগি স্ক্রাব পরছে।

'কখনও কোনো ডাক্তারের চিকিৎসা করেছ?' জিজ্ঞেস করল ক্যাট।

'নাহ্।'

'তুমি ভাগ্যবতী। পৃথিবীর সবচেয়ে বাজে পেশেন্ট হল ওরা। ওরা ভাবে ওরাই সব জানে।'

'কার চিকিৎসা করছ তুমি?'

'ডা. মারভিন "ডোন্ট হার্ট মি" ফ্রাংকলিন।'

'গুড লাক্‌।'

'আমার ভাগ্যের সহায়তা সত্যি প্রয়োজন।'

ডা. মারভিন ফ্রাংকলিনের বয়স ষাটের কোঠায়। রোগাপটকা, টেকো এবং প্রচণ্ড খিটখিটে।

ক্যাটকে দেখে ধমকের সুরে বললেন তিনি, 'এতক্ষণে আসার সময় হল! ছাতার ইলেকট্রোলাইট রিপোর্ট পেয়েছ!'

'জি,' বলল ক্যাট। 'রিপোর্ট নরমাল।'

'কথাটা কে বলছে? আমি বস্তাপচা ল্যাবটাকে বিশ্বাস করি না। ওরা বেশিরভাগ সময় জানেই না কী করছে। নিশ্চিত হয়ে নিও ব্লাড ট্রান্সফিউশনে যেন কোনো গোলমাল না হয়।'

'গোলমাল হবে না,' ধৈর্য ধরে জানাল ক্যাট।

'অপারেশনটা কে করছে?'

'ডা. জার গেনসন এবং আমি, ডা. ফ্রাংকলিন। আপনি একটুও ভাববেন না।'

'ওরা কার ব্রেন অপারেশন করছে—তোমারটা না আমারটা? সব অপারেশনই ঝুঁকিপূর্ণ। তুমি জানো কেন? কারণ অর্ধেক গাধা সার্জনই ভুল পেশা বেছে নিয়েছে। কসাই হলেই ওদের মানাত বেশি।

'ডা. জার গেনসন নিজের কাজে অত্যন্ত দক্ষ।'

'জানি, আমি নইলে আমার ধারেকাছেও তাঁকে ঘেঁষতে দিতাম না। অ্যানেসথেসিওলজিস্ট কে?'

'ডা. মিলার।'

'ওই হাতুড়েটা? ওকে আমার দরকার নেই। অন্য কাউকে জোগাড় করো।'

'ডা. ফ্রাংকলিন...'

'অন্য কাউকে নিয়ে এসো। দেখো, হ্যালিবার্টনকে পাও কিনা।'

'আচ্ছা।'

'আর অপারেশন রুমে কোন্ কোন্ নার্স থাকছে তাদের নামের তালিকাটি আমি চাই। আমি ওদের পরীক্ষা নেবো।'

ফ্রাংকলিনের চোখে চোখ রাখল ক্যাট। 'আপনি কি আপনার অপারেশন নিজেই করতে চান?'

'কী!' এক মুহূর্ত কটমট করে তাকিয়ে রইলেন তিনি ক্যাটের দিকে। তারপর তাঁর মুখে হাসি ফুটল। 'মনে হয় না।'

মৃদু গলায় ক্যাট বলল, 'তাহলে আমাদেরকে কাজটা করতে দিচ্ছেন না কেন?'

'ঠিক আছে। একটা কথা কী জানো? আমি তোমাকে পছন্দ করি।'

'আমিও আপনাকে পছন্দ করি। নার্স কি আপনাকে সিডেটিভ দিয়েছে?'

'হুঁ।'

'বেশ। আমরা কিছুক্ষণের মধ্যে রেডি হচ্ছি। আপনার জন্য কিছু করতে পারি?'

'পারো। আমার বোকা নার্সটাকে শিখিয়ে দিও আমার শিরা কোথায় থাকে।'

চার নাম্বার অপারেশন রুমে ডা. মারভিন ফ্রাংকলিনের মস্তিষ্ক অপারেশন চলল ঠিকঠাকভাবে। নিজের ঘর থেকে অপারেটিং থিয়েটারে যাওয়ার সময়টুকু তিনি ঘ্যানঘ্যান করেই চললেন।

'ভুলে যেয়ো না,' বললেন তিনি, 'যতদূর পারো কম অ্যানেসথেটিক ব্যবহার করবে। মস্তিষ্কের কোনো অনুভূতি থাকে না, কাজেই ওখানে একবার ঢোকার পরে তোমার আর বিশেষ কিছুর প্রয়োজন পড়বে না।'

'আমি সে বিষয়ে সচেতন রয়েছি,' ধৈর্য না হারিয়ে বলল ক্যাট।

'আর তাপমাত্রা যেন চল্লিশ ডিগ্রিতে থাকে। ওটাই সর্বোচ্চ।'

'জি।'

'সবচেয়ে ভালো স্ক্রাব নার্স যেন ওখানে থাকে।'

'থাকবে।'

এভাবে একের পর এক হুকুম দিয়ে চললেন তিনি।

ডা. ফ্রাংকলিনের খুলি ফুটো করার পরে ক্যাট বলল, 'আমি ক্লটন্টা দেখতে পাচ্ছি। খারাপ কিছু মনে হচ্ছে না।'

ও কাজে লেগে গেল।

তিন ঘণ্টা পরে, ওরা চামড়া সেলাই করছে, চিফ অব সার্জারি জর্জ ইংলুন্ড ঢুকলেন অপারেটিং রুমে। এগিয়ে গেলেন ক্যাটের দিকে।

'ক্যাট, এখানকার কাজ কি শেষ?'

'প্রায়।'

'বাকিটা ডা. জার গেনসনের ওপরে ছেড়ে দাও। আরেকটা ইমার্জেন্সি অপারেশনে তোমাকে দরকার।'

মাথা ঝাঁকাল ক্যাট। 'আসছি।' ফিরল জার গেনসনের দিকে।

'বাকিটুকু আপনি সামাল দিতে পারবেন না?'

'পারব।'

জর্জ ইংলুন্ডকে ক্যাট জিজ্ঞেস করল, 'কী হয়েছে?'

'অপারেশনটা তোমার পরে করার কথা ছিল। কিন্তু তোমার রোগীর মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণ শুরু হয়ে গেছে। ওরা তাকে তিন নাম্বার অপারেশন রুমে নিয়ে যাচ্ছে। লোকটা টিকতে পারবে বলে মনে হয় না। এক্ষুণি অপারেশন করা দরকার।'

'কে—?'

'জনৈক মি. ডিনোটো।'

বিস্ফারিত দৃষ্টি ক্যাটের চোখে। 'ডিনোটো?'

মি. ডিনোটো মারা গেলে আপনাকে এবং আপনার পরিবারকে নিশ্চিহ্ন করে দেয়া হবে।

করিডর ধরে দ্রুত কদমে তিন নাম্বার অপারেশন রুমে চলল ক্যাট। ওকে দেখে এগিয়ে এল রাইনো এবং শ্যাডো।

'কী হচ্ছে?' গর্জন ছাড়ল রাইনো।

ক্যাটের গলা শুকিয়ে মরুভূমি, রা বের করতে কষ্টই হল। 'মি. ডিনোটোর মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণ শুরু হয়েছে। ওঁর এক্ষুনি অপারেশন দরকার।'

ক্যাটের বাহু খামচে ধরল শ্যাডো। 'তাহলে করুন! তবে যা বলেছি মনে রাখবেন। ওঁকে বাঁচিয়ে রাখুন।'

ক্যাট হাত ছাড়িয়ে নিয়ে জোর পদক্ষেপে চলল অপারেশন-কক্ষে।

ক্যাটের সঙ্গে অপারেশন করছেন ডা. ভ্যান্স। তিনি ভালো শল্য-চিকিৎসক। ক্যাটকে জিজ্ঞেস করলেন, 'কেমন লাগছে?'

'ভালো,' মিথ্যা বলল ক্যাট।

গার্নিতে করে অপারেটিং রুমে নিয়ে আসা হল লু ডিনোটোকে। সাবধানে শুইয়ে দেয়া হল অপারেটিং টেবিলে। তার কামানো মাথায় মেরথিওলেট সল্যুশন দিয়ে রঙ করা হয়েছে। অপারেটিং আলোয় চকচক করছে কমলা রঙ। মরা মানুষের মতো বিবর্ণ চেহারা ডিনোটোর।

দলে আছেন ডা. ভ্যান্স, একজন রেসিডেন্ট, একজন অ্যানেসথেসিওলজিস্ট, দুজন স্ক্রাব নার্স এবং একজন সার্কুলেটিং নার্স। ক্যাট একবার চোখ বুলিয়ে নিল অপারেশনের প্রয়োজনীয় সমস্ত সরঞ্জাম রয়েছে কিনা। তাকাল দেয়াল মনিটরে—অক্সিজেন স্যাচুরেশন, কার্বনডাইঅক্সাইড, তাপমাত্রা, মাসল স্টিমুলেটর, প্রিকর্ডিয়াল স্টেথিস্কোপ, EKG, অটোমেটিক ব্লাড প্রেশার এবং ডিসকনেক্ট অ্যালার্ম। সব ঠিকঠাক আছে।

অ্যানেসসিথি ওলজিস্ট ব্লাডপ্রেশারের কাফ লাগালো ডিনোটোর ডান হাতে, তারপর রোগীর মুখে রাবারের মাস্ক পরিয়ে দিল। 'অলরাইট, নাউ। গভীর দম নিল। তিনবার বড় বড় নিঃশ্বাস নিল।

তৃতীয়বার নিঃশ্বাস নেয়ার আগেই ঘুমিয়ে পড়ল ডিনোটো।

শুরু হল অপারেশন।

ঘোষণার সুরে বলে চলেছে ক্যাট, 'ব্রেনের মাঝখানের একটা অংশ ড্যামেজ হয়েছে, Aorta valve-কে ভেঙে দিয়েছে একটা ক্লট। ব্রেনের ডানদিকের ছোট একটি রক্তবাহী নালিকে ওটা ব্লক করে রেখেছে এবং বামে খানিকটা বর্ধিত হয়েছে। স্কালপেল, প্লিজ।'

Dura mater উন্মুক্ত করার জন্য ইলেকট্রিক ড্রিল দিয়ে মুদ্রা সাইজের খুদে একটি গর্ত করা হল। তারপর ক্যাট নিচের cerebral cortex কাটার জন্য dura-তে ছুরি বসাল।

'ফরসেপ!'

স্ক্রাব নার্স ওকে ইলেকট্রিক ফরসেপ দিল।

ছোট একটি রিট্রাক্টর দিয়ে কেটে ফেলা হল খুলি।

'প্রচুর রক্ত পড়ছে,' বললেন ভ্যান্স।

ক্যাট একটা বোভি দিয়ে ব্লিডারে ছ্যাঁকা দিতে লাগল।

'রক্ত বন্ধ করার ব্যবস্থা করছি।'

ডা. ভ্যান্স নরম তুলোর প্যাটিস দিয়ে রক্ত মুছছেন। dura'র ওপরের শিরাগুলোয় চোখ বুলিয়ে ভ্যান্স মন্তব্য করলেন, 'অবস্থা খারাপ মনে হচ্ছে না। রোগী টিকে যাবে।'

স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল ক্যাট।

আর ঠিক তখন লু ডিনোটোর শরীর শক্ত হয়ে গেল, শুরু হয়ে গেল খিঁচুনি। অ্যানেসথেসিওলজিস্ট বলল, 'ব্লাডপ্রেশার নেমে যাচ্ছে।'

ক্যাট বলল, 'রোগীকে রক্ত দিন!'

ওরা সবাই মনিটরের দিকে তাকিয়ে আছে। কার্ভ বা বাঁকা রেখাগুলো ক্রমে সোজা হয়ে যাচ্ছে। দুবার দ্রুত হার্টবিট হল।

'ওকে শক দাও!' চেঁচাল ক্যাট। ডিনোটোর গায়ে ইলেকট্রিক প্যাড চেপে ধরে চালিয়ে দিল মেশিন।

ডিনোটোর বুক একবার উঁচু হয়ে উঠে আবার নেমে গেল।

'এপিনফ্রাইন ইনজেকশন দাও! জলদি!'

'কোনো হার্টবিট নেই!' একটু পরে জানাল অ্যানেসথেসিওলজিস্ট।

ডায়াল তুলে আবার চেষ্টা করল ক্যাট।

আবার খিঁচুনি লক্ষ করা গেল ডিনেটোর শরীরে।

'নো হার্টবিট!' আর্তনাদ করে উঠল অ্যানেসথেসিওলজিস্ট।

'অ্যাসিসটোল। কোনো রিদম নেই!'

মরিয়া হয়ে শেষ চেষ্টা করল ক্যাট। শরীরটা এবারে আরেকটু উঁচুতে ওঠল, তারপর পড়ে গেল।

'ও মারা গেছে,' বললেন ডা. ভ্যান্স।

বাইশ

কোড রেড হল একটি সতর্ক সংকেত, যে অ্যালার্ট ঘোষণার মানে হল রোগীর জীবন বাঁচাতে সকল রকম মেডিকেল সহযোগিতা প্রদান করতে হবে। অপারেশনের মাঝ পথে লু ডিনেটো'র হৃদস্পন্দন বন্ধ হয়ে গেছে শুনে অপারেটিং রুমের কোড রেড টিম ছুটে গেল সহযোগিতা করতে।

ক্যাট শুনতে পেল অ্যাক্রেস সিস্টেমে তারস্বরে বাজছে, 'কোড রেড, অপারেশন রুম নাম্বার তিন...কোড রেড...'

আতঙ্কিত হয়ে আছে ক্যাট। আবারও ইলেকট্রোশক দিল ও। ডিনেটোর জীবনই শুধু রক্ষা করার চেষ্টা করছে না ও—মাইক এবং ওর নিজের জীবন বাঁচানোর চেষ্টাও করছে। ডিনেটোর শরীর শূন্যে লাফিয়ে উঠে আবার ধপাশ করে পড়ে গেল বিছানায়।

'আবার চেষ্টা করো!' বললেন ডা. ভ্যান্স।

আমরা কাউকে হুমকি দিই না, ডাক্তার। আপনাকে পরিষ্কার বলে দিচ্ছি, মি. ডিনেটো যদি মারা যান, আপনি এবং আপনার পরিবার নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবেন।

সুইচ অন করে ডিনেটোর বুকে আবার মেশিন ঠেকাল ক্যাট। আবার তার শরীর শূন্যে কয়েক ইঞ্চি উঠেই পড়ে গেল নিচে।

'আবার!'

ওকে মরতে দেব না, মরিয়া হয়ে ভাবছে ক্যাট। *ও মারা গেলে আমিও আর বেঁচে থাকব না।*

অপারেশন রুম হঠাৎ ডাক্তার আর নার্সদের ভিড়ে ভরে গেল।

'আপনি কিসের জন্য অপেক্ষা করছেন?' জিজ্ঞেস করল কেউ একজন।

বুক ভরে দম নিল ক্যাট। ডিনেটোর বুকে প্যাড দিয়ে আবার চাপ দিল। এক মুহূর্ত ঘটল না কিছুই। তারপর মনিটরে ফুটল ঝাপসা একটি আলোর কণা। একটু কেঁপে উঠল আলোর কণা, আরও আবছা হল, পর মুহূর্তে উজ্জ্বল দেখাল। তারপর নির্দিষ্ট একটি ছন্দে ফুটে থাকল ওটা।

পর্দার দিকে অবিশ্বাস নিয়ে তাকিয়ে রইল ক্যাট।

ঘরভর্তি মানুষ উল্লসিত চিৎকার দিল। 'ও বেঁচে যাবে!' বলল একজন।

'যিশাস, রোগী প্রায় মারা যাচ্ছিল!'

ডিনেটো মৃত্যুর কতটা কাছাকাছি চলে গিয়েছিল ওদের কোনো ধারণাই নেই, ভাবছে ক্যাট।

ঘণ্টা দুই পরে লু ডিনেটোকে টেবিল থেকে নামিয়ে গার্নিতে চড়িয়ে ইনটেনসিভ কেয়ারে নিয়ে যাওয়া হল। ক্যাট থাকল পাশে। রাইনো এবং শ্যাডো অপেক্ষা করছিল করিডরে।

'অপারেশন সফল হয়েছে,' বলল ক্যাট। 'উনি ফাড়াটা কাটিয়ে উঠেছেন।'

মস্ত বিপদে আছে কেন্ ম্যালোরি। আজই বাজির শেষ দিন। সমস্যাটা যে এভাবে দ্রুত পাকিয়ে উঠবে ভাবতেই পারেনি সে। প্রায় প্রথম রাত থেকেই তার বদ্ধমূল বিশ্বাস ছিল ক্যাটকে বিছানায় নিতে কোনো সমস্যাই হবে না। *সমস্যা? মেয়েটা তো বিছানায় যাবার জন্য অস্থির হয়ে আছে।* কিন্তু ম্যালোরির সময় এখন শেষ এবং বিপর্যয়ের দ্বারপ্রান্তে সে।

ক্যাটকে বিছানায় নিতে যাওয়ার সময় যেসব ঝামেলা উদয় হয়েছিল তা একে একে মনে করল ম্যালোরি—ক্যাট ওর সঙ্গে বিছানায় উঠতে যাচ্ছে, এমন সময় তার রুমমেটরা এসে হাজির, ক্যাটের সঙ্গে ডেট করার সুযোগই পাচ্ছিল না ও, ক্যাটের বিপার বেজে উঠল আর ওকে ল্যাংটো অবস্থায় ফেলে রেখে চলে গেল ক্যাট, ওর কাজিন আসছিল শহরে বেড়াতে, ঘুমিয়ে পড়ার কারণে ডেট মিস করল ক্যাট, ওর মাসিক হল। হঠাৎ থেমে গেল ম্যালোরি। *দাঁড়াও, দাঁড়াও সবগুলো কাকতালীয় ঘটনা হতে পারে না!* ক্যাট ইচ্ছে করে ওর সঙ্গে এসব করেছে! যেভাবেই হোক বাজির কথা জেনে গেছে সে এবং ওকে বুদ্ধু বানানোর পরিকল্পনা করেছে, ওকে নিয়ে খেলছে, আর এ খেলার জন্য ম্যালোরিকে দশ হাজার ডলার মাশুল গুনতে হবে যে টাকাটা কিনা ওর কাছে নেই। *মাগী!* শুরুতে বাজি জেতার একটা সম্ভাবনা থাকলেও এখন আর সে সুযোগ নেই। ক্যাট ওকে সুতোয় বাঁধা পুতুলের মতো খেলিয়েছে। *আমি কেন বেআক্কেলের মতো এসবের মধ্যে ঢুকলাম?* ম্যালোরি জানে বাজির টাকা দেয়ার সামর্থ্য ওর নেই।

ডাক্তারদের ড্রেসিংরুমে ঢুকেছে ম্যালোরি, দেখল সবাই ওর জন্য অপেক্ষা করছে।

'আজ আমাদের টাকা পাবার দিন!' সুর করে গেয়ে উঠল গ্রান্ডি। জোর করে মুখে হাসি ফোটাল ম্যালোরি। 'মাঝরাত পর্যন্ত আমি সময় পাচ্ছি, জানো তো? বিশ্বাস করো, বন্ধুরা, ও রেডি হয়ে আছে।'

কেউ একজন হেসে উঠল চাপা গলায়। 'নিশ্চয়,' তবে ভদ্রমহিলা নিজের মুখে যখন ব্যাপারটা স্বীকার করবেন, কেবল তখনই আমার গল্পটা বিশ্বাস করব। যাক গে, সকালে টাকাটা রেডি রেখো।'

হাসল ম্যালোরি। 'তোমাদের টাকাটা বরং রেডি রেখো।'

একটা রাস্তা ওকে খুঁজে বের করতেই হবে। আর হঠাৎ করেই রাস্তাটার সন্ধান পেয়ে পেল ম্যালোরি।

ক্যাটকে লাউঞ্জে পাওয়া গেল। ম্যালোরি ওর বিপরীত দিকে বসল। 'শুনলাম এক রোগীকে নাকি মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরিয়ে এনেছ।'

'এবং নিজেকেও।'

'কী?'

'কিছু না।'

'এবার আমাকে বাঁচাবে?'

প্রশ্নবোধক দৃষ্টিতে ম্যালোরির দিকে তাকাল ক্যাট।

'আমার সঙ্গে আজ রাতে ডিনার করো।'

'আমি বড্ড ক্লান্ত, কেন্।' ম্যালোরির সঙ্গে খেলাটা খেলতে গিয়ে উদ্বেগ বোধ করছে ক্যাট। *যথেষ্ট হয়েছে,* ভাবল ও। *এবারে ক্ষ্যামা দেয়ার সময় এসেছে। ইটস ওভার।*

কিন্তু ক্যাটকে ছেড়ে দেয়ার কোনো ইচ্ছেই ম্যালোরির নেই।

'তাড়াতাড়ি ছেড়ে দেব তোমায়,' মিষ্টি গলায় বলল ও।

অনিচ্ছাসত্ত্বেও মাথা দোলাল ক্যাট। তবে এবারেই শেষ। ম্যালোরিকে বলে দেবে বাজির কথাটা ও জানে। খেলার সমাপ্তি টানতে চাইছে ক্যাট। 'ঠিক আছে।'

বিকেল চারটায় শেষ হল হানির শিফট। ঘড়ি দেখল। কিছু কেনাকাটা করবে। ক্যান্ডেলিয়ারে গিয়ে কয়েকটি মোম কিনল। স্যানফ্রান্সিসকো টি এবং কফি কোম্পানি থেকে কফি কিনল, ক্রিস বেলি থেকে লিনেন।

মালপত্র নিয়ে বাড়ির পথ ধরল হানি। বাড়িতেই কিছু একটা ডিনার বানিয়ে নেবে ও। জানে ম্যালোরির সঙ্গে ডেট আছে ক্যাটের, আর পেগি ব্যস্ত থাকবে হাসপাতালে।

প্যাকেটগুলো নিয়ে ঘরে ঢুকল হানি, পেছনে বন্ধ করে দিল দরজা। বাতি জ্বালাল। দেখল বাথরুম থেকে বেরিয়ে আসছে বিশালদেহী এক কৃষ্ণাঙ্গ। তার গা থেকে রক্ত পড়ে লাল হয়ে যাচ্ছে শাদা কার্পেট। একটা বন্দুক তাক করল সে হানির দিকে।

'চিৎকার করেছ কি গুলি করে খুলি উড়িয়ে দেব।'

গলা ফাটিয়ে চিৎকার দিল হানি।

তেইশ

ফ্রন্ট স্ট্রিটে, শ্রোয়েডার'স রেস্টুরেন্টে মুখোমুখি বসেছে ম্যালোরি এবং ক্যাট।

ও যখন দশ হাজার ডলার দিতে পারবে না তখন কী হবে? হাসপাতালে বাতাসের বেগে ছড়িয়ে যাবে কথাটা। সবাই ম্যালোরিকে নিয়ে ঠাট্টা করবে, তামাশার পাত্রে পরিণত হবে ও।

ক্যাট তার এক পেশেন্টকে নিয়ে কথা বলছিল কিন্তু ম্যালোরি ওর দিকে তাকিয়ে থাকলেও শুনছিল না কিছুই। অন্য কিছু ভাবছিল ও।

ডিনার প্রায় শেষ, ওয়েটার এসে কফি দিয়ে গেল। ঘড়ি দেখল ক্যাট। 'আমার জরুরি একটা কাজ আছে, কেন্। উঠব এখন।'

বসে রইল ম্যালোরি, স্থিরদৃষ্টিতে টেবিলে। 'ক্যাট...' মুখ তুলে চাইল ও। 'তোমাকে একটা কথা বলতে চাই।'

'বলো?'

'একটা কনফেশন করব,' বুক ভরে শ্বাস নিল ম্যালোরি। 'তবে কাজটা সহজ নয়।'

বিস্মিত চোখে ওকে দেখছে ক্যাট। 'ব্যাপার কী?'

'তোমাকে কথাটা বলতে বিব্রত লাগছে,' তোতলাচ্ছে ম্যালোরি। 'আ...আমি নির্বোধের মতো একটা কাজ করেছি। কয়েকজন ডাক্তারের সঙ্গে বাজি ধরেছিলাম... তোমাকে আমি বিছানা নিয়ে যাব...'

বিস্ফারিত ক্যাটের চোখ। 'তুমি...'

'প্লিজ, আগে আমাকে কথা শেষ করতে দাও। যা করেছি সেজন্য আমি খুবই লজ্জিত। আসলে ব্যাপারটা শুরু হয়েছিল ঠাট্টা-তামাশার মাঝ দিয়ে। কিন্তু আমার কাছে এটা এখন আর তামাশার পর্যায়ে নেই। আমি তোমার প্রেমে পড়ে গেছি।'

'কেন্...'

'এর আগে আমি কোনোদিন কারও প্রেমে পড়িনি, ক্যাট। বহু মেয়ের সঙ্গে আমি মেলামেশা করেছি বটে কিন্তু কারও জন্য এরকম অনুভূতি জাগেনি মনে। তোমাকে ছাড়া কিছুই ভাবতে পারছি না আমি।' কাঁপা নিশ্বাস নিল ও। 'আমি তোমাকে বিয়ে করতে চাই।'

ক্যাটের বুকে উথালপাথাল ঝড়। সব কেমন ওলোটপালোট লাগছে। 'আ...আমি জানি না কী...'

'আমার জীবনে একমাত্র তুমিই নারী যাকে আমি বিয়ের প্রস্তাব দিয়েছি। প্লিজ, হ্যাঁ বলো। তুমি আমাকে বিয়ে করবে, ক্যাট?'

তার মানে ওটা ম্যালোরির ভান ছিল না! ও সত্যি ওকে ভালোবাসত। ক্যাটের কলজে ধড়াস ধড়াস করছে। এ যেন এক অপূর্ব স্বপ্ন হঠাৎ বাস্তবে রূপ নিয়েছে। ম্যালোরির কাছ থেকে ও শুধু সততা চেয়েছে। আর সে সততার পরিচয়ও দিয়েছে ম্যালোরি। সে যা করেছে সেজন্য এতদিন ধরে অপরাধবোধে ভুগছিল। ও অন্য পুরুষদের মতো নয়। ও জেনুইন এবং সেনসিটিভ।

ক্যাট যখন তাকাল ম্যালোরির দিকে, ঝিকমিক করে জ্বলছে চোখ। 'ইয়েস, কেন্। ওহ্, ইয়েস!'

ম্যালোরির হাসিতে উদ্ভাসিত হল ঘর। 'ক্যাট...' সামনে ঝুঁকে এসে চুমু খেল ও। 'বোকার মতো বাজি ধরার জন্য আমি সত্যি দুঃখিত।' নিজেকে উপহাস করার ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল। 'দশ হাজার ডলার। টাকাটা আমরা আমাদের হানিমুনে খরচ করতে পারতাম। তবে ওই টাকা হারিয়ে তোমাকে যে পেয়েছি সেটাই আমার কাছে বেশি মূল্যবান।'

চিন্তা করছে ক্যাট। *দশ হাজার ডলার।*

'সত্যি আমি একটা বোকা।'

'তোমার ডেডলাইন শেষ হচ্ছে কবে?'

'আজ মাঝরাতে। তবে ওটা এখন আর আমার কাছে গুরুত্বপূর্ণ নয়। গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলাম আমরা দুজন। আমরা যে বিয়ে করছি সেটাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। আমরা—'

'কেন্?'

'বলো, ডার্লিং!'

'তোমার বাসায় চলো।' দুষ্টু হাসি চিকমিক করছে ক্যাটের চোখের তারায়। 'তোমার বাজি জেতার সময় এখনও ফুরিয়ে যায়নি।'

বিছানায় ক্যাট যেন এক বাঘিনী।

মাই গড! সবুরে মেওয়া ফলে বোধহয় একেই বলে! ভাবছে ম্যালোরি। ক্যাট এতগুলো বছর ধরে যে কামনা-বাসনা, আবেগ চাপা দিয়ে রেখেছিল তার আকস্মিক বিস্ফোরণ ঘটল। ওর মতো কামুকী নারী জীবনে দেখেনি কেন্ ম্যালোরি। দুঘণ্টা পরে শরীরের সমস্ত শক্তি ফুরিয়ে গেল ওর। ক্যাটকে বাহুডোরে বেঁধে নিয়ে বলল, 'তুমি অবিশ্বাস্য!'

কনুইতে ভর দিয়ে উঁচু হল ক্যাট, তাকাল ম্যালোরির দিকে।

'তুমিও, ডার্লিং। আয়াম সো হ্যাপি।'

মুচকি হাসল ম্যালোরি। 'সো অ্যাম আই।' *দশ হাজার ডলার*, ভাবছে। *আর সে সঙ্গে এমন অসাধারণ সেক্স।*

'কথা দাও সবসময় এরকম থাকবে তুমি, কেন্।'

'কথা দিলাম,' কণ্ঠে সবটুকু সারল্য ফোটাল ম্যালোরি।

ঘড়ি দেখল ক্যাট। 'এখন উঠব।'

'রাতটা থেকে যাও না?'

'না। সকালে পেগির সঙ্গে হাসপাতালে যাব,' ম্যালোরিকে উষ্ণ চুম্বন করল ও। 'চিন্তা কোরো না। সারাটা জীবন একত্রে কাটানোর জন্য সময় তো পড়েই রইল।'

ক্যাট পোশাক পরছে, ওর দিকে তাকিয়ে রইল ম্যালোরি।

'বাজির টাকাটা জোগাড় করার জন্য আর তর সইছে না আমার। ওই টাকা দিয়ে দারুণ একটা হানিমুন হবে।'

ভুরু কোঁচকাল ও। 'কিন্তু ওরা যদি আমার কথা বিশ্বাস না করে? স্রেফ মুখের কথা বিশ্বাস না-ও করতে পারে।'

ক্যাট কী যেন চিন্তা করল। তারপর বলল, 'ও নিয়ে তোমাকে ভাবতে হবে না। আমিই ওদেরকে জানিয়ে দেব।'

খুশিতে সবকটা দাঁত বেরিয়ে পড়ল কেন্ ম্যালোরির। 'এসো, আরেকবার বিছানায় এসো।'

চব্বিশ

হানির দিকে বন্দুক তাক করে রাখা কৃষ্ণাঙ্গ খেঁকিয়ে উঠল, 'বললাম না চুপ করে থাকতে?'

'আ...আমি দুঃখিত,' বলল হানি। কাঁপছে সে। 'ক্ব—কী চাও তুমি?'

পেটের পাশে হাত চেপে ধরে রক্ত পড়া বন্ধ করার চেষ্টা করছে যুবক। 'আমার বোনকে চাই।'

হানি হতভম্ব হয়ে লোকটার দিকে তাকাল। এ নির্ঘাত কোনো উন্মাদ। 'তোমার বোন?'

'ক্যাট।' কৃষ্ণাঙ্গের গলার স্বর ক্রমে দুর্বল হয়ে পড়ছে।

'ওহ্, মাই গড! তুমি মাইক!'

'হ্যাঁ।'

হাত থেকে খসে পড়ল পিস্তল, মেঝেতে হাঁটু ভেঙে পড়ে গেল মাইক। হানি ছুটে গেল তার কাছে। ফিনকি দিয়ে রক্ত বেরুচ্ছে। দেখে মনে হয় গুলি খেয়েছে।

'চুপচাপ শুয়ে থাকো,' বলল হানি। একছুটে ঢুকল বাথরুমে। কিছু পেরোক্সাইড আর বড় একটি বাথ টাওয়েল নিয়ে ফিরে এল মাইকের কাছে। 'তোমার কিন্তু লাগবে,' সতর্ক করে দিল ও।

এমন দুর্বল মাইক, নড়াচড়ার শক্তিও নেই।

ক্ষতে পেরোক্সাইড ঢেলে তোয়ালেটা পেটের পাশে চেপে ধরল হানি। চিৎকার বন্ধ করার জন্য নিজের হাত কামড়ে ধরল মাইক।

'আমি অ্যাম্বুলেন্স ডাকছি। তোমাকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া দরকার।' বলল হানি।

ওর হাত চেপে ধরল মাইক। 'না! হাসপাতালে যাব না। পুলিশে ধরবে।' ওর কণ্ঠস্বর আরও ক্ষীণ শোনাল। 'আপু কই?'

'জানি না,' অসহায় গলায় বলল হানি। ম্যালোরির সঙ্গে কোথায় যেন গেছে ক্যাট, কিন্তু কোথায় গেছে জানে না। 'আমার এক বন্ধুকে ফোন করছি।'

'পেগি আপু?'

মাথা ঝাঁকাল হানি। 'হ্যাঁ।' ক্যাট তাহলে আমাদের দুজনের কথা বলেছে ওকে।

দশ মিনিট পরে ফোনে পাওয়া গেল পেগিকে।

'তুমি একটু বাসায় এসো,' বলল হানি।

'কিন্তু আমি কল-এ আছি, হানি। মাঝপথে—'

'ক্যাটের ভাই এসেছে।'

'বেশ তো। ওকে বলো—'

'ও গুলি খেয়েছে।'

'কী খেয়েছে?'

'ওকে কেউ গুলি করেছে।'

'আমি এক্ষুনি ডাক্তার পাঠিয়ে দিচ্ছি এবং—'

'ও হাসপাতালে যেতে চাইছে না পুলিশি ঝামেলার ভয়ে। কী করব বুঝতে পারছি না।'

'অবস্থা কি খুব খারাপ?'

'খুবই খারাপ।'

অল্পক্ষণ বিরতি। 'আচ্ছা দেখছি আমার কাজটা কাকে গছিয়ে দেয়া যায়। আমি আধঘণ্টার মধ্যে চলে আসছি।'

রিসিভার রেখে দিল হানি, ফিরল মাইকের দিকে। 'পেগি আসছে।'

ঘণ্টা দুই পরে, বাড়ি ফিরছে ক্যাট, মনটা অনির্বচনীয় আনন্দে পূর্ণ। মিলনের সময় ও বেশ নার্ভাস ছিল, ভেবেছিল যে ভয়ংকর অভিজ্ঞতা ওর জীবনে ঘটে গেছে তার কথা স্মরণ করে এ ব্যাপারটা ওর কাছে জঘন্য লাগবে, কিন্তু তার বদলে কেন্ ম্যালোরি অপূর্ব একটা সময় উপহার দিয়েছে ওকে। সে ক্যাটের ভেতরের আবেগের স্রোতের ফটক খুলে দিয়েছে যার অস্তিত্ব ছিল বলেই জানত না ও।

ডাক্তারদের শেষমুহূর্তে বোকা বানিয়ে ওরা বাজিটা জিতে নিয়েছে ভেবে আপন মনে হাসতে হাসতে অ্যাপার্টমেন্টের দরজা খুলল ক্যাট এবং দেখল স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে পেগি এবং হানি। মেঝেতে শুয়ে আছে মাইক, মাথার নিচে বালিশ, পেটের পাশে তোয়ালে চাপা দেয়া, পরনের পোশাক রক্তে ভিজে সপসপে।

ক্যাটকে ঘরে ঢুকতে দেখে একসঙ্গে মুখ তুলে তাকাল পেগি এবং হানি।

'মাইক! মাই গড!' ক্যাট পাগলিনীর মতো ছুটে গেল মাইকের কাছে, হাঁটু মুড়ে বসল ওর পাশে। 'কী হয়েছে?'

'হাই, আপু,' ফিসফিসে শোনাল মাইকের কণ্ঠ।

'ও গুলি খেয়েছে,' জানাল পেগি। 'রক্তক্ষরণ হচ্ছে।'

'ওকে হাসপাতালে নিয়ে চলো,' বলল ক্যাট।

মাথা নাড়ল মাইক। 'না,' ফিসফিস করল। 'তোমরা ডাক্তার। তোমরা আমাকে সারিয়ে তোলো।'

ক্যাট তাকাল পেগির দিকে।

'যতটা সম্ভব রক্ত বন্ধ করেছি। কিন্তু গুলিটা রয়ে গেছে শরীরের ভেতরে। গুলি বের করার যন্ত্রপাতি এখানে নেই—'

'ওর গা থেকে এখনও রক্ত ঝরছে,' বলল ক্যাট। মাইকের মাথাটা আলতো করে ধরল দুহাতে। 'আমার কথা শোন্, মাইক। তোকে হাসপাতালে না নিয়ে গেলে মারা যাবি।'

'তুমি... এটা... রিপোর্ট কোরো না... পুলিশ আমার খোঁজ পাক তা চাই না।'

শান্ত স্বরে জানতে চাইল ক্যাট, 'তুই কী করেছিস, মাইক?'

'কিছু না। একটা ব্যবসার কাজে... একটু কথা কাটাকাটি হয়... মনোমালিন্য হয়...তারপর লোকটা আমাকে গুলি করে বসে।'

এ গল্প দীর্ঘদিন ধরে শুনে আসছে ক্যাট। মিথ্যা। সব মিথ্যা বলছে মাইক। আগেও কথাটা জানত ক্যাট, এখনও জানে। কিন্তু সত্যটাকে ও ইচ্ছে করে নিজের কাছে ঘেঁষতে দেয়নি।

মাইক বড়বোনের হাত চেপে ধরল, 'আমাকে সাহায্য করো, আপু।'

'হ্যাঁ, তোকে আমি সাহায্য করব, মাইক।' ক্যাট ঝুঁকে ভাইয়ের গালে চুমু খেল। তারপর সিধে হয়ে ফোনের কাছে গেল। হাসপাতালের ইমার্জেন্সিতে ফোন করল। 'ডা. হান্টার বলছি,' অবিচলিত কণ্ঠে বলল ও। 'আমার এক্ষুনি একটা অ্যাম্বুলেন্স দরকার...'

হাসপাতালে ক্যাট পেগিকে বলল বুলেটটা বের করতে।

'ও প্রচুর রক্ত হারিয়েছে,' বলল পেগি। সহযোগী সার্জনের দিকে তাকাল। 'ওকে আরেক ইউনিট রক্ত দিন।'

ভোরবেলায় শেষ হল অপারেশন। সফল সার্জারি।

অপারেশন শেষে ক্যাটকে একপাশে ডেকে নিয়ে গেল পেগি। 'রিপোর্টে কী লিখব? অ্যাক্সিডেন্ট নাকি...?'

'না,' বলল ক্যাট। কণ্ঠে বেদনা। 'এ কাজটা আরও আগেই করা উচিত ছিল আমার। তুমি রিপোর্টে লিখবে ওটা গুলির আঘাতে সৃষ্ট ক্ষত ছিল।'

অপারেটিং থিয়েটারের বাইরে অপেক্ষা করছিল ম্যালোরি।

'ক্যাট, শুনলাম তোমার ভাই...'

মাথা ঝাঁকাল ক্যাট।

'শুনে খুব কষ্ট পেয়েছি। ও ঠিক হয়ে যাবে তো?'

ম্যালোরির দিকে তাকাল ক্যাট। 'হ্যাঁ। জীবনে এই প্রথম ঠিক হয়ে যাবে মাইক।'

ম্যালোরি ক্যাটের হাতে চাপ দিল। 'গতরাতটা যে কী চমৎকার উপভোগ করেছি সেকথা তোমাকে জানাতে এসেছিলাম। তুমি একটি মিরাকল। ওহ্, বলতে ভুগে গেছি,

যে ডাক্তারদের সঙ্গে বাজি ধরেছিলাম ওদেরকে দেখলাম লাউঞ্জে অপেক্ষা করছে। কিন্তু মন খারাপ নিয়ে তুমি নিশ্চয় এখন ওখানে যাবে না...'

'কেন যাব না?'

ম্যালোরির হাত ধরে ক্যাট লাউঞ্জে চলে এল। ওদেরকে লক্ষ করছিল ডাক্তাররা।

গ্রান্ডি বলল, 'হাই ক্যাট। তোমার মুখ থেকে কিছু শোনার জন্য দাঁড়িয়ে আছি। ডা. ম্যালোরির দাবি তোমার সঙ্গে সে নাকি রাত কাটিয়েছে এবং খুব উপভোগ করেছে।'

'ওটা শুধু উপভোগ্য ছিল না, তারচেয়েও বেশি,' বলল ক্যাট।

'ইট ওয়াজ ফ্যান্টাসটিক।' ম্যালোরির গালে চুমু খেল।

'পরে দেখা হবে, লাভার।'

ক্যাট চলে যাচ্ছে, ওর গমনপথে ডাক্তাররা হাঁ করে তাকিয়ে রইল।

ড্রেসিংরুমে বসে পেগি এবং হানিকে ক্যাট বলল, 'মাইককে নিয়ে ব্যস্ততার কারণে তোমাদেরকে একটা কথা বলা হয়নি।'

'কী কথা?'

'কেন্ আমাকে বলেছে ওকে বিয়ে করতে।'

দুই বান্ধবীর চোখে নির্জলা অবিশ্বাস ফুটল।

'তুমি ঠাট্টা করছ!' বলল পেগি।

'না। ও গতরাতে আমাকে প্রস্তাব দিয়েছে। আমি প্রস্তাবটি গ্রহণ করেছি।'

'কিন্তু ওকে তোমার বিয়ে করা উচিত হবে না!' চেঁচিয়ে উঠল হানি। 'কেমন চরিত্রের লোক তা তো তুমি জানোই। ও তোমাকে বিছানায় নিয়ে যাবার জন্য বাজি ধরেছিল!'

'এবং ও বাজি জিতেছেও,' খিলখিল হাসল ক্যাট।

পেগি তাকাল ওর দিকে। 'ঠিক বুঝলাম না।'

ক্যাট বলল, 'আমরা আসলে ওকে ভুল বুঝেছিলাম। মারাত্মক ভুল। কেন্ নিজেই আমাকে বাজির কথা বলেছে। ও আসলে এতদিন ধরে বিবেকের দংশনে জ্বলছিল। আমি গিয়েছিলাম ওকে শাস্তি দিতে আর ও আমার কাছে এসেছিল কিছু টাকা জিতবে বলে। কিন্তু শেষপর্যন্ত আমরা একে অন্যের প্রেমে পড়ে গেলাম। ওহ্, নিজেকে যে কী সুখি লাগছে বলে বোঝাতে পারব না!'

হানি এবং পেগি পরস্পর দৃষ্টি বিনিময় করল। 'তোমরা বিয়ে করছ কবে?' জানতে চাইল হানি।

'এখনও এ নিয়ে কোনো কথা হয়নি তবে শীঘ্রি। তোমরা দুজনে আমার মিতকনে হবে।'

'তুমি না বললেও হতাম।' বলল পেগি। কিন্তু ওর মনের ভেতরে সন্দেহের একটা

কাঁটা এখনও খচখচ করছে। হাই তুলল ও। 'আমি বাড়ি গেলাম। ঘুম পেয়েছে।'

'আমি মাইকের সঙ্গে থাকছি,' বলল ক্যাট। 'ওর জ্ঞান ফিরলে পুলিশ ওর সঙ্গে কথা বলতে চাইবে।' ওদের হাত নিজের মুঠোয় পুরে নিল ও। 'তোমাদের মতো বন্ধু পেয়ে আমি ভাগ্যবতী।'

বাড়ি ফেরার পথে ক্যাটের কথা ভাবছিল পেগি। ও জানে ক্যাট ভাইকে ভীষণ ভালোবাসে। পুলিশের হাতে সেই ভাইকে তুলে দিতে প্রচণ্ড সাহসের প্রয়োজন। ওর সেটা আছে।

পেগি ঘরে ঢুকেছে, ফোনের শব্দ বাজল কানে। রিসিভার তুলল ও।

ম্যালোরি। 'হাই! তোমাকে কী ভয়ানক মিস করছি জানাতে ফোন করলাম। কেমন চলছে জীবন?'

'চলছে একরকম,' বলল পেগি।

'বেশ। আজ রাতে ডিনারের জন্য ফ্রি আছ?'

এ শুধু ডিনারের আমন্ত্রণ নয়, আরও কিছু, একথা জানে পেগি। *ওর সঙ্গে আবার যদি দেখা হয়ে যায় আমার, আমি হয়তো ওর প্রেমে পড়ে যাব,* ভাবছে ও। আর প্রেমে পড়বে কি পড়বে না সেটা হবে পেগির জীবনের সবচেয়ে বড় সিদ্ধান্ত।

গভীর একটা দম নিল পেগি। 'ম্যালোরি...' বেজে উঠল ডোরবেল। 'এক মিনিট ধরো, ম্যালোরি।'

ফোন নামিয়ে রেখে দরজা খুলতে গেল পেগি।

ওখানে দাঁড়িয়ে আছে আলফ্রেড টার্নার।

পঁচিশ

দাঁড়িয়ে রইল পেগি। জমে গেছে বরফের মতো।

হাসল আলফ্রেড। 'ভেতরে আসতে পারি?'

কিংকর্তব্যবিমূঢ় পেগি বলল, 'অ...অবশ্যই।' সরে দাঁড়াল ও। লিভিংরুমে ঢুকল আলফ্রেড। বিচিত্র সব আবেগে টলোমলো করছে পেগির বুক। সুখি লাগছে, উত্তেজিত বোধ করছে, একই সঙ্গে রাগও হচ্ছে। *আমার এরকম লাগছে কেন?* নিজেকে প্রশ্ন করে পেগি। *ও হয়তো স্রেফ আমাকে হ্যালো বলতে এসেছে।*

আলফ্রেড ওর দিকে ঘুরল। 'ক্যারেনকে আমি ছেড়ে দিয়েছি।'

শব্দগুলো ধাক্কার মতো লাগল।

'আলফ্রেড...' হঠাৎ মনে পড়ে গেল পেগির। 'আমি আসছি এখুনি।'

দ্রুত গিয়ে ফোন তুলে নিল পেগি। 'ম্যালোরি?'

'হ্যাঁ, বলো, পেগি। আজ রাতে কি আমরা—?'

'আ...আমি বোধহয় আসতে পারব না।'

'ঠিক আছে আজ রাতে না-ই বা পারলে, তাহলে কাল রাতে?'

'এ—এখনই ঠিক বলতে পারছি না।'

ওর টেনশন টের পেল ম্যালোরি। 'কী হয়েছে, পেগি?'

'না। কিছু হয়নি। সব ঠিক আছে। আমি কাল ফোন করে সব বলব।'

'ঠিক আছে।' বিমূঢ় শোনাল ম্যালোরির গলা।

পেগি রিসিভার রেখে দিল।

'তোমাকে খুব মিস করেছি, পেগি,' বলল আলফ্রেড। তুমি আমায় মিস করেছিলে?'

না। আমি শুধু অচেনা লোকদের ধাওয়া করেছি আর তাদেরকে আলফ্রেড বলে ডেকেছি।

'হ্যাঁ,' বলল পেগি।

'গুড। তুমি তো জানো আমরা জন্মেছিই পরস্পরের জন্য। সবসময় ছিলাম।'

ছিলাম কি? সেজন্যেই তুমি ক্যারেনকে বিয়ে করেছিলে? তোমার কি ধারণা তুমি যখন খুশি তখন আমার জীবনে আসতে পারবে এবং চলে যাবে?

আলফ্রেড ওর গা ঘেঁষে দাঁড়াল। 'ছিলাম না?'

পেগি ওর দিকে তাকিয়ে বলল, 'জানি না আমি।'

আলফ্রেড ওর হাত তুলে নিল নিজের হাতে। 'অবশ্যই তুমি জানো।'

'ক্যারেনের সঙ্গে কী হয়েছে?'

কাঁধ ঝাঁকাল আলফ্রেড। 'ক্যারেন ছিল একটা ভুল। আমি শুধু তোমার কথাই ভাবতাম। ভাবতাম আমরা একত্রে কত মধুর সময় কাটিয়েছি। আমরা সর্বদাই ছিলাম পরস্পরের পরিপূরক।'

সতর্ক চোখে ওকে লক্ষ করছে পেগি। 'আলফ্রেড...'

'আমি এখানে থাকতে এসেছি, পেগি। 'এখানে' মানে ঠিক এ শহরে নয়। আমরা আসলে নিউইয়র্কে গিয়ে থাকব।'

'নিউইয়র্ক?'

'হ্যাঁ। তোমাকে সব কথা বলব বলেই এসেছি। তার আগে এক কাপ কফি খাওয়াতে পারবে?'

'নিশ্চয়! আমি এক্ষুনি কফি বানিয়ে আনছি। তুমি বসো।'

বসল না আলফ্রেড, পেগির পেছন পেছন কিচেনে ঢুকল। কফি বানাতে বানাতে চিন্তাভাবনাগুলো গুছিয়ে নেয়ার চেষ্টা করছে পেগি। ও আকুল হয়ে চেয়েছে আলফ্রেড যেন ওর কাছে ফিরে আসে। আলফ্রেড এখন এসেছে...

আলফ্রেড বলল, 'গত কয়েক বছরে অনেক কিছু শিখেছি, পেগি।'

'আচ্ছা!'

'হ্যাঁ। তুমি তো জানো গত কয়েক বছর আমি WHO-তে কাজ করেছি।'

'জানি।'

'ছেলেবেলায় যেমন দেখেছি, বড় হওয়ার পরেও ওই দেশগুলোর কোনো পরিবর্তন আমার চোখে পড়েনি। বরং কয়েকটা দেশের পরিস্থিতি আরও খারাপ হয়েছে। ওসব দেশে আরও বেড়েছে রোগ, দারিদ্র্য...'

'কিন্তু তুমি তো ওখানে গিয়েছিলে ওই লোকগুলোকে সেবা করতে।'

'হ্যাঁ। কিন্তু হঠাৎ আমার টনক নড়ে।'

'টনক নড়ে?'

'আমি বুঝতে পারি বেহুদাই আমার জীবনটা নষ্ট করছি। আমি ওখানে ছিলাম, চব্বিশঘণ্টা একটানা পরিশ্রম করেছি, সাহায্য করেছি অশিক্ষিত জংলি কতগুলো লোককে। অথচ ওই সময়ে এখানে বসে কাঁড়িকাঁড়ি টাকা কামাতে পারতাম।'

যা শুনছে বিশ্বাস হচ্ছে না পেগির।

'নিউইয়র্কের পার্ক এভিন্যুতে একজন ডাক্তার প্রাকটিস করছেন। তাঁর সঙ্গে আমার পরিচয় হয়েছে। জানো তিনি বছরে কত কামাই করেন? পাঁচ লাখ ডলার! আমার কথা শুনছ? বছরে পাঁচ লাখ ডলার!'

পেগি চোখ বড় বড় করে তাকিয়ে আছে আলফ্রেডের দিকে।

'নিজেকে প্রশ্ন করলাম আমি, "আমি ওই টাকাগুলো কেন কামাই করতে পারিনি?" ওই ডাক্তার তাঁর সহযোগী হিসেবে কাজ করার একটা প্রস্তাব দিয়েছেন।' গর্বের সুরে ঘোষণা করল আলফ্রেড। 'এবং আমি তাঁর সঙ্গে কাজ করতে যাচ্ছি। এজন্যেই তোমাকে নিয়ে নিউইয়র্কে যাওয়ার পরিকল্পনা করেছি।'

আলফ্রেডের কথা শুনে স্তম্ভিত হয়ে গেছে পেগি, জায়গা থেকে নড়ার শক্তিও পাচ্ছে না।

'আমি আমাদের দুজনের জন্য একটি পেন্থহাউজ কিনতে পারব, তোমার জন্য সুন্দর সুন্দর ড্রেস কিনে দেব এবং তোমাকে যেসব জিনিস দেব বলে কথা দিয়েছিলাম সব তুমি পাবে।' হাসছে সে। 'কী, আমার কথা শুনে খুব অবাক হয়েছ, না?'

পেগির গলার ভেতরটা শুকিয়ে গেছে। 'আ...আমি কী বলব বুঝতে পারছি না, আলফ্রেড।'

হেসে উঠল ও। 'সেটাই স্বাভাবিক। বছরে পাঁচ লাখ ডলার কামাইয়ের কথা শুনলে বাক্যহারা হয়ে যাবারই কথা।'

'আমি টাকার কথা বলিনি,' ধীরগলায় বলল পেগি।

'তাহলে?'

আলফ্রেডকে দেখছে পেগি, যেন এই প্রথম লক্ষ করছে।

'আলফ্রেড, WHO'র সঙ্গে কাজ করার সময় তোমার মনে হয়নি যে মানুষজনকে সাহায্য করছ তুমি?'

কাঁধ ঝাঁকাল সে। 'ওই লোকগুলোকে সাহায্য করার ক্ষমতা কারও নেই। আর ওদের নিয়ে ভাবতে বয়েই গেছে আমার। তুমি ভাবতে পারো ক্যারেন আমাকে বাংলাদেশে গিয়ে থাকতে বলেছিল? আমি যাব না বলার পরে ও চলে গেছে।' পেগির হাত ধরল আলফ্রেড। 'তাই আমি তোমার কাছে এসেছি...কিন্তু তুমি চুপ হয়ে আছ কেন? এমন আনন্দের খবরে অভিভূত হয়ে পড়েছ, না?'

পেগির মনে পড়ছে ওর বাবার কথা। ওর বাবা ইচ্ছে করলেই পার্ক এভিন্যুতে বিরাট পসার জমাতে পারতেন।

কিন্তু টাকার কোনো লোভ ছিল না বাবার। তাঁর একমাত্র লক্ষ্য ছিল মানবসেবা।

'আমি ক্যারেনকে ডিভোর্স দিয়ে দিয়েছি। কাজেই আমরা চাইলে এখুনি বিয়ে করে ফেলতে পারি।' পেগির হাতে মৃদু চাপড় দিল আলফ্রেড। 'নিউইয়র্কে বসবাসের বুদ্ধিটা কীরকম?'

পেগির বুক ভরে শ্বাস নিল, 'আলফ্রেড...'

আলফ্রেডের চেহারায় প্রত্যাশার হাসি। 'বলো?'

'চলে যাও।'

মুখ থেকে ধীরে ধীরে মুছে গেল হাসি। 'কী!'

সিধে হল পেগি। 'তোমাকে বলেছি এখান থেকে বিদায় হতে।'

বিমূঢ় দেখাল আলফ্রেড। 'কোথায় যাব?'

'তা আমি বলব না,' বলল পেগি। 'তাহলে তুমি কষ্ট পাবে।'

আলফ্রেড চলে যাবার পরে গভীর ভাবনায় ডুবে গেল পেগি। ক্যাট ঠিকই বলেছিল। ও একটা ভূতের সঙ্গে লটকে ছিল। *ওই জংলিগুলোকে সাহায্য করে কী লাভ? অথচ এখানে বসে আমি কাঁড়িকাঁড়ি টাকা কামাতে পারব... বছরে পাঁচ লাখ ডলার।*

আর এরকম একজনের আশায় আমি এতদিন পথ চেয়ে বসেছিলাম! পেগি ভেবেছিল হতাশায় মুহ্যমান হয়ে পড়বে ও, বদলে আনন্দ লাগছে। নিজেকে মুক্ত মনে হচ্ছে। ও জানে ও এখন কী চাইছে।

ফোন তুলল পেগি। ডায়াল করল ম্যালোরির নাম্বারে।

'হ্যালো।'

'ম্যালোরি, পেগি। নোই ভ্যালিতে তোমার বাড়ির কথা বলেছিলে মনে আছে?'

'হ্যাঁ...'

'আমি বাড়িটি দেখতে চাই। আজ রাতে যেতে পারবে?'

ম্যালোরি শান্তস্বরে বলল, 'তোমার কী হয়েছে বলো তো, পেগি? আমি কনফিউজড।'

'আসলে কনফিউজড আমি। ভাবতাম আমার দীর্ঘদিনের চেনা মানুষটাকে আমি ভালোবাসি কিন্তু সে আর আগের মতো নেই। আমি জানি আমি এখন কী চাই।'

'কী চাও?'

'তোমার বাড়িটি দেখতে চাই।'

নোই ভ্যালি যেন অন্য এক দশকের। বিশ্বের অন্যতম একটি কসমোপলিটান মহানগরীর হৃৎপিণ্ডের মাঝখানে রঙিন এক মরূদ্যান।

ম্যালোরির বাড়িটি তারই প্রতিরূপ—আরামদায়ক, পরিচ্ছন্ন এবং মনোমুগ্ধকর। পেগিকে পথ দেখিয়ে নিয়ে বাড়িতে ঢুকল ম্যালোরি। 'এটা লিভিংরুম, এটা কিচেন, ওটা গেস্ট বাথরুম, স্টাডি...,' পেগির দিকে তাকাল, 'বেডরুমটা ওপরে। দেখবে?'

মৃদু গলায় জবাব দিল পেগি। 'দেখব।'

দোতলায় বেডরুমে গেল ওরা। পেগির পাঁজরের গায়ে দিড়িম দিড়িম বাড়ি খাচ্ছে হৃৎপিণ্ড। কিন্তু যা ঘটছে তা অনিবার্য, অবশ্যম্ভাবী।

পেগি জানে না কে প্রথম পদক্ষেপটা নিয়েছিল, তবে যেভাবেই হোক ওরা পরস্পরের বাহুডোরে বাঁধা পড়ল, ম্যালোরির ঠোঁট নেমে এল ওর অধরে, ওরা একে অন্যের বস্ত্র হরণে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। তীব্র একটা ব্যাকুলতা দুজনের মধ্যেই। তারপর ওরা শুয়ে পড়ল বিছানায়, ম্যালোরি আদর করতে লাগল পেগিকে।

'গড,' ফিসফিস করল ম্যালোরি। 'আই লাভ ইউ।'

'জানি আমি,' টিটকিরির সুরে বলল পেগি। 'যেদিন তোমাকে আমি বলেছি শাদা কোট পরতে, সেদিন থেকে তুমি আমার প্রেমে হাবুডুবু খাচ্ছ।'

ওরা প্রেম করার পরে পেগি বলল, 'আমি রাতটা এখানেই কাটাতে চাই।'

হাসল ম্যালোরি। 'সকালে আবার আমাকে ছেড়ে চলে যাবে না তো?'

'যাব না।'

পেগি রাতভর কথা বলল ম্যালোরির সঙ্গে...প্রেম করল... গল্প করল। সকালে ওর জন্যে নাশতা বানাল।

ম্যালোরি ওকে লক্ষ করতে করতে বলল, 'জানি না এত ভাগ্য নিয়ে কী করে আমি জন্মেছি, তবে তোমাকে ধন্যবাদ।'

'আসলে ভাগ্যবতী আমি,' বলল পেগি।

'তুমি কিন্তু আমার প্রস্তাবের কোনো জবাব দাওনি।'

'বিকেলেই জবাব পেয়ে যাবে।'

সেদিন বিকেলে এক লোক ম্যালোরির অফিসে এসে একটি খাম দিয়ে গেল। ভেতরে একটি কার্ড। মডেল হাউজসহ এ কার্ডটিই ম্যালোরি পেগিকে পাঠিয়েছিল।

আমার [ ]

আমাদের [×]

প্লিজ, যে-কোনো একটিতে ক্রসচিহ্ন দাও।

ছাব্বিশ

লু ডিনোটো আজ হাসপাতাল থেকে বাড়ি ফিরবে। ক্যাট তার ঘরে গেল তাকে বিদায় জানাতে। রাইনো এবং শ্যাডো আছে তাদের বসের সঙ্গে।

ক্যাটকে ঘরে ঢুকতে দেখে ডিনেটো সাগরেদদের বলল, 'এখন তোমরা ভাগো।'

ওরা দুজন বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

ডিনেটো ক্যাটের দিকে তাকিয়ে বলল, 'তোমার কাছে আমি ঋণী হয়ে রইলাম।'

'আমার কাছে আপনার ঋণী থাকার কোনো কারণ নেই।'

'আছে। তুমি আমার জীবন বাঁচিয়েছ। শুনলাম বিয়ে করছ।'

'ঠিকই শুনেছেন।'

'পাত্র নাকি ডাক্তার?'

'জি।'

'বেশ, তাকে বলে দিও তোমাকে যেন ঠিকমতো আদর-যত্ন করে, নইলে আমার কাছে তাকে জবাবদিহি করতে হবে।'

'বলব।'

কয়েক সেকেন্ড বিরতি। 'মাইকের ঘটনা জেনে আমি দুঃখিত।'

'ও ঠিক হয়ে যাবে,' বলল ক্যাট। 'ওর সঙ্গে আমার অনেক কথা হয়েছে। হি উইল বি ফাইন।'

'গুড।' মোটাসোটা একটা খাম বাড়িয়ে দিল ডিনেটো।

'তোমার বিয়েতে আমার ছোট্ট উপহার।'

মাথা নাড়ল ক্যাট। 'লাগবে না। ধন্যবাদ।'

'কিন্তু...'

'আপনি নিজের প্রতি খেয়াল রাখবেন।'

'তুমিও নিজের প্রতি খেয়াল রেখো। একটা কথা কী জানো? তুমি খুব দৃঢ় মনোবলের একজন মানুষ। একটা কথা বলি শোনো। যদি কখনও কোনোকিছুর প্রয়োজন হয়, কোনোরকম দ্বিধা না করে চলে আসবে আমার কাছে। আমার কথা শুনলে?'

'শুনেছি।'

ক্যাট জানে লু ডিনেটোর কাছে যে-কোনো সাহায্য চাইলেই ও পাবে। কিন্তু ও

কোনোদিন এ লোকের কাছে সাহায্য চাইতে যাবে না।

পেগি এবং ম্যালোরি এখন প্রতিদিন তিন/চারবার ফোনে কথা বলে। পেগির কাজ না থাকলেই ম্যালোরিকে সময় দেয় ও।

হাসপাতাল যথারীতি প্রচণ্ড ব্যস্ত। ছত্রিশ ঘণ্টা ডিউটি করতে হচ্ছে পেগিকে, আর বেশিরভাগ সময় ইমার্জেন্সি থাকে ওর। ও একদিন অন-কল রুমে ঘুমাচ্ছে, টেলিফোনের কর্কশ আওয়াজ টুটে গেল নিদ্রা।

রিসিভার হাতড়ে নিয়ে কানে ঠেকাল ও। 'হ্যা-আ-লো!'

'ডা. টেলর, ৪২২ নাম্বার রুমে চলে আসুন। এক্ষুনি।'

৪২২ নাম্বার রুমের রোগী যেন কে? মনে করার চেষ্টা করল পেগি। ল্যান্স কেলি। ডা. বার্কারের রোগী। এই তো সেদিন লোকটার mitral valve বসানো হয়েছে। নিশ্চয় কোনো সমস্যা হয়েছে। পেগি কোনোমতে শরীরটাকে হিঁচড়ে নামাল কট থেকে, পা বাড়াল জনশূন্য করিডরে। এলিভেটরের জন্য অপেক্ষা সমীচীন মনে করল না। সিঁড়ি বেয়ে দ্রুত উঠতে লাগল।

হয়তো নার্ভাস হয়ে কোনো নার্স ফোনটা করেছে। সিরিয়াস কিছু হলে ডা. বার্কারকে ফোন করব, ভাবছে পেগি।

রুম ৪২২-এর সামনে চলে এল ও, পাথর হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল দোরগোড়ায়। তীব্র শ্বাসকষ্ট শুরু হয়েছে রোগীর, গোঙাচ্ছে। পেগিকে দেখে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল নার্স।

'কী করব বুঝতে পারছিলাম না, ডাক্তার। আমি...'

দুই লাফে রোগীর বিছানার পাশে চলে এল পেগি। 'আপনি সুস্থ হয়ে যাবেন,' আশ্বস্ত করল ও। পালস দেখল। ঘোড়ার মতো লাফাচ্ছে নাড়ি। mirtal valve ঠিকমতো কাজ করছে না।

'ওকে সিডেটিভ দাও,' হুকুম করল পেগি।

নার্স পেগিকে একটি সিরিঞ্জ দিল, পেগি রোগীর শিরায় ইনজেকশন দিল। ফিরল নার্সের দিকে। 'হেডনার্সকে বলো অপারেটিং টিম-এর ব্যবস্থা করতে। আর ডা. বার্কারকে ফোন করো।'

পনেরো মিনিট পরে ল্যান্স কেলিকে নিয়ে আসা হল অপারেটিং টেবিলে। অপারেটিং দলে রয়েছে দুজন স্ক্রাব নার্স, একজন সাকুলেটিং নার্স এবং দুজন রেসিডেন্ট। ঘরের এককোণে উঁচু করে রাখা টিভি-মনিটরে হার্টরেট, EKG এবং রক্তচাপের মাত্রা প্রদর্শিত হচ্ছে।

ঘরে ঢুকল অ্যানেসথেসিওলজিস্ট। এ লোকটাকে দেখে মেজাজ বিগড়ে গেল পেগির। হাসপাতালে বেশিরভাগ অ্যানেসথেসিওলজিস্ট দক্ষ ডাক্তার কিন্তু হারম্যান কোচ একেবারে যাচ্ছেতাই। এর সঙ্গে আগেও একবার কাজ করেছে পেগি, তারপর থেকে একে এড়িয়ে চলছে।

হারম্যান রোগীর গলায় একটা টিউব ঢোকাল। পেগি বলল, 'জুগুলার ভেইনে টিউব ঢোকান।'

মাথা ঝাঁকাল। 'ঢোকাচ্ছি।'

এক রেসিডেন্ট জিজ্ঞেস করল, 'এ রোগীর সমস্যাটা কী?'

'গতকাল এ রোগীর mirtal valve রিপ্লেস করেছেন ডা. বার্কার,' জবাব দিল পেগি। তাকাল ডা. কোচের দিকে। 'উনি কি জ্ঞান হারিয়েছেন?'

মাথা ঝাঁকাল কোচ। 'নিশ্চিন্তে নিদ্রা যাচ্ছেন।'

'আপনি কী দিয়েছেন?'

'প্রোপোফল।'

সায় দেয়ার ভঙ্গিতে মাথা দোলাল পেগি। 'ঠিক আছে।'

দেখল কেনিকে হার্ট লাং মেশিনের সঙ্গে সংযুক্ত করা হচ্ছে যাতে ও কার্ডিওপাল মোনারি বাইপাস-এর কাজ করতে পারে। দেয়ালে ঝোলানো মনিটরে তাকাল পেগি। পালস ১৪০...ব্লাড অক্সিজেন স্যাচুরেশন ৯২ শতাংশ...ব্লাডপ্রেশার ৮০। 'লেট'স গো' বলল ও।

একজন রেসিডেন্ট চালিয়ে দিল মিউজিক।

অপারেটিং টেবিলে জ্বলতে থাকা এগারোশো ওয়াটের উত্তপ্ত বাতির শাদা আলোর নিচে এসে দাঁড়াল পেগি। ঘুরল স্ক্রাব নার্সের দিকে। 'স্কালপেল, প্লিজ...

শুরু হয়ে গেল অপারেশন।

রোগীর ক্ষতস্থানের সবগুলো সেলাই কেটে ফেলল পেগি। তারপর ঘাড়ের নিচ থেকে বক্ষাস্থির নিচ প্রান্ত পর্যন্ত চালিয়ে দিল ছুরি। একজন রেসিডেন্ট গজ প্যাড দিয়ে রক্ত মুছছে।

সাবধানে চর্বির স্তর এবং পেশি কাটল পেগি। ওর সামনে ধকধক করছে কেনির হৃৎপিণ্ড।

'সমস্যাটা এখানে,' বলল ও। 'আট্রিয়াম ফুটো হয়ে গেছে। হার্টের চারপাশে রক্ত জমা হয়ে চাপ দিচ্ছে।' দেয়ালের মনিটরে তাকাল পেগি। পাম্পপ্রেশার ভয়াবহ গতিতে নেমে আসছে।

'ফ্লো বাড়াও,' হুকুম করল ও।

অপারেশন রুমের দরজা খুলে গেল। ভেতরে ঢুকলেন ডা. বার্কার। একপাশে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগলেন কী ঘটছে।

পেগি বলল, 'ডা. বার্কার, আপনি কি...?'

'তোমার অপারেশন তুমিই করো।'

কোচ কী করছে দেখতে তার দিকে এক ঝলক তাকাল পেগি। 'সাবধান। আপনি কিন্তু ওকে অতিরিক্ত অ্যানেসথেসিয়া দিয়ে ফেলেছেন। কমান!'

'কিন্তু আমি...'

'উনি v-tach-এ আছেন। প্রেশার নেমে যাচ্ছে।'

'তাহলে আমি কী করব?' হাবার মতো প্রশ্ন করল কোচ।

'লিডোকেন এবং এপিনফ্রাইন দিন! এখন!' চিৎকার করছে পেগি।

'আচ্ছা, দিচ্ছি।'

কোচ একটা সিরিঞ্জে নিয়ে রোগীর শিরায় ঢোকাল।

একজন রেসিডেন্ট মনিটরে তাকিয়ে চেঁচিয়ে উঠল, 'ব্লাডপ্রেশার নেমে যাচ্ছে!'

পেগি রক্তপড়া বন্ধ করার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করছে। কোচের দিকে তাকাল। 'অনেক বেশি রক্ত পড়ছে! আমি আপনাকে বলেছিলাম...'

মনিটরে হার্টবিটের শব্দ হঠাৎ কেমন বিদঘুটে শোনাতে লাগল।

'মাই গড! মস্ত কোনো ভজকট হয়ে গেছে!'

'আমাকে ডেফিব্রিলেটর দিন!' চেঁচাল পেগি।

সার্কুলেটিং নার্স ক্রাশ কার্ট থেকে ডেফিব্রিলেটর তুলে নিল, একজোড়া জীবাণুশূন্য প্যাডল খুলল, ওগুলো প্লাগে ঢোকাল। তারপর চার্জ করার জন্য টিপে দিল বোতাম, দশ সেকেন্ড পরে ওগুলো তুলে দিল পেগির হাতে।

প্যাডলজোড়া সরাসরি রোগীর হার্টের ওপরে বসাল পেগি। লাফিয়ে উঠল কেলির শরীর, তারপর এলিয়ে পড়ল বিছানায়।

আবার চেষ্টা করল পেগি। কেলিকে বাঁচিয়ে তুলতে চাইছে, চাইছে লোকটা যেন আবার শ্বাস করে। কিন্তু কিছুই ঘটল না। জড়পদার্থের মতো অসাড় এবং নিস্পন্দ হয়ে রইল হার্ট।

রেগে গেল পেগি। ও ঠিকমতোই অপারেশন করছিল কিন্তু ডা. কোচ অতিরিক্ত অ্যানেসথেসিয়া দিয়ে সব ভণ্ডুল করেছে।

তৃতীয়বারে ব্যর্থ চেষ্টা করছে পেগি কেলির শরীরে ডেফিডিনেটর দিতে, ডা. বার্কার অপারেটিং টেবিলের সামনে এসে দাঁড়ালেন। তাকালেন পেগির দিকে।

'তুমি ওকে মেরে ফেলেছ।'

সাতাশ

একটা ডিজাইন মিটিঙের মাঝখানে ম্যালোরি, তার সেক্রেটারি বলল, 'ডা. টেলর আপনার সঙ্গে কথা বলতে চাইছেন। ওনাকে পরে ফোন করতে বলব?'

'না। আমি কথা বলছি।' ফোনটা ধরল ম্যালোরি।

'পেগি!'

'ম্যালোরি...তোমাকে আমার দরকার!' ফোঁপাচ্ছে পেগি।

'কী হয়েছে?'

'আমার বাসায় একটু আসতে পারবে?'

'নিশ্চয়। আসছি এখুনি।' সিধে হল ম্যালোরি। 'মিটিং শেষ। কাল আবার এ নিয়ে কথা বলব।'

আধঘণ্টা পরে পেগির অ্যাপার্টমেন্টে পৌঁছে গেল ও।

পেগি দরজা খুলেই জড়িয়ে ধরল ওকে। কান্নাকাটি করে লাল করে ফেলেছে চক্ষু।

'কী ব্যাপার?' জিজ্ঞেস করল ম্যালোরি।

'খুবই খারাপ ব্যাপার! ডা. বার্কার বলেছেন আমি নাকি... আমি নাকি একজন রোগীকে মেরে ফেলেছি। কিন্তু বিশ্বাস করো এতে...এতে আমার কোনো দোষ নেই!' গলা ভেঙে গেল পেগির। 'এসব আমার আর সহ্য হচ্ছে না...'

'পেগি,' নরম গলায় বলল ম্যালোরি, 'তুমি তো আমাকে বলেছ লোকটা কতটা হীন প্রকৃতির। এর চরিত্রই এরকম।'

মাথা নাড়ল পেগি। 'না, তার চেয়েও বেশি। আমি যেদিন থেকে তাঁর সঙ্গে কাজ শুরু করেছি সেদিন থেকে তিনি আমার বিরুদ্ধে উঠেপড়ে লেগেছেন। ম্যালোরি, উনি যদি আজেবাজে কোনো ডাক্তার হতেন এবং আমার সমালোচনা করতেন, মোটেই পাত্তা দিতাম না। কিন্তু লোকটা প্রতিভাবান। তাঁর মতামতের আমি মূল্য দিই। আমার মনে হয় না ডাক্তার হিসেবে আমি খুব একটা ভালো।'

'কী যা-তা বলছ!' রেগে গেছে ম্যালোরি। 'অবশ্যই তুমি ভালো ডাক্তার।' যার সঙ্গেই তোমাকে নিয়ে কথা হয়েছে সবাই বলেছে তুমি ডাক্তার হিসেবে অসাধারণ।'

'লরেন্স বার্কার তো আর বলেননি।'

'বার্কারের কথা বাদ দাও!'

'আমি ঠিক করেছি হাসপাতালের চাকরিটা ছেড়ে দেব।' বলল পেগি।

ম্যালোরি ওকে জড়িয়ে ধরল। 'পেগি আমি জানি এ পেশাটাকে তুমি অসম্ভব ভালোবাসো। এটাকে তুমি ছাড়তে পারো না।'

'আমি আমার পেশা ত্যাগ করছি না। তবে ওই হাসপাতালের চেহারাও আর দেখতে চাই না।'

পেগিকে একটি রুমাল দিল ম্যালোরি। ওটা দিয়ে চোখ মুছল পেগি।

'দুঃখিত, তোমাকে আমার দুখের সাতকাহন শুনিয়ে বিব্রত করতে চাইনি।'

'স্বামীরা তো রয়েছেই স্ত্রীদের দুখের সাতকাহন শোনার জন্য, তাই না?'

কষ্টার্জিত হাসি ফোটাল পেগি ঠোঁটে। 'হুঁ।' বুক ভরে দম নিল।

'এখন মনটা হালকা লাগছে। আমাকে সময় দেয়ার জন্য ধন্যবাদ। ডা. ওয়ালেসকে ফোন করে বলেছিলাম চাকরিটা আমি ছেড়ে দিচ্ছি। ওঁর সঙ্গে এখন একটু দেখা করতে যাব।'

'রাতে ডিনারে দেখা হবে।'

হাসপাতালের করিডর ধরে হাঁটছে পেগি। জানে শেষবারের মতো এসব দেখছে সে। পরিচিত সব শব্দ। লোকজন দ্রুত পায়ে করিডর ধরে আসছে, যাচ্ছে। হাসপাতালটি যে তার নিজের বাড়ির চেয়েও প্রিয় হয়ে গেছে তা আগে বুঝতে পারেনি পেগি। জিমি, চ্যাংসহ ভালো ভালো যেসব ডাক্তারের সঙ্গে ওর হৃদ্যতা ছিল সবার কথা মনে পড়ছে পেগির। ম্যালোরি এসেছিল শাদা কোট পরে ওর সঙ্গে রাউন্ডে যাবে বলে। ক্যাফেটেরিয়ার পাশ কাটাল ও। এখানে হানি এবং ক্যাটের সঙ্গে কতবার যে ও সকালে নাশতা করেছে! আর লাউঞ্জ। এখানে ওরা পার্টি দিয়েছিল। করিডর আর কক্ষগুলোকে নিয়ে অসংখ্য স্মৃতি রয়েছে পেগির। *এগুলোকে আমি মিস করব,* ভাবছে ও। *কিন্তু ওই দানবের সঙ্গে একই ছাদের নিচে কাজ করতে আমি আর রাজি নই।*

ডা. ওয়ালেসের অফিসে ঢুকল পেগি। তিনি ওর জন্য অপেক্ষা করছিলেন।

'তোমার ফোন আমাকে বিস্মিত করেছে, পেগি! তুমি কি সত্যি মনস্থির করে ফেলেছ?'

'জি।'

দীর্ঘশ্বাস ছাড়লেন বেনজামিন ওয়ালেস। 'বেশ। ডা. বার্কারের সঙ্গে একবার দেখা করে যেয়ো। তিনি তোমার সঙ্গে কথা বলতে চেয়েছেন।'

'আমিও তাঁর সঙ্গে কথা বলতে চাই,' পেগির ভেতরে রাগের লাভা ফুটতে লাগল টগবগ করে।

'উনি ল্যাবে আছেন। ওয়েল...গুড লাক।'

'ধন্যবাদ,' ল্যাবে পা বাড়াল পেগি।

পেগি ল্যাবে ঢুকে দেখে ডা. বার্কার মাইক্রোস্কোপের নিচে কতগুলো স্লাইড পরীক্ষা করছেন। মুখ তুলে তাকালেন। 'শুনলাম তুমি নাকি চাকরি ছেড়ে দিচ্ছ।'

‘ঠিকই শুনেছেন। আপনার ইচ্ছেই শেষ পর্যন্ত পূরণ হল।’

‘আমার ইচ্ছেটা কী ছিল শুনি?’ প্রশ্ন করলেন বার্কার।

‘যেদিন আপনার সঙ্গে আমার পরিচয় হয়েছে সেদিন থেকে আপনি চেয়েছেন আমি যেন এখান থেকে চলে যাই। তো আপনিই জিতলেন। আপনার সঙ্গে আমি আর লড়াই করতে চাই না। আপনি যখন বললেন আপনার রোগীকে আমি মেরে ফেলেছি আমি...?’ গলা ভেঙে গেল পেগির। ‘আমি...আমি বুঝতে পারলাম আপনি একটা মর্ষকামী, ঠাণ্ডা রক্তের কুত্তার বাচ্চা। আমি আপনাকে ঘৃণা করি।’

‘বসো,’ বললেন ডা. বার্কার।

‘না, আপনার সঙ্গে আমার আর কোনো কথা নেই।’

‘কিন্তু আমার আছে। তুমি নিজেকে কী মনে করো, অ্যাঁ?’

হঠাৎ গুঙিয়ে উঠলেন তিনি।

ভীত চোখে পেগি দেখল বুকে হাত চেপে ধরে টেবিল উল্টে পড়ে যাচ্ছে ডা. বার্কার। মুখটা একদিকে বিশ্রীরকম বেঁকে গেছে।

পেগি একলাফে বার্কারের কাছে চলে এল। ‘ডা. বার্কার।’

ঝট করে ফোন তুলল ও, ঘর ফাটিয়ে চেঁচিয়ে উঠল, ‘কোড বেড! কোড বেড!’

ডা. পিটারসন বললেন, ‘ওঁর ম্যাসিভ অ্যাটাক হয়েছে। বাঁচবেন কিনা সন্দেহ।’

সব আমার দোষ, ভাবছে পেগি। *আমি লোকটার মৃত্যুকামনা করেছিলাম।* খুব খারাপ লাগছে ওর।

বেন ওয়ালেসের কাছে গেল ও। ‘যা ঘটেছে সেজন্য আমি অত্যন্ত দুঃখিত। উনি খুব ভালো ডাক্তার ছিলেন।’

‘হুঁ। সত্যি খারাপ লাগছে। খুবই...’ ওয়ালেস পেগিকে লক্ষ করছেন। ‘পেগি, ডা. বার্কার আর এখানে প্রাকটিস করতে পারবেন না। তুমি কি তোমার মত বদলাবে?’

ইতস্তত গলায় জবাব দিল পেগি, ‘জি, আমি আমার মত বদলাব।’

আঠাশ

পেগি'র চার্টে লেখা : জন ক্রনিন, শ্বেতাঙ্গ, বয়স ৭০, ডায়াগনসিস : কার্ডিয়াক টিউমার।

জন ক্রনিনের সঙ্গে এখনও সাক্ষাৎ হয়নি পেগির। ভদ্রলোকের হার্ট সার্জারি হবে। পেগি তাঁর রুমে ঢুকল। জন ক্রনিনের পাশে দাঁড়িয়ে আছে একজন নার্স এবং একজন স্টাফ ডাক্তার। ও উষ্ণ হেসে বলল, 'গুড মর্নিং, মি. ক্রনিন।'

ক্রনিনের মুখ থেকে টিউব সরিয়ে নেয়া হয়েছে, মুখের চারপাশে অ্যাডহেসিভ টেপের দাগ। মাথার ওপরে ঝুলছে যে বোতল, বাঁ হাতে টিউব ঢোকানো।

ক্রনিন পেগির দিকে তাকাল। 'তুমি কোন্ চুলো থেকে এসেছ শুনি?'

'আমি ডা. টেলর। আপনার পরীক্ষাগুলো আমি করছি এবং—'

'লাইক হেল ইউ আর! তোমার নোংরা হাত দিয়ে আমাকে ছোঁবে না বলছি। ওরা সত্যিকারের একজন ডাক্তার পাঠাল না কেন?'

পেগির হাসিটা নিভে গেল। 'আমি একজন কার্ডিওভাসকুলার সার্জন। আপনাকে সুস্থ করে তোলার জন্য যা যা করা প্রয়োজন সব করব আমি।'

'আমার হার্ট অপারেশন করবে তুমি?'

'জি। আমি...'

স্টাফ ডাক্তারের দিকে তাকালেন জন ক্রনিন। 'ফর ক্রাইস্টস শেক, এ হাসপাতাল থেকে এরচেয়ে আর ভালো সেবা আমার কপালে জুটছে না, না?'

'ডা. টেলর ডাক্তার হিসেবে অত্যন্ত দক্ষ এবং যোগ্য,' বলল স্টাফ ডাক্তার।

'তুমি বললে আর আমি বিশ্বাস করলাম!'

আড়ষ্ট গলায় পেগি বলল, 'আপনি কি আপনার নিজের সার্জনকে দিয়ে অপারেশন করাতে চাইছেন?'

'আমার নিজের কোনো সার্জন নেই। ওই আকাশছোঁয়া দামি হাতুড়েগুলোকে পোষার ক্ষমতা আমার নেই। তোমরা, ডাক্তাররা, সব একরকম। সবার শুধু টাকার লোভ। রোগী মরল কি বাঁচল সেদিকে কোনো খেয়াল নেই। আমরা তোমাদের কাছে স্রেফ মাংসের টুকরো, তাই না?'

মেজাজ সামলে রাখতে কষ্ট হচ্ছে পেগির। 'বুঝতে পারছি আপনি এখন খুব আপসেট হয়ে আছেন। তবে—'

'আপসেট? তোমরা আমার কলজেটা কেটে ফেলবে এজন্য আপসেট হয়ে আছি ভাবছ?' ক্রনিন গলা ফাটিয়ে চিল্লাচ্ছেন। 'আমি জানি অপারেটিং টেবিলেই আমি মারা যাব। তুমিই আমাকে মারবে। আশা করি খুনের দায়ে ওরা তোমাকে গ্রেফতার করবে!'

'যথেষ্ট হয়েছে!' বলল পেগি।

ক্রনিন শয়তানি হাসি হাসছেন পেগির দিকে তাকিয়ে। 'আমি মারা গেলে তোমার রেকর্ডে কালো দাগ পড়ে যাবে তাই না, ডাক্তার? হয়তো তোমাকে আমার অপারেশন করতে দেব।'

পেগি টের পেল ওর রক্তচাপ দ্রুত চড়ে যাচ্ছে। নার্সের দিকে ঘুরল। 'আমার একটি EKG এবং কেমিস্ট্রি প্যানেল দরকার।' জন ক্রনিনের দিকে শেষবার দৃষ্টি নিক্ষেপ করে ঘুরল, বেরিয়ে এল ঘর থেকে।

এক ঘণ্টা পরে টেস্ট রিপোর্ট নিয়ে ফিরেছে পেগি, জন ক্রনিন ওকে ঘরে ঢুকতে দেখে মন্তব্য করলেন, 'এই রে, মাগীটা আবার এসেছে।'

পরদিন সকাল ছটায় জন ক্রনিনের অপারেশন করল পেগি।

লোকটার বুক কেটে ফেলার পরপরই বুঝতে পারল এর আর কোনো আশা নেই। হার্ট প্রধান সমস্যা নয়। ক্রনিনের প্রত্যঙ্গগুলো মেলানোমায় আক্রান্ত।

একজন রেসিডেন্ট বলে উঠল, 'ওহ্, মাই গড! এখন আমরা কী করব?'

'আমরা প্রার্থনা করতে পারি যাতে এ রোগ নিয়ে ওনাকে বেশিদিন বেঁচে থাকতে না হয়।'

পেগি অপারেটিং রুম থেকে বেরিয়ে এসেছে, করিডরে এক মহিলা এবং দুজন পুরুষকে দেখতে পেল ওর জন্য অপেক্ষা করছে। মহিলার বয়স ৩৭/৩৮। মাথায় লাল টকটকে চুল, মুখে প্রচণ্ড মেকআপ। গা থেকে শস্তা পারফিউমের গন্ধ বেরুচ্ছে ভুরভুর করে। পরনের টাইট ড্রেসে শরীরের মারাত্মক খাঁজভাঁজগুলো প্রকট। লোকদুটোর বয়স চল্লিশের কোঠায়। দুজনের মাথাতেই লাল চুল। পেগির মনে হল ওরা সার্কাসের একটা দল।

মহিলা পেগিকে বলল, 'আপনি ডা. টেলর?'

'জি।'

'আমি মিসেস ক্রনিন। এরা আমার ভাই। আমার স্বামী কেমন আছে?'

সাবধানে শব্দ বাছাই করল পেগি,

'অপারেশন আশাব্যঞ্জক হয়েছে।'

'ওহ্, থ্যাংক গড!' নাটকীয় ভঙ্গিতে বলল মিসেস ক্রনিন, লেসের রুমাল দিয়ে চোখ মুছল। 'জনের কিছু হলে আমি বাঁচব না।'

পেগি যেন এক যাচ্ছেতাই অভিনেত্রীকে দেখছে।

‘আমার প্রিয়তমকে কি আমি এখন দেখতে পারি?’

‘এখনই দেখা যাবে না, মিসেস ক্রনিন। উনি রিকভারি রুমে আছেন। কাল নাহয় একবার আসুন।’

‘আসব।’ লোকদুটোর দিকে ফিরল মহিলা। ‘চলো সবাই।’

ওরা চলে যাচ্ছে। সেদিকে তাকিয়ে মনে মনে বলল পেগি : *বেচারি জন ক্রনিন।*

পরদিন সকালে রিপোর্ট পেল পেগি। ক্রনিনের সারা শরীরে ছড়িয়ে পড়েছে ক্যান্সার। রেডিয়েশন ট্রিটমেন্টের সময়ও শেষ।

অনকোলজিস্ট পেগিকে বলল, ‘ওনাকে একটু আরামে রাখা ছাড়া আমাদের অন্য কিছু করার নেই। উনি ভয়ানক শারীরিক যাতনা ভোগ করছেন।’

‘ওঁর আয়ু আর কদ্দিন?’

‘এক বড়জোর দুহপ্তা।’

জন ক্রনিনকে দেখতে ইনটেনসিভ কেয়ারে গেল পেগি। ঘুমাচ্ছেন। রেসপিরেটরে বন্দি তিনি, শিরায় সুঁই গেথে তরল খাদ্য খাওয়ানো হচ্ছে। ভদ্রলোকের বিছানার পাশে বসল পেগি। মানুষটাকে ক্লান্ত এবং পরাজিত লাগছে দেখতে। *হতভাগা একজন মানুষ,* ভাবছে পেগি। *আধুনিক চিকিৎসাশাস্ত্রের এতসব মিরাকল থাকা সত্ত্বেও ওনাকে বাঁচাতে পারছি না আমরা।* আলতো হাতে ক্রনিনের হাত স্পর্শ করল পেগি। একটু পরে উঠে চলে গেল।

সেদিন বিকেলে পেগি আবার এল জন ক্রনিনকে দেখতে। তার গা থেকে রেসপিরেটর খুলে ফেলা হয়েছে। ক্রনিন চোখ খুলে তাকাতেই দেখতে পেলেন পেগিকে। জড়ানো গলায় বললেন, ‘অপারেশন শেষ, হাহ্?’

আশ্বস্ত করার ভঙ্গিতে হাসল পেগি। ‘জি। দেখতে এলাম কেমন আছেন। একটু আরামবোধ করছেন কি?’

‘আরামবোধ?’ নাক দিয়ে ঘোঁত শব্দ করলেন ক্রনিন। ‘আমি কেমন আছি জেনে তোমার কী লাভ?’

পেগি বলল, ‘প্লিজ, ঝগড়া করবেন না।’

ক্রনিন শুয়ে রইলেন, নীরবে লক্ষ করছেন ওকে। ‘এক ডাক্তার বলল তুমি নাকি অনেক যত্ন নিয়ে অপারেশনটা করেছ।’

পেগি জবাবে কিছু বলল না।

‘আমার ক্যান্সার হয়েছে, না?’

‘জি।’

‘অবস্থা কতটা খারাপ?’

প্রতিটি ডাক্তারকেই এ প্রশ্নের মুখোমুখি হতে হয়। জবাব দিল পেগি, 'খুব খারাপ।'

অনেকক্ষণ চুপ করে রইলেন ক্রনিন। তারপর বললেন, 'রেডিয়েশন কিংবা কেমোথেরাপি দেয়া যাবে না!'

'আমি দুঃখিত। তাতে লাভ হবে না কোনো বরং আরও বেশি যন্ত্রণা ভোগ করবেন।'

'ও আচ্ছা। ওয়েল...আমি অবশ্য পূর্ণাঙ্গ একটা জীবন উপভোগ করেছি।'

'সে বিষয়ে আমার কোনো সন্দেহ নেই।'

'আমাকে দেখে এখন তোমার বিশ্বাস না-ও হতে পারে তবে সত্য হল এই যে আমার জীবনে বহু নারী এসেছে।'

'আমি বিশ্বাস করছি।'

'ইয়াহ্। সুন্দরী সুন্দরী নারী...সুস্বাদু খাবার...দামি সিগার...তুমি বিয়ে করেছ?'

'না।'

'করা উচিত। সবারই বিয়ে করা উচিত। আমি দুবার বিয়ে করেছি। প্রথম বউকে নিয়ে পঁয়ত্রিশ বছর ঘর-সংসার করেছি। খুব ভালো ছিল আমার প্রথম স্ত্রী। হার্ট-অ্যাটাকে মারা গেছে।'

'আয়াম সরি।'

'ইটস ওকে।' দীর্ঘশ্বাস ছাড়লেন তিনি। 'তারপর এক খাইখাই স্বভাবের মহিলাকে বিয়ে করি। খুবই লোভী টাইপের মহিলা। তার দুই ভাই'ও তা-ই। দোষটা আমারই। কামুক টাইপের মানুষ আমি। আর আমার দ্বিতীয় স্ত্রীর ফিগারও ছিল দারুণ। বিশেষ করে তার মাথাভর্তি লাল চুল আমার মাথা ঘুরিয়ে দিয়েছিল। আর তার শরীর যে ভাস্কর্যের তৈরি।'

'সেটাই স্বাভাবিক...'

'নো অফেন্স। তুমি কি জানো কেন আমি এই ফকিরনী মার্কা হাসপাতালে? আমার স্ত্রী আমাকে এখানে ভর্তি করেছে। প্রাইভেট হাসপাতালে ভর্তি করালে অনেকগুলো টাকা খরচ হয়ে যেত যে!' পেগির চোখে চোখ রাখলেন ক্রনিন। 'আমার হাতে আর কদিন সময় আছে?'

'সত্যি কথাটা বলব?'

'না...হ্যাঁ।'

'এক কি দু সপ্তাহ।'

'যিশাস! ব্যথাটা আরও বেশি কষ্ট দেবে, তাই না?'

'আপনাকে যতটা আরাম দেয়ার চেষ্টা করব, মি. ক্রনিন।'

'আমাকে শুধু জন বলে ডাকবে।'

'জন।'

'জীবনটা খুব নোংরা, কী বলো?'

'আপনিই না একটু আগে বললেন চমৎকারভাবে উপভোগ করেছেন জীবন।'

'করেছি। তবে কী জানো, জীবন শেষ হয়ে যাচ্ছে জানলে কেমন যেন অদ্ভুত লাগে। 'মৃত্যুর পরে আমরা কোথায় যাব জানো?'

'আমি জানি না।'

ক্রনিন জোর করে হাসলেন। 'সেখানে যাবার পরে তোমাকে আমি জানাব।'

'আপনার ওষুধ খাওয়ার সময় হয়েছে। আপনার আরামের জন্য কি কিছু করতে পারি?'

'পারো। রাতের বেলা এসে আমার সঙ্গে গল্প করবে।'

আজ রাতে পেগির ডিউটি নেই, তাছাড়া এ মুহূর্তে ভীষণ ক্লান্ত লাগছে। তবু বলল, 'আচ্ছা, আসব।'

রাতের বেলা জন ক্রনিনের ঘরে ঢুকে পেগি দেখে এখনও জেগে আছেন তিনি।

'লাগছে কেমন?'

ব্যথায় কুঁচকে গেল মুখ। 'খুব খারাপ। ব্যথা আমি একদমই সইতে পারতাম না। তবে এখন একটু কম ব্যথা লাগছে।'

'আচ্ছা।'

'হ্যাজেলের সঙ্গে তোমার দেখা হয়েছে?'

'হ্যাজেল?'

'আমার বউ। মিসেস খাইখাই। সে তার দুই ভাইকে নিয়ে এসেছিল আমাকে দেখতে। বলল তোমার সঙ্গে পরিচয় হয়েছে।'

'হ্যাঁ।'

'হেভি মাল, না? আমি কবে মারা যাব সে অপেক্ষায় আছে ওরা।'

'ধ্যাৎ, কী আবোলতাবোল বলছেন!'

'আবোল তাবোল না। এটাই সত্যিকথা। হ্যাজেল আমাকে শুধু আমার টাকার জন্য বিয়ে করেছে। তবে তাতে আমি কিছু মনে করিনি। বিছানায় ও আমাকে অনেক সুখ দিয়েছে। কিন্তু ও আর ওর ভাইদুটো এখন লোভী হয়ে উঠছে। তিনটারই খাইখাই স্বভাব।'

ওরা কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে রইল।

'তোমাকে কি আমি বলেছি আমি অনেক দেশ ঘুরেছি?'

'না।'

'আমি সুইডেন, ডেনমার্ক... জার্মানি গিয়েছি। তুমি কখনো ইউরোপে গিয়েছ?'

ট্রাভেল এজেন্সিতে যাওয়ার কথাটা মনে পড়ে যায় পেগির।

লন্ডন দেখার জন্য আমার আর তর সইছে না। আমি প্যারিসে যাব। চাঁদনী রাতে

ভেনিসের খালে গন্ডোলা নিয়ে আমি ঘুরে বেড়াব।

'না, যাইনি।'

'যাওয়া উচিত।'

'হয়তো একদিন যাব।'

'এ হাসপাতালে তোমরা বোধহয় খুব একটা বেতন পাও না, তাই না?'

'যা কামাই করি তাতে আমার দিব্যি চলে যায়।'

আপনমনে মাথা দোলালেন জন ক্রনিন। 'তোমার ইউরোপে যাওয়া উচিত। প্যারিসে যেয়ো...ক্রিলন হোটেলে থাকবে, ম্যাক্সিম-এ ডিনার করবে। বড়, মোটা একটা স্টিকের অর্ডার দেবে, সঙ্গে নেবে শ্যাম্পেন। স্টিক আর শ্যাম্পেন খেতে খেতে আমার কথা মনে কোরো। কি, যাবে তো?'

পেগি ধীরগলায় বলল, 'একদিন যাব।'

জন ক্রনিন বলছেন, 'গুড। আমার ক্লান্ত লাগছে। কাল এসে আমার সঙ্গে আবার আড্ডা দিয়ো?'

'আচ্ছা, দেব।'

ঘুমিয়ে পড়লেন জন ক্রনিন।

উনত্রিশ

ভাগ্যদেবীতে বিশ্বাসী কেন্ ম্যালোরি। হ্যারিসনদের সঙ্গে সাক্ষাতের পরে সে আরও দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতে লাগল ভাগ্যদেবী তার পাশেই আছেন। অ্যালেক্স হ্যারিসনের মতো ধনবান মানুষ যে এমবারকাডেরো কাউন্টি হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিলেন সেটাই তো অবাক হবার মতো ঘটনা। *আর আমি তাঁর জীবন বাঁচিয়েছি বলে উনি আমাকে কৃতজ্ঞতা জানাতে চাইছেন,* খুশিখুশি মনে ভাবছে ম্যালোরি।

হ্যারিসনদের ব্যাপারে এক বন্ধুর কাছে জানতে চেয়েছিল ও।

'উনি শুধু ধনী বললেন কম বলা হয়,' বলেছিল বন্ধুটি। 'ধনীদের ধনী তিনি। আর তাঁর খাসা দেখতে একটি মেয়েও আছে। মেয়েটির তিন/চারবার বিয়ে হয়েছে। সবশেষ স্বামীটি ছিল একজন কাউন্ট।'

'হ্যারিসনদের সঙ্গে তোমার পরিচয় আছে?'

'না। ওঁরা যারতার সঙ্গে মেশেন না।'

শনিবারের এক সকালে অ্যালেক্স হ্যারিসন ফোন করলেন কেন্ ম্যালোরিকে। 'কেন্, হপ্তাখানেকের মধ্যে একটি পার্টি দেয়ার মতো সুস্থ হতে পারব কি আমি?'

'কেন পারবেন না?'

হাসলেন অ্যালেক্স হ্যারিসন, 'চমৎকার। তুমি হবে গেস্ট হবে অনার।'

দারুণ রোমাঞ্চ বোধ করল ম্যালোরি। 'ওয়েল...থ্যাংক ইউ।'

'লরেন এবং আমি তোমাকে আগামী শনিবার সন্ধ্যা সাড়ে সাতটায় আমাদের বাড়িতে আশা করছি।' নব হিলের বাড়ির ঠিকানা দিলেন তিনি ম্যালোরিকে।

'আমি আসব,' বলল ম্যালোরি।

ওইদিন সন্ধ্যায় কেটকে নিয়ে থিয়েটার দেখতে যাওয়ার কথা ম্যালোরির। তবে প্রোগ্রামটা সহজেই বাতিল করে দেয়া যাবে। ও বাজি জিতেছে, ক্যাটের সঙ্গে সেক্স করে দারুণ মজাও পেয়েছে। ওরা সুযোগ পেলেই ফাঁকা কোনো অন-কল রুমে ঢুকে উদ্দাম যৌনতায় ভেসে যায়। আর প্রায়দিনই ব্যাপারটা ঘটে। কখনও হাসপাতালের শূন্য কোনো কক্ষ কিংবা ক্যাটের বাসায় যায় ও কিংবা ক্যাট ওর বাড়িতে এসে সেক্স করে। *মেয়েটার শরীরে অনেকদিন ধরেই আগুন জ্বলছিল, এখন সে আগুন সে ওকে দিয়ে নেভাচ্ছে,* হাসিমুখে ভাবে ম্যালোরি। *ক্যাটের যখন রেতঃপাত ঘটে—ওয়াও!* ভাবলেই শিহরন জাগে ম্যালোরির শরীরে।

হ্যারিসনদের সঙ্গে ডিনার করার দিন ও ক্যাটকে ফোন করল।

'দুঃসংবাদ, বেবি।'

'কী হয়েছে, ডার্লিং?'

'একজন ডাক্তার অসুস্থ হয়ে পড়েছে। আমাকে তার জায়গায় ডিউটি দিতে হবে। মনে হয় না তোমার সঙ্গে ডেটটা রক্ষা করতে পারব।'

বেজায় হতাশ হল ক্যাট। ম্যালোরির সঙ্গ আজ ভীষণভাবে কামনা করছিল ও। হতাশা চেপে রেখে হালকা গলায় বলল, 'তাহলে কী আর করা।'

'আমি এটার ক্ষতিপূরণ তোমাকে দেব।'

'আমাকে কোনো ক্ষতিপূরণ দিতে হবে না,' উষ্ণ গলায় বলল ক্যাট। 'আই লাভ ইউ। কেন্, আমাদের ব্যাপারটা নিয়ে কবে কথা বলবে?'

'মানে?' ক্যাট কী বলতে চেয়েছে ঠিকই বুঝতে পেরেছে ম্যালোরি। ওর সেই প্রতিশ্রুতি কবে পালন করবে তা-ই জানতে চায় ক্যাট। শালার সবগুলো মেয়ে একরকম। যোনিটাকে ফাঁদ হিসেবে ব্যবহার করে, আশা করে সেই ফাঁদে এমনভাবে শিকার গেঁথে ফেলবে যাতে তার সঙ্গে লোকটা বাকি জীবন একসঙ্গে কাটাতে বাধ্য হয়।

ক্যাট বলল, 'একটা দিন-তারিখ ঠিক করা দরকার না, কেন? আমি কত প্ল্যান-প্রোগ্রাম করে রেখেছি।'

'ওহ্, শিউর। নিশ্চয় করব।'

'জুন মাসটাই সবচেয়ে ভালো হবে, কী বলো?'

আমি কী বলব তা তুমি জানো না। যদি ঠিকমতো হাতের তাসগুলো খেলতে পারি, বিয়ে তো আমি করবই, তবে তোমাকে নয়।

'বিষয়টি নিয়ে পরে কথা বলব, বেবি। ছাড়ছি এখন।'

হ্যারিসনদের বাড়িটি যেন চলচ্চিত্রের কোনো প্রাসাদ, কয়েক একর বিস্তৃত সুসজ্জিত বাগানের মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে। দুডজন অতিথি এসেছেন, প্রকাণ্ড ড্রইংরুমে ছোট একটি অর্কেস্ট্রা দল মিউজিক বাজাচ্ছে। ম্যালোরিকে দেখে ওকে স্বাগত জানাতে দ্রুতকদমে এগিয়ে গেল লরেন। পরনে গায়ের সঙ্গে সেঁটে থাকা সিল্কের গাউন। ম্যালোরির হাতে চাপ দিল সে। 'ওয়েলকাম, গেস্ট অভ অনার। আপনি এসেছেন খুব খুশি হয়েছি।'

'আমিও আসতে পেরে খুশি। আপনার বাবা কেমন আছেন?'

'বেশ ভালো আছেন। আপনাকে ধন্যবাদ। আপনি তো এখন এ-বাড়ির একজন হিরো।'

বিনীত হাসল ম্যালোরি। 'আমি স্রেফ আমার কর্তব্য পালন করেছি।'

অতিথির তালিকায় সব রক্ষী-মহারক্ষীরা আছেন। এসেছেন ক্যালিফোর্নিয়ার গভর্নর,

ফরাসি রাষ্ট্রদূত, সুপ্রিমকোর্টের একজন বিচারপতি, ডজনখানেক খ্যাতনামা রাজনীতিক, শিল্পী এবং বিজনেস টাইকুন। ঘরের ভেতরে শক্তির বিচ্ছুরণ অনুভব করছিল ম্যালোরি। রোমাঞ্চ লাগছিল ওর। *এটাই আমার উপযুক্ত জায়গা, এইসব লোকের মাঝে।*

ডিনার ছিল অত্যন্ত সুস্বাদু এবং দামি। পার্টি শেষে অতিথিরা বাড়ির পথ ধরেছেন, হ্যারিসন ম্যালোরিকে বললেন, 'তুমি যেন এখনই চলে যেয়ো না, কেন্। তোমার সঙ্গে আমার কথা আছে।'

'নিশ্চয়।'

হ্যারিসন, লরেন এবং ম্যালোরি লাইব্রেরিতে বসলেন। মেয়ের পাশের চেয়ারটা দখল করেছেন হ্যারিসন।

'আমি হাসপাতালে বসে তোমাকে বলেছিলাম তোমার সামনে উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ অপেক্ষা করছে, কথাটা আমি ভেবেচিন্তেই কিন্তু বলেছি।'

'আমার ওপর আপনার আস্থার কথা জেনে আমি গর্ববোধ করছি, স্যার।'

'তোমার আসলে প্রাইভেট প্রাকটিস করা উচিত।'

ম্যালোরি কাষ্ঠহাসি হাসল। 'কাজটা এত সহজ নয়, মি. হ্যারিসন। প্রাইভেট প্রাকটিস জমিয়ে তুলতে প্রচুর সময়ের প্রয়োজন এবং আমি...'

'সাধারণভাবে শুরু করতে গেলে সময় তো লাগবেই। কিন্তু তুমি তো সাধারণ কেউ নও।'

'ঠিক বুঝলাম না।'

'আপনার রেসিডেন্সি শেষ করার পরে বাবা চাইছেন আপনি নিজেই আপনার প্রাকটিস শুরু করে দেবেন,' বলল লরেন।

মুহূর্তের জন্য বাক্যহারা ম্যালোরি। এ যে না-চাইতেই এক কাঁদি। ও যেন অপূর্ব একটি স্বপ্নের মাঝে বাস করছে।

'আ...আমি বুঝতে পারছি না কী বলব।'

'আমার বড়লোক বন্ধুবান্ধবের অভাব নেই। ইতিমধ্যে তোমাকে নিয়ে তাঁদের সঙ্গে কথাও বলেছি আমি। তুমি তোমার নামের সাইনবোর্ডটা লাগানো মাত্র হুড়মুড় করে তোমার কাছে রোগী আসতে শুরু করবে।'

'বাবা, ল-ইয়াররা নামের সাইনবোর্ড লাগায়,' বলল লরেন।

'সে যা-ই হোক। আমি তোমার জন্য বিনিয়োগ করতে চাই। তুমি রাজি কিনা বলো।'

নিশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে ম্যালোরির। 'রাজি না হবার প্রশ্নই নেই। কিন্তু... আমি দেনা শোধ করব কীভাবে?'

'তুমি আমার কথা বুঝতে পারোনি। আমিই বরং দেনা শোধ করছি। আমার কাছে তোমার কোনো দেনা নেই।'

ম্যালোরির দিকে প্রত্যাশা নিয়ে তাকিয়ে আছে লরেন।

'প্লিজ, 'হ্যাঁ' বলে দিন।'

'না' বলার মতো বোকা নিশ্চয় আমি নই?'

'দ্যাটস রাইট,' মৃদু গলায় বলল লরেন। 'আমি জানি আপনি বোকা নন।'

বাড়ি ফেরার পথে আনন্দে বগল বাজাতে ইচ্ছে করছিল কেন্ ম্যালোরির। এরচেয়ে ভালো আর কী হতে পারে, ভাবছিল ও। তবে ওর জন্য আরও ভালোকিছু অপেক্ষা করছিল।

লরেন ওকে ফোন করল, 'কাজের সঙ্গে আমোদকে জড়াতে নিশ্চয় আপনার আপত্তি নেই?'

হাসল ম্যালোরি। 'একদমই নয়। আপনার ইচ্ছেটা কী?'

'আগামী শনিবার রাতে চ্যারিটি বল আছে। আমাকে নিয়ে যাবেন?'

ওহ্ বেবি, তোমাকে নেব না তো কাকে নেব? 'সানন্দে।'

শনিবার রাতে ডিউটি আছে ম্যালোরির। কিন্তু ওইদিন অসুস্থতার কথা বলে সে ম্যানেজ করে নেবে।

ছক বেঁধে কাজ করার মানুষ ম্যালোরি। কিন্তু ইদানীং যা ঘটছে তা তার সুদূর কল্পনাতেও ছিল না।

কয়েকদিনের মধ্যে লরেনের সোশাল সার্কেলের মধ্যে বাঁধা পড়ে গেল সে। জীবনটা অবিশ্বাস্য গতিতে চলতে লাগল। লরেন্সের সঙ্গে সে মাঝরাত অবধি নাচানাচি করে আর দিনের বেলায় হাসপাতালে বসে ঝিমোয়। পাহাড়প্রমাণ অভিযোগ আসছে ম্যালোরির বিরুদ্ধে কিন্তু সে ওসবের থোড়াই করে। *এখান থেকে তো শীঘ্রি কেটে পড়ছি আমি,* নিজেকে শোনায় ও।

এরকম বিশ্রী একটা কাউন্টি হাসপাতাল ছেড়ে নিজের প্রাকটিস শুরু করে দেয়ার ভাবনাটা ম্যালোরিকে উত্তেজিত করে তোলার জন্য যথেষ্ট, কিন্তু সেসঙ্গে ভাগ্যদেবী লরেনকে ওর হাতে তুলে দিয়েছেন বোনাস হিসেবে। এত আনন্দ কোথায় রাখে ম্যালোরি?

ক্যাট ওর কাছে দিন দিন বিড়ম্বনা হয়ে উঠছে। নানান অজুহাতে ওকে এড়িয়ে চলছে ম্যালোরি। যখন চাপ দেয় ক্যাট, ম্যালোরি বলে, 'ডার্লিং, তোমার জন্য আমি দিওয়ানা হয়ে আছি...অবশ্যই তোমাকে আমি বিয়ে করব, কিন্তু এ মুহূর্তে, আমি...' তারপর হাজারও সমস্যার গান শোনায়।

লরেন ওকে বিগ সার-এ নিজেদের ফ্যামিলি লজে সাপ্তাহিক ছুটিটা কাটানোর আমন্ত্রণ জানিয়েছে। ম্যালোরির উল্লাস দেখে কে! *সবকিছু কেমন না-চাইতেই মিলে যাচ্ছে,* ভাবে সে। *আমি গোটা দুনিয়াই পেয়ে যাব।*

পাইনে ঢাকা পাহাড়ের মাঝখানে লজ। কাঠ, টাইল আর পাথর দিয়ে তৈরি প্রকাণ্ড একটি কাঠামো, প্রশান্ত মহাসাগরের দিকে ফিরিয়ে রেখেছে মুখ। লজে রয়েছে একটি মাস্টার বেডরুম, আটটি গেস্ট বেডরুম, পাথরের ফায়ারপ্লেসসহ একটি সুপ্রশস্ত লিভিংরুম, ইনডোর সুইমিং পুল এবং বৃহদায়তনের হট টাব। সবকিছুতে পুরনো টাকার গন্ধ।

ঘরে ঢুকে ম্যালোরিকে লরেন বলল, 'আমি চাকরবাকরদের ছুটি দিয়ে দিয়েছি।'

মুচকি হাসল ম্যালোরি। 'বেশ করেছ।' লরেনকে জড়িয়ে ধরে গভীর গলায় বলল, 'আমি তোমার জন্য বুনো হয়ে আছি।'

'দেখাও কেমন বুনো তুমি,' বলল লরেন।

সারাটা দিন বিছানায় কাটিয়ে দিল ওরা। লরেন ক্যাটের মতোই প্রচণ্ড কামুকী, সহজে তৃপ্ত হয় না।

'তুমি আমাকে নিঃশেষ করে দিয়েছ,' হাসছে ম্যালোরি।

'বেশ করেছি। আর যেন কারও সঙ্গে প্রেম করার শক্তি না পাও।' বিছানায় উঠে বসল লরেন। 'তোমার জীবনে আর কেউ নেই তো, কেন্?'

'আরে দূর, পাগল!' গলায় জোর এনে বলল ম্যালোরি। 'তুমি ছাড়া আমার জীবনে আর কোনো নারী নেই। আমি তোমার প্রেমে পড়ে গেছি, লরেন।' এবারে ঝাঁপ দেয়ার পালা। এক জালে সবকিছু তুলে নিতে হবে। ওর গোটা ভবিষ্যৎ। প্রাইভেট প্রাকটিসে সফল ডাক্তার হওয়া এক কথা। আর অ্যালেক্স হ্যারিসনের জামাতা হওয়া অন্য কথা। 'আমি তোমাকে বিয়ে করতে চাই।'

জবাবের জন্য নিশ্বাস বন্ধ করে রইল ম্যালোরি।

'ওহ্, ইয়েস, ডার্লিং,' বলল লরেন। 'ইয়েস।'

বাসায় বসে ম্যালোরিকে ফোনে পেতে গলদঘর্ম দশা ক্যাটের। হাসপাতালে ফোন করল ও।

'দুঃখিত, ডা. হান্টার। ডা. ম্যালোরি কল-এ নেই, পেজ-এ জবাব দিচ্ছেন না।'

'ওকে কোথায় পাওয়া যাবে বলে যায়নি কিছু?'

'না।'

রিসিভার রেখে পেগির দিকে ফিরল ক্যাট। 'ওর নিশ্চয় কিছু একটা হয়েছে। আমাকে এতক্ষণে ফোন করত।'

'ওর যোগাযোগ না-করার পেছনে শতাধিক কারণ থাকতে পারে, ক্যাট। হয়তো হঠাৎ করে শহরের বাইরে যেতে হয়েছে ওকে, অথবা...'

'ঠিকই বলেছ। কোনো-না-কোনো কারণ নিশ্চয় আছে।' ফোনের দিকে তাকাল ক্যাট, প্রার্থনা করল ওটা যেন বেজে ওঠে।

ম্যালোরি স্যানফ্রান্সিকো ফিরে হাসপাতালে ক্যাটকে ফোন করল।

'ডা. হান্টারের আজ ডিউটি নেই,' জানাল রিসেপশনিস্ট।

'ধন্যবাদ।' বাসায় ফোন করল ম্যালোরি। পাওয়া গেল ক্যাটকে।

'হাই, বেবি!'

'কেন্! কোথায় ছিলে তুমি? তোমার জন্য যা চিন্তা হচ্ছিল! তোমাকে কোথায় না খুঁজেছি—'

'পারিবারিক জরুরি কাজে হঠাৎ করেই শহরের বাইরে গিয়েছিলাম,' মসৃণ গলায় বলল ম্যালোরি। 'তোমাকে ফোন করে কথাটা জানাবার সুযোগ পাইনি। আমি দুঃখিত। তোমার বাসায় আসব?'

'এসো। তুমি ঠিক আছ জেনে বুক থেকে মস্ত এক পাষাণভার নেমে গেল। আমি—'

'আধঘণ্টার মধ্যে আসছি,' রিসিভার রেখে দিল ম্যালোরি।

ম্যালোরি ঘরে ঢুকতেই ওর দিকে দুহাত বাড়িয়ে এগিয়ে গেল ক্যাট। 'তোমাকে বড্ড মিস করছিলাম! এক কদম পিছাল। 'ডার্লিং, তোমাকে এমন বিধ্বস্ত লাগছে কেন?'

দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল ম্যালোরি। 'গত চব্বিশ ঘণ্টা এক সেকেন্ডও বিশ্রাম পাইনি।' *কথাটা মিথ্যা নয়,* মনে মনে বলল ও।

ওকে জড়িয়ে ধরল ক্যাট। 'পুওর বেবি। তুমি কিছু খাবে? বানিয়ে দিই?'

'না, কিচ্ছু খাব না। আমি ঠিক আছি। শুধু টানা ঘুম দিলেই ঝরঝরে হয়ে যাবে শরীর। একটু বসো, ক্যাট। তোমার সঙ্গে কথা আছে।' ওকে নিয়ে কাউচে বসল ম্যালোরি।

'কী হয়েছে?' জানতে চাইল ক্যাট।

গভীর দম নিল ম্যালোরি। 'ক্যাট, আমাদের ব্যাপারটা নিয়ে অনেক ভেবেছি আমি।'

হাসল ক্যাট। 'আমিও। তোমার জন্য একটা খবর আছে—'

'না, দাঁড়াও। আগে আমার কথা শেষ করতে দাও, ক্যাট। আমার মনে হয় আমরা সবকিছুতেই বড্ড তাড়াহুড়ো করছি। তোমাকে প্রস্তাবটাও দেয়া হয়েছে অগ্রপশ্চাৎ কিছু বিবেচনা না করেই।'

চেহারায় অন্ধকার ঘনাল ক্যাটের। 'কী...কী বলতে চাইছ তুমি!'

'বলতে চাইছি আমার মনে হয় সবকিছুই আপাতত মুলতবি রাখা উচিত।'

ঘরটা যেন চারপাশ থেকে চেপে ধরল ক্যাটকে। ওর নিশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে। 'কেন্, কোনোকিছুই মুলতবি রাখা যাবে না। কারণ আমি তোমার সন্তানের মা হতে চলেছি।'

ত্রিশ

ভয়ানক ক্লান্ত হয়ে মাঝরাতে বাড়ি ফিরল পেগি। সারাটা দিন প্রচণ্ড চাপ গেছে ওর ওপর দিয়ে। লাঞ্চ করার সময় পায়নি, অপারেশনের মাঝখানে একটা স্যান্ডউইচ গিলেছে ডিনারে। বিছানায় শোয়া মাত্র ঘুমিয়ে পড়ল ও। ফোনের শব্দে ভেঙে গেল ঘুম। নিদ্রাতুর চোখে যন্ত্রটার দিকে হাত বাড়াল, স্বয়ংক্রিয়ভাবে চোখ চলে গেল বেডসাইড ঘড়িতে। রাত তিনটা বাজে, 'হ্যা-আ-লো।'

'ডা. টেলর? আপনাকে বিরক্ত করার জন্য দুঃখিত। কিন্তু আপনার রোগী আপনাকে এ মুহূর্তে দেখার জন্য প্রচণ্ড জেদ ধরেছেন।'

পেগির গলা শুকিয়ে খটখটে, বহু কষ্টে বেরুল স্বর। 'আমার এখন অফ ডিউটি। আপনি কি অন্য কাউকে...?'

'উনি অন্য কারও সঙ্গে কথা বলবেন না। বলছেন আপনাকে দরকার।'

'কে সে?'

'জন ক্রনিন।'

বিছানায় উঠে বসল পেগি। 'কী হয়েছে?'

'জানি না। উনি আপনি ছাড়া অন্য কারও সঙ্গে কথা বলবেন না বলে গোঁ ধরেছেন।'

'ঠিক আছে,' উদ্বেগ নিয়ে বলল পেগি, 'আসছি আমি।'

ত্রিশ মিনিট পরে হাসপাতালে পৌঁছাল পেগি। সোজা ঢুকল জন ক্রনিনের রুমে। তিনি শুয়ে আছেন বিছানায়, জাগ্রত। তার নাকে এবং বাহুতে টিউব।

'আসার জন্যে ধন্যবাদ,' তাঁর গলার স্বর দুর্বল, ফ্যাঁসফেঁসে।

পেগি বিছানার পাশের একটি চেয়ারে বসল। মুখে হাসিয়ে ফুটিয়ে বলল, 'কাজ ছিল না বলে বাড়িতে শুয়ে ঘুমাচ্ছিলাম। এতবড় হাসপাতালে আমি ছাড়া অন্য কাউকে আপনার চলবে না শুনলাম। কীজন্যে ডেকেছেন বলুন?'

'তোমার সঙ্গে আমার কথা আছে।'

গুঙিয়ে উঠল পেগি। 'এত রাতে? আমি ভাবলাম কী জানি কী জরুরি ব্যাপার।'

'জরুরি ব্যাপারই। আমি চলে যেতে চাই।'

মাথা নাড়ল পেগি। 'তা সম্ভব নয়। আপনি যে চিকিৎসা পাচ্ছেন—'

ওকে থামিয়ে দিলেন বৃদ্ধ। 'আমি বাড়ি যাব বলিনি। আমি চলে যেতে চাইছি।'

ক্রনিনের দিকে তাকিয়ে ধীর গলায় পেগি বলল, 'আপনি কী বলছেন?'

'তুমি ঠিকই বুঝতে পেরেছ আমি কী বলছি। ওষুধে আর কাজ হচ্ছে না। আমি এ ব্যথা আর সইতে পারছি না। আমি বিদায় নিতে চাই।'

পেগি সামনে ঝুঁকে ক্রনিনের একটি হাত তুলে নিল নিজের মুঠোয়। 'জন, আমি তা করতে পারব না। আপনাকে বরং—'

'না, আমি ক্লান্ত, পেগি। আমি এখানে এভাবে আর থাকতে চাই না।'

'জন...'

'আমি আর কদিনই বা বাঁচব? অল্প কদিন মাত্র, না? তোমাকে বলেছিলাম শারীরিক বেদনা আমার সহ্য হয় না। এখানে সারাশরীরে কতগুলো টিউব জড়িয়ে ফাঁদে পড়া জানোয়ারের মতো শুয়ে আছি। আমার শরীরটা ভেতর থেকে ক্ষয় হয়ে যাচ্ছে। এর নাম বেঁচে থাকা নয়—এর নাম মৃত্যু। ফর গডস শেক, হেল্প মি!'

হঠাৎ প্রচণ্ড ব্যথায় জন ক্রনিনের সারা মুখ নীল হয়ে গেল। আবার যখন কথা বললেন, আগের চেয়ে দুর্বল শোনাল কণ্ঠস্বর : 'হেল্প মি...প্লিজ...'

পেগি জানে ওর কী করতে হবে। জন ক্রনিনের কথা বলতে হবে ডা. বেনজামিন ওয়ালেসকে। তিনি রিপোর্টটা পেশ করবেন প্রশাসনিক কমিটিতে। তাঁরা কয়েকজন ডাক্তার নিয়ে একটি বোর্ড গঠন করবেন এবং সেখানে ক্রনিনের শারীরিক অবস্থা নিয়ে পর্যালোচনার পরে একটি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হবে। এরপরে অনুমোদন...

'পেগি...জীবনটা আমার। এ নিয়ে আমি যা ইচ্ছে তাই করতে পারি।'

প্রচণ্ড শারীরিক কষ্টে মোচড়াতে থাকা অসহায় শরীরটার দিকে তাকাল পেগি।

'তোমার কাছে আমি দয়া চাইছি...'

বৃদ্ধের হাতটা নিয়ে অনেকক্ষণ ধরে থাকল পেগি, তারপর বলল, 'ঠিক আছে, জন। কাজটা আমি করব।'

মুখে হাসি ফোটাতে চাইলেন বৃদ্ধ। 'জানতাম তোমার ওপরে ভরসা করা যাবে।'

পেগি ঝুঁকে জন ক্রনিনের কপালে চুমু খেল। 'চোখ বন্ধ করে ঘুমিয়ে পড়ুন।'

'গুড নাইট, পেগি।'

'গুড নাইট, জন।'

জন ক্রনিন একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে চোখ বুজলেন। ঠোঁটের কোণে স্মিত হাসি।

ক্রনিনের দিকে তাকিয়ে পেগি ভাবছিল ওকে কী করতে হবে। ডা. র‍্যাডনরের সঙ্গে প্রথম দিন রাউন্ডে গিয়ে কীরকম ভয় পেয়ে গিয়েছিল ও, মনে পড়ল। *উনি ছয় সপ্তাহ ধরে কোমার মধ্যে আছেন। আমরা তাঁর জন্য আর কিছুই করতে পারব না। আজ বিকেলে ওঁর প্লাগটা খুলে ফেলব।* একজন মানুষ ভীষণ শারীরিক কষ্টে ভুগছে। তাকে এ যন্ত্রণা থেকে মুক্তি দেয়া কি অপরাধ?

ধীরগতিতে, যেন জলের মধ্যে নড়াচড়া করছে, সিধে হল পেগি, কিনারে রাখা একটি কেবিনেটের সামনে চলে এল। জরুরি ব্যবহারের জন্য এখানে এক বোতল

ইনসুলিন রাখা হয়েছে। বোতলটা নিয়ে ওখানে নিশ্চল দাঁড়িয়ে রইল ও। স্থিরদৃষ্টি বোতলে। বোতলের ছিপি খুলল পেগি। সিরিঞ্জে ঢোকাল ইনসুলিন, তারপর ফিরে এল জন ক্রনিনের শয্যাপাশে। এখনও ফিরে যাবার সময় আছে। *এখানে ফাঁদে পড়া জানোয়ারের মতো শুয়ে আছি আমি...এর নাম বেঁচে থাকা নয়—এর নাম মৃত্যু। ফর গডস শেক, হেল্প মি!*

ঝুঁকল পেগি, ক্রনিনের হাতে লাগানো iv-তে ইনসুলিন ঢোকাল ধীরে ধীরে।

'শান্তিতে ঘুমান,' ফিসফিস করল পেগি। অজান্তেই ফোঁপাতে শুরু করেছে।

বাড়ি ফিরল পেগি। কী করেছে তা নিয়ে ভাবতে ভাবতে নিদ্রাহীন কাটল ওর রাত।

পরদিন ভোর ছটায় হাসপাতালের এক রেসিডেন্ট ওকে ফোন করল।

'একটা দুঃসংবাদ আছে, ডা. টেলর। আজ ভোরে কার্ডিয়াক অ্যারেস্ট হয়ে মারা গেছেন আপনার রোগী জন ক্রনিন।'

ওইদিন সকালের চার্জের স্টাফ ডাক্তার ছিল ডা. আর্থার কেন্।

একত্রিশ

এর আগের বার অপেরায় গিয়ে কেন্ ম্যালোরি ঘুমিয়ে পড়েছিল। কিন্তু আজ রাতে স্যানফ্রান্সিকো অপেরা হাউজে *Rigoletto* দারুণ উপভোগ করছে। লরেন হ্যারিসন এবং তার বাবার সঙ্গে একটি বক্সে বসে শো দেখছে ও। বিরতির সময় অপেরা হাউজের লবিতে দাঁড়িয়ে নিজের বেশ কজন বন্ধুর সঙ্গে ম্যালোরির পরিচয় করিয়ে দিলেন হ্যারিসন।

'এ আমার হবু জামাই এবং একজন ব্রিলিয়ান্ট ডাক্তার কেন্ ম্যালোরি।'

অ্যালেক্স হ্যারিসনের জামাতা ব্রিলিয়ান্ট ডাক্তার তো হবেই।

শো-শেষে হ্যারিসন-পরিবার ম্যালোরিকে নিয়ে গেল ফেয়ারমন্ট হোটেলে সাপার খেতে। অভিজাত চেহারার মূল ডাইনিংরুমে বসল ওরা। প্রধান খানসামা ওদেরকে যে খাতিরযত্নটা করল তা তারিয়ে তারিয়ে উপভোগ করেছে ম্যালোরি। ভাবছিল *এখন থেকে এসব জায়গায় আসার সৌভাগ্য আমার হবে। সবাই জানবে কে আমি।*

অর্ডার দেয়ার পরে লরেন বলল, 'ডার্লিং, আমাদের এনগেজমেন্ট ঘোষণার দিন একটা পার্টি দিতে চাই।'

'দ্যাটস আ গুড আইডিয়া!' বললেন ওর বাবা। 'আমরা বড়সড় পার্টি দেব। তুমি কী বলো, কেন্?'

মস্তিষ্কের কোথাও বেজে উঠল সতর্কঘণ্টা। এনগেজমেন্ট পার্টি মানেই পাবলিসিটি। *আগে ক্যাটের সঙ্গে ব্যাপারটা তো ফয়সালা করি। ওকে অল্প কিছু টাকা ধরিয়ে দিলেই চলবে।* বোকার মতো বাজি ধরেছিল বলে এখন নিজের হাত চিবুতে ইচ্ছে করছে ম্যালোরির। দশ হাজার ডলারের জন্যে ওর ঝকঝকে, উজ্জ্বল ভবিষ্যৎটাই বরবাদ হয়ে যেতে পারে। হ্যারিসনদের কাছে ক্যাটের কথা তো বলাই যাবে না।

ওরা প্রত্যাশা নিয়ে তাকিয়ে আছে ম্যালোরির দিকে।

হাসল ম্যালোরি। 'পার্টি হলে মন্দ হয় না।'

প্রবল উৎসাহ নিয়ে লরেন বলল, 'গুড। আমি কাজ শুরু করে দিই। তোমাদের, পুরুষদের ধারণাই নেই একটা পার্টি দিতে কত ঝক্কি পোহাতে হয়।'

অ্যালেক্স হ্যারিসন ম্যালোরির দিকে ফিরলেন। 'তোমার জন্য ইতিমধ্যে বল গড়িয়ে দিতে শুরু করেছি, কেন্।'

'স্যার!'

'নর্থ শোর হাসপাতাল প্রধান গ্যারি গিটলিন আমার পুরানো দিনের গলফ খেলার

বন্ধু। তোমাকে নিয়ে তাঁর হাসপাতালে জায়গা দিতে কোনো অসুবিধে হবে না বললেন। আর ওই হাসপাতালে কাজ করার সুযোগ পাওয়া অত্যন্ত সম্মানের ব্যাপার, তুমি তো জানোই। একই সঙ্গে আমি তোমার নিজের প্রাকটিসের ব্যবস্থাও করে দেব।'

খুশিতে ফেটে পড়ার অবস্থা ম্যালোরির। 'দ্যাটস ওয়ান্ডারফুল।'

'প্রাকটিসে পসার জমিয়ে নিতে কয়েক বছর সময় তো লাগবেই। তবে আমার মনে হয় প্রথম দু-এক বছরের মধ্যেই তুমি দুই/তিন লাখ ডলার কামাতে পারবে।'

দুই/তিন লাখ ডলার! মাই গড! ভাবছে ম্যালোরি। 'সে... সে তো খুবই ভালো কথা, স্যার।'

হাসলেন অ্যালেক্স হ্যারিসন। 'কেন্, যেহেতু আমি তোমার শ্বশুর হতে চলেছি কাজেই এই 'স্যার, স্যার' কথাটা শুনতে ভালো লাগছে না। তুমি আমাকে স্রেফ অ্যালেক্স বলে ডাকতে পারো।'

'আচ্ছা, অ্যালেক্স।'

'জানো আমি কখনও জুন ব্রাইড হইনি,' বলল লরেন। 'জুন মাসে আমাকে বিয়ে করতে তোমার সমস্যা নেই তো?'

ম্যালোরির কানে ভেসে এল ক্যাটের কণ্ঠ। *একটা দিন-তারিখ ঠিক করে ফেলা উচিত না? জুন মাস হলে কেমন হয়?*

ম্যালোরি লরেনের হাত তুলে নিল নিজের মুঠোয়। 'তাতে কোনো সমস্যা নেই। *ওই সময়ের মধ্যে ক্যাটকে সামলে নেয়া যাবে।* আপন মনে হাসল। *ওকে বিছানায় নিয়ে গিয়ে যে বাজিটা জিতেছি ওখান থেকে কিছু টাকা দিয়ে দিলেই হল।*

'দক্ষিণ ফ্রান্সে আমাদের একটা ইয়ট আছে,' বললেন অ্যালেক্স হ্যারিসন। 'তোমরা কি ফ্রেঞ্চ রিভিয়েরায় হানিমুন করতে যাবে? আমাদের গালফস্ট্রিমে চড়ে ওখানে যেতে পারবে।'

ইয়ট। ফ্রেঞ্চ রিভিয়েরা। এ যেন ফ্যান্টাসি সত্যি হতে চলেছে। ম্যালোরি তাকাল লরেনের দিকে। 'লরেনের সঙ্গে যে-কোনো জায়গায় হানিমুন করতে যেতে আমার কোনো আপত্তি নেই।'

মাথা দোলালেন অ্যালেক্স হ্যারিসন। 'বেশ তো, তাহলে ওই কথাই রইল।' মেয়ের দিকে তাকিয়ে হাসলেন। 'তোমাকে আমি মিস করব, বেবি।'

'তুমি আমাকে হারাচ্ছ না, বাবা। তুমি একজন ডাক্তার পাচ্ছ।'

সায় দেয়ার ভঙ্গিতে মাথা ঝাঁকালেন অ্যালেক্স হ্যারিসন।

'এবং খুব ভালো ডাক্তার। আমার জীবন বাঁচানোর জন্য তোমাকে ধন্যবাদ দেয়ার ভাষা আমার নেই, কেন্।'

ম্যালোরির হাত নিয়ে খেলা করছে লরেন। 'আমি তোমার হয়ে ওকে ধন্যবাদ জানিয়ে দেব'খন।'

'কেন্, এসো আগামী হপ্তায় একসঙ্গে লাঞ্চ করি?' বললেন অ্যালেক্স হ্যারিসন। 'তোমার জন্য পোস্ট বিল্ডিং-এ একটা অফিসের ব্যবস্থা করে দেব আমি। আর গ্যারি

গিটলিনের সঙ্গে দেখা করারও একটা তারিখ ঠিক করে ফেলব। আমার বেশ কয়েকজন বন্ধু তোমার সঙ্গে পরিচিত হবার জন্য উন্মুখ।'

'ওটা তুমি পরে করলেও পারবে, বাবা,' বলল লরেন। তাকাল কেনের দিকে। 'আমি আমার বন্ধুদের তোমার কথা বলেছি। ওরা তোমার সঙ্গে পরিচিত হতে চাইছে। অবশ্য আমি যদি ওদেরকে সে সুযোগ দিই।'

'তোমাকে ছাড়া আর কারও প্রতি আমার বিন্দুমাত্র আগ্রহ নেই,' উষ্ণকণ্ঠে বলল ম্যালোরি।

শোফার চালিত রোলস রয়েসে উঠে ম্যালোরিকে জিজ্ঞেস করল লরেন, 'তোমাকে কোথায় নামিয়ে দেব, ডার্লিং?'

'হাসপাতালে। কয়েকজন রোগী দেখতে হবে,' আসলে ওর রোগী দেখার কোনো ইচ্ছেই নেই। ক্যাট এখন হাসপাতালে ডিউটি করছে।'

লরেন ওর চিবুকে টুসকি মারল। 'মাই পুওর বেবি। তুমি বড্ড বেশি পরিশ্রম করছ।'

দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল ম্যালোরি। 'তাতে কিছু এসে যায় না। ডাক্তারি পেশা বেছে নিয়েছিই তো মানবসেবার জন্য।'

ম্যালোরি দ্রুত চলে এল ডক্টর'স ড্রেসিংরুমে, ডিনার জ্যাকেট খুলে ফেলল।

ক্যাটকে বৃদ্ধদের ওয়ার্ডে পাওয়া গেল।

'হাই, ক্যাট!'

রেগে আছে ক্যাট। 'গত রাতে আমাদের একটা ডেট করার কথা ছিল, কেন্।'

'মনে আছে আমার। আমি দুঃখিত। আমি যেতে পারিনি কারণ—'

'এ নিয়ে গত হপ্তায় তিনটা ডেট মিস করেছ তুমি। এসব হচ্ছেটা কী?'

মেয়েটা দিন দিন বিরক্তিকর ছিঁচকাদুনেতে পরিণত হচ্ছে।

'ক্যাট, তোমার সঙ্গে কথা আছে। আশপাশে খালি রুম-টুম পাওয়া যাবে?'

একটু ভেবে ক্যাট জবাব দিল, '৩১৫ নাম্বার রুমের রোগী চলে গেছে। ওখানে বসা যায়।'

ওরা করিডর ধরে হাঁটা দিয়েছে, এক নার্স এসে উদয় হল। 'ওহ্, ডা. ম্যালোরি! ডা. পিটারসন আপনাকে খুঁজছিলেন। তিনি—'

'তাঁকে বোলো আমি ব্যস্ত আছি।' ক্যাটের হাত ধরে এলিভেটরে পা বাড়াল ম্যালোরি।

তিনতলায় এসে নীরবে করিডর পার হয়ে ৩১৫ নাম্বার রুমে ঢুকল ওরা। বন্ধ করে দিল দরজা। ভয়ানক টেনশনে আছে ম্যালোরি। আগামী কয়েক মিনিটের ওপরে নির্ভর করছে ওর সোনালি ভবিষ্যৎ।

ক্যাটের হাতটা নিজের হাতে তুলে নিয়ে গলায় আন্তরিকতার সুর ফোটাল ম্যালোরি।

'ক্যাট, তুমি জানো আমি তোমার জন্য ক্রেজি হয়ে আছি। অন্য কারও জন্য এমন তীব্র অনুভূতি কোনোদিন হয়নি আমার। কিন্তু হানি, এ মুহূর্তে সন্তান নেয়া... ওয়েল... তুমি বুঝতে পারছ না কাজটা করা ঠিক হবে না! মানে বলতে চাইছি... আমরা দুজনেই দিনরাত পরিশ্রম করছি যদিও এখন যথেষ্ট টাকা কামাই করতে পারিনি...

'কিন্তু আমরা ম্যানেজ করে নিতে পারব,' বলল ক্যাট। 'আই লাভ ইউ, কেন্, এবং আমি—'

'দাঁড়াও, দাঁড়াও। আমি শুধু চাইছি অল্প কিছুদিনের জন্য সবকিছু স্থগিত রাখতে। হাসপাতালে আমার চাকরির মেয়াদ শেষ হতে দাও, তারপর কোথাও বসে প্রাইভেট প্রাকটিস শুরু করে দেব। পুবেও যেতে পারি। কয়েক বছরের মধ্যেই সংসার শুরু ও সন্তান নেয়ার মতো সচ্ছলতা চলে আসবে আমাদের।'

'কয়েক বছর? কিন্তু তোমাকে তো আমি বলেছি আমি প্রেগন্যান্ট।'

'জানি, ডার্লিং, কিন্তু এখন তো... তোমার তো মাত্র দুমাস চলছে, তাই না? অ্যাবরশন করানোর মতো যথেষ্ট সময় এখনও হাতে আছে।'

ম্যালোরির কথা শুনে ভয়ানক কষ্ট পেল ক্যাট। 'না! আমি অ্যাবরশন করাব না। আমরা এক্ষুনি বিয়ে করব। এক্ষুনি।'

দক্ষিণ ফ্রান্সে আমাদের একটা ইয়ট আছে। তোমরা কি ফ্রেঞ্চ রিভিয়েরায় হানিমুন করতে যাবে? আমাদের গালফস্ট্রিমে চড়ে ওখানে যেতে পারবে।

'আমি পেগি এবং হানিকে বলেও দিয়েছি আমরা বিয়ে করছি। ওরা আমার মিতকনে হবে। মা হওয়ার খবরটাও ওরা জানে।'

শীতল একটা বাতাস যেন ম্যালোরির শরীরে ঢুকে গেল। সবকিছু নাগালের বাইরে চলে যাচ্ছে। হ্যারিসনরা ব্যাপারটা জানতে পারলে ও শেষ। 'তোমার কাজটা করা ঠিক হয়নি।'

'কেন?'

জোর করে হাসল ম্যালোরি। 'আমাদের ব্যক্তিগত ব্যাপারগুলো অন্যেরা না-জানলেই ভালো। *আমি তোমার নিজের প্রাকটিসের ব্যবস্থাও করে দেব।... প্রথম দুএক বছরের মধ্যেই তুমি দুই/তিন লাখ ডলার কামাতে পারবে।* 'ক্যাট, আমি শেষবারের মতো জিজ্ঞেস করছি তুমি গর্ভপাত করবে কিনা?'

'না।'

'ক্যাট...'

'পারব না, কেন্। তোমাকে আমি বলেছি কৈশোরে অ্যাবরশন করানোর সময় আমার কেমন লেগেছিল। আমি আবার ওই অভিজ্ঞতার মাঝ দিয়ে যেতে পারব না। আমাকে আর কখনও এ কাজটা করতে বোলো না।'

আর তক্ষুনি কেন্ ম্যালোরি বুঝতে পারল ওর কোনো ঝুঁকি নেয়া উচিত হবে না। ওর কোনো উপায় নেই। ক্যাটকে ওর খুন করতে হবে।

বত্রিশ

৩০৬ নাম্বার রুমের রোগীকে প্রতিদিন দেখতে যায় হানি। লোকটার নাম শন রাইলি। সুদর্শন একজন আইরিশ, মাথাভর্তি কালো চুল, ঝকমকে কালো চোখ। বয়স হবে ৪১/৪২।

লোকটাকে প্রথম রাউন্ডে দেখতে গিয়ে চার্টে চোখ বুলিয়ে হানি মন্তব্য করল, 'আপনি দেখছি cholecystectomy'র রোগী।'

'আমি তো শুনলাম আমার নাকি গল ব্লাডার অপসারণ করা হবে।'

হাসল হানি। 'ওই একই জিনিস।'

হানির চোখে চোখ রাখল শন। 'ওরা আমার শরীর থেকে যা খুশি কেটে নিতে চায় নিক শুধু হার্ট ছাড়া। কারণ হার্টটির মালিক তুমি।'

হেসে উঠল হানি। 'ফ্ল্যাটারি করে সবকিছু জয় করতে চান, না?'

'ঠিক তাই, ডার্লিং।'

হাতে একটু সময় থাকলেই শনের ঘরে গিয়ে তার সঙ্গে আড্ডা দেয় হানি। শন বেশ আমুদে এবং চিত্তাকর্ষক।

'অপারেশন করতে হবে বলে ভয় পাচ্ছেন না তো?'

'না, পাচ্ছি না। অবশ্য অপারেশনটা যদি তুমি করো, লাভ।'

'আমি সার্জন নই। ইন্টারনিস্ট।'

'ইন্টারনিস্টরা কি তাদের পেশেন্টদের সঙ্গে ডিনার করতে পারে?'

'না। নিয়ম নেই।'

'ইন্টারনিস্টরা নিয়ম ভঙ্গ করতে পারে না?'

'কক্ষনো না।' হাসছে হানি।

'তুমি কি জানো তুমি খুব সুন্দর?' বলল শন। 'তুমি যেন কিলার্নি মাঠের ভোরের শিশির।'

'আপনি কখনও আয়ারল্যান্ডে গেছেন?'

হাসল শন। 'না, তবে তোমাকে কথা দিচ্ছি একদিন তুমি আর আমি মিলে ওখানে যাব।'

সেদিন বিকেলে শনকে দেখতে এসেছে হানি। জানতে চাইল, 'কেমন বোধ করছেন?'

'তোমাকে দেখার পর থেকে ভালো বোধ করছি। আমাদের ডিনার-ডেট নিয়ে ভেবেছ তো?'

'না,' বলল হানি। মিথ্যা বলেছে ও।

'আমার অপারেশনের পরে তোমাকে নিয়ে বাইরে খেতে যাব। তুমি নিশ্চয় এনগেজড কিংবা বিবাহিতা নও?'

হাসল হানি। 'নাহ্, ওসবের মধ্যে এখনও জড়াইনি।'

'গুড! আমিও না। অবশ্য আমাকে পছন্দ করবেই বা কে?'

বহু মেয়ে তোমাকে পছন্দ করবে, মনে মনে বলল হানি।

'তুমি বাড়ির রান্না খেতে যদি পছন্দ করো তাহলে আমি তোমাকে রান্না করে খাওয়াতে পারব। ঘটনাক্রমে আমি খুব ভালো রাঁধুনি।'

'সে দেখা যাবে।'

পরদিন সকালে শনের রুমে গেছে হানি, শন বলল, 'তোমার জন্য আমার ছোট্ট উপহার।' একখণ্ড ড্রইং পেপার দিল সে হানিকে। কাগজে হানির মুখখানা আঁকা।

'দারুণ হয়েছে!' বলল হানি। 'আপনি খুব ভালো ছবি আঁকেন।' হঠাৎ সাইকিকের কথাটা মনে পড়ে গেল : *তুমি একজনের প্রেমে পড়বে। সে পেশায় চিত্রশিল্পী।* শনের দিকে অদ্ভুত দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল হানি।

'কী হল?'

'না, কিছু না।' ধীর গলায় জবাব দিল হানি।

পাঁচ মিনিট পরে হানি ফ্রান্সিস গর্ডনের ঘরে ঢুকল। সাইকিকের একটার-পর-একটা টেস্ট চলছে।

'এই যে আমাদের কন্যারাশির জাতিকা হাজির!'

হানি বলল, 'আপনার মনে আছে একদিন বলেছিলেন, 'আমি একজনের প্রেমে পড়ব—পেশায় সে হবে চিত্রশিল্পী?'

'মনে আছে।'

'ওয়েল, আ... আমার ধারণা সে লোকটির দেখা পেয়েছি।'

হাসল ফ্রান্সিস গর্ডন। 'দেখলে তো! নক্ষত্ররা কখনও মিথ্যা কথা বলে না।'

'আপনি... আপনি কি ওর সম্পর্কে কিছু বলতে পারবেন? আমাদের সম্পর্কের বিষয়ে?'

'ওই ড্রয়ারে কতগুলো ট্যারট কার্ড আছে। কার্ডগুলো একটু এনে দেবে?'

হানি সাইকিকের হাতে কার্ডগুলো দেয়ার সময় মনে মনে বলল, *অত্যন্ত হাস্যকর একটা কাজ করছি আমি! আমি তো এসবে বিশ্বাস করি না!*

ফ্রান্সিস গর্ডন বিছানায় কার্ডগুলো ফেলছে। আপন মনে মাথা ঝাঁকাচ্ছে, হাসছে, হঠাৎ থেমে গেল সে। ম্লান দেখাল চেহারা। 'ওহ্, মাই গড!' হানির দিকে তাকাল সে।

'ক্ব-কী হয়েছে?' জিজ্ঞেস করল হানি।

'এই আর্টিস্ট। এর সঙ্গে তোমার পরিচয় হয়েছে?'

'জি।'

ফ্রান্সিস গর্ডনের কণ্ঠ কেমন দুঃখী দুঃখী শোনাল। 'বেচারি।' হানির দিকে তাকাল সে। 'আয়াম সরি... আয়াম সো সরি।

পরদিন সকালে শন রাইলির অপারেশনের শিডিউল নির্ধারিত হল।

সকাল সোয়া আটটার সময় দুই নাম্বার অপারেশন কক্ষে অপারেশনের জন্যে তৈরি হতে লাগলেন ডা. উইলিয়াম র‍্যাডনর।

সকাল ৮:২৫। এক সপ্তাহের রক্তের ব্যাগের সাপ্লাই নিয়ে একটি ট্রাক ঢুকল এমবারকাডেরো কাউন্টি হাসপাতালে। ড্রাইভার রক্তের ব্যাগগুলো নিয়ে চলে এল বেসমেন্টে। ডিউটিতে আছে এরিক ফস্টার নামে এক রেসিডেন্ট ডাক্তার। সে আন্দ্রিয়া নামে রূপবতী, তরুণী এক নার্সের সঙ্গে কফি এবং ড্যানিশ সহযোগে নাশতা করছে।

'এগুলো কোথায় রাখব?' জানতে চাইল ড্রাইভার।

'ওই যে ওখানে,' ঘরের এককোণে ইঙ্গিত করল এরিক।

'আচ্ছা,' ড্রাইভার ব্যাগগুলো রেখে একটা ফর্ম দিল এরিককে।

'আপনার সই।'

সই করে দিল ডাক্তার। চলে গেল ড্রাইভার।

ফস্টার ফিরল আন্দ্রিয়ার দিকে। 'আমরা যেন কোথায় ছিলাম?'

'আমার রূপের প্রশংসা করছিলে তুমি।'

'রাইট। তোমার বিয়ে না হলে নির্ঘাত তোমার পিছু নিতাম।' বলল রেসিডেন্ট। 'তুমি কখনো ফচকেমি করেছ?'

'না। আমার স্বামী একজন বক্সার।'

'ওহ্। তোমার ছোটবোন নেই?'

'আছে।'

'সেকি তোমার মতো সুন্দরী?'

'সে আমার চেয়েও সুন্দরী।'

'নাম কী?'

'মেরিলিন।'

'এসো না, এক রাতে ডাবল ডেট করি?'

ওরা গল্প করছে, ফ্যাক্সমেশিন ক্লিক ক্লিক শব্দ করল। শব্দগুলো অগ্রাহ্য করল ফস্টার।

সকাল ৮:৪৫। শন রাইলির অপারেশন শুরু করে দিয়েছেন ডা. র‍্যাডনর। শুরুটা ভালোভাবেই হল। অপারেটিং রুম তেলমাখানো ভালো মেশিনের মতো কাজ করছে, এখানে যারা উপস্থিত তারা সকলেই যে-যার কাজে অত্যন্ত দক্ষ।

সকাল ৯:০৫। ডা. র‍্যাডনর গলব্লাডার কেটে ফেলতে যাচ্ছেন, তাঁর হাত থেকে স্কালপেল পড়ে গিয়ে একটা ধমনি কেটে ফেলল। ফিনকি দিয়ে বেরুতে লাগল রক্ত।

'যিশাস!' তিনি রক্ত থামানোর চেষ্টা করলেন।

অ্যানেসথেসিওলজিস্ট হাঁক ছাড়ল, 'রোগীর ব্লাডপ্রেশার ৯৫তে নেমে এসেছে। ও শক-এর মধ্যে পড়তে যাচ্ছে।'

র‍্যাডনর সার্কুলেটিং নার্সকে হুকুম দিলেন, 'এক্ষুনি কিছু রক্তের ব্যবস্থা করো।'

'জি, ডাক্তার।'

সকাল ৯:০৬। ব্লাড ব্যাংকের ফোন বেজে উঠল।

'যেয়ো না কিন্তু,' আন্দ্রিয়াকে বলল ফস্টার। ফ্যাক্সমেশিনের পাশ কাটাল, যন্ত্রটা এখন আর ক্লিক ক্লিক শব্দ করছে না। ফোন তুলল ফস্টার। 'ব্লাড সাপ্লাই।'

'দুই নাম্বার অপারেশন রুমে 'O' টাইপ রক্ত চার ইউনিট পাঠিয়ে দিন। এক্ষুনি।'

'দিচ্ছি।' ফস্টার রিসিভার নামিয়ে রেখে ঘরের কিনারে গেল। ওখানে অল্পক্ষণ আগে তাজা রক্তের সাপ্লাই এনে রাখা হয়েছে। চার ব্যাগ রক্ত নিয়ে ইমার্জেন্সির জন্য ব্যবহার হওয়া একটি ধাতব কার্টের সবচেয়ে ওপরের তাকে রাখল। ব্যাগগুলো আরেকবার চেক করে দেখল সে। তারপর হাঁক ছাড়ল 'টাইপ ও।' একজন আর্দালিকে পাঠিয়ে দিতে বলল ফস্টার।

'কী ব্যাপার?' জানতে চাইল আন্দ্রিয়া।

নিজের সামনের শিডিউলে চোখ বুলাল ফস্টার। 'বোধহয় একজন পেশেন্ট ডা. র‍্যাডনরকে খুব ভোগাচ্ছে।'

সকাল ৯:১০। আর্দালি ঢুকল ব্লাডব্যাংকে। 'কীজন্যে ডেকেছেন?'

'দুই নাম্বার অপারেশন রুমে এ ব্যাগগুলো নিয়ে যাও। ওঁরা অপেক্ষা করছেন।'

কার্ট নিয়ে চলে গেল আর্দালি। ফস্টার ফিরল আন্দ্রিয়ার দিকে। 'তোমার বোনের কথা বলো।'

'ওরও বিয়ে হয়ে গেছে।'

'এহ্হে...'

হাসল আন্দ্রিয়া। 'তবে ও ফিচকেমি করে।'

'সত্যি?'

'নাহ্, মজা করছিলাম। এখন কাজে যেতে হবে, এরিক। কফি এবং ড্যানিশের জন্য ধন্যবাদ।'

'এনি টাইম,' আন্ড্রিয়া চলে যাচ্ছে। ওর ঢেউখেলানো নিতম্বের দিকে তাকিয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলল ফস্টার *পাছা কী!*

সকাল ৯:১২। দোতলায় যাওয়ার জন্য এলিভেটরের অপেক্ষা করছে আর্দালি।

সকাল ৯:১৩। ডা. র‍্যাডনর রক্ত বন্ধ করার প্রাণপণ চেষ্টা করছেন। 'এখনও রক্ত আসছে না কেন?'

সকাল ৯:১৫। আর্দালি দুই নাম্বার অপারেশন রুমের দরজায় টোকা দিল। দরজা খুলে দিল সার্কুলেটিং নার্স।

'ধন্যবাদ,' বলল সে। ব্যাগগুলো নিয়ে এল ঘরে। 'রক্ত এসে গেছে, ডাক্তার।'

'ওকে রক্ত দাও। জলদি!'

ব্লাডব্যাংকে বসে কফি শেষ করছে এরিক ফস্টার। ভাবছে আন্ড্রিয়ার কথা। *সবগুলো সুন্দরী মেয়েই যে কেন বিবাহিত হয়!*

নিজের ডেস্কে ফিরছে ফ্যাক্সমেশিনের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় ফ্যাক্সটা টেনে বের করল। ওতে লেখা : Recall warning Alert # 687, June 25 : Red Blood cells, Fresh Frozen plasma. units CB 83711, CB 800007. Community Blood Bank of California, Arizona, Washington, Oregon. Blood Products testing, repeatedly reactive for Antibody HIV Type I were distributed.

বিস্ফারিত দৃষ্টিতে কাগজটির দিকে তাকিয়ে রইল সে এক মুহূর্ত, তারপর এক লাফে পৌঁছে গেল নিজের ডেস্কে, এইমাত্র ডেলিভারি দেয়া যে ইনভয়েসে ও দস্তখত দিয়েছে সেটা তুলে নিল। ইনভয়েসের নাম্বার পড়ল।

ফ্যাক্স আর ইনভয়েসের নাম্বার একই।

'ওহ্, মাই গড!' বলল ও। এক ঝটকায় তুলে নিল ফোন।

'জলদি আমাকে অপারেশন রুম নাম্বার দাও।'

সাড়া দিল এক নার্স।

'ব্লাডব্যাংক থেকে বলছি। আমি এইমাত্র চার ইউনিট Typo O রক্ত পাঠিয়েছি। ওগুলো ব্যবহার করবেন না। আমি এক্ষুনি কিছু তাজা রক্ত পাঠাচ্ছি।'

নার্স বলল, 'দুঃখিত, দেরি হয়ে গেছে।'

শন রাইলিকে খবরটা দিলেন ডা. র‍্যাডনর নিজেই।

‘একটা ভুল হয়ে গেছে,’ বললেন তিনি। ‘মস্ত ভুল।’

শনের চোখ বড়বড় হয়ে গেল। ‘মাই গড! আমি মারা যাব।’

‘ছয় থেকে আট সপ্তাহের আগে জানা যাবে না আপনি HIV পজিটিভ দ্বারা সংক্রমিত হয়েছেন কিনা। সংক্রমিত হলেও এর মানে এ নয় যে আপনার এইডস হবে। আপনার জন্যে যা যা করা সম্ভব আমরা করব।

‘যা করতে পারতেন তা যখন করেননি এখন আর কী করবেন?’ খেঁকিয়ে উঠল শন। ‘আমি মারা গেছি।’

খবরটা শুনে মানসিকভাবে ভীষণ ভেঙে পড়ল হানি। মনে পড়ল ফ্রান্সিস গর্ডনের কথা : *বেচারি।*

শন রাইলির ঘরে এসে হানি দেখে ও ঘুমাচ্ছে। শনের বিছানার পাশে অনেকক্ষণ বসে রইল হানি। তাকিয়ে আছে ওর দিকে।

ঘুম ভেঙে চোখ মেলে তাকাতেই হানিকে দেখতে পেল শন। ‘আমি স্বপ্ন দেখছিলাম যে আমি মারা যাচ্ছি না।’

‘শন...’

‘তুমি কি একটা লাশকে দেখতে এসেছ?’

‘প্লিজ, ওভাবে বোলো না।’

‘এটা কীভাবে ঘটল?’ গুঙিয়ে উঠল শন।

‘কেউ একজন ভুলটা করেছে, শন।’

‘গড, আমি এইডস রোগে ভুগে মরতে চাই না।’

‘কোনো কোনো লোকের HIV থাকলেও তাদের এইডস হয় না। আর আইরিশরা ভাগ্যবান হয়।’

‘তোমার কথা বিশ্বাস করতে পারলে তো ভালোই হত।’ ওর একটা হাত তুলে নিল হানি। ‘আমার কথা বিশ্বাস করো।’

‘আমি ধার্মিক মানুষ নই,’ বলল শন। ‘তবে এখন থেকে প্রার্থনা-ট্রার্থনা শুরু করে দেব ভাবছি।’

‘আমি তোমার জন্য প্রার্থনা করব,’ বলল হানি।

তিক্ত হাসল শন। ‘ডিনারের কথা আমাদের ভুলে যাওয়া উচিত, তাই না?’

‘অবশ্যই না। তোমাকে এত সহজে নিস্তার দিচ্ছি না আমি। তোমার সঙ্গে ডিনারে যাওয়ার জন্য মুখিয়ে আছি।’

ওকে দেখছে শন। ‘সত্যি বলছ?’

‘একশোবার! মনে রেখো, তুমি কিন্তু আমাকে আয়ারল্যান্ডে নিয়ে যাবে বলেছ।’

তেত্রিশ

'তুমি ঠিক আছ তো, কেন্?' জিজ্ঞেস করল লরেন। 'তোমাকে কেমন অস্থির লাগছে, ডার্লিং।'

হ্যারিসনদের প্রকাণ্ড লাইব্রেরি ঘরে ওরা একা। কিছুক্ষণ আগে একজন মেইড এবং একজন বাটলার ছয়-কোর্সের ডিনার পরিবেশন করেছিল। ডিনারে অ্যালেক্স হ্যারিসন ওর সঙ্গে ওর উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ নিয়ে আলেচনা করছিলেন।

'কী হয়েছে তোমার? এত টেন্স কেন তুমি?'

কারণ ওই গর্ভবতী কাল্লু মাগীটা চাইছে আমি যেন ওকে বিয়ে করি। কারণ যে-কোনো মুহূর্তে আমাদের এনগেজমেন্টের খবরটা ফাঁস হয়ে যেতে পারে এবং খবরটা শুনে ও আমার বারোটা বাজিয়ে দিতে পারে। কারণ আমার গোটা ভবিষ্যৎ ধ্বংস হয়ে যেতে পারে।

লরেনের হাতটা ধরল ম্যালোরি। 'আসলে খুব বেশি কাজের ধকল যাচ্ছে আমার ওপরে। আমার রোগীরা আমার কাছে স্রেফ রোগী নয়, লরেন। ওরা অসুস্থ মানুষ, ওদের কথা আমাকে ভাবতেই হয়।'

ম্যালোরির মুখে হাত বোলাল লরেন। 'এজন্যেই তোমাকে আমি এত বেশি ভালোবাসি, কেন্। ইউ আর সো কেয়ারিং।'

'মানুষকে সেবা করার ব্রত নিয়েই আমি বড় হয়েছি।'

'ওহ্, একটা কথা বলতে ভুলে গেছি। ক্রনিকল পত্রিকার সোসাইটি এডিটর এবং একজন ফটোগ্রাফার সোমবার আসছে ইন্টারভ্যু নিতে।'

দুম করে পেটে একটা ঘুসি খেল ম্যালোরি।

'তুমি ওইদিন আমার সঙ্গে থাকবে তো, ডার্লিং? ওরা তোমার একটা ছবি চাইছে।'

'আ... আসতে পারলে ভালোই লাগত। কিন্তু ও-ওইদিন হাসপাতালে আমার অনেক কাজ।' মাথা ঘুরছে ওর। 'লরেন, এখনই কি কোনো ইন্টারভ্যু দেয়া ঠিক হবে? মানে কটা দিন পরে...'

হেসে উঠল লরেন। 'সাংবাদিকদের তো তুমি চেনো না, ডার্লিং। ওরা ব্লাড হাউন্ডের মতো। নাহ্, ইন্টারভ্যুর ঝামেলাটা তাড়াতাড়ি শেষ করে দেয়া উচিত।'

সোমবার!

পরদিন সকালে ম্যালোরি একটি ইউটিলিটি রুমে পেয়ে গেল ক্যাটকে। ওকে ক্লান্ত,

বিপর্যস্ত লাগছে। মুখে কোনো মেকআপ নেই, আলুথালু কেশ। *লরেন কখনও এরকম বেশে বাইরে যেত না,* ভাবল ম্যালোরি।

'হাই, হানি!'

জবাব দিল না ক্যাট।

ম্যালোরি ওর একটা হাত ধরল। 'আমাদের বিষয়টি নিয়ে অনেক চিন্তা করলাম, ক্যাট। গত রাতে একফোঁটাও ঘুমাতে পারিনি। তুমি ঠিকই বলেছিলে। আমি বরং ভুল বলেছি। আসলে হঠাৎ করে কথাটা বলেছ তো, তাই একটু ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গিয়েছিলাম। আমি চাই আমাদের সন্তান ভূমিষ্ঠ হোক।' ক্যাটের চোখেমুখে আকস্মিক একটা উজ্জ্বল প্রভা ফুটতে দেখল ম্যালোরি।

'তুমি সত্যি বলছ?'

'একশোবার।'

ওকে জড়িয়ে ধরল ক্যাট। 'থ্যাংক গড! ওহ্, ডার্লিং। আমি এমন চিন্তায় পড়ে গিয়েছিলাম। তোমাকে ছাড়া আমি থাকার কথা ভাবতেই পারি না।'

'ওসব নিয়ে আর দুশ্চিন্তা করতে হবে না। এখন থেকে সবকিছু ঠিকঠাক চলবে।' *কেমন ঠিকঠাক চলবে তা তোমার কল্পনাতেও নেই।* 'শোনো, রোববার রাতে আমার ডিউটি নেই। তুমি ফ্রি আছ তো?'

ওর হাত আঁকড়ে ধরল ক্যাট। 'ফ্রি করে নেব।'

'বাহ্, চমৎকার। আমরা মজা করে ডিনার করে তারপর তোমার বাসায় গিয়ে একটু বিশ্রাম নেব। পেগি আর হানি আবার বিরক্ত করবে না তো? আমরা দুজনে একা থাকতে চাই।'

হাসল ক্যাট। 'ও নিয়ে তুমি একদম চিন্তা কোরো না। তুমি জানো না তুমি আমাকে কতটা সুখি করেছ। তোমাকে কি কখনো বলেছি আমি তোমাকে অনেক অনেক ভালোবাসি?

'আমিও তোমাকে ভালোবাসি। কত ভালোবাসি তার প্রমাণ দেব রোববার রাতে।'

প্ল্যানটা নেড়েচেড়ে দেখল ম্যালোরি। কোথাও কোনো খুঁত চোখে পড়ল না। একদম ফুলপ্রুফ প্ল্যান। ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র ডিটেলগুলো নিয়েও ও কাজ করেছে। ক্যাটের মৃত্যুর জন্যে ওকে কোনোভাবেই দায়ী করা যাবে না।

ওর যেসব জিনিস দরকার তা হাসপাতালের ফার্মেসি থেকে নিয়ে আসা যাবে না। কারণ বোম্যানের ওই ঘটনার পর থেকে সিকিউরিটির কড়াকড়ি বৃদ্ধি পেয়েছে কয়েকগুণ। ম্যালোরি যে এলাকায় থাকে, সেখান থেকে অনেক দূরের একটি ওষুধের দোকানে গেল ও। ওষুধের দোকানগুলো রোববারে বেশিরভাগ বন্ধ থাকে। পরপর আধডজন দোকান বন্ধ দেখল ও। একটি খোলা পেল।

ওষুধের দোকানদার বলল, 'গুড মর্নিং। আপনাকে আমি সাহায্য করতে পারি?'

'পারেন। এ এলাকায় এক রোগী দেখতে যাব। কিছু ওষুধও দিতে হবে তাকে। এ ওষুধগুলো আছে কিনা দেখুন তো।'

প্রেসক্রিপশন প্যাডে ওষুধের নাম লিখে দিল ম্যালোরি।

হাসল দোকানদার। 'আজকাল খুব কম ডাক্তারই হাউজ কল-এ যান।'

'জানি। কিন্তু কাজটা ঠিক না, তাই না? লোকজনের মন থেকে সেবা করার প্রবণতা দিন দিন উঠে যাচ্ছে।' কাগজের টুকরোটা দোকানদারকে দিল ও।

দোকানদার কাগজে চোখ বুলিয়ে মাথা ঝাঁকাল। 'আছে এ ওষুধ। একটু দাঁড়ান। নিয়ে আসছি আমি।'

'ধন্যবাদ।'

প্রথম পদক্ষেপ।

সেদিন বিকেলে দশ মিনিটের জন্য হাসপাতালে এল ম্যালোরি। বেরুল হাতে ছোট একটি প্যাকেট নিয়ে।

পদক্ষেপ দুই।

ট্রেডার ভিক'স-এ ক্যাটের সঙ্গে ডিনার খাবে ম্যালোরি। মেয়েটার জন্য অপেক্ষা করছিল ও। ক্যাটকে ওর টেবিলের দিকে হেঁটে আসতে দেখে মনে মনে বলল, *এটাই শেষ সাপার, মাগী।*

টেবিল ছাড়ল ম্যালোরি, আন্তরিক হাসিমুখে। 'হ্যাল্লো, ডল। ইউ লুক বিউটিফুল। মনে মনে স্বীকার করল সত্যি সুন্দর লাগছে ক্যাটকে। দারুণ আবেদনময়ী। *ও মডেল হতে পারত। বিছানায় ওর তুলনা নেই। ওর যেটার অভাব শুধু আছে,* ভাবছে ম্যালোরি, *তা হল কুড়ি মিলিয়ন ডলার ওর নেই।*

ক্যাট লক্ষ করল রেস্টুরেন্টের রমণীকুল সপ্রশংস দৃষ্টিতে দেখছে কেন্‌কে আর ঈর্ষার চোখে ওকে। কিন্তু কেনের অন্য কোনো দিকে নজর নেই, ক্যাট ছাড়া। সেই পুরনো কেন্, উষ্ণ এবং মনোযোগী।

'কেমন কাটল দিন?' জিজ্ঞেস করল কেন।

দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল ক্যাট। 'যথারীতি প্রচণ্ড ব্যস্ততার মাঝে। সকালে তিনটা অপারেশন করেছি, বিকেলে দুটো।' সামনে ঝুঁকল। 'বললে বিশ্বাস করবে আজ যখন কাপড় পড়ছি, মনে হল পেটের মধ্যে আমার বাচ্চাটা আমাকে লাথি মারছে।'

হাসল ম্যালোরি, 'বোধহয় ওটা বেরিয়ে আসতে চাইছে।'

'আলট্রাসাউন্ড টেস্ট করাব একটা। দেখব ওটা ছেলে না মেয়ে। তারপর ওর জন্য জামাকাপড় কিনতে শুরু করব।'

'গ্রেট আইডিয়া।'

'কেন্, বিয়ের দিনক্ষণ ঠিক করে ফেললে হয় না? আমি চাই যত দ্রুত সম্ভব

আমাদের বিয়েটা হয়ে যাক।'

'নো প্রবলেম,' সহজ গলায় বলল ম্যালোরি। 'আগামী সপ্তায় লাইসেন্সের জন্য আবেদন করব।'

'বাহ্, বেশ।' সুখকল্পনায় ডুবে গেল ক্যাট। 'কদিন ছুটি নিয়ে দুজনে মিলে কোথাও থেকে হানিমুন করে আসব। খুব দূরে কোথাও যাব না—ধরো, ওরিগন কিংবা ওয়াশিংটন।'

ভুল, বেবি। আমি জুন মাসে হানিমুন করব ফ্রেঞ্চ রিভিয়েরায়, আমার ইয়টে চড়ে।

'বেশ তো। আমি ওয়ালেসের সঙ্গে কথা বলব।'

ক্যাট ওর হাতে চাপ দিল। 'ধন্যবাদ।' খসখসে গলায় বলল, 'আমি হব পৃথিবীর সবচেয়ে সেরা স্ত্রী।'

'তাতে আমার কোনো সন্দেহ নেই,' হাসল ম্যালোরি। 'এখন সব্জিটা খেয়ে নাও। আমাদের বাচ্চাটাকে তো সুস্থ-সবল রাখতে হবে, না?'

রাত ন'টার দিকে রেস্টুরেন্ট থেকে বেরুল ওরা। ক্যাটের অ্যাপার্টমেন্টে যাত্রা শুরু করেছে, ম্যালোরি জিজ্ঞেস করল, 'পেগি কিংবা হানি কেউ থাকবে না তো বাসায়?'

'থাকবে না,' জবাব দিল ক্যাট। 'পেগি আছে হাসপাতালে আর হানিকে বলেছি তোমাকে নিয়ে আমি বাসায় আসব।'

যাচ্চলে!

ম্যালোরির চেহারা দেখে কপালে ভাঁজ পড়ল ক্যাটের। 'কোনো সমস্যা?'

'না, কোনো সমস্যা নেই। তোমাকে তো বলেইছি আমাদের একান্ত সময়গুলো নিতান্তই নিভৃতে কাটাতে চাই।' *আমাকে সাবধান হতে হবে,* ভাবল ম্যালোরি। *খুব সাবধান।* 'জলদি চলো।'

ওর ধৈর্যচ্যুতিতে আরাম বোধ করল ক্যাট।

অ্যাপার্টমেন্টে ঢুকেই ম্যালোরি বলল, 'বেডরুমে চলো।'

মুচকি হাসল ক্যাট। 'আর তর সইছে না বুঝি?'

ক্যাট কাপড় ছাড়ছে ওকে দেখতে দেখতে ম্যালোরি ভাবছে, *এখনও ওর ফিগারটা কত চমৎকার। একটা বাচ্চা এ শরীরটাকে ধ্বংস করবে।*

'তুমি কাপড় খুলবে না, কেন?'

'অবশ্যই।' ম্যালোরির মনে পড়ে গেল সেদিনটির কথা যেদিন ক্যাট ওকে ন্যাংটো করে হাবা বানিয়ে চলে গিয়েছিল। আজ সে অপমানের শোধ তুলবে ও।

ধীরেসুস্থে কাপড় খুলছে ম্যালোরি। *কাজটা করতে পারব তো?* ভাবছে ও। নার্ভাস লাগছে খুব। শরীর কাঁপছে।

যা করছি তার জন্য সম্পূর্ণভাবে দায়ী ও। এতে আমার কোনো দোষ নেই। আমি

ওকে সমঝোতার সুযোগ দিয়েছিলাম কিন্তু নির্বোধ মেয়েটা সে সুযোগ নেয়নি।

ক্যাটের পাশে শুয়ে পড়ল ও। ক্যাটের শরীর গরম। ওরা একে অন্যকে আদর করতে শুরু করল। ম্যালোরি টের পেল ওর পুরুষাঙ্গ দাঁড়িয়ে যাচ্ছে। ক্যাটের শরীরে প্রবেশ করল ও। গোঙাতে শুরু করল ক্যাট।

'ওহ্, ডার্লিং...দারুণ লাগছে...' দ্রুতগতিতে কোমর তুলছে ক্যাট। 'ইয়েস... ইয়েস...ওহ্, মাই গড!... ডোন্ট স্টপ...' ঝাঁকি খেতে শুরু করল ওর শরীর রেতঃপাত হবার প্রবল সুখে। শেষ ঝাঁকিটা দিয়ে এলিয়ে পড়ল বিছানায়। ম্যালোরির বাহুতে মাথা রেখে শুয়ে রইল।

ম্যালোরির দিকে ফিরল ও। 'তুমি কি...?'

'হ্যাঁ, হয়েছে,' মিথ্যা বলল ম্যালোরি। এত টেনশন নিয়ে কী আর অর্গাজম হয়? 'ড্রিংক খাবে?'

'না। খাওয়া উচিত হবে না। বাচ্চা...'

'বাট দিস ইজ আ সেলিব্রেশন, হানি। অল্প একটা ড্রিংক খেলে কিচ্ছু হবে না।'

ইতস্তত গলায় ক্যাট বলল, 'ঠিক আছে। তবে অল্প কিন্তু।'

উঠতে গেল ও।

ওকে বাধা দিল ম্যালোরি। 'না, না। তুমি শুয়ে থাকো। আমি আনছি।'

লিভিংরুমে ঢুকল ম্যালোরি। ওর গমনপথে তাকিয়ে ক্যাট মনে মনে বলল, *আমি পৃথিবীর সবচেয়ে ভাগ্যবতী নারী।*

ম্যালোরি ছোট বারটিতে গিয়ে দু গ্লাস স্কচ ঢাকল। আড়চোখে তাকাল বেডরুমে। নাহ্, বেডরুম থেকে ওকে দেখতে পাচ্ছে না ক্যাট। কাউচের ধারে গেল। এখানে ওর জ্যাকেটটা রেখেছে। পকেট থেকে বের করল ছোট একটি বোতল। ভেতরে জিনিসগুলো ক্যাটের মদের গ্লাসে ঢালল। ফিরে এল বার-এ। ক্যাটের ড্রিংক চামচ দিয়ে নেড়ে গন্ধ শুঁকল। কোনো বাজে গন্ধ নেই। গ্লাসদুটো নিয়ে ফিরে এল বেডরুমে। ক্যাটকে ধরিয়ে দিল ওর গ্লাস।

'আমাদের বাচ্চার উদ্দেশ্যে টোস্ট করি এসো।'

'ঠিক বলেছ। টু আওয়ার বেবি।'

ক্যাট এক ঢোক মদ গিলল।

'আমরা সুন্দর একটা বাসা নেবো,' স্বপ্নালু গলায় বলছে ক্যাট। 'সেখানে একটা নার্সারি থাকবে। আমাদের বাচ্চাটাকে আদরে আদরে অতিষ্ঠ করে তুলব, কী বলো?'

গ্লাসে আরেকটা চুমুক দিল ও।

মাথা দোলাল ম্যালোরি। 'তা তো বটেই।' তীক্ষ্ণচোখে ক্যাটকে লক্ষ করছে। 'কেমন লাগছে?'

'দারুণ। নিজেদেরকে নিয়ে খুব দুশ্চিন্তা করছিলাম, কেন্। কিন্তু এখন আমি সম্পূর্ণ চিন্তামুক্ত।'

'দ্যাটস গুড,' বলল ম্যালোরি। 'তোমাকে আর কিছু নিয়ে চিন্তা করতে হবে না।'

চোখ বুজে আসছে ক্যাটের। 'না,' বলল ও। 'আর কিছু নিয়ে চিন্তা করতে হবে না।' কথা জড়িয়ে যাচ্ছে। 'কেন্, আমার যেন কেমন লাগছে।' দুলছে ও।

'তোমার গর্ভবতী হওয়া উচিত হয়নি।'

বোকার মতো ওর দিকে তাকাল ক্যাট। 'কী!'

'তুমি সবকিছু গুবলেট করে দিয়েছ, ক্যাট।'

'গুবলেট...' ম্যালোরির কথায় মনোযোগ দিতে পারছে না ক্যাট।

'তুমি আমার জন্য বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিলে।'

'ক্কী—?'

'কেউ আমার জন্য বাধা হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে পারে না।'

'কেন্, আমার মাথাটা কেমন ঘুরছে।'

ম্যালোরি দাঁড়িয়ে আছে, লক্ষ করছে ওকে।

'কেন্... হেল্প মি. কেন্...! বালিশে লুটিয়ে পড়ল ক্যাটের মাথা।

ঘড়ি দেখল ম্যালোরি। এখনও অনেক সময় আছে হাতে।

চৌত্রিশ

হানি বাড়ি ফিরল আগে এবং ক্যাটের ছিন্নভিন্ন রক্তাক্ত শরীরের গায়ে হুমড়ি খেয়ে পড়ল। বাথরুমের শাদা শীতল টাইলসের ওপর পড়ে আছে ক্যাট। রক্তে ভেসে যাচ্ছে বাথরুম। ক্যাটের পাশে রক্তমাখা একটি ধারালো ছুরি। ও ছুরি দিয়ে গর্ভপাত ঘটাতে গিয়েছিল ক্যাট।

আতঙ্কে জমে গেল হানি। 'ওহ্, মাই গড!' ওর কণ্ঠ গলায়-ফাঁস-লাগানো আসামির মতো ঘরঘর করছে। শরীরটার পাশে হাঁটু গেড়ে বসল ও, কাঁপা হাতে স্পর্শ করল কারটয়েড আর্টারি। কোনো পালস নেই। একছুটে লিভিংরুমে ঢুকল হানি। রিসিভার তুলে ফোন করল ৯১১ নাম্বারে।

সাড়া দিল একটি পুরুষকণ্ঠ। 'নাইন-ওয়ান-ওয়ান ইমার্জেন্সি।'

প্যারালাইজড রোগীর মতো দাঁড়িয়ে রইল হানি, মুখ দিয়ে রা বেরুচ্ছে না।

'নাইন-ওয়ান-ওয়ান ইমার্জেন্সি...হ্যালো...'

'হ-হেল্প! আমি...ওখানে...' শ্বাসরোধ হয়ে আসছে যেন ওর। 'ও...ও মারা গেছে।'

'কে মারা গেছে, মিস?'

'ক্যাট।'

'আপনার বেড়াল মারা গেছে?'

'না!' চিৎকার দিল হানি। 'ক্যাট মারা গেছে। এক্ষুনি এখানে কাউকে পাঠিয়ে দিন।'

'লেডি...'

ঠকাশ করে রিসিভার নামিয়ে রাখল হানি। কাঁপা হাতে ফোন করল হাসপাতালে। 'ডা. ট-টেলর।' গলা দিয়ে যন্ত্রণাকাতর ফিসফিসানি বেরিয়ে এল।

'এক মিনিট, প্লিজ।'

টেলিফোন হাতে চেপে ধরে রইল হানি, দু মিনিট পরে সাড়া দিল পেগি। 'ডা. টেলর বলছি।'

'পেগি! তুমি...তুমি এক্ষুনি বাসায় চলে এসো!'

'হানি? কী হয়েছে?'

'ক্যাট...মারা গেছে।'

'কী!' অবিশ্বাস পেগির কণ্ঠে। 'কীভাবে?'

'ম-মনে হচ্ছে ও নিজে নিজে অ্যাবরশন করতে গিয়েছিল।'

'ওহ্, মাই গড! ঠিক আছে। আমি আসছি এখুনি।'

পেগি বাড়ি এসে দেখল ঘরে দুজন পুলিশের লোক, একজন গোয়েন্দা এবং একজন মেডিকেল এক্সামিনার রয়েছেন। হানি ওর বেডরুমে। ওকে ঘুমের ওষুধ দিয়ে ঘুম পাড়িয়ে রাখা হয়েছে। মেডিকেল এক্সমিনার ক্যাটের নগ্ন শরীরের ওপর ঝুঁকে দেখছেন। রক্তমাখা বাথরুমে পেগিকে ঢুকতে দেখে মুখ তুলে চাইল গোয়েন্দা।

'আপনি কে?'

নিস্পন্দ শরীরটির দিকে বিস্ফারিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল পেগি। চেহারা বিবর্ণ। 'আমি ডা. টেলর। আমি এখানে থাকি।'

'আপনি হয়তো আমাকে সাহায্য করতে পারবেন। আমি ইন্সপেক্টর বার্নস। এখানে আরেকজন যিনি থাকেন তাঁর সঙ্গে কথা বলতে গিয়েছিলাম। কিন্তু তিনি মৃগীরোগীর মতো আচরণ করছিলেন। ডাক্তার তাঁকে সিডেটিভ দিয়েছেন।'

মেঝের ভয়ংকর দৃশ্যটি থেকে চোখ সরিয়ে নিল পেগি।

'ক্-কী জানতে চান আপনি?'

'ইনি এখানে থাকতেন?'

'জি।'

'দেখে মনে হচ্ছে ভদ্রমহিলা নিজে নিজে গর্ভপাত করতে গিয়ে চরম সর্বনাশ ডেকে এনেছেন।' বলল গোয়েন্দা।

দাঁড়িয়ে আছে পেগি, বনবন ঘুরছে মাথা। 'আমি একথা বিশ্বাস করি না।'

ওর ওপরে চোখ বুলিয়ে ইন্সপেক্টর বার্নস প্রশ্ন করল, 'কেন বিশ্বাস করেন না, ডাক্তার?'

'কারণ ও সন্তানের মা হতে চেয়েছিল,' মাথাটা আবার পরিষ্কার হয়ে গেছে। গুছিয়ে চিন্তাভাবনা করতে পারছে পেগি। 'কিন্তু বাবা সন্তান জন্ম হোক তা চায়নি।'

'বাবা!'

'ডা. কেন্ ম্যালোরি। সে এমবারকডোরা হাসপাতালে কাজ করে। সে ক্যাটকে বিয়ে করতেও চায়নি। ক্যাট হল—ছিল—একজন ডাক্তার। 'ছিল' শব্দটা বলতে কী যে কষ্ট লাগল।

'ও সত্যি গর্ভপাত ঘটাতে চাইলে বাথরুমে বসে এরকম কাণ্ড করতে যেত না।' মাথা নাড়ল পেগি। 'কোথাও একটা ঘাপলা আছে।'

মেডিকেল এক্সামিনার লাশের পাশ থেকে উঠে পড়লেন।

'হয়তো উনি নিজেই গর্ভপাত করতে চেয়েছেন কাউকে ব্যাপারটা জানতে না দেয়ার জন্য।

'ভুল। ও আমাদেরকে বলেছিল ও মা হতে চলেছে।'

পেগিকে লক্ষ করছে ইন্সপেক্টর বার্নস। 'উনি কি আজ সন্ধ্যায় এ-বাড়িতে একা ছিলেন?

'না। ডা. ম্যালোরির সঙ্গে ওর একটা ডেট ছিল।'

বিছানায় শুয়ে আছে কেন্ ম্যালোরি, সন্ধ্যার ঘটনাগুলো নিয়ে চিন্তা করছে। ভাবছে কোথাও কোনো আলগা গেরো রেখে এসেছে কিনা। না, সবকিছু ঠিক আছে। বিছানায় শুয়ে অধৈর্য হয়ে উঠল। পুলিশ এখনও আসছে না কেন? এমন সময় বেজে উঠল ডোরবেল।

তিনবার বেল বাজতে দিল ম্যালোরি, তারপর ত্যাগ করল শয্যা, পাজামার ওপরে একটা রোব চাপিয়ে পা বাড়াল লিভিংরুমে।

দরজার সামনে এসে দাঁড়াল ম্যালোরি। 'কে?' ঘুম জড়ানো গলায় বলল।

একটি কণ্ঠ জানতে চাইল, 'ডা. ম্যালোরি?'

'হ্যাঁ।'

'আমি ইন্সপেক্টর বার্নস। স্যানফ্রান্সিসকো পুলিশ বিভাগ।'

'পুলিশ বিভাগ?' গলার স্বরে নিখুঁত বিস্ময় ফোটাল ম্যালোরি। খুলে দিল দরজা।

হলঘরে দাঁড়ানো লোকটি নিজের ব্যাজ দেখাল। 'ভেতরে আসতে পারি?'

'আসুন। কী ব্যাপার?'

'ডা. হান্টার নামে কাউকে চেনেন?'

'অবশ্যই চিনি।' শঙ্কা ফুটল চেহারায়। 'ক্যাটের কিছু হয়েছে?'

'আপনি কি আজ সন্ধ্যায় তাঁর সঙ্গে ছিলেন?'

'ছিলাম। মাই গড! কী হয়েছে বলুন! ও ঠিক আছে তো?'

'আপনার জন্য খারাপ খবর আছে। মারা গেছেন ডা. হান্টার।'

'মারা গেছে? বিশ্বাস করি না। কীভাবে?'

'দৃশ্যত ধারণা করা হচ্ছে তিনি নিজে নিজে গর্ভপাত ঘটাতে গিয়ে ডেকে এনেছেন মৃত্যু।'

'ওহ্, মাই গড!' ধপ করে চেয়ারে বসে পড়ল ম্যালোরি। 'সব আমার দোষ।'

ইন্সপেক্টর তীক্ষ্ণচোখে লক্ষ করছে ওকে। 'আপনার দোষ?'

'হ্যাঁ। আমি... ডা. হান্টারের সঙ্গে আমার বিয়ে হওয়ার কথা ছিল। ওকে বলেছিলাম এখন বাচ্চা টাচ্চা নেয়া যাবে না। আমি অপেক্ষা করতে চেয়েছিলাম, ও রাজি হয়ে যায়। ওকে হাসপাতালে গিয়ে অ্যাবরশন করানোর পরামর্শ দিই। কিন্তু ও নিশ্চয় সিদ্ধান্ত নিয়েছিল...আ...আমার ব্যাপারটা বিশ্বাসই হচ্ছে না।'

'কখন ওঁর সঙ্গে আপনার শেষ দেখা হয়?'

'তখন দশটা বাজে। আমি ওকে ওর অ্যাপার্টমেন্টে পৌঁছে দিয়ে বাসায় চলে আসি।'

'আপনি ডা. হান্টারের ঘরে ঢোকেননি?'

'না।'

'ডা. হান্টার তাঁর প্ল্যান সম্পর্কে আপনাকে কিছু বলেননি?'

'নিজে নিজে অ্যাবরশনের ব্যাপারে? না, না। একটা কথাও বলেনি।'

একটা কার্ড বের করল ইন্সপেক্টর বার্নস। 'আমাদের কাজে লাগবে এমন কোনো তথ্য মনে পড়লে দয়া করে আমাকে এ নাম্বারে ফোন করলে বাধিত হব।'

'নিশ্চয়। আমি...আপনি কল্পনাও করতে পারবেন না আমি কীরকম শক্‌ড্ হয়েছি।'

পেগি এবং হানি সারারাত জেগে রইল, ক্যাটকে নিয়ে সারাক্ষণ কথা বলল। ব্যাপারটা ওদের বিশ্বাসই হচ্ছে না।

নটার দিকে এল ইন্সপেক্টর বার্নস।

'গুড মর্নিং। আপনাদেরকে জানাতে এসেছি যে গত রাতে মি. ম্যালোরির সঙ্গে আমার কথা হয়েছে।'

'তো?'

'উনি বললেন ওরা দুজনে মিলে ডিনার করেছেন, তারপর মি. ম্যালোরি মিস হান্টারকে বাড়ি পৌঁছে দিয়ে চলে যান।'

'ও মিথ্যা বলছে,' বলল পেগি। ভাবছে। 'দাঁড়ান! ওরা কি ক্যাটের শরীরে বীর্যের কোনো চিহ্ন দেখেছে?'

'জি, দেখেছে।'

'এতে প্রমাণ হয় ও মিথ্যাকথা বলছে,' উত্তেজিত গলায় বলল পেগি। 'ও ক্যাটকে নিয়ে বিছানায় গিয়েছিল এবং—'

'আমি আজ সকালে ওনার সঙ্গে কথা বলেছি। উনি বলেছেন ডিনারে যাওয়ার আগে ওঁরা সেক্স করেন।'

'ওহ্,' এখনই হাল ছেড়ে দেবে না পেগি। 'যে ছুরিটা দিয়ে ও ক্যাটকে খুন করেছে ওতে ম্যালোরির হাতের ছাপ থাকার কথা।' উৎসুক গলায় বলল পেগি। 'আপনি কোনো আঙুলের ছাপ পেয়েছেন?'

'পেয়েছি, ডক্টর,' ধৈর্য ধরে জবাব দিল গোয়েন্দা। 'সবগুলোই আপনাদের বান্ধবীর।'

'এ অস—দাঁড়ান! তাহলে ম্যালোরি হাতে গ্লাভ'স পরে নিয়েছিল। কাজ শেষ করার পরে ছুরিতে ক্যাটের হাতের ছাপ দিয়েছে। ব্যাখ্যাটা মানানসই না?'

'মনে হচ্ছে টিভিতে মার্ডার শি রোট সিরিয়ালটি আপনি একটু বেশিই দেখেন।'

'ক্যাট খুন হয়েছে একথা আপনি বিশ্বাস করেন না, না?'

'না।'

'ওরা কি অটোপসি করেছে?'

'হুঁ।'

'অটোপসি কী বলছে?'

'মেডিকেল এক্সামিনার মিস ক্যাটের মৃত্যুকে দুর্ঘটনাক্রমে মৃত্যু বলে অভিহিত করেছেন। ডা. ম্যালোরি আমাকে বলেছেন আপনাদের বান্ধবী বাচ্চা না-রাখার সিদ্ধান্ত নেন এবং—'

'এবং সে বাথরুমে গিয়ে নিজেকে জবাই করে?' বাধা দিল পেগি। 'ফর গডস শেক, ইন্সপেক্টর! ও একজন ডাক্তার ছিল, ছিল সার্জন! ওর অমন কাজ করার কোনো কারণই থাকতে পারে না।'

চিন্তিত ভঙ্গিতে ইন্সপেক্টর বার্নস বলল, 'আপনার ধারণা ম্যালোরি মিস ক্যাটকে অ্যাবরশন করাতে প্ররোচিত করেন এবং তাঁকে সাহায্য করতে এগিয়ে যান কিন্তু অবস্থা বেগতিক দেখে কেটে পড়েন?'

মাথা নাড়ল পেগি। 'না, ঘটনা তা নয়। গর্ভপাত করাতে কখনোই রাজি হত না ক্যাট। ম্যালোরি ওকে খুন করেছে।' জোরে জোরে কথা বলছে ও। 'ক্যাট মোটেই কমজোরী ছিল না। কাজটা করার জন্য ম্যালোরিকে আগে ক্যাটকে অজ্ঞান করে নিতে হয়েছে।'

'আপনার বান্ধবীকে বলপূর্বক অজ্ঞান করার কোনো প্রমাণ মেলেনি অটোপসিতে। তার গলায়ও কোনো দাগ ছিল না...'

'ঘুমের ওষুধ খাওয়ানো হয়েছিল কিনা কিংবা...?'

'না।' পেগির প্রতিক্রিয়া লক্ষ করছে গোয়েন্দা। 'এটাকে আমার খুন বলে মনে হচ্ছে, না। আমার ধারণা, ডা. হান্টার একটা ভুল সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছিলেন এবং... আয়াম সরি।'

বার্নসকে দরজার দিকে এগোতে দেখে চেঁচিয়ে উঠল পেগি।

'দাঁড়ান! আপনার নিশ্চয় কোনো মোটিভ আছে।'

ঘুরল গোয়েন্দা। 'নেই। ম্যালোরি বলেছেন তাঁর প্রেমিকা অ্যাবরশন করতে রাজি হয়েছিলেন। এরপরে আর তেমন কিছু বলার থাকে না, তাই না?'

'এটা যে হত্যাকাণ্ড তা বলার থাকে,' একগুঁয়ে গলায় বলল পেগি।

'ডাক্তার, আমাদের কাছে কোনো প্রমাণ নেই। ভিক্টিম সম্পর্কে তিনি একথাটাই বলেছেন এবং ভিক্টিম মৃত। আয়াম রিয়েলি সরি।'

চলে গেল ইন্সপেক্টর বার্নস।

আমি কেন্ ম্যালোরিকে সহজে ছাড়ব না। প্রতিজ্ঞা করল পেগি।

ম্যালোরি এল পেগির সঙ্গে দেখা করতে। 'ঘটনা শুনেছি। কিন্তু শুনে তো বিশ্বাসই হচ্ছিল না! ও কীভাবে এরকম কাজ করতে পারল?'

'ও করেনি,' বলল পেগি। 'ওকে খুন করা হয়েছে।' ইন্সপেক্টর বার্নসের সঙ্গে ওর কথোপকথনের আদ্যোপান্ত জানাল ম্যালোরিকে। 'পুলিশ এ ব্যাপারে কিছুই করবে না। ওদের ধারণা এটা একটা দুর্ঘটনা। ম্যালোরি, ক্যাটের মৃত্যুর জন্য আমিই দায়ী।'

'তুমি দায়ী?'

'আমিই ওকে উস্কে দিয়েছিলাম ম্যালোরির সঙ্গে ডেটিং-এ যেতে। ও যেতে চায়নি। ব্যাপারটা শুরু হয় ঠাট্টা-তামাশার মাঝ দিয়ে। তারপর ও...ও ম্যালোরির প্রেমে পড়ে যায়। ওহ্, ম্যালোরি!'

'এজন্য নিজেকে গোষারোপ কোরো না।' বলল ম্যালোরি। 'কারণ তুমি দায়ী নও।'

পেগি চারপাশে হতাশ দৃষ্টি বোলাল। 'এ অ্যাপার্টমেন্টে আমি আর থাকতে পারব না। এখান থেকে আমি কোথাও চলে যেতে চাই।'

ম্যালোরি ওর হাত ধরল। 'তাহলে চলো এক্ষুনি বিয়ে করে ফেলি।'

'না, এত তাড়াতাড়ি বিয়ে করা ঠিক হবে না। ক্যাট...'

'ঠিক আছে। দু এক হপ্তা পরে তাহলে।'

'আচ্ছা।'

'আই লাভ ইউ, পেগি।'

'আই লাভ য়ু টু, ডার্লিং। ব্যাপারটা কেমন অদ্ভুত না! নিজেকে আমার অপরাধী মনে হচ্ছে, কারণ আমি আর ক্যাট দুজনেই প্রেমে পড়ে গিয়েছিলাম। আর ও মরে গেছ, বেঁচে আছি আমি।'

মঙ্গলবার স্যানফ্রান্সিসকো ক্রনিকল-এর প্রথম পাতায় ছাপা হল ছবিটি। লরেন হ্যারিসনকে জড়িয়ে ধরে হাসছে কেন্ ম্যালোরি। ক্যাপশনে লেখা : Heiress to wed Doctor.

অবিশ্বাস নিয়ে ছবিটির দিকে তাকিয়ে রইল পেগি। ক্যাট মারা গেছে মাত্র দুদিন অথচ কেন্ ম্যালোরি ইতিমধ্যে আরেকজন নারীর সঙ্গে এনগেজমেন্টের কথা ঘোষণা করছে! ক্যাটকে সে বিয়ে করার মিথ্যা স্বপ্ন দেখাচ্ছিল, ওদিকে আরেকজনকে বিয়ে করার প্ল্যান করছিল। *এজন্যেই ও ক্যাটকে খুন করেছে। রাস্তা পরিষ্কার করতে?*

পেগি পুলিশ সদর দপ্তরে ফোন করল। 'ইন্সপেক্টর বার্নস, প্লিজ।'

একটু পরে গোয়েন্দার সঙ্গে কথা বলল ও।

'ডা. টেলর বলছি।'

'বলুন, ডাক্তার।'

'আজ সকালে ক্রনিকল দেখেছেন?'

'দেখেছি।'

'ওয়েল, ওটাই আপনার মোটিভ!' চেঁচিয়ে উঠল পেগি। 'লরেন্ হ্যারিসন যাতে ক্যাটের সঙ্গে কেন্ ম্যালোরির সম্পর্কের কথা জানতে না পারে সেজন্য ম্যালোরি আগেই ক্যাটকে দুনিয়ার বুক থেকে সরিয়ে দিয়েছে। আপনি ম্যালোরিকে গ্রেপ্তার করুন।' ফোনে প্রায় চিৎকার করছে পেগি।

'এক মিনিট। শান্ত হোন, ডাক্তার। এটা মোটিভ হতে পারে তবে আপনাকে তো বলেইছি আমাদের কাছে বিন্দুমাত্র প্রমাণ নেই। আপনি বলেছেন ডা. হান্টারের

অ্যাবরশন করানোর আগে ম্যালোরিকে তার অজ্ঞান করে নিতে হয়েছে। আপনার সঙ্গে কথা বলার পরে আমি আমাদের ফরেনসিক প্যাথলজিস্টের সঙ্গে আবার কথা বলেছি। অজ্ঞান করার জন্য কোনোরকম বলপ্রয়োগের প্রমাণ পাওয়া যায়নি।'

'তাহলে ও নিশ্চয় ক্যাটকে সিডেটিভ দিয়েছিল,' দৃঢ়কণ্ঠে বলল পেগি। 'সম্ভবত ক্লোরাল হাইড্রেট। এ ওষুধটা দ্রুত কাজ করে এবং—'

ধৈর্য না হারিয়ে ইন্সপেক্টর বার্নস বলল, 'ডাক্তার, ওঁর শরীরে ক্লোরাল হাইড্রেটের কোনো চিহ্ন ছিল না। আমি দুঃখিত—সত্যি—একজন লোক বিয়ে করতে যাচ্ছে বলে আমরা তাকে গ্রেপ্তার করতে পারি না। আর কিছু বলবেন?'

অনেক কিছুই বলার আছে। 'না' বলল পেগি। ঠাশ করে রেখে দিল রিসিভার। বসে বসে চিন্তা করতে লাগল। *ম্যালোরি নিশ্চয় ক্যাটকে কোনো ধরনের ড্রাগ দিয়েছিল। আর ড্রাগ পাবার সহজ জায়গা হল হাসপাতালের ফার্মেসি।*

পনেরো মিনিট বাদে পেগি এমবারকাডেরো কাউন্টি হাসপাতালে রওনা হয়ে গেল।

কাউন্টারে পাওয়া গেল চিফ ফার্মাসিস্ট পিট স্যামুয়েলসকে।

'গুড মর্নিং, ডা. টেলর। আপনার জন্য কী করতে পারি?'

'কদিন আগে ডা. ম্যালোরি এখানে এসেছিলেন একটি ওষুধ নিতে। ওষুধের নামটা বলেছিলেন তিনি কিন্তু আমার ঠিক মনে পড়ছে না।'

ভুরু কোঁচকাল স্যামুয়েলস। 'গত এক মাসের মধ্যে ডা. ম্যালোরি এদিকে এসেছিলেন বলে তো মনে পড়ছে না।'

'আপনি নিশ্চিত?'

মাথা ঝাঁকাল স্যামুয়েলস। 'জি, উনি আসলে আমার মনে থাকত। কারণ উনি এলেই আমরা ফুটবল নিয়ে গল্প করি।'

দমে গেল পেগি। 'ধন্যবাদ।'

অন্য কোনো ফার্মেসিতে ওকে নিশ্চয় প্রেসক্রিপশন লিখতে হয়েছে। পেগির জানা আছে, আইনে রয়েছে নারকোটিক্স বিভাগের জন্য প্রতিটি প্রেসক্রিপশনের তিনটি কপি করতে হয়—এক কপি রোগীর জন্য, এক কপি পাঠাতে হয় ব্যুরো অভ কন্ট্রোলড সাবস্টান্স-এ এবং তিন নাম্বার কপিটি থাকে ফার্মেসির ফাইলে।

কোথাও, চিন্তা করছে পেগি, *কেন্ ম্যালোরিকে প্রেসক্রিপশনের কপি পূরণ করতে হয়েছে। স্যানফ্রান্সিসকোয় দুই/তিনশো ওষুধের দোকান আছে।* ম্যালোরির লেখা প্রেসক্রিপশন কীভাবে খুঁজে পাবে বুঝতে পারছে না পেগি। অবশ্য এমন হতে পারে ক্যাটকে খুন করার আগে ম্যালোরি ওটা লিখেছে। তাহলে সে দিনটি হবে শনিবার কিংবা রোববার। *যদি রোববার হয় তাহলে আমার একটা সুযোগ আছে। রোববার খুব কম ফার্মেসিই খোলা থাকে।*

সিঁড়ি বেয়ে অ্যাসাইনমেন্ট শিট রাখার অফিসে চলে এল পেগি। শনিবারের রুস্টার চেয়ে নিয়ে ওতে চোখ বুলাল। ডা. কেন্ ম্যালোরি শনিবার সারাদিন হাসপাতালেই

ছিল। কাজেই রোববার তার ওষুধ কেনার একটা সম্ভাবনা থাকতে পারে। রোববার স্যানফ্রান্সিসকোতে কতগুলো ফার্মেসি খোলা থাকে?

স্টেট ফার্মসিউটিক্যাল বোর্ডে ফোন করল পেগি।

'ডা. টেলর বলছি,' বলছি পেগি। 'গত রোববার আমার এক বন্ধু এক ফার্মেসিতে একটি প্রেসক্রিপশন ফেলে রেখে গেছে। আমাকে ওটা নিয়ে যেতে বলল, তবে ফার্মেসির নামটা এ মুহূর্তে ঠিক মনে পড়ছে না। আপনারা যদি একটু সাহায্য করতেন!'

'কীভাবে সাহায্য করব বুঝতে পারছি না, ডাক্তার। আপনি যদি না-ই জানেন...'

'রোববার তো বেশিরভাগ ওষুধের দোকান বন্ধ থাকে, তাই না?'

'হ্যাঁ, তবে...'

'যেগুলো খোলা ছিল সেগুলোর একটা তালিকা যদি আমাকে দিতেন...'

এক মুহূর্ত বিরতি। 'ওয়েল, ব্যাপারটা যদি জরুরি হয়ে থাকে...'

'খুবই জরুরি,' বলল পেগি।

'একটু ধরুন, প্লিজ।'

তালিকায় ছত্রিশটি ওষুধের দোকানের নাম, ছড়িয়ে রয়েছে গোটা শহর জুড়ে। পুলিশের কাছে যেতে পারলে ভালো হত কিন্তু ইন্সপেক্টর বার্নস ওর কথা বিশ্বাস করবে না। *কাজটা আমার আর হানিকে করতে হবে।* সিদ্ধান্ত নিল পেগি। ও কী করতে চাইছে ব্যাখ্যা দিল হানিকে।

'কাজটা খুব পরিশ্রমের, না?' বলল হানি। 'ও রোববারে প্রেসক্রিপশন লিখেছে কিনা তা-ও কিন্তু তুমি জানো না।'

'আমি রিচমন্ড, মারিনা, নর্থ বিচ, আপার মার্কেট, মিশন এবং পোট্রেরোর দোকানগুলোতে ঢুঁ মারব,' বলল পেগি। 'তুমি চেক করবে এক্সেলসিওর, ইঙ্গলসাইড, লেক মার্সিড, ওয়েস্টার্ন এডিশন এবং সানসেট এরিয়া।'

'আচ্ছা।'

প্রথম ফার্মেসিতে ঢুকে নিজের পরিচয়পত্র দেখিয়ে পেগি বলল, 'আমার এক কলিগ, ডা. কেন্ ম্যালোরি গত রোববার এখানে ওষুধ কিনতে এসেছিলেন। উনি এ মুহূর্তে শহরের বাইরে। তিনি ওই ওষুধটা আবার কিনবার জন্য অনুরোধ করেছেন আমাকে। কিন্তু ওষুধটির নাম ঠিক মনে পড়ছে না। আপনি কি একটু দেখবেন ডা. ম্যালোরির নামে কোনো প্রেসক্রিপশন আছে কিনা আপনার দোকানে?'

'ডা. কেন্ ম্যালোরি? আচ্ছা, দেখছি।' কয়েক মিনিট পরে ফিরে এল সে। 'দুঃখিত, রোববারে কোনো ডা. ম্যালোরির নামে প্রেসক্রিপশন পেলাম না।'

'ধন্যবাদ।'

পরবর্তী চারটে ওষুধের দোকান থেকে একই জবাব পেল ও।

হানিকেও ভাগ্য তেমন সহায়তা করল না।

'আমাদের কাছে হাজার হাজার প্রেসক্রিপশন থাকে জানেনই তো।'

'জানি। তবে এটা লেখা হয়েছে গত রোববারে।'

'কিন্তু ডা. ম্যালোরির নামে কোনো প্রেসক্রিপশন নেই। সরি।'

সারাটা দিন কেটে গেল ওদের একটার-পর-একটা ফার্মেসিতে হানা দিয়ে। দুজনকেই হতাশা গ্রাস করছে। সন্ধ্যার আগে আগে, দোকান বন্ধ হওয়ার পূর্বমুহূর্তে, পোট্রেরো ডিস্ট্রিক্টে একটি ছোট ওষুধের দোকানে যা খুঁজছিল পেয়ে গেল পেগি।

দোকানদার বলল, 'ও হ্যাঁ, মনে পড়েছে। ডা. কেন্ ম্যালোরি। এক রোগীর বাসায় যাচ্ছিলেন হাউস কল-এ। শুনে আমি রীতিমতো মুগ্ধ। কারণ আজকালকার ডাক্তাররা তো রোগীর বাড়ি যান না তাকে দেখতে।'

কোনো *রেসিডেন্ট হাউজ কল-এ যায় না।* 'ওষুধটা কী ছিল?'

'ক্লোরাল হাইড্রেট।'

উত্তেজনায় প্রায় কেঁপে উঠল পেগি। 'আপনি শিওর?'

'প্রেসক্রিপশনে তো তা-ই লেখা দেখতে পাচ্ছি।'

'পেশেন্টের নাম কী?'

'স্পাইরস লেভাথিস।'

'আমাকে কি প্রেসক্রিপশনের একটা কপি দেয়া যাবে?'

'নিশ্চয়।'

এক ঘণ্টা পরে পেগি এল ইন্সপেক্টর বার্নসের অফিসে। প্রেসক্রিপশনটি রাখল তাঁর টেবিলে।

'এ হল আপনার প্রমাণ,' বলল পেগি। 'রোববার ডা. ম্যালোরি নিজের বাড়ি থেকে কয়েক মাইল দূরে গিয়েছিল ক্লোরাল হাইড্রেট কিনতে। এটা সেই প্রেসক্রিপশন। সে ক্যাটের ড্রিংকে ক্লোরাল হাইড্রেট মিশিয়ে ওকে অজ্ঞান করেছে। তারপর ছুরি দিয়ে এমনভাবে পেট কেটেছে যেন দেখে মনে হয় দুর্ঘটনা।'

'কিন্তু সমস্যা হল, ডা. টেলর মিস ক্যাটের শরীরে ক্লোরাল হাইড্রেটের কোনো আলামত পাওয়া যায়নি।'

'আলামত থাকতেই হবে। আপনার প্যাথলজিস্ট ভুল করেছেন। তাঁকে আবার পরীক্ষা করতে বলুন।'

ধৈর্য হারিয়ে ফেলছে বার্নস। 'ডাক্তার...'

'প্লিজ, আমি জানি আমি যা বলছি তা ঠিক।'

'আপনি সবার সময় নষ্ট করছেন।'

পেগি ইন্সপেক্টরের বিপরীতে বসেছে, স্থির তাকিয়ে আছে তার দিকে।

দীর্ঘশ্বাস ফেলল গোয়েন্দা। 'ঠিক আছে আমি আবার তাঁকে ফোন করছি। হয়তো উনি কোনো ভুল করেছেন।'

পেগিকে নিয়ে ম্যালোরি চলল ডিনারে। 'আমাদের বাড়িতে আজ ডিনার করবে,' বলল সে। 'তোমাকে একটা জিনিস দেখাব।'

যেতে যেতে পেগি ম্যালোরিকে কী ঘটছে সব খুলে বলল।

'ওরা ওর শরীরে ক্লোরাল হাইড্রেট পাবে,' বলল পেগি। 'এবং তারপর কেন্ ম্যালোরির আর রক্ষা নেই।'

গাড়ি এসে থামল ম্যালোরির বাড়ির সামনে।

জানালা দিয়ে বাইরে তাকাল পেগি। বড় বড় হয়ে গেল চোখ। বাড়ির সামনে, সবুজ লনটিকে ঘিরে রেখেছে একটি নতুন শাদা বেড়া।

অন্ধকার অ্যাপার্টমেন্টে পেগি একা। ক্যাটের দেয়া চাবি দিয়ে নিঃশব্দে দরজা খুলে বেডরুমে পা বাড়াল ম্যালোরি। ওর পায়ের শব্দ পাচ্ছে পেগি। এগিয়ে আসছে ওর দিকে। কিন্তু কিছু করার আগেই ওর গায়ে লাফিয়ে পড়ল ম্যালোরি। দুহাত দিয়ে চেপে দরল গলা।

'মাগী! তুই আমাকে শেষ করে দেয়ার মতলব করেছিস, আর এদিক-সেদিক উঁকিঝুঁকি দেয়ার সুযোগ পাবি না।' গলায় বাড়ল হাতের চাপ। 'তোর চালাকি আমি ধরে ফেলেছি।' আরও জোরে চাপ দিল ম্যালোরি। 'কেউ প্রমাণ করতে পারবে না যে আমি ক্যাটকে খুন করেছি।'

চিৎকার দিতে চাইছে পেগি, কিন্তু শ্বাসই করতে পারছে না। নিজেকে ছাড়িয়ে নেয়ার জন্য ধস্তাধস্তি করছে, হঠাৎ জেগে গেল। ও ঘরে একা। বিছানায় কাঁপতে কাঁপতে উঠে বসল পেগি।

বাকি রাতটা জেগে থাকল ও। অপেক্ষা করছে বার্নসের ফোনের জন্য। ফোনটা এল সকাল দশটায়।

'ডা. টেলর?'

'বলুন!' নিশ্বাস চেপে রইল পেগি।

'ফরেনসিক প্যাথলজিস্টের কাছ থেকে আমি তৃতীয় রিপোর্টটি এইমাত্র পেলাম।'

'এবং?' ওর হৃৎপিণ্ড ধড়াশ ধড়াশ লাফাচ্ছে।

'ডা. হান্টারের শরীরে ক্লোরাল হাইড্রেট কিংবা অন্য কোনো সিডেটিভের আলামত নেই।'

এ অসম্ভব! আলামত আলবত থাকবে। ক্যাটকে মারধোর করে অজ্ঞান করার কোনো প্রমাণ মেলেনি। তার গলায় কোনো দাগ ছিল না। এসব কোনো অর্থ দাঁড়া করায় না। ক্যাটকে হত্যা করার আগে ওকে অবশ্যই অজ্ঞান করে নিতে হয়েছে। ফরেনসিক প্যাথলজিস্টের কোথাও ভুল হয়েছে।

পেগি লোকটির সঙ্গে নিজেই কথা বলবে স্থির করল।

ডা. ডোলান ভারি বিরক্ত। 'এ ধরনের প্রশ্ন শুনতে আমি অভ্যস্ত নই,' বললেন তিনি। 'আমি তিনবার চেক করেছি। ইন্সপেক্টর বার্নসকে বলেছি ভিক্টিমের কোনো অর্গানে ক্লোরাল হাইড্রেটের চিহ্নমাত্র ছিল না এবং নেইও।'

'কিন্তু...'

'আপনি আর কিছু বলবেন, ডাক্তার?'

অসহায়ের দৃষ্টিতে তাঁর দিকে তাকাল পেগি। ওর শেষ আশার প্রদীপটা নিভে গেল। কেন্ ম্যালোরি খুন করেও পার পেয়ে যাচ্ছে। 'ন্...না। আপনি যখন ওর শরীরে কোনো কেমিকেল খুঁজে পাননি সেক্ষেত্রে আমি...'

'আমি বলিনি যে কোনো কেমিকেল খুঁজে পাইনি।'

ডা. ডোলানের দিকে তাকিয়ে থাকল পেগি। 'আপনি কিছু পেয়েছেন?'

'Trichloroethylene-এর একটা আলামত পেয়েছি মাত্র।'

কপালে ভাঁজ পড়ল পেগির। 'ওটা কী করে?'

কাঁধ ঝাঁকালেন প্যাথলজিস্ট। 'তেমন কিছু করে না। এটা একটা অ্যানালজেসিক ড্রাগ। এ দিয়ে কাউকে ঘুম পাড়ানোও সম্ভব নয়।'

'ও আচ্ছা।'

'দুঃখিত, আপনাকে কোনো সাহায্য করতে পারলাম না।'

নড় করল পেগি। 'ধন্যবাদ।'

মর্গের লম্বা, অ্যান্টিসেপটিক করিডর ধরে হেঁটে যাচ্ছে পেগি, হতাশ, বুকের ভেতর কী যেন হারানোর বেদনা। ও নিশ্চিত ছিল ক্যাটকে ক্লোরাল হাইড্রেট দিয়ে অজ্ঞান করা হয়েছিল।

উনি শুধু Trichloroethyltene-এর আলামত পেয়েছেন। যা দিয়ে কাউকে ঘুম পাড়ানোও সম্ভব নয়। কিন্তু ক্যাটের শরীরে এ জিনিস থাকবে কেন? ক্যাট কোনো ওষুধ খেত না। করিডরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে পড়ল পেগি, ঝড়ের গতিতে চলছে মস্তিষ্ক।

হাসপাতালে পৌঁছে পেগি সোজা পাঁচতলার মেডিকেল লাইব্রেরিতে গেল। এক মিনিটের মধ্যে পেয়ে গেল Trichloroethylene'. বর্ণনায় লেখা : A colorles, clean, volatile liuid with a specific gravity of 1.47 at 59 degrees F. It is a halgenated hydrocarbon, having the chemical formula CCl_2, CHCI:

শেষ লাইনে যা খুঁজছিল পেয়ে গেল পেগি। *যখন ক্লোরাল হাইড্রেট শোষণ করা হয়, এটি Trichlorecthylene-কে বাইপ্রডাক্ট হিসেবে তৈরি করে।*

পঁয়ত্রিশ

'ইন্সপেক্টর, ডা. টেলর আপনার সঙ্গে দেখা করতে চাইছেন।'

'আবার?' ইচ্ছে করল মেয়েটাকে ভাগিয়ে দেয়। ডা. টেলর তার পচা থিওরি নিয়ে মাটি কামড়ে পড়ে রয়েছে। নাহ্, এর একটা বিহিত করতেই হবে। 'ওকে ভেতরে আসতে বলো।'

পেগি অফিসে ঢুকল। ইন্সপেক্টর বার্নস বলল, 'দেখুন, ডাক্তার, আমার মনে হয় ব্যাপারটা নিয়ে বড্ড বেশি কচলাকচলি হয়েছে। ডা. ডোলান ফোন করে অনুযোগ—'

'আমি জানি কেন্ ম্যালোরি কাজটা কীভাবে করেছে।' উত্তেজনায় কাঁপছে পেগির কণ্ঠ। 'ক্যাটের শরীরে trichloroethytene পাওয়া গেছে।'

মাথা ঝাঁকাল ইন্সপেক্টর। 'ডা. ডোলান আমাকে তা বলেছেন। সেসঙ্গে এও জানিয়েছেন ও দিয়ে মহিলাকে অজ্ঞান করা হয়নি। কেন্ ম্যালোরি—'

'ক্লোরাল হাইড্রেটের রূপান্তর ঘটে trichloroethytene-এ!' বিজয়ের উল্লাস পেগির কণ্ঠে। 'ম্যালোরি মিথ্যা বলেছিল যে সে ক্যাটের সঙ্গে অ্যাপার্টমেন্টে যায়নি। সে ক্যাটের ড্রিংকে ক্লোরাল হাইড্রেট মিশিয়েছে। মদের সঙ্গে জিনিসটা মেশালে আপনি এর কোনো গন্ধ পাবেন না। এটা কাজ করতে মাত্র কয়েক মিনিট সময় নেয়। তারপর যখন অজ্ঞান হয়ে পড়েছিল ক্যাট ম্যালোরি তাকে হত্যা করে এবং ঘটনা এমনভাবে সাজায় যেন দেখলে মনে হয় অ্যাবরশন করতে গিয়ে মারা গেছে ক্যাট।'

'ডাক্তার, এ আপনার অনুমান মাত্র!'

'না, অনুমান নয়। ম্যালোরি স্পাইরস লিভাথেস নামে এক রোগীর নামে প্রেসক্রিপশন করেছিল, কিন্তু ওষুধটা সে ওই রোগীকে দেয়নি।'

'আপনি কী করে জানলেন?'

'কারণ ওষুধটা সে পায়নি। আমি স্পাইরস লিভাথেস-এর সঙ্গে কথা বলেছি। সে crythropoietic Porphyria রোগী।

'কী সেটা?'

'এটা হল জেনেটিক মেটাবলিক ডিসঅর্ডার। এ রোগের লক্ষণ হল ফটোসেনসিটিভিটি, শরীরে ঘা, হাইপারটেনশন, Tachyeardia সহ আরও কিছু অস্বস্তিকর সিম্পটম। রোগাক্রান্ত জিনের কারণে এ অসুখ হয়।'

'ঠিক বুঝতে পারলাম না।'

'ডা. ম্যালোরি তার রোগীকে ক্লোরাল হাইড্রেট দেয়নি কারণ তাহলে রোগী মারা যেত। Porphyria'র জন্য ক্লোরাল হাইড্রেট হল কন্ট্রা-ইনডিকেটেড। এর কারণে তাৎক্ষণিকভাবে শরীরে প্রচণ্ড খিঁচুনি দেখা দেয়।'

এই প্রথমবারের মতো ইন্সপেক্টর বার্নসকে দেখে মনে হল পেগির কথা শুনে সে বেশ ইমপ্রেসড। 'আপনি প্রচুর হোমওঅর্ক করেছেন, না?'

বলে চলল পেগি, 'রোগীকে ওষুধ দেয়া যাবে না জেনেও কেন্ ম্যালোরি কেন প্রত্যন্ত এক অঞ্চলের দোকানে গিয়ে সেই ওষুধটা কিনবে? আপনি ওকে গ্রেপ্তার করুন।'

ডেস্কে আঙুল দিয়ে তবলা বাজাচ্ছে বার্নস। 'কাজটা এত সহজ নয়।'

'আপনাকে অবশ্যই...'

একটা হাত তুলল ইন্সপেক্টর বার্নস। 'ঠিক আছে। আমি কী করব বলছি। আমি ডিস্ট্রিক্ট অ্যাটর্নির সঙ্গে কথা বলব এবং দেখছি ওরা আমাদের এ ব্যাপারটাকে কেস হিসেবে নিতে রাজি হয় কিনা।'

'ধন্যবাদ, ইন্সপেক্টর।'

'আমি আপনার সঙ্গে যোগাযোগ করব।'

পেগি চলে যাওয়ার পরে ওদের কথোপকথন নিয়ে ভাবছিল ইন্সপেক্টর বার্নস। ডা. ম্যালোরির বিরুদ্ধে শক্ত কোনো প্রমাণ নেই, শুধু এক জিদ্দি মহিলার সন্দেহ ছাড়া। তার কাছে যেসব তথ্য রয়েছে সেগুলো বিশ্লেষণ করতে লাগল বার্নস। ক্যাট হান্টারের সঙ্গে এনগেজড ছিল ডা. ম্যালোরির। ক্যাটের মৃত্যুর দুদিন পরে সে অ্যালেক্স হ্যারিসনের মেয়ের সঙ্গে এনগেজমেন্ট করে। বিষয়টি কৌতূহলকর, তবে এতে আইনের বিরুদ্ধে যাওয়ার মতো...

ম্যালোরি বলেছিল সে ডা. হান্টারকে বাড়ি পর্যন্ত পৌঁছে দেয় এবং ভেতরে যায়নি। মহিলার শরীরে বীর্যের চিহ্ন পাওয়া গেছে, তবে ম্যালোরি এর যৌক্তিক ব্যাখ্যা দিয়েছে।

এরপরে আসে ক্লোরাল হাইড্রেটের বিষয়টি। ম্যালোরি তার রোগীর জন্য এমন এক ওষুধের নাম লিখেছিল যা খেলে তার রোগী মারা যেত। ম্যালোরি কি খুনের অভিযোগে দায়ী? নাকি দায়ী নয়?

ইন্টারকমে সেক্রেটারিকে ডাকল ইন্সপেক্টর। 'বারবারা, আজ বিকেলে ডিস্ট্রিক্ট অ্যাটর্নির সঙ্গে আমার একটা অ্যাপয়েন্টমেন্টের ব্যবস্থা করো।'

ডিস্ট্রিক্ট অ্যাটর্নির অফিসে চারজন লোক। ডিস্ট্রিক্ট অ্যাটর্নি স্বয়ং, তাঁর সহকারী, ওয়ারেন নামে এক লোক, এবং ইন্সপেক্টর বার্নস।

পেগি ঘরে ঢুকলে ডিস্ট্রিক্ট অ্যাটর্নি বললেন, 'আপনি এসেছেন বলে ধন্যবাদ। ডা.

হান্টারের মৃত্যুর ব্যাপারে আপনার তদন্তের কথা ইন্সপেক্টর বার্নস আমাকে বলেছেন। আই ক্যান অ্যাপ্রিশিয়েট দ্যাট। ডা. হান্টার আপনার রুমমেট ছিলেন এবং আপনি ন্যায়বিচার পেতে চাইছেন।'

কেন্ ম্যালোরিকে ওঁরা তাহলে গ্রেপ্তার করছেন!

'জি,' বলল পেগি। 'ডা. ম্যালোরি ওকে খুন করেছে এ ব্যাপারে আমার কোনো সন্দেহ নেই। আপনারা যখন ওকে গ্রেপ্তার করবেন—'

'আমরা বোধহয় তা করতে পারব না।'

ফাঁকা চোখে ডিস্ট্রিক্ট অ্যাটর্নির দিকে তাকাল পেগি। 'কী?'

'আমরা ডা. ম্যালোরিকে গ্রেপ্তার করতে পারব না।'

'কিন্তু কেন?'

'উই হ্যাভ নো কেস।'

'কেস অবশ্যই আছে!' চেঁচিয়ে উঠল পেগি। 'Trichlorocthylene প্রমাণ করছে যে—'

'ডাক্তার, ন্যায়বিচারের আদালতে আইন সম্পর্কে অজ্ঞানতা ধোপে টিকবে না। তবে মেডিসিনে এ অজ্ঞানতা অবশ্যই মেনে নেয়া যেতে পারে।'

'ঠিক বুঝলাম না।'

'খুব সহজ ব্যাপার। ডা. ম্যালোরি দাবি করতে পারেন তিনি একটা ভুল করে ফেলেছিলেন বলতে পারেন। তিনি জানতেন না Porphyria আক্রান্ত রোগীকে ক্লোরাল হাইড্রেট দিলে তাতে কী ধরনের প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়। কেউ প্রমাণ করতে পারবে না যে তিনি মিথ্যাকথা বলছেন। বড়জোর অভিযোগ করা যেতে পারে তিনি ডাক্তার হিসেবে বাজে। কিন্তু এ দিয়ে তো আর তাঁর বিরুদ্ধে খুনের অভিযোগ আনা যায় না।'

হতাশ হয়ে ডিস্ট্রিক্ট অ্যাটর্নির দিকে তাকাল পেগি। 'আপনি তাহলে ওকে এমনি এমনি ছেড়ে দেবেন?'

পেগির দিকে কিছুক্ষণ স্থিরদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন ডিস্ট্রিক্ট অ্যাটর্নি। তারপর বললেন, 'আমি কী করব তা বলছি। বিষয়টি নিয়ে ইন্সপেক্টর বার্নসের সঙ্গে কথাও হয়েছে আমার। আপনার অনুমতিক্রমে আমরা আপনার অ্যাপার্টমেন্টে কাউকে পাঠাব বার-এর গ্লাসগুলো নিয়ে আসতে। ওতে যদি ক্লোরাল হাইড্রেটের আলামত মেলে, তারপর আমরা পরবর্তী পদক্ষেপ নেব।'

'সে যদি দাগগুলো মুছে ফেলে?'

শুকনো গলায় ইন্সপেক্টর বার্নস বলল, 'মনে হয় না সে ডিটারজেন্ট দিয়ে গ্লাস ধোয়ার সময় পেয়েছে বা প্রয়োজন মনে করেছে। সে যদি স্রেফ পানি দিয়ে গ্লাস ধুয়ে রাখে তাহলে আমরা যা খুঁজছি তা পেয়ে যাব।'

ঘণ্টাদুই পরে ইন্সপেক্টর বার্নস পেগিকে ফোন করল।

'আমরা বার-এর সবগুলো গ্লাসের কেমিকেল অ্যানালিসিস করেছি, ডাক্তার,' বলল সে।

নিরাশ করার মতো কোনো খবর শোনার জন্য মানসিকভাবে প্রস্তুত হল পেগি।

'একটি গ্লাসে ক্লোরাল হাইড্রেটের আলামত পাওয়া গেছে।'

চোখ বুজে নিঃশব্দে প্রার্থনা করল পেগি।

'গ্লাসে আঙুলের ছাপও মিলেছে। ডা. ম্যালোরির ফিঙ্গারপ্রিন্টের সঙ্গে ওগুলো মেলে কিনা পরীক্ষা করে দেখছি আমরা।'

উত্তেজনায় শরীরের রক্তস্রোত বেড়ে গেল পেগির।

ইন্সপেক্টর বলে চলল, 'ম্যালোরি যখন ডা. হান্টারকে খুন করে—যদি সে খুন করে থাকে—হাতে নিশ্চয় গ্লাভস পরা ছিল। কাজেই ছুরিতে তার ফিঙ্গারপ্রিন্ট পাওয়া যাবে। কিন্তু ডা. হান্টারকে মদ পরিবেশন করার সময় তার হাতে হয়তো গ্লাভস ছিল না, গ্লাস ধুয়ে তাকে রাখার সময়ও তার হাতে গ্লাভস না-থাকারই কথা।'

'আমারও তাই ধারণা,' বলল পেগি।

'স্বীকার করতে দ্বিধা নেই, শুরুতে আপনার কথায় একদমই আমল দিইনি। এখন ডা. ম্যালোরিকে হয়তো কব্জা করা যাবে। ডিস্ট্রিক্ট অ্যাটর্নি ঠিকই বলেছেন ম্যালোরিকে ট্রায়ালে নিয়ে যাওয়াটা হবে ঝুঁকিপূর্ণ। সে এখনও বলতে পারে প্রেসক্রিপশনটা সে করেছিল তার পেশেন্টের জন্য। মেডিকেল-সংক্রান্ত ভুলের বিষয়ে কোনো আইনি অভিযোগ করা যায় না। তাই বুঝতে পারছি না কীভাবে—'

'এক মিনিট!' উত্তেজিত গলায় বলল পেগি। 'আমি জানি কীভাবে কাজটা করবেন!'

ফোনে লরেনের সঙ্গে কথা বলছে কেন্ ম্যালোরি। লরেন বলছে, 'বাবা আর আমি মিলে তোমার জন্য চমৎকার একটি অফিস খুঁজে পেয়েছি। তোমার খুব পছন্দ হবে, ডার্লিং। ৪৯০ পোস্ট বিল্ডিং-এর খুব সুন্দর একটি সুইট। তোমার জন্য একজন রিসেপশনিস্টও নিয়োগ দেব, তবে সাবধান থাকব সে যেন খুব বেশি সুন্দরী না হয়।'

হেসে উঠল ম্যালোরি। 'ও নিয়ে তোমাকে দুশ্চিন্তা করতে হবে না, বেবি। আমার চোখে তুমিই সর্বশ্রেষ্ঠ।'

'তুমি কবে আসছ অফিস দেখতে? এখনই চলে এসো না!'

'কিছুক্ষণের মধ্যেই আসছি।'

'চমৎকার! আমাকে বাড়ি থেকে তুলে নিয়ো!'

'আচ্ছা।' ফোন রেখে দিল ম্যালোরি। খুশিতে উদ্ভাসিত চেহারা।

PA সিস্টেমে নিজের নাম বাজতে শুনল ম্যালোরি। ডা. ম্যালোরি... রুম ৪৩০... ডা. ম্যালোরি... রুম ৪৩০।' চেয়ারে বসে দিবাস্বপ্ন দেখছে ও, ভাবছে সামনের স্বর্ণালি ভবিষ্যতের কথা। *৪৯০ পোস্ট বিল্ডিঙে দারুণ একটি সুইট। বুড়ি ধনীগুলো টাকার*

বান্ডিল নিয়ে আসছে ওর কাছে। আবার নিজের নামটা উচ্চারিত হতে শুনল। 'ডা. ম্যালোরি... রুম ৪৩০।' একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে সিধে হল ম্যালোরি। *এ পাগলাগারদ থেকে শীঘ্রি মুক্তি পেতে যাচ্ছি আমি,* ভাবল ও। পা বাড়াল ৪৩০ নাম্বার রুমে।

রুমের বাইরে, করিডরে একজন রেসিডেন্ট অপেক্ষা করছিল ওর জন্য।

'একটা সমস্যা হয়েছে,' বলল সে। 'ডা. পিটারসনের একজন পেশেন্ট এসেছে। কিন্তু ডা. পিটারসন এখন এখানে নেই। অন্য একজন ডাক্তার আছেন।'

ওরা ভেতরে ঢুকল। ঘরে তিনজন লোক—বিছানায় শুয়ে আছে একজন, একজন পুরুষ নার্স এবং একজন ডাক্তার। একে আগে কখনও দেখেনি ম্যালোরি।

রেসিডেন্ট বলল, 'ইনি ডা. এডোয়ার্ডস। আপনার কিছু পরামর্শ দরকার, ডা. ম্যালোরি।'

'সমস্যাটা কী?'

ব্যাখ্যা দিল রেসিডেন্ট। 'পেশেন্টের erythropoietic Porphyria। ডা. এডোয়ার্ডস ওকে সিডেটিভ দিতে চাইছেন।'

'এতে আমি কোনো সমস্যা দেখছি না।'

'ধন্যবাদ,' বললেন ডা. এডোয়ার্ডস। 'লোকটা গত আটচল্লিশ ঘণ্টা ধরে ঘুমায় না। আমি তার জন্য ক্লোরাল হাইড্রেট প্রেসক্রাইব করেছি যাতে সে একটু ঘুমাতে পারে এবং—'

ম্যালোরি বিস্মিত দৃষ্টিতে তাকাল ডাক্তারের দিকে। 'আপনি পাগল নাকি? ওই ওষুধ দিলে তো লোকটা মারা যাবে! তার শরীরে প্রচণ্ড খিঁচুনি শুরু হবে এবং সে মারাও যেতে পারে। আপনি মেডিসিন নিয়ে কোথায় পড়াশোনা করেছেন শুনি?'

লোকটি ম্যালোরির দিকে তাকিয়ে শান্ত গলায় বলল, 'আমি মেডিসিন নিয়ে পড়াশোনা করিনি।' একটি ব্যাজ দেখাল সে। 'আমি স্যানফ্রান্সিসকো পুলিশ বিভাগের লোক। হোমিসাইড ডিপার্টমেন্ট।' বিছানায় শোয়া রোগীর দিকে তাকাল। 'কাজ হয়েছে তো?'

ছদ্মবেশী রোগী বালিশের তলা থেকে একটি টেপরেকর্ডার বের করল। 'হয়েছে।'

ম্যালোরি কপালে ভাঁজ ফেলে বলল, 'এসব কী হচ্ছে কিছুই বুঝতে পারছি না।'

ইন্সপেক্টর ঘুরল ম্যালোরির দিকে। 'ডা. ম্যালোরি, ডা. ক্যাট হান্টারকে হত্যার দায়ে আপনাকে গ্রেপ্তার করা হল।'

ছত্রিশ

স্যানফ্রান্সিসকো ক্রনিকল-এর হেড লাইন : **Doctor** ARRESTED IN LOVE TRIANGLE। নিচে ঘটনার রসালো বর্ণনা।

কারাকক্ষে বসে কাগজটা পড়ল ম্যালোরি। ছুড়ে ফেলে দিল। তার কারাসঙ্গী বলল, 'তোমার খবর আছে, বন্ধু।'

'আমার কেউ খবর করতে পারবে না,' আত্মবিশ্বাস নিয়ে বলল ম্যালোরি। 'উপর মহলে আমার যোগাযোগ আছে। তারা আমার জন্য পৃথিবীর সেরা উকিল নিয়োগ করবে। আমি চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে এখান থেকে বেরিয়ে যাব। শুধু একটা ফোন করলেই হল।'

নাশতার টেবিলে বসে কাগজ পড়ছেন হ্যারিসনরা।

'মাই গড!' বলল লরেন। 'কেন্! এ তো আমার বিশ্বাসই হচ্ছে না!'

নাশতার টেবিলে এগিয়ে এল এক বাটলার। 'মাফ করবেন, মিস হ্যারিসন। ডা. ম্যালোরি আপনাকে জেলখানা থেকে ফোন করেছেন।'

'ধরছি,' টেবিল ছেড়ে উঠতে গেল লরেন।

'বসো। নাশতা খাও। কোথাও যাবে না তুমি।' কঠিন গলায় বললেন অ্যালেক্স হ্যারিসন। বাটলারের দিকে ফিরলেন। 'ডা. ম্যালোরি নামে কাউকে চিনি না আমরা।'

কাপড় পরতে পরতে পেগিও খবরটা পড়ল। যে অপকর্ম ম্যালোরি করেছে সেজন্য কঠিন শাস্তি পাবে ও। তবে পেগির মনে শান্তি নেই। ওরা ম্যালোরিকে যে শাস্তিই দিক না কেন ক্যাটকে তো আর ফিরিয়ে আনতে পারবে না।

ডোরবেল বাজল। পেগি গিয়ে দরজা খুলল। এক অচেনা লোক দাঁড়িয়ে আছে। পরনে কালো সুট, হাতে ব্রিফকেস।

'ডা. টেলর?'

'জি...'

'আমার নাম রডরিক পেলহ্যাম। আমি রথম্যান অ্যান্ড রথম্যানের একজন আইনজীবী। ভেতরে আসতে পারি?'

লোকটাকে দেখে বিস্মিত হয়েছে পেগি। 'আসুন।'

ঘরে ঢুকল লোকটা।

'কীজন্য এসেছেন?'

ব্রিফকেস খুলে কতগুলো কাগজ় বের করল আইনজীবী।

'আপনি নিশ্চয় জ্ঞাত রয়েছেন যে আপনি জন ক্রনিনের উইলের প্রধান বেনিফিসিয়ারি?'

ফাঁকা চাউনি পেগির চোখে। 'আপনি কী বলছেন? আপনার নিশ্চয় ভুল হয়েছে।'

'কোনো ভুল হয়নি। মি. ক্রনিন আপনাকে এক মিলিয়ন ডলার দিয়ে গেছেন।'

ধপ করে একটা চেয়ারে বসে পড়ল পেগি। মনে পড়ল ক্রনিনের কথা।

তুমি ইউরোপে যাবে। একটা কাজ করো। প্যারিসে যেয়ো... থাকবে ক্রিলন হোটেলে, ডিনার করবে ম্যাক্সিম'স-এ বড়, মোটা একটা স্টিক আর এক বোতল শ্যাম্পেনের অর্ডার দেবে। যখন স্টিক খাবে আর পান করবে শ্যাম্পেন, আমি চাই, আমার কথা স্মরণ করবে তুমি।

'এখানে একটা সাইন করে দিন। বাকি কাজগুলো আমরা সেরে নেব।'

মুখ তুলে চাইল পেগি। 'আ...আমি বুঝতে পারছি না কী বলব। আমি...ওনার একটি পরিবার ছিল।'

'উইলের টার্মস অনুসারে তাঁরা শুধু সম্পত্তির বাদবাকি অংশ পাবে, বড় অঙ্কের কোনো টাকা তাঁরা পাচ্ছেন না।'

'আমি এটা নিতে পারব না,' বলল পেগি।

অবাক হয়ে ওর দিকে তাকাল পেলহ্যাম। 'কেন?'

এর কোনো জবাব নেই। জন ক্রনিন ওকে টাকাগুলো দিতে চেয়েছিলেন। 'আমি জানি না। আমার... আমার কাছে ব্যাপারটা অনৈতিক মনে হচ্ছে। উনি আমার পেশেন্ট ছিলেন।'

'আমি চেকটা রেখে যাচ্ছি। আপনিই ঠিক করুন এটা দিয়ে কী করবেন। এখানে শুধু একটা দস্তখত দিন।'

একটা ঘোরের মধ্যে দস্তখত দিয়ে দিল পেগি।

'গুডবাই, ডক্টর।'

চলে গেল আইনজীবী। বসে বসে জন ক্রনিনের কথা ভাবতে লাগল পেগি।

পেগির এক মিলিয়ন ডলার পাবার কথা হাসপাতালে দ্রুতগতিতে ছড়িয়ে পড়ল। সবাই এ বিষয়টি নিয়ে কথা বলছে। যদিও পেগি চায়নি কেউ এটা জানুক। টাকাটা দিয়ে কী করবে এখনও মনস্থির করে উঠতে পারেনি ও। *এ টাকাটার মালিক আমি হতে পারি না।* ভাবছে পেগি। *ওঁর তো একটা পরিবার ছিল।*

কাজে ফিরে যেতে পেগি মানসিকভাবে প্রস্তুত না থাকলেও রোগীর কারণে হাসপাতালে

যেতেই হল। সকালে একটা অপারেশন আছে। করিডরে ওর জন্য অপেক্ষা করছিল আর্থার কেন্। এক্সরের ওই ঘটনার পর থেকে দুজনের মুখ-দেখাদেখি বন্ধ। যদিও পেগির কাছে প্রমাণ নেই তবু ওর সন্দেহ গাড়ির টায়ার ফাঁসিয়ে দেয়ার পেছনে আর্থারের হাত রয়েছে।

'হ্যালো, পেগি। যা গেছে গেছে। তুমি কী বলো?'

কাঁধ ঝাঁকাল পেগি। 'ফাইন।'

'কেন্ ম্যালোরির ঘটনাটা নৃশংস না?'

'হুঁ।'

আর্থার ওর দিকে চোরাচোখে তাকাল। 'ভাবা যায় একজন ডাক্তার নিজে নিজে একজন মানুষকে মেরে ফেলল? খুবই ভয়ংকর, না?'

'হ্যাঁ।'

'বাই দা ওয়ে,' বলল সে, 'কংগ্রাচুলেশন্স। শুনলাম তুমি এখন কোটিপতি।'

'আমি...'

'আজ রাতের থিয়েটারের টিকেট কেটেছি, পেগি। চলো না, দুজনে মিলে থিয়েটার দেখে আসি।'

'ধন্যবাদ,' বলল পেগি। 'আমি একজনের সঙ্গে এনগেজড।'

'সেক্ষেত্রে তোমাকে আন-এনগেজড হবার পরামর্শ দিচ্ছি।'

'কী বললে?' বিস্মিত পেগি।

আর্থার ওর কাছে চলে এল। 'আমি জন ক্রনিনের অটোপসি করার অর্ডার দিয়েছি।'

পেগির বুক ধড়াশ করে উঠল। 'তো?'

'সে হার্ট ফেইলিওর হয়ে মারা যায়নি। কেউ তাকে অতিরিক্ত ইনসুলিন দিয়েছিল। আমার ধারণা ওই ব্যক্তিটি কল্পনাই করেনি জন ক্রনিনের অটোপসি করা হবে।'

পেগির মুখের ভেতরটা হঠাৎ শুকিয়ে গেল।

'লোকটার মৃত্যুর সময় তুমি তার সঙ্গে ছিলে, তাই না?'

ইতস্তত গলায় জবাব দিল পেগি। 'ছিলাম।'

'আর একথাটা একা আমি শুধু জানি এবং আমার কাছেই কেমন রিপোর্টটা আছে।' পেগির বাহু চাপড়ে দিল। 'তবে আমি আমার মুখ বন্ধ রাখব। এখন বলো, আজ রাতের থিয়েটার...'

পেগি পিছিয়ে এল লোকটার সামনে থেকে। 'বলছি না যাব না।'

'তুমি যা বলছ ভেবেচিন্তে বলছ তো?'

বুক ভরে দম নিল পেগি। 'হ্যাঁ।' বলে চলে গেল ও। ওর গমনপথের দিকে তাকিয়ে রইল আর্থার কেন্। শক্ত হয়ে গেল চোয়াল। ঘুরল সে। পা বাড়াল ডা. বেনজামিন ওয়ালেসের অফিসে।

রাত একটার সময় বাড়িতে টেলিফোনের শব্দে ঘুম ভেঙে গেল পেগির।

'তুমি কাজটা ভালো করলে না।'

সেই একই খসখসে ফিসফিসানি। তবে এবারে কণ্ঠটা চিনতে পারল পেগি। *মাই গড, আমার ধারণাই তাহলে ঠিক!* ভাবল ও।

পরদিন সকালে পেগি হাসপাতালে এসেছে, দুজন লোক ওর জন্য অপেক্ষা করছিল।

'ডা. পেগি টেলর?'

'জি।'

'আমাদের সঙ্গে আপনাকে আসতে হবে। জন ক্রনিনকে হত্যার অভিযোগে আপনাকে গ্রেফতার করা হল।'

সাঁইত্রিশ

পেগির মামলার আজ শেষ দিন। ডিফেন্স অ্যাটর্নি অ্যালান পেন জুরিদের কাছে সাজেশন করছেন।

'লেডিস অ্যান্ড জেন্টলমেন, আপনারা ডা. টেলরের যোগ্যতা কিংবা অযোগ্যতার বিষয়ে অনেক সাক্ষীর বয়ান শুনেছেন। তবে এ মামলার বিষয় এটি নয়। আমি নিশ্চিত সকল ডাক্তারই ডা. টেলরের কাজকে অপছন্দনীয় বলে ভাবতেন না, অন্তত এক ডজন ডাক্তারের নাম আমরা বলতে পারব যারা ডা. টেলরের কর্মদক্ষতা শ্রদ্ধার চোখে দেখতে। তবে আলোচনার বিষয় সেটি নয়।

জন ক্রনিনের মৃত্যুসংক্রান্ত বিষয়ে পেগি টেলরের বিচার হচ্ছে। তিনি স্বীকার করেছেন ক্রনিনকে মারা যেতে তিনি সাহায্য করেছেন। কাজটা করেছিলেন, কারণ ভদ্রলোক অপরিসীম শারীরিক যন্ত্রণা ভোগ করছিলেন। এবং তিনি ডা. টেলরকে কাজটা করার জন্য অনুরোধও করেন। আর ওই মৃত্যু ছিল যন্ত্রণাহীন মৃত্যু। সারা পৃথিবীজুড়েই এরকম মৃত্যুকে স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে।'

জুরিদের চেহারাগুলো লক্ষ করছেন অ্যালান পেন। 'প্রসিকিউটিং অ্যাটর্নি আমার মক্কেলের মৃত্যুদণ্ড দাবি করেছেন। বিষয়টি নিয়ে তিনি যেন বিভ্রান্তিতে না যান সে অনুরোধ তাঁকে করছি। যন্ত্রণাহীন মৃত্যুর জন্য কোথাও কাউকে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হয়নি। তেষট্টি শতাংশ আমেরিকান যন্ত্রণাহীন মৃত্যুকে বৈধ বলে মনে করে। এ দেশের আঠেরোটি রাজ্যে এটি বৈধতা পেয়েছে। প্রশ্ন হল, অসহায় একজন রোগীকে জোর করে বাঁচিয়ে রেখে সীমাহীন যন্ত্রণা ভোগ করতে দেয়ার অধিকার কি আমাদের আছে? মেডিকেল টেকনোলজিতে আমরা যে বিপুল উন্নয়ন সাধন করেছি তাতে এ প্রশ্নটি প্রাধান্য পেয়েছে। আমরা রোগীর দেখভালের ভার তুলে দিচ্ছি মেশিনের ওপর। যন্ত্রের কোনো দয়ামায়া নেই। একটি ঘোড়ার পা ভেঙে গেলে তাকে আমরা গুলি করে মেরে ফেলে যন্ত্রণার কবল থেকে রক্ষা করি। কিন্তু মানুষের ক্ষেত্রে তাকে আমরা নরকযন্ত্রণা ভোগ করতে দিই।

'জন ক্রনিনের মৃত্যু ডা. টেলরের সিদ্ধান্তে ঘটেনি। মরে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন স্বয়ং জন ক্রনিন। ডা. টেলর যা করেছেন তা হল তিনি মানুষটির প্রতি দয়া দেখিয়েছেন। তবে আপনারা নিশ্চিত থাকতে পারেন ডা. টেলর ক্রনিনের টাকা-পয়সার ব্যাপারে কিছুই জানতেন না। তিনি যা করেছেন তা স্রেফ সমবেদনা থেকে। ডা.

ক্রনিনের হার্ট নষ্ট হয়ে গিয়েছিল, নিরাময়-অযোগ্য, ভয়ংকর ক্যান্সার ছড়িয়ে পড়েছিল তাঁর সারা অঙ্গজুড়ে, প্রচণ্ড ব্যথায় তিনি কাতরাতেন। নিজেকে শুধু একটি প্রশ্ন করুন—অমন পরিস্থিতিতে কি আপনি বাঁচতে চাইবেন? ধন্যবাদ।' ঘুরলেন তিনি, ফিরে এলেন টেবিলে, বসলেন পেগির পাশে।

গাস ভেনাবেল সিধে হলেন, দাঁড়ালেন জুরিদের সামনে।

'সমবেদনা? করুণা?' তিনি তাকালেন পেগির দিকে। 'ভদ্রমহোদয় এবং মহোদয়াগণ, আমি আদালতে আইন প্রাকটিস করছি কুড়ি বছরেরও অধিক সময়। এবং এতগুলো বছরে কোনোদিন—কোনোদিন এরকম ঠাণ্ডা মাথার খুনিকে দেখিনি যে স্রেফ টাকার জন্য একজন মানুষকে এভাবে খুন করতে পারে।'

প্রতিটি শব্দ তীরের মতো আঘাত হানছে পেগিকে। ওর চেহারা মলিন, বিবর্ণ।

'বিবাদী পক্ষ যন্ত্রণাহীন মৃত্যুর কথা বলেছেন। ডাক্তার টেলর যা করেছেন তা কি শুধুই সমবেদনা প্রদর্শনের জন্য? আমি তা মনে করি না। ডা. টেলর সহ অন্যরা বলেছেন জন ক্রনিনের আয়ু ছিল আর মাত্র কয়েকদিন। ডা. টেলর মানুষটাকে ওই কটা দিন বাঁচতে দিলেন না কেন? এর কারণ সম্ভবত এই যে, ডা. টেলর ভয় পেয়েছিলেন মিসেস ক্রনিন হয়তো তাঁর স্বামীর উইল বদলানোর কথাটি জেনে যাবেন। এবং ডা. টেলর তা চাননি।

'এটা সত্যি অদ্ভুত কি কাকতালীয় ঘটনা যে মি. ক্রনিন তাঁর উইল বদলে ডা. টেলরকে এক মিলিয়ন ডলার দেয়ার পরপরই তিনি ওভারডোজ ইনসুলিন দিয়ে মি. ক্রনিনকে মেরে ফেলেন।

'বিবাদী বারবার নিজেই নিজেকে নিজের কথা দ্বারা অভিযুক্ত করেছেন। তিনি বলেছন জন ক্রনিনের সঙ্গে তাঁর বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক ছিল, বলেছেন ক্রনিন তাঁকে পছন্দ করতেন এবং সম্মান করতেন। কিন্তু আপনারা শুনেছেন সাক্ষিরা বলেছেন ক্রনিন ডা. পেগিকে ঘৃণা করতেন, তাঁকে সম্বোধন করতেন 'ওই মাগী' বলে।'

গাস ভেনাবল আড়চোখে বিবাদীকে একবার দেখলেন। হতাশায় ছাই হয়ে গেছে পেগির মুখ। জুরিদের দিকে ফিরলেন তিনি। 'একজন অ্যাটর্নি সাক্ষি দিয়েছেন ডা. টেলরকে এক মিলিয়ন ডলার পাবার কথা বলা হলে তিনি বলেন, 'এটা অনৈতিক। উনি আমার রোগী ছিলেন,' অথচ টাকাটা নিতে তিনি বিন্দুমাত্র দ্বিধা করেননি। কারণ টাকাটা তাঁর দরকার ছিল। তাঁর বাড়িতে ড্রয়ারভর্তি ভ্রমণের ব্রুশার পাওয়া গেছে—প্যারিস, লন্ডন এবং রিভিয়েরা। একটা কথা স্মরণে রাখবেন টাকাটা পাবার পরে কিন্তু তিনি ট্রাভেল এজেন্সিতে যাননি। ভ্রমণে যাবার পরিকল্পনা তাঁর আগেই করা ছিল। শুধু তাঁর টাকা এবং সুযোগ পাবার দরকার ছিল এবং জন ক্রনিন দুটোই তাকে দিয়েছেন। একজন অসহায় মৃত্যুপথযাত্রীকে নিজের ইচ্ছেমতো চালানো তার জন্য সহজ ছিল। তিনি এমন একজন মানুষকে দয়া দেখাতেন, যিনি, তাঁর ভাষায় প্রবল যন্ত্রণাক্লিষ্ট

ছিলেন। অমন প্রবল যন্ত্রণা নিয়ে আপনারা বুঝতেই পারছেন কারও পক্ষে পরিষ্কার কিছু চিন্তাভাবনা করা কত কঠিন। আমরা জানি না ডা. টেলর কীভাবে জন ক্রনিনকে তাঁর উইল বদলাতে প্ররোচিত করেছিলেন সেই পরিবারটিকে বঞ্চিত করে যাদেরকে ক্রনিন ভালোবাসতেন এবং যারা ছিলেন তাঁর মূল বেনিফিসিয়ারি। আমরা শুধু জানি সেই ভয়ংকর রাতে তিনি ডা. পেগিকে নিজের কাছে ডেকেছিলেন। ওঁরা কী নিয়ে কথা বলেছেন? উনি কি ডা. টেলরকে অনুরোধ করেছিলেন তাঁর জীবনপ্রদীপ নিভিয়ে দিলে তিনি তাঁকে এক মিলিয়ন ডলার দেবেন? এটা হতেও পারে। নতুবা পক্ষান্তরে এটি ছিল ঠাণ্ডা-মাথার খুন।'

'লেডিস অ্যান্ড জেন্টলমেন, এ মামলার সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত উইটনেস কে জানেন?' নাটকীয় ভঙ্গিতে পেগিকে আঙুল তুলে দেখালেন তিনি। 'বিবাদী নিজে! আপনারা শুনেছেন তিনি সাক্ষ্য দেয়ার সময় বলেছিলেন পবিত্র হিপোক্রেটিক শপথের কক্ষনো অবমাননা করবেন না। কিন্তু তিনি মিথ্যা বলেছেন। আমরা সাক্ষ্য শুনেছি তিনি অবৈধভাবে রক্ত সঞ্চালন করেছন এবং তারপর মিথ্যা রেকর্ড লিখেছেন। তিনি বলেছেন জন ক্রনিন ছাড়া আর কোনো রোগীকে তিনি হত্যা করেননি। কিন্তু আমরা সাক্ষ্য প্রদানে শুনেছি সকলের অত্যন্ত শ্রদ্ধেয় চিকিৎসক ডা. বার্কার তাঁকে তার রোগীকে হত্যার অভিযোগ করেছেন।

'দুর্ভাগ্যক্রমে, লেডিস অ্যান্ড জেন্টলমেন, লরেন্স বার্কার স্ট্রোকে আক্রান্ত বলে আজ বিবাদীর বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিতে আদালতে হাজির হতে পারেননি। তবে আপনাদেরকে বিবাদীর ব্যাপারে ডা. বার্কারের অভিমত সম্পর্কে স্মরণ করিয়ে দিতে চাই। ডা. টেলর যে-রোগীর অপারেশন করছিলেন সে ঘটনা নিয়ে ডা. পিটারসনের সাক্ষ্য আমি ম্যানুস্ক্রিপ্ট থেকে পড়ে শোনাচ্ছি।

" 'ডা. বার্কার কি অপারেশনের সময় অপারেটিং রুমে এসেছিলেন?" '

"জি।" এবং ডাক্তার বার্কার কি কিছু বলেছিলেন?'

উত্তর : "তিনি ডা. টেলরের দিকে ঘুরে দাঁড়িয়ে বলেন, "তুমি ওকে খুন করেছ।"

নার্স বেরির জবানবন্দি পড়ে শোনাচ্ছি। "ডা. বেকার ডা. টেলরকে কী বলেছিলেন নির্দিষ্ট করে বলুন।"

উত্তর : "তিনি বলেছিলেন ডা. টেলর অযোগ্য একজন ডাক্তার...আরেকবার বলেন তিনি ডা. টেলরকে দিয়ে নিজের কুকুরের অপারেশনও করাবেন না।"

মুখ তুলে চাইলেন গাস ভেনাবল। 'হয় এটা কোনো ষড়যন্ত্র, যেখানে এ সকল সম্মানিত ডাক্তার এবং নার্সরা বিবাদী সম্পর্কে মিথ্যাকথা বলছেন অথবা ডা. টেলর একজন মিথ্যাবাদী। শুধু মিথ্যাবাদীই নন, একজন প্যাথলজিক্যাল...'

আদালতকক্ষের পেছনের দরজা খুলে গেল, দ্রুতপায়ে ভেতরে ঢুকল একজন এইড। দোরগোড়ায় একমুহূর্ত দাঁড়িয়ে রইল সে, দ্বিধাগ্রস্ত চেহারা। তারপর এগোল গাস ভেনাবলের দিকে।

'স্যার...'

পাঁই করে ঘুরলেন ক্রুদ্ধ গাস। 'দেখতে পাচ্ছ না আমি...?'

এইড ফিসফিস করে কিছু বলল তাঁর কানে।

বিস্মিত হয়ে এইডের দিকে তাকালেন গাস। 'বলছ কী তুমি! এ তো দারুণ ব্যাপার!'

জাজ ইয়ং সামনে ঝুঁকলেন, তাঁর কণ্ঠ ভয়ংকর শীতল।

'বিরক্ত করার জন্য দুঃখিত, তবে আপনারা করছেন কী?'

বিচারপতির দিকে উত্তেজিত ভঙ্গিতে ঘুরলেন গাস। 'ইয়োর অনার, এইমাত্র খবর পেলাম ডা. লরেন্স বার্কার আদালতকক্ষের বাইরে আছেন। হুইলচেয়ারে চড়ে এসেছেন তিনি, তবে সাক্ষ্য দিতে পারবেন। তাঁকে আমি কাঠগড়ায় আহ্বান করতে চাই।'

কোর্টরুমে জোর গুঞ্জন উঠল।

ঝট করে দাঁড়িয়ে গেলেন অ্যালান পেল। 'অবজেকশন!'

চেঁচিয়ে উঠলেন তিনি। 'প্রসিকিউটিং অ্যাটর্নি তাঁর বক্তব্যের মাঝপথে রয়েছেন। শেষ সময়ে নতুন সাক্ষী আহ্বানের কোনো পূর্বদৃষ্টান্ত নেই। আমি—'

দুম করে টেবিলে হাতুড়ির বাড়ি বসালেন জাজ ইয়ং।

'আপনারা দয়া করে বেঞ্চে আসুন।'

পেন এবং ভেনাবল বেঞ্চের দিকে এগিয়ে গেলেন।

'দিস ইজ হাইলি ইরেগুলার, ইয়োর অনার, আমি আপত্তি জানাচ্ছি...'

জাজ ইয়ং বললেন, 'এটা যে ইরেগুলার তা আপনি ঠিকই বলেছেন, মি. পেন। তবে এর পূর্বদৃষ্টান্ত নেই কথাটি ভুল। আমি অন্তত একডজন মামলার কথা বলতে পারি যেখানে বিশেষ পরিস্থিতিতে ম্যাটেরিয়ান উইটনেসদেরকে সাক্ষ্য দেয়ার অনুমতি দেয়া হয়েছে। আপনি যদি পূর্বদৃষ্টান্ত সম্পর্কে খুব বেশি কৌতূহলী হয়ে থাকেন তাহলে এ আদালতে সংঘটিত পাঁচ বছর আগের একটি মামলার বিষয়ে খোঁজখবর নিতে পারেন। ঘটনাক্রমে আমি সে মামলার বিচারক ছিলাম।'

ঢোক গিললেন অ্যালান পেন। 'তার মানে কি আপনি ওঁকে সাক্ষ্য দেয়ার অনুমতি দেবেন?'

একটু চিন্তা করে বিচারক বললেন, 'যেহেতু ডা. বার্কার এ মামলার একজন ম্যাটেরিয়াল উইটনেস এবং স্বাস্থ্যগত কারণে এর আগে সাক্ষ্য দিতে পারেননি, ন্যায়বিচারের স্বার্থে আমি তাকে কাঠগড়ায় আসার অনুমতি দিচ্ছি।'

'বাহ্ দারুণ! সাক্ষী সাক্ষ্য দেয়ার মতো সক্ষম কিনা তার কোনো প্রমাণ নেই। আমি মনোবিজ্ঞান পাঠানোর জন্য দাবি করছি—'

'মি. পেন, এ আদালতে আমরা দাবি করি না, অনুরোধ করি।' গাস ভেনাবলের দিকে ফিরলেন বিচারক। 'আপনি আপনার সাক্ষীকে নিয়ে আসতে পারেন।'

চুপসে যাওয়া বেলুনের মতো দাঁড়িয়ে রইলেন অ্যালান পেন। *সব শেষ,* মনে মনে

বললেন তিনি। *আমাদের মামলার আর কোনো আশা নেই।*

গাস ভেনাবল তাঁর এইডকে হুকুম করলেন, 'ডা. বার্কারকে নিয়ে এসো।'

ধীরে খুলে গেল দরজা, কোর্টরুমে প্রবেশ করলেন ডা. লরেন্স বার্কার। হুইলচেয়ারে বসে আছেন। মাথাটা একদিকে কাত করা, মুখটা বিদ্রূপাত্মক হাসির ভঙ্গিতে সামান্য বেঁকে রয়েছে।

কোর্টরুমের সামনে, হুইলচেয়ারে করে ঠেলে নিয়ে আসা হল অশক্ত, ভাঙাচোরা চেহারার মানুষটাকে। পেগির পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় তিনি ওর দিকে তাকালেন।

তাঁর চোখে কোনো মায়া-মমতা নেই। বেঞ্চের সামনে লরেন্স বার্কারকে নিয়ে আসার পরে জাজ ইয়ং সামনে ঝুঁকে নম্র গলায় জিজ্ঞেস করলেন, 'ডা. বার্কার, আজ আপনি সাক্ষ্য দিতে পারবেন?'

জড়ানো গলায় জবাব দিলেন বার্কার। 'পারব, ইয়োর অনার।'

'এ আদালতে যা ঘটছে সে সম্পর্কে আপনি কি অবহিত আছেন?'

'জি, ইয়োর অনার।' পেগির দিকে তাকালেন তিনি। 'এক রোগীকে হত্যার অভিযোগে ওই মহিলার বিচার হচ্ছে।'

চোখ কুঁচকে গেল পেগির। *ওই মহিলা!*

সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছেন বিচারক। নাজিরের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'সাক্ষীকে শপথ করান।'

ডা. বার্কার শপথ পড়ার পরে জাজ ইয়ং বললেন, 'আপনি চেয়ারে বসেই সাক্ষ্য দিতে পারবেন ডা. বার্কার। প্রসিকিউটর এখন জেরা করবেন। আমি বিবাদীপক্ষকে ক্রস-একজামিন করার অনুমতি দেব।'

হাসলেন গাস ভেনাবল। 'ধন্যবাদ, ইয়োর অনার।' হুইলচেয়ারের সামনে এসে দাঁড়ালেন। 'আপনাকে বেশিক্ষণ আমরা কষ্ট দেব না, ডাক্তার। আপনি এমন অসুস্থ শরীর নিয়েও সাক্ষ্য দিতে এসেছেন এজন্য আদালত কৃতজ্ঞ। গত এক মাস ধরে যেসব সাক্ষী সাক্ষ্য দিয়েছেন তাদের কারও সাক্ষ্য প্রদান কি আপনি দেখেছেন?'

মাথা ঝাঁকালেন ডা. বার্কার। 'আমি টিভিতে এ মামলা দেখেছি এবং কাগজে এর সম্পর্কে পড়েছি। আমার গা ঘিনঘিন করেছে।'

পেগি দু হাতের মধ্যে ডুবিয়ে দিল মাথা।

গাস ভেনাবল বিজয় উল্লাস গোপন করে উদাসসুরে বললেন, 'এরকম অনুভূতি আমাদের অনেকেরই হয়েছে।'

'আমি এখানে এসেছি ন্যায়বিচার করা হচ্ছে কিনা দেখতে।'

হাসলেন ভেনাবেল। 'আমাদেরও উদ্দেশ্য তাই।'

গভীর দম নিলেন লরেন্স বার্কার, কথা বলার সময় রাগে গমগম করল তাঁর কণ্ঠ। 'তাহলে কেন অযথা ডা. টেলরের বিচার করছেন আপনারা?'

ভেনাবল ভাবলেন তিনি শুনতে ভুল করেছেন, 'দুঃখিত, কী বললেন?'

'বলছি এ ট্রায়াল স্রেফ একটা প্রহসন!'

বিস্মিত দৃষ্টি বিনিময় করল পেগি এবং অ্যালান পেন।

মুখ শুকিয়ে গেল গাস ভেনাবলের। 'ডা. বার্কার...'

'আমাকে বাধা দেবেন না,' খেঁকিয়ে উঠলেন বার্কার। 'আপনারা একজন প্রতিভাবান সার্জনকে হামলা করার জন্য কতগুলো পক্ষপাতদুষ্ট, হিংসুক লোকজনের সাক্ষ্য নিয়েছেন। ও—'

'এক মিনিট!' আতঙ্ক বোধ করছেন ভেনাবল। 'এ কথা কি সত্য নয় যে আপনি ডা. টেলরের কর্মদক্ষতা নিয়ে বহুবার কঠোর সমালোচনা করার কারণে তিনি এমবারকাডেরো হাসপাতালের চাকরিটা ছেড়ে দিতে চাইছিলেন?'

'হ্যাঁ।'

একটু আশার আলো দেখতে পেলেন গাস ভেনাবল। 'সেক্ষেত্রে আপনি কী করে পেগি টেলরকে প্রতিভাবান ডাক্তার বলছেন?'

'যা সত্য তাই বলেছি,' পেগির দিকে ফিরলেন বার্কার, তারপর আবার যখন কথা বললেন, যেন কোর্টরুমে শুধু তাঁরা দুজনেই আছেন। 'কিছু মানুষের জন্মই হয় ডাক্তার হবার জন্য। তুমি সেই দুর্লভদের একজন। শুরু থেকেই জানতাম তুমি কত যোগ্য একজন ডাক্তার। তোমার সঙ্গে কঠিন ব্যবহার করেছি আমি—হয়তো একটু বেশি কড়া হয়ে গেছে আচরণ—এসব করেছি কারণ জানতাম তুমি খুব ভালো। তোমাকে বকাঝকা করতাম, কারণ আমি চেয়েছি তুমি নিজেই নিজের সমালোচনা করবে। আমি চেয়েছি তুমি পারফেক্ট হবে। কারণ আমাদের পেশায় ভুলের কোনো স্থান নেই। একদমই নেই।'

পেগি হাঁ করে তাকিয়ে আছে ডা. বার্কারের দিকে। কী ঘটছে যেন বুঝতে পারছে না। সবকিছু অতি দ্রুত ঘটছে।

কোর্টরুমে গুঞ্জন উঠল।

'আমি চাইনি তুমি চাকরি ছেড়ে দাও।'

গাস ভেনাবল টের পেলেন বিজয় তাঁর পায়ের তলা থেকে পিছলে বেরিয়ে যাচ্ছে। যার ওপরে সবচেয়ে বেশি ভরসা করবেন ভেবেছিলেন সে-ই তাঁর সবচেয়ে বড় দুঃস্বপ্ন হিসেবে হাজির হয়েছে। 'ডা. বার্কার—সাক্ষী আছে আপনি ডা. টেলরকে আপনার রোগী ল্যান্স কেলিকে মেরে ফেলার অভিযোগ করেছিলেন। কীভাবে...?'

'আমি কথাটা ওকে বলেছিলাম, কারণ ও ছিল তখন চার্জে। পুরো দায়দায়িত্ব ওর ওপরেই বর্তায়। তবে মি. কেলির মৃত্যুর জন্য আসলে দায়ী অ্যানেসথেটিস্ট।'

এবারে আদালতকক্ষে গর্জন উঠল।

স্তম্ভিত হয়ে বসে রইল পেগি।

ডা. বার্কার ধীরে ধীরে কথা বলতে লাগলেন। যদিও কথা বলতে তাঁর খুব কষ্ট হচ্ছিল। 'আর জন ক্রনিনের টাকাপয়সা সম্পর্কে ডা. টেলর কিছুই জানত না। আমি

নিজে মি. ক্রনিনের সঙ্গে কথা বলেছিলাম। তিনি আমাকে বলেন তিনি টাকাটা ডা. টেলরকে দিয়ে যাচ্ছেন, কারণ নিজের পরিবারকে তিনি ঘৃণা করেন এবং বলেছিলেন এ কষ্ট থেকে চিরতরে মুক্তি লাভের জন্য ডা. টেলরকে অনুরোধ করবেন। আমি তাঁর কথায় সম্মতি জানাই।'

আবার গর্জন ছাড়ল দর্শক। হাবার মতো দাঁড়িয়ে রইলেন গাস ভেনাবল।

লাফ মেরে খাড়া হলেন অ্যালান পেন। 'ইয়োর অনার, আই মুভ ফর আ ডিসমিসাল!'

টেবিলে ঠকাশ করে হাতুড়ির বাড়ি মারলেন বিচারপতি।

'সবাই চুপ!' চেঁচালেন তিনি। দুই উকিলের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'আমার চেম্বারে আসুন।'

জাজ ইয়ং, অ্যালান পেন এবং গাস ভেনাবল জাজ ইয়ংয়ের চেম্বারে বসে আছেন।

রীতিমতো হতভম্ব গাস ভেনাবল। 'আ...আমি বুঝতে পারছি না কী বলব। উনি খুবই অসুস্থ মানুষ, ইয়োর অনার। উনি কনফিউজড। আমি চাই সাইকিয়াট্রিস্টরা তাঁকে পরীক্ষা করে দেখুক এবং—'

'সম্ভব না, গাস। এ নিয়ে খামোকা বিব্রত হতে যাবেন কেন? আমি মেয়েটির ওপর থেকে মার্ডার চার্জ তুলে নিচ্ছি। কারও কোনো আপত্তি আছে?'

দীর্ঘ বিরতির পরে গাস ভেনাবল বললেন, 'না। নেই।'

জাজ ইয়াং বললেন, 'গুড ডিশিসন। আপনাদের দুজনকেই একটা উপদেশ দিই শুনুন। সাক্ষী কী বলবে না-জেনে কোনোদিন কাউকে সাক্ষ্য দিতে ডাকবেন না।'

আদালত আবার বসেছে। জাজ ইয়ং বললেন, 'জুরি ভদ্রমহোদয় এবং ভদ্রমহোদয়াগণ, আপনাদের সময় এবং ধৈর্যের জন্য ধন্যবাদ। আদালত সকল অভিযোগ তুলে নিচ্ছে। বিবাদী এখন মুক্ত।'

পেগি ঘুরে ম্যালোরির উদ্দেশে উড়ন্ত চুমু ছুড়ে দিল, তারপর দ্রুত এগিয়ে গেল ডা. বার্কারের কাছে। হাঁটু মুড়ে বসে জড়িয়ে ধরল বার্কারকে।

'কীভাবে আপনাকে ধন্যবাদ দেব জানি না,' ফিসফিস করল ও।

'এ ঝামেলায় তোমার জড়ানো মোটেই উচিত হয়নি,' ঘোঁতঘোঁত করলেন বার্কার। 'বাইরে চলো। তোমার সঙ্গে কথা আছে।'

ডা. বার্কারের কথা শুনতে পেয়েছেন জাজ ইয়ং। তিনি উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, 'ইচ্ছে করলে আমার চেম্বারে বসে কথা বলতে পারেন।'

পেগি, ম্যালোরি এবং ডা. বার্কার বসেছেন বিচারকের চেম্বারে। ঘরে অন্য কেউ নেই।

ডা. বার্কার বললেন, 'দুঃখিত, তোমাকে সাহায্য করার জন্য ওরা আরও আগে

আমাকে আসতে দেয়নি। হারামজাদা ডাক্তারগুলোকে তো তুমি চেনোই।'

পেগির চোখ টলোমলো। 'আমি আপনাকে বলে বোঝাতে পারব না আমি কতটা...'

'তাহলে বোলো না,' মুখ হাঁড়িপানা করে বললেন বার্কার।

হঠাৎ একটা কথা মনে পড়ে গেল পেগির। 'আপনি কবে জন ক্রনিনের সঙ্গে কথা বললেন?'

'কী?'

'আমার কথা আপনি ঠিকই শুনেছেন। জানতে চাইছি জন ক্রনিনের সঙ্গে আপনার কবে কথা হল?'

'কবে?'

ধীরে ধীরে পেগি বলল, 'জন ক্রনিনের সঙ্গে আপনার কোনোদিন কথা হয়নি। তাঁর সঙ্গে আপনার পরিচয়ই ছিল না।'

হাসির সূক্ষ্ম রেখা ফুটল ডা. বার্কারের ঠোঁটে। 'না। তোমার সঙ্গে তো পরিচয় আছে।'

পেগি জড়িয়ে ধরল ডা. বার্কারকে।

'অতিরিক্ত আবেগী হয়ো না,' ধমক দিলেন তিনি। তাকালেন ম্যালোরির দিকে। 'ও মাঝে মাঝে খুব বেশি আবেগপ্রবণ হয়ে পড়ে। ওর দিকে ঠিকমতো খেয়াল রেখো নইলে আমার কাছে কিন্তু জবাবদিহি করতে হবে।'

ম্যালোরি বলল, 'ও নিয়ে আপনি ভাববেন না, স্যার। আমি ওর ঠিকমতো যত্ন নেব।'

পরদিন বিয়ে করল পেগি এবং ম্যালোরি। ওদের বিয়েতে মিতবর হলেন ডা. বার্কার।

উপসংহার

পেগি কার্টিস প্রাইভেট প্রাকটিসে নেমে পড়েছে, যোগ দিল বিখ্যাত নর্থ শোর হাসপাতালে। জন ক্রনিনের দেয়া এক মিলিয়ন ডলার দিয়ে আফ্রিকায়, বাবার নামে একটি হাসপাতাল করেছে পেগি।

লরেন্স বার্কার সার্জিকাল কনসালট্যান্ট হিসেবে পেগির সঙ্গে আছেন।

মেডিকেল বোর্ড অভ ক্যালিফোর্নিয়া আর্থার কেন্-এর লাইসেন্স বাতিল করে দিয়েছে।

জিমি ফোর্ড পুরোপুরি সুস্থ হয়ে বিয়ে করেছে বেটসিকে। তারা তাদের বড়মেয়ের নাম রেখেছে পেগি।

হানি ট্যাফট আয়ারল্যান্ড চলে গেছে শন রাইলির সঙ্গে। ডাবলিনে নার্স হিসেবে সে এখন কাজ করছে।

শন রাইলি এখন একজন সফল চিত্রকর, তার শরীরে এইডস-এর কোনো লক্ষণ দেখা যায়নি।

সশস্ত্র ডাকাতির অভিযোগে মাইক হান্টার জেল খাটছে।

আলফ্রেড টার্নার পার্ক এভিন্যুতে প্রাকটিস করে প্রচুর টাকা কামাচ্ছে।

এমবারকাডেরো কাউন্টি হাসপাতাল থেকে বেনজামিন ওয়ালেসের অ্যাডমিনিস্ট্রেটের চাকরি চলে গেছে।

লরেন হ্যারিসন তার টেনিস-শিক্ষককে বিয়ে করেছে।

ট্যাক্স ফাঁকির অভিযোগে পনেরো বছরের জেল হয়ে গেছে লু ডিনেটোর।

কেন্ ম্যালোরির যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হয়েছে। ডিনেটো ওই কারাগারে আসার এক হপ্তা পরে ম্যালোরিকে মৃত অবস্থায় পাওয়া গেল তার কারাকক্ষে। কে বা কারা তাকে ছুরি মেরে হত্যা করেছে।

এমবারকাডেরো হাসপাতাল এখনও বহাল তবিয়তে আছে, অপেক্ষা করছে পরবর্তী ভূমিকম্পের জন্য।